ইসলামের অজানা অধ্যায়

সপ্তম খণ্ড

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী
(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ - ছয়

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{সপ্তম খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ – ছয়

গোলাপ মাহমুদ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog

ইসলামের অজানা অধ্যায় {সপ্তম খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography): মদিনায় মুহাম্মদ – ছয়

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম ইবুক প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০২২

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Islamer Ojana Odday-Part-07, by Golap Mahmud

Istishon eBook
First eBook Published in **February, 2022**
Created by: Dhrubok

সপ্তম খণ্ড উৎসর্গ:

“পৃথিবীর সকল মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের **‘বিপথগামী’** ভেবে আমার মাতা-পিতার মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশ সহ জগতের সমস্ত মুক্ত চিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদ্দেশ্যে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।”

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উপক্রমণিকা

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে খবরটি শুনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুট-তরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোন পরিবার ছিলো না যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই! যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন তারা তো বটেই, যারা বিপক্ষে ছিলেন তারাও। আমি এমনও পরিবার দেখেছি যে পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যারা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যারা এই কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তারা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন তা হলো তারা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তারা বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে

ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জত হানী করেছিলেন। লুট-তরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌন-দাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয়: **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোটভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিয়প্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাহিরে তাকে ও তার এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটি কে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাই টি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তার চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদা হাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলাম সম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেন কে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি যে যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়ি ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম তা হলো, দলে দলে বাঙ্গালীরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলা গাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমন কি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানরাই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে দৃশ্য দেখতে পাই তা হলো যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙ্গালীরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমারা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।" আব্বা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কী এই ভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল'। এটা নিতে ইসলামে কোন বাধা নাই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা**

তো সোলায়মান ও বলতো!" সোলায়মান লোকটি কে তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাকে এও জানালেন যে অল্প কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু'জনেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু'জনেই মনে প্রাণে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এরপর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশুনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাদের বাসায় ছিলাম, তার সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এত দিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত"। এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে

অবলীলায় খুন করতে পারে সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল- যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দুপক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল (‘সিফফিন যুদ্ধ'), যে যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু’পক্ষই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুনগত চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

তখন পর্যন্ত আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোন ভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো যখন আমি **কুরানের অর্থ ও**

তরজমা বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদ-বাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় ধরণের সংঘাত হয় নাই। মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোন অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথাই বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোন ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি**"। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হোন নাই।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচোনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনরূপ "political correctness" এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, "**মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye can not see)।" শরীরের কোন মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে, যাবার সময় কোন শাখা বিস্তার করেছে কিনা, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে- ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায় তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ের বিশদ জ্ঞান থাকে তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায়

অনূদিত। এই সব মূল গ্রন্থগুলো লিখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই মুহাম্মদের মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায় নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭৮০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত, বাঁকি ৬০০ কোটি ইসলাম অবিশ্বাসী, যারা মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জন-গুষ্টি পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনরূপ "political correctness" ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যে ভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

পৃথিবী নামের গ্রহটির ইতিহাস লিখে রাখার স্বভাব বড় অদ্ভুত, এটি অসভ্যতাকে বেশী মর্যাদা দেয়; বিগত হাজার বছর ধরে বিজয়ীদের লিখে রাখা আত্মগর্বের ইতিহাস তাই সভ্যতার চাইতে অসভ্যতাকে বেশী বর্ণনা করে। কথায় বলে: ইসলামের ইতিহাস কেবলমাত্র ইসলামেরই বিজয়ের ইতিহাস; হয়ত একথা আংশিক সত্য, তবে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই বিজয়গাথা যতটা না ইতিবাচক, তার শতগুন বেশী নেতিবাচক!

"গোলাপ মাহমুদ"- ২৫ জুন ২০১২ ইংরেজী থেকে শুরু করে বিগত ১০ বছর ধরে ইসলামের ইতিহাসের আদিউৎসগুলো যাচাই বাছাই এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চলছেন; তিনি ১৪০০ বছর ধরে পড়ে থাকা ইসলামের ইতিহাসের এমন এমন দিক উন্মোচন করতে সমর্থ হচ্ছেন; যা নিয়ে বর্তমান সময়ে গবেষণা করার মানুষ সোনার পাথর বাটির মতই দূর্লভ! **"গোলাপ মাহমুদ"** সেই দূর্লভ শ্রেণীর মানুষ!

ক্রমশ মানুষের জাগতিক-যান্ত্রিক জীবন জটিল থেকে জটিল হয়ে যাচ্ছে, মানুষ তার একজীবনে যাপন করছে একাধিক জীবন, কিন্তু তারপরেও সময় স্বল্পতার যে রোগ প্যানডেমিক থেকে এন্ডেমিক হচ্ছে, তাতে শতভাগ নিশ্চিত বলা যায় **"ইসলামের অজানা অধ্যায়"** সিরিজটির মত আর কোনো গবেষণাকর্ম নিকট ভবিষ্যতে প্রকাশ করতে ব্রতী হবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না!

আমরা সাধারণ মানুষেরা কখনও প্রকৃত মেধা-মননের মর্যাদা দিতে শিখিনি; আমরা নির্বোধের মত তাদেরকে প্রাতস্মরণীয় মনে করি, যারা ব্যক্তিজীবনে সুখভোগের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নির্মাণ করতে সমর্থ হয়নি। হয়ত সাধারণদের দায় ততটা নেই; টিকে থাকা, সমাজ, সংস্কার, ধর্মমত এবং পেটের চাহিদা শেষপর্যন্ত আমাদের সংকীর্ণ

বৃত্তে ফেরায়; সেই বৃত্ত থেকে বের হতে পারে খুব সামান্য মানুষই... কিছু করতে না পারা মানুষগুলো কেবলমাত্র একটা কাজ খুব ভালোভাবে করতে সক্ষম, আর তা হচ্ছে নির্বোধ সমালোচনা আর তৃণভোজীর মত শুকনো ঘাসের চর্বিত চর্বণ! পৃথিবী হয়ত তার স্বভাবদোষে সবার জন্যই বুক উন্মুক্ত রাখে, আর মানুষও তার বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া এগুতে পারে খুবই সামান্য। তবে সুখের কথা হচ্ছে, যারা ব্যক্তিগত এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এগুতে সক্ষম হয়, তাঁরাই জমা হয় ইতিহাসের ইতিবাচক অংশে; এই সিরিজটির লেখক সেই অংশের একজন কারিগর!

ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর **এমিল লুদভিগের** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; আলী দস্তি বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদ**-কে দিয়ে শেষ হতে পারতো! নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আজও সেই একই কথা আবারও বলে শেষ করতে চাই; ১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু গোলাপ মাহমুদ-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা পুরো পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে এটাই প্রথম এবং শেষ!

ধ্রুবক

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সাল

সপ্তম খণ্ডের মুখবন্ধ

হিজরি ৮ সালের রমজান মাসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয় সম্পন্ন করেন। অতঃপর, বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড; হুনায়েন আগ্রাসন ও আল-তায়েফ অবরোধ শেষে (পর্ব: ১৮৭-২২০) তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৮ সালের জিলকদ মাসের শেষে, কিংবা জিলহজ মাসের শুরুতে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩০ সাল)। এই ঘটনার পর থেকে হিজরি ৯ সালের জিলহজ মাসে সংঘটিত মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্ব পর্যন্ত (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল), এই বারো মাস সময়ে সংঘটিত নবী মুহাম্মদের মদিনা জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক ও বিশদ আলোচনা এই খণ্ডে করা হয়েছে।

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় বিকৃতির সম্ভাবনা তত প্রকট হয়। বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে পূর্ববর্তী সকল খণ্ডের মতই, এই বইটির ও মূল অংশের সমস্ত তথ্যের রেফারেন্সই মূলত 'কুরআন' ও নবী মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের 'পুর্নাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

মক্কা বিজয় শেষে নবী মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর, বুজায়ের বিন যুহায়ের বিন আবু সালমা নামের এক লোক তাঁর ভাই কবি কা'ব বিন যুহাইরের কাছে এক

চিঠি লিখেন। সেই চিঠিতে বুজায়ের তাঁর ভাইকে জানায় যে: 'নবী মুহাম্মদ মক্কার কয়েকজন মানুষ-কে হত্যা করেছে যারা তাকে বিদ্রূপ ও অপমান করেছিল; আর যে কুরাইশ কবিরা অবশিষ্ট ছিল তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গিয়েছে। যদি তোমার জীবনের মায়া থাকে তবে আল্লাহর নবীর কাছে তাড়াতাড়ি চলে এসো; কারণ যে কেউ অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে আসে, তিনি তাকে হত্যা করেন না। যদি তুমি তা না করো, তবে তুমি কোনও নিরাপদ স্থানে চলে যাও।' এই চিঠিটি পাওয়ার পর কবি কা'ব বিন যুহাইরের মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল ও কী প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তার আলোচনা 'কবি কা'ব বিন যুহাইরের হত্যা হুমকি' (পর্ব:২২১) পর্বে করা হয়েছে।

আল-তায়েফ অবরোধ শেষে মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে কিংবা তাঁর মদিনায় পৌছার পরেই, উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি নামের এক তায়েফ-বাসী মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর যখন তিনি মদিনা থেকে তাঁর নিজ এলাকা আল-তায়েফে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁরই গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ এক লোক তাঁকে হত্যা করে। কে ছিলেন এই উরওয়া বিন মাসুদ ও কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফির হত্যাকাণ্ড' পর্বটি-তে (পর্ব: ২২২)।

নবী মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তনের প্রায় মাস দেড়েক পর, হিজরি ৯ সালের মহরম মাসে (এপ্রিল-মে, ৬৩০ সাল), নবী মুহাম্মদ কী কারণে বানু তামিম গোত্রের লোকদের উপর আগ্রাসী হামলার নির্দেশ জারী করেছিলেন; এই হামলায় তাঁর অনুসারীরা তাঁদের কতজন পুরুষ, নারী ও শিশুদের বন্দী করে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে এসেছিলেন; অতঃপর বানু তামিম গোত্রের এক প্রতিনিধি মদিনায় এসে কী পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে 'তামিম গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন' পর্বে (পর্ব: ২২৩)।

মক্কা বিজয় শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের আড়াই মাস পর, হিজরি ৯ সালের সফর মাসে (মে-জুন, ৬৩০ সাল), নবী মুহাম্মদ বানু খাতাম গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের নির্দেশ জারী করেন। এ ছাড়াও তিনি এই সময়টি তে আল সিয়ি নামক স্থানে অবস্থিত বানু আমির গোত্রের লোকদের ওপর ও তার পরের মাসে বানু কিলাব গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের নির্দেশ দেন। মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা কীভাবে এই হামলাগুলো সংঘটিত করেছিলেন; বানু কিলাব গোত্রের লোকদের উপর এই হামলার প্রাক্কালে আল-আসিয়াদ বিন সালামা বিন কুরত নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী কীভাবে তার নিজ পিতা-কে হত্যায় সহায়তা করেছিলেন; তার পিতার অপরাধটি কী ছিল; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা 'বানু আমির-খাতাম-কিলাব আগ্রাসন ও পিতৃহত্যা' পর্বে (পর্ব: ২২৪) করা হয়েছে।

আমাদের এই উপমহাদেশে 'দাতা হাতেম তাঈ' এক অতি পরিচিত নাম। তাঁর আসল নাম ছিল হাতেম বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ আত-তাঈ। তিনি ছিলেন এক আরব কবি। অধিকাংশ মুসলমানেরই সাধারণ ধারণা এই যে তিনি ছিলেন একজন 'মুসলমান'; যা সত্য নয়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে; স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) এর ইসলাম প্রচার শুরু করার প্রায় বত্রিশ বছর পূর্বে। নবী মুহাম্মদ তাঁর মক্কা বিজয়, হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সাড়ে তিন মাস পর, হিজরি ৯ সালের রবিউল আওয়াল মাসে (জুলাই-আগস্ট, ৬৩০ সাল), নবী মুহাম্মদ এই হাতেম তাঈ গোত্রের উপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের নির্দেশ জারী করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা "আল-ফুলস হামলা" নামে পরিচিত।

মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বে ১৫০জন মুহাম্মদ অনুসারী কীভাবে এই নিরপরাধ তাঈ গোত্রটির উপর হামলা চালিয়েছিলেন; কীভাবে তাঁদের সম্পদ লুট ও প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন; কী অমানুষিক নৃশংসতায় তারা হাতেম তাঈ

গোত্রের লোকদের হত্যা করেছিলেন; তাঁদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা 'হাতেম তাঈ গোত্রে আগ্রাসন' পর্বে (পর্ব: ২২৫) করা হয়েছে।

এই হামলার প্রাক্কালে হাতেম তাঈয়ের পুত্র আ'দি বিন হাতেম তাঁর নিজ ভগ্নী (হাতেম তাঈয়ের কন্যা) ও গোত্রের লোকদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে সিরিয়ায় পলায়ন করেন। এই হামলায় মুহাম্মদ অনুসারীরা হাতেম তাঈয়ের গোত্রের যে পুরুষ, নারী ও শিশুদের বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিল হাতেম তাঈয়ের পরিবারের সদস্যরাও; যার মধ্যে ছিল হাতেম তাঈয়ের এক কন্যাও (আদি বিন হাতিমের ভগ্নি)। অতঃপর সেই কন্যাটি কীভাবে মুহাম্মদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন; কী কারণে মুহাম্মদ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; অতঃপর হাতেম তাই পুত্র আ'দি বিন হাতেম কী কারণ ও পরিস্থিতিতে হিজরি ১০ সালের শাবান মাসে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা 'হাতেম তাঈ গোত্র-পরিবারের পরিণতি ও আ'দি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণ' পর্বে (পর্ব: ২২৬-২২৭) করা হয়েছে।

হিজরি ৮ সালের জিলকদ-জিলহজ্জ মাসে নবী মুহাম্মদ তাঁর অতর্কিত মক্কা বিজয়, হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে হিজরি ৯ সালের রজব মাস পর্যন্ত (১৯শে মে - ১৪ই অক্টোবর, ৬৩০ সাল) তিনি মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর হিজরি ৯ সালের রজব মাসে তিনি তাঁর অনুসারীদের বাইজেনটাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের হুকুম জারী করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা 'তাবুক অভিযান' নামে সুবিখ্যাত। এটি ছিল 'সশরীরে উপস্থিত' নবী মুহাম্মদের সর্বশেষ অভিযান (ঘাজওয়া), যা সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ৯ সালের রজব থেকে রমজান মাস সময়টিতে (অক্টোবর-নভেম্বর, ৬৩১ - জানুয়ারি, ৬৩২ সাল)। আদি উৎসের বর্ণনা মতে এই অভিযানে নবী মুহাম্মদের সঙ্গে ছিল ত্রিশ হাজার অনুসারী ও তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলে ছিল দশ হাজার ঘোড়া।

ইসলামের ইতিহাসে 'তাবুক অভিযান' এতটায় গুরুত্বপূর্ণ যে এই অভিযান ও অভিযান পরবর্তী সময়ে নবী মুহাম্মদ 'তাঁর আল্লাহর নামে' এ সম্পর্কে কমপক্ষে সাতাত্তর-টি বানী বর্ষণ করেছিলেন; যা কুরআনের 'সূরা আত তাওবাহই' লিপিবদ্ধ আছে। এই অভিযান বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সতেরো-টি পর্বে (পর্ব: ২২৮-২৪৪) ।

'সুরা তাওবাহ' হলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সর্বশেষ "নির্দেশ-যুক্ত" সুরা। সম্পূর্ণ এই সুরাটি নবী মুহাম্মদ দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিলেন, যা বর্তমান কুরআনে সংকলিত হয়েছে সম্পূর্ণ "উল্টোভাবে!" অর্থাৎ আগে নাজিল-কৃত আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরাটির “দ্বিতীয় অংশে”, আর পরে নাজিল-কৃত আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরাটির প্রথমাংশে!

আগে নাজিল-কৃত সুরা তাওবাহর দ্বিতীয় অংশের আয়াতগুলোর (আয়াত নম্বর ৩৮-১২৭) সময়কাল মোটামুটিভাবে, ৬৩০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে ৬৩১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত। এই বানীগুলো মুহাম্মদ হাজির করেছিলেন 'তাবুক অভিযান' ও সেখান থেকে তাঁর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরের সময়টিতে। আর এর বিষয়বস্তু হলো 'তাবুক অভিযানের' প্রাক্কালে তাঁর আদেশ যথাযথ পালন না কারী অনুসারী মুমিন ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে তাঁদের কার্যকলাপের বর্ণনা; তাঁদের-কে হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন; নির্দেশ পালনকারী অনুসারীদের পার্থিব লুটের মাল (গনিমত) ও অপার্থিব (বেহেশত) প্রলোভন; আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু-কালীন কিছু বিশয়; ইত্যাদি। এ বিশয়ের আলোচনা করা হয়েছে "সুরা তাওবার ‘দ্বিতীয় অংশ-শেষ নির্দেশ" পর্বটি-তে (পর্ব: ২৪৫)।

নবী মুহাম্মদ তাঁর 'তাবুক অভিযান' সম্পন্ন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৯ সালের রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ৬৩০ সাল- জানুয়ারি, ৬৩১ সাল)। ঐ মাসেই আল-তায়েফ থেকে থাকিফ গোত্রের পাঠানো এক প্রতিনিধি দল মদিনায় মুহাম্মদের কাছে

এসে দেখা করে ও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর তাঁরা তাদের এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে ও 'থাকিফ গোত্রের সকল লোকেরা' মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। এই সেই আল-তায়েফের থাকিফ গোত্রের লোকেরা, যারা এই ঘটনার আট-নয় মাস আগে 'উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি' নামের তাঁদেরই এক নেতা-কে হত্যা করেছিল (পর্ব: ২২২)। সেই ঘটনার এতগুলো মাস পর কী কারণে তাঁরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা 'বানু থাকিফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ও তার কারণ' পর্বে (পর্ব: ২৪৬) করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি ছিলেন মদিনার খাযরাজ গোত্রের প্রধান, যিনি মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংস' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে "সর্বপ্রথম" প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন! এই সেই আবদুল্লাহ বিন উবাই, যার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মদিনার 'বানু কেইনুকা গোত্রের' প্রায় সাত শত লোক (পর্ব: ৫১) এবং 'বানু নাদির গোত্রের' লোকেরা প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)!

আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি মদিনায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও মুহাম্মদের বহু সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না। যে কারণে নবী মুহাম্মদ তাঁকে 'মুনাফিক উপাধিতে' ভূষিত করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে আবদুল্লাহ বিন উবাই "মুনাফিক" নামেই সুবিখ্যাত!

তাবুক যুদ্ধ থেকে মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তনের মাস দুই পরে, হিজরি ৯ সালের জিলকদ মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩১ সাল) আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে মদিনায় কী ঘটেছিল; কী কারণে ও কুরআনের কোন আয়াতের অজুহাতে (উদ্ধৃতি দিয়ে) নবী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ও অতঃপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কুরআনের কোন আয়াতটি নাজিল

করে তাঁর সেই কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, তার আলোচনা 'আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ও তার প্রতিক্রিয়া' পর্বে (পর্ব: ২৪৭) করা হয়েছে।

ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীটি প্রায়ই করে থাকেন তা হলো: "মক্কা বিজয়ের পর অবিশ্বাসীরা দলে দলে 'মুহাম্মদের কাছে এসে' ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন!" অন্যদিকে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মক্কা-বিজয়ের (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) পর থেকে মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্বের সময় পর্যন্ত, এই চৌদ্দ মাস সময়ে নবী মুহাম্মদ কমপক্ষে বারো-টি (তামিম গোত্রের উপর হামলাটি সহ তেরোটি) সহিংস আগ্রাসী হামলার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং সঙ্গত কারণেই তাঁদের এই দাবীটি প্রশ্নবিদ্ধ, এই কারণে যে,

"মক্কা বিজয়ের পর যদি অবিশ্বাসীরা 'মুহাম্মদের কাছে এসে' দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে থাকেন, তবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসী জনপদের উপর এত অল্প সময়ে এতগুলো আগ্রাসী হামলা কেন চালাবেন?"

এ বিষয়ের আলোচনা 'মক্কা বিজয় পর প্রথম হজ্জ ও সুরা তাওবাহর প্রথমাংশ' পর্বে (পর্ব: ২৪৮) করা হয়েছে।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সমগ্র নবী জীবনে আল্লাহর নামে যে সকল বানী বর্ষণ করেছিলেন, সুরা হিসাবে তার সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরাটি হলো 'সুরা তাওবাহ (আল-বারাহ)। এই সুরাটির পর, তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে একটি বিধান জারী করেছিলেন তা হলো মৃত-ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয়, যা বর্ণিত আছে সুরা 'আন নিসার' সর্বশেষ আয়াতটি-তে। আর আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) ও মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের

(৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা মতে সুরা আত-তাওবাহর প্রথম ৩০-৪০টি বানীই হলো বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে 'আল্লাহর নামে' নবী মুহাম্মদের সর্বশেষ "চূড়ান্ত নির্দেশ।"

"ইসলামের 'আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ' নিয়ম অনুযায়ী 'সুরা তাওবাহর প্রথম ৩৭ টি বাক্যেই হলো জগতের সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অনুসারীদের প্রতি 'অবশ্য পালনীয় (ফরজ) মুহাম্মদের চূড়ান্ত নির্দেশ!"

হিজরি ৯ সালের জিলহজ্জ মাসে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল) সংঘটিত মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম এই হজ্জের প্রাক্কালে, নবী মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব আরাফার ময়দানে উপস্থিত সকল ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের এই সর্বশেষ "চূড়ান্ত নির্দেশগুলো" পড়ে শোনান। মক্কা বিজয় পরবর্তী প্রথম এই হজ্বে নবী মুহাম্মদ নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই।

মুহাম্মদ তাঁর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবী জীবনে (৬১০-৬৩২ সাল) যে সমস্ত মানবতা বিরোধী নৃশংস কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবচেয়ে বীভৎসটি হলো 'বানু কুরাইজা গণহত্যা' ও অনুসারীদের উদ্দেশ্যে জগতের সকল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে অমানবিক ও নৃশংস নির্দেশটি হলো তাঁর সর্বশেষ চূড়ান্ত নির্দেশগুলোরই একটি; যাকে বলা হয়, 'তরবারির আয়াত' (কুরআন: ৯:৫)! সে কারণেই, মুহাম্মদের এই দু'টি কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা সবচেয়ে বেশী মিথ্যাচার ও কু-যুক্তির অবতারণা করে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলিম ও অমুসলিমদের বিভ্রান্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা "চূড়ান্ত নির্দেশ - 'তাদের হত্যা কর' ও চূড়ান্ত শিক্ষা - 'তারা অপবিত্র'" পর্ব দুটিতে (পর্ব: ২৪৯-২৫০) করা হয়েছে।

কুরআন (সূরা নাহল: ১৬:১০১) ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, নবী মুহাম্মদ অনেক সময়ই 'আল্লাহর নামে' পরস্পরবিরোধী

বাণী প্রচার করতেন। "সৃষ্টিকর্তার বানী কখনোই পরস্পরবিরোধী হতে পারে না," এই সত্য অবিশ্বাসীরাও জানতেন। সে কারণেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা মুহাম্মদকে বলতেন, "আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন।" এই ক্ষেত্রে আল্লাহর নামে নবী মুহাম্মদের নির্দেশ-টি হলো:

২:১০৬ (সূরা আল বাক্বারাহ) - *"আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।"*

অর্থাৎ, 'যদি কুরআনের দুই বা ততোধিক আয়াত পরস্পরবিরোধী হয়, তবে যে আয়াতটি "পরে" নাজিল হয়েছে সেটাকেই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ধরতে হবে।' যার সরল অর্থ হল, সেরূপ ক্ষেত্রে মদীনার আয়াত (পরে নাজিলকৃত) মক্কার আয়াতগুলোকে (পূর্বে নাজিলকৃত) বাতিল (Abrogate) করে। ইসলামী পরিভাষায় যা আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ নামে অবিহিত। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ ও সুরা তাওবাহ' পর্বে (পর্ব-২৫১) করা হয়েছে।

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, "মক্কা বিজয়ের পর অবিশ্বাসীরা দলে দলে 'মুহাম্মদের কাছে এসে' ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন" দাবীটি আংশিক সত্য। প্রতীয়মান হয় যে, আরব জনপদের অধিকাংশ অবিশ্বাসীরা 'মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে' তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কা-বিজয় পরবর্তী প্রথম এই হজ্জের প্রাক্কালে তাঁর "চূড়ান্ত নির্দেশগুলো" ঘোষণর পর (পর্ব: ২৪৯-২৫০)। এ বিষয়ের আলোচনা 'চূড়ান্ত নির্দেশ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া - দলে দলে ইসলাম গ্রহণ' পর্বে (পর্ব: ২৫২) করা হয়েছে।

এই বইয়ে যে সমস্ত বই, আর্টিকেল ও ওয়েব সাইটের রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর লেখক, প্রকাশক, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি

আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আর পাঠকদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা, যারা জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

এই বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যে ব্যক্তিটির কাছে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ, তিনি হলেন **"ধ্রুবক।"** ধ্রুবক নিজেও একজন ইসলাম গবেষক। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ যুগিয়েছেন সেই শুরু থেকেই। এই বইটির প্রতিটি লেখার সম্পাদনা করেছেন তিনি। বইটির অনিন্দ্য-সুন্দর প্রচ্ছদ নির্মাণ ও ই-বুক তৈরি করেছেনও তিনিই। তাঁর এই গভীর একাত্মতা ও ভালবাসায় আমি সমৃদ্ধ।

সর্বোপরি এই বইটি প্রকাশের জন্য **'ইস্টিশন'** কর্তৃপক্ষের সকল কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার অবিরাম আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই মূলত এই বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

গোলাপ মাহমুদ

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সাল।

২২১: কবি কা'ব বিন যুহাইরের হত্যা হুমকি ও অতঃপর!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঁচানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হিজরি ৮ সালের রমজান মাসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয় সম্পন্ন করেন। অতঃপর, বানু জাধিমা গোত্রের লোকদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড; হুনায়েন আগ্রাসন ও আল-তায়েফ অবরোধ শেষে মুহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন (পর্ব: ১৮৭-২২০) হিজরি ৮ সালের জিলকদ মাসের শেষে, কিংবা জিলহজ মাসের শুরুতে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩০ সাল)।

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা আক্রমণ ও বিজয় (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল), হুনায়েন আগ্রাসন ও আল-তায়েফ হামলা ও অবরোধ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই ঘটনাগুলোর পর, অবিশ্বাসী জনপদ-বাসী নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ ও নৃশংসতার আশংকায় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারে যে, মুহাম্মদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, "তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ, তাঁর বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণ!" তাঁরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজন ও তাঁদের গোত্রের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও প্রত্যাশায় "একক কিংবা সমষ্টিগত-ভাবে" একে একে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে গমন করে ও তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। যারা তা

করতে ব্যর্থ হয়, মুহাম্মদ তাঁদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ ও নৃশংসতা পুরা-দমে জারী রাখেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [1]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২০) পর:

'আল্লাহর নবী আল-তায়েফ থেকে রওনা হয়ে যখন (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করেন, বুজায়ের বিন যুহায়ের বিন আবু সালমা তার ভাই কা'ব কে চিঠি লিখে জানায় যে আল্লাহর নবী মক্কার কয়েকজন মানুষ-কে হত্যা করেছেন যারা তাকে বিদ্রূপ ও অপমান করেছিল; আর যে কুরাইশ কবিরা অবশিষ্ট ছিল - ইবনে আল-যিবা'রা ও হুবাইয়েরা বিন আবু ওয়াহাব - তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গিয়েছে।

"যদি তোমার জীবনের মায়া থাকে তবে আল্লাহর নবীর কাছে তাড়াতাড়ি চলে এসো; কারণ যে কেউ অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে আসে, তিনি তাকে হত্যা করেন না। যদি তুমি তা না করো, তবে তুমি কোনও নিরাপদ স্থানে চলে যাও।"

এই গুরুগম্ভীর পত্রটি পাওয়ার পর কা'ব তার জীবনের আশংকায় ভীষণ যন্ত্রণা কাতর ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার আশেপাশের শত্রুরা তার সম্পর্কে আশঙ্কাজনক খবর ছড়িয়ে বেড়ায় এই বলে যে, তাকে হত্যা করায় উত্তম।

কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে সে কবিতা রচনা করে, যেখানে সে আল্লাহর নবীর মহিমা-কীর্তন করে, তার ভীতির বিষয়টি উল্লেখ করে ও তার শত্রুদের অপবাদ জনক খবর-গুলো প্রকাশ করে।

অতঃপর সে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ও আমার জানা তথ্য অনুসারে, সে তার পরিচিত এক জুহাইনা [গোত্রের] লোকের সাথে অবস্থান করে। সে তাকে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে যখন তিনি সকালের নামাজ আদায় করছিলেন, সে তাঁর

সাথে নামাজ পড়ে। লোকটি আল্লাহর নবীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাকে দেখিয়ে দেয় ও তাকে তাঁর কাছে গিয়ে তার জীবন ভিক্ষার আবেদন করতে বলে।

সে উঠে দাঁড়ায়, সেখানে যায় ও আল্লাহর নবীর পাশে এসে বসে তার হাতটি তাঁর হাতের ওপর রাখে, আল্লাহর নবী জানতেন না যে সে কে। সে বলে, "হে নবী, কা'ব বিন যুহাইর অনুতপ্ত হয়ে মুসলিম হিসাবে আপনার কাছ থেকে নিরাপত্তা চাইতে এসেছে। সে যদি আপনার কাছে আসে, তবে কি আপনি তাকে তা মঞ্জুর করবেন?" আল্লাহর নবী যখন বলেন যে তিনি তা করবেন, সে তখন স্বীকার করে যে সেই হলো কা'ব বিন যুহাইর।

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আমাকে বলেছে যে, আনসারদের এক লোক তার উপর লাফিয়ে পড়ে ও এই আল্লাহর শত্রুর কল্লা কেটে ফেলার অনুমতি চায়, কিন্তু নবী তাকে ছেড়ে দিতে বলে; এই কারণে যে, সে তার অতীত-কে ত্যাগ করে অনুতপ্ত অবস্থায় আগমন করেছে। লোকটির এই আচরণের কারণে কাব আনসারদের এই গোত্রের লোকদের উপর রাগান্বিত হয়, আর তাছাড়া কেবল মুহাজিররাই তার সম্পর্কে ভাল কথা বলেছিল। যে মহিমাকীর্তন কাব্য-গাথা সে রচনা করেছিল তা সে আল্লাহর নবীর কাছে আসার পর আবৃত্তি করে-- [অনেক বড় কবিতা]।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) ওপরে বর্ণিত প্রাণবন্ত বর্ণনায় সে বিষয়-টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো:

"কবি কা'ব বিন যুহাইরের ইসলাম গ্রহণের একমাত্র কারণ হলো, 'মৃত্যু-ভীতি!' তিনি তাঁর জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মুহাম্মদের মতবাদ ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়!"

আল-তাবারীর বর্ণনায় হিজরি ৯ সালে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর তালিকা: [2]

(১) ‘আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে, এই বছর, উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।’ [পৃষ্ঠা ৪১]

(২) ‘কথিত আছে যে, এই বছর, বানু আসাদ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে। তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাদের কাছে দূত প্রেরণের আগেই আমরা [আপনার কাছে] এসেছি।" তাদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, আল্লাহ নাজিল করে:

[কুরআন: ৪৯:১৭] - *"তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।" [3] [4]*

(আল-ওয়াকিদি: আল-খাতামে অবিশ্বাসী গোত্রের ওপর হামলা: ‘সময়টি ছিল হিজরি ৯ সালের সফর মাস। নেতৃত্বে ছিল কুতবা বিন আমির বিন হাদিদা (Qutba b Amir b Hadida) নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী। তার সঙ্গে ছিল ২০জন মুহাম্মদ অনুসারী।) [5]

(৩) ‘এই বছর, রবিউল আওয়াল মাসে (জুন-জুলাই, ৬৩০ সাল) বালি গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আগমন করে ও তারা রুয়াফি বিন থাবিত আল-বালায়ির সাথে অবস্থান করে।’ [পৃষ্ঠা ৪০] [6]

(৪) ‘এই বছর (অর্থাৎ, হিজরি ৯ সাল), আল্লাহর নবী রবিউল আওয়াল মাসে [জুলাই-আগস্ট, ৬৩০ সাল] একদল ফৌজ সহকারে আলীকে তাইই গোত্রের

এলাকায় প্রেরণ করেন (সারিয়্যাহ আল-ফুলস [Fuls])। সে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় ও তাদের-কে বন্দী করে। আদি বিন হাতিমের ভগ্নি ছিল সেই বন্দীদের একজন।' [পৃষ্ঠা ৬২]

(আল-ওয়াকিদি: এই হামলায় আলী ইবনে আবু তালিবের সঙ্গে ছিল ১৫০ জন মুহম্মদ অনুসারী। ৫০টি ঘোড়া ও ১০০টি উটের ওপর সওয়ার হয়ে তারা এই হামলাটি সংঘটিত করে। শুধু মাত্র আনসাররাই, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, এই হামলায় অংশ গ্রহণ করে।) [7]

(৫)) 'এই বছর, লাখম থেকে দারিউন গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে। তারা ছিল দশ জন।'

(৬) 'এই বছর, নিগাসের (আল-নাজাসি) মৃত্যুতে আল্লাহর নবী শোক প্রকাশ করেন, যিনি হিজরি ৯ সালের রজব মাসে (৬৩০ সাল) মৃত্যু বরণ করেন।' [পৃষ্ঠা ৭৭]

(৭) 'তাবুকের যুদ্ধ:
'ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক [হইতে বর্ণিত]:
আল-তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, আল্লাহর নবী [হিজরি ৮সালের] জিলহজ মাস থেকে [হিজরি ৯ সালের] রজব মাস পর্যন্ত (মে - অক্টোবর, ৬৩১ সাল) মদিনায় অবস্থান করেন; অতঃপর তিনি তার লোকদের এই আদেশ করেন যে তারা যেন বাইজেনটাইনদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। [পৃষ্ঠা ৪৭] ---- আল্লাহর নবী রমজান মাসে তাবুক থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেই মাসে, থাকিফদের প্রতিনিধি দলটি তাঁর কাছে আসে।' [পৃষ্ঠা ৬২]

'আল ওয়াকিদি: এই বছর, শাবান মাসে আল্লাহর নবীর কন্যা উম্মে কুলসুম মৃত্যুবরণ করে, আর তাকে ধৌত করে আসমা বিনতে উমাইয়া ও সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব।' [পৃষ্ঠা ৭৯]

(৮) ‘এই বছর, আল-তায়েফের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে। যা বলা হয়েছে, তা হলো, তারা রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ৬৩০ সাল – জানুয়ারি, ৬৩১সাল) আগমন করে।’ [পৃষ্ঠা ৪২]

(৯) 'আল-ওয়াকিদি: এই বছর, বানু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দলটি [৮০ জনেরও অধিক লোক] আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করে। ----তাদের মধ্যে ছিল আল-আকরা বিন হাবিস, --ইউয়েনা বিন হিসন বিন হুদাইফা আল ফাযারি। আল-আকরা বিন হাবিস ও ইউয়েনা বিন হিসন মক্কা বিজয়, (ইবনে ইশাক: 'ও হুনায়েন যুদ্ধ) ও আল-তায়েফ অবরোধ কালে আল্লাহর নবীর সাথে ছিল।' [পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮] [8]

(১০) 'আল-ওয়াকিদি: এই বছর, আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শাওয়াল মাসের শেষের দিন-গুলোতে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও জিলকদ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার অসুস্থতা ২০দিন যাবত স্থায়ী ছিল।' [পৃষ্ঠা ৭৩]

(১১) 'এই বছর, রমজান মাসে হিমায়েরের (Himyar) রাজাদের কাছ থেকে আল্লাহর নবী তাদের পত্রবাহক মারফত এক চিঠি প্রাপ্ত হোন, যেখানে তারা জানায় (ঘোষণা দেয়) যে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। (এই রাজারা ছিল) আল-হারিথ বিন আবদ কুলাল; নুয়াম বিন আবদ কুলাল; ও ধু রুইয়ানের (Dhu Ru'ayn) রাজপুত্র আল- নুমান।' [পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪] [9] [10]

(১২) 'আল-ওয়াকিদি: এই বছর, বাহরা গোত্রের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করে, আর তারা আল মিকদাদ বিন আমরের সঙ্গে অবস্থান করে। এই বছর, বানু আল বাক্কা গোত্রের [তিন সদস্য বিশিষ্ট] প্রতিনিধি দলটি আসে।' [11] [12] [পৃষ্ঠা ৭৬]

(১৩) 'এই বছর, বানু ফাযারাহ গোত্রের [ঘাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত] প্রতিনিধি দলটি আসে। তাদের লোক সংখ্যা ছিল মোটামুটি দশ জন। খারিজা বিন হিসন ছিল তাদের একজন।'

(১৪) 'আবু জাফর আল-তাবারী: এই বছর, সাদাকা (al-Sadaqat) বাধ্যতামূলক করা হয় ও আল্লাহর নবী তা সংগ্রহের জন্য তাঁর প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এই বছর নিম্নের আয়াত-টি অবতীর্ণ হয় [পৃষ্ঠা ৭৯]:

"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে।" [কুরআন: ৯:১০৩]

(১৫) 'এই বছর, থালাবা বিন মুনকিধের প্রতিনিধি দলটি আসে [তাদের সাথে ছিল চার জন লোক]।' [13]

(১৬) 'এই বছর, সা'দ হুদায়মের [বানু কুতলাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত] প্রতিনিধি দলটি আগমন করে।' [পৃষ্ঠা ৭৯]

(১৭) 'এই বছর, আবু বকর তার লোকজনদের সাথে হজব্রত পালন করেন [জিলহজ মাস]। আবু বকর ৩০০জন লোক ও (কুরবানির জন্য) পাঁচটি উট নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হোন, আর আল্লাহর নবী (কুরবানির জন্য) প্রেরণ করেন ২০টি উট। আবদুর রহমান বিন আউফ ও হজব্রত পালন করেন ও কুরবানি দেন। আবু বকর রওনা হওয়ার পর পরই আল্লাহর নবী আলীকে প্রেরণ করেন। সে আল-আরজ (al-'Arj) নামক স্থানে তার নাগাল ধরে ও কুরবানির দিনে আল-আকাবা (al-'Aqabah) নামক স্থানে সে সম্পর্কচ্ছেদের বিধানটি ('আল-বারাহ') পড়ে শোনায়।' [পৃষ্ঠা ৭৭] [বিস্তারিত: 'সুরা তাওবাহ'] [14] [15] [16] [17]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> হিজরি ৯ সালে (২০শে এপ্রিল, ৬৩০ সাল - ৮ই এপ্রিল, ৬৩১ সাল) সংঘটিত এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহের বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা, কুরআন ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে পরবর্তী অধ্যায়-গুলোতে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হবে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি। আল-তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The Narrative of Ibn Ishaq: [1]

‘When the apostle arrived (at Medina) after his departure from al-Ta'if Bujayr b. zuhayr b. Abu Sulma wrote to his brother Ka`b telling him that the apostle had killed some of the men in Mecca who had satirized and insulted him and that the Quraysh poets who were left - Ibn al-Ziba`ra and Hubayra b. Abu Wahb -had fled in all directions. ‘If you have any use for your life then come quickly to the apostle, for he does not kill anyone who comes to him in repentance. If you do not do that, then get to some safe place'. ---

When Ka`b received the missive he was deeply distressed and anxious for his life. His enemies in the neighbourhood spread alarming reports about him saying that he was as good as slain. Finding no way out he wrote his ode in which he praised the apostle and mentioned his fear and the slanderous reports of his enemies.

Then he set out for Medina and stayed with a man of Juhayna whom he knew, according to my information. He took him to the apostle when he was praying morning prayers, and he prayed with him. The man pointed out the apostle to him and told him to go and ask for his life. He got up and went and sat by the apostle and placed his hand in his, the apostle not knowing who he was. He said `O apostle Ka`b b. Zuhayr has come to ask security from you as a repentant Muslim. Would you accept him as such if he came to you?' When the apostle said that he would, he confessed that he was Ka`b b. Zuhayr.

`Asim b. `Umar b. Qatada told me that one of the Ansar leapt upon him asking to be allowed to behead the enemy of God, but the apostle told him to let him alone because he had come repentant breaking away from his past. Ka`b was angry at this tribe of the Ansar because of what this man had done and moreover the men of the Muhajirin spoke only well of him. In his ode which he recited when he came to the apostle. ---'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

(তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।)

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৫৯৭-৫৯৮

[2] আল-তাবারী: ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৪০-৪২; ৪৭; ৬২; ৬৭-৬৮; ৭৩-৭৪; ৭৭; ৭৯।

[3] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/

[4] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৩০০:

বানু আসাদ গোত্র- 'উত্তর আরবীয় এক উপজাতি, যারা মদিনা থেকে ফোরাত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আরব অঞ্চলে বসবাস করতো।'

[5] আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯৮১, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮১

[6] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৩০২: বালি গোত্র – 'মূলত দক্ষিণ আরবে বসবাস-কারী কুদাহ (Quḍāʿah) গোত্রের একটি শাখা।'

[7] Ibid আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯৮৪-৯৯৯, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৮৫

[8] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৪৬৪: এই প্রতিনিধি দলে ছিল ৮০ জনেরও অধিক লোক।

[9] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫০১: 'হিমায়ের' - হিমায়ের' ছিল সর্বশেষ প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম আরবীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি, যা মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে ইয়েমেন-কে শাসন করতো। তারা দাবি করতো যে তারা কাহতানি বংশোদ্ভূত।'

[10] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫০২: 'ধু রুইয়ান' – 'এটি দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়েমেনের একটি জেলা ও গোত্র উভয়েরই নাম।'

[11] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫২৫: আল মিকদাদ বিন আমর - 'তিনি ছিলেন দক্ষিণ আরব থেকে আগত এক বাহরানী ও তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধের একমাত্র (কিংবা দুজনের একজন) মুসলিম ঘোড়সওয়ার। তিনি ছিলেন প্রথম সাত জন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির একজন ও যাকে প্রথম চার গুরুত্বপূর্ণ শিয়া সমর্থকদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি হিজরি ৩৩ সালে (৬৫৩-৬৫৪ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।'

[12] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫২৬: বানু আল বাক্কা গোত্র - বানু আমির গোত্রের এক উপগোত্র।

[13] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫৫৩: তাদের সাথে ছিল চার জন লোক।

[14] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫২৯: আবদুর রহমান বিন আউফ ছিলেন বানু যুহরাহ গোত্রের এক বিশিষ্ট কুরাইশ, যিনি ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হোন। ওসমান-কে খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন মূল ভূমিকায়। তিনি ৬৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।,

[15] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫৩০: আল-আরজ: মদিনার অদূরে মক্কা যাওয়ার পথের একটি গ্রাম।

[16] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫৩২: আল-আকাবা: মক্কা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরের একটি স্থান, যেখানে তীর্থযাত্রীরা নুড়ি-পাথর নিক্ষেপ করেন।

[17] বিস্তারিত: 'সুরা তাওবাহ: চূড়ান্ত নির্দেশ - 'তাদের' হত্যা কর!'
https://istishon.blog/node/27916

২২২: উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফির হত্যাকাণ্ড!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ছিয়ানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি এক সুপরিচিত নাম। তিনি ছিলেন সেই লোকদের একজন, 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে" যাকে কুরাইশরা নবী মুহাম্মদের মক্কা-আগমনের কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্তে মুহাম্মদের শিবিরে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই লোক যিনি মুহাম্মদের শিবিরে গমন করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মুহাম্মদ, তুমি কী বিভিন্ন ধরণের মানুষদের সংগ্রহ ও একত্রিত করেছো ও অতঃপর তদেরকে নিয়ে এসেছ তোমার নিজের লোকদের ধ্বংস করার জন্য?" অতঃপর তিনি মুহাম্মদ-কে জানিয়েছিলেন, "কুরাইশরা তাদের মহিলা ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে চিতাবাঘের চামড়া পরিধান করে বাহির হয়ে এসেছে ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে তোমার জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ তারা কখনোই হতে দেবে না। আল্লাহর কসম, আমি মনে করি যে আগামীকাল এই লোকগুলো (এখানে) তোমাকে পরিত্যক্ত করবে।" আর তার এই উক্তির পর, আবু বকর ইবনে কুহাফা তাকে তার উপাস্য 'দেবী আল-লাত' এর চরম অবমাননা করে অশ্রাব্য-গালি বর্ষণ করেছিলেন, এই বলে: *"আল-লাত এর দুধ (ভগাঙ্কুর) চোষ!"*

উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি ছিলেন সেই লোক, যিনি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে মুহাম্মদের শিবির থেকে ফিরে এসে কুরাইশদের জানিয়েছিলেন, "আমি খসরুর সাম্রাজ্যে তাঁর সাথে দেখা করেছি, সিজারের সাম্রাজ্যে তাঁর সাথে দেখা করেছি ও নিগাস এর সাম্রাজ্যে তাঁর সাথে দেখা করেছি; কিন্তু আমি এমন কোন রাজা দেখি নাই যে তাঁর জনগণের কাছে ছিলেন এমন, যেমন তাঁর অনুসারীদের কাছে ছিলেন মুহাম্মদ। আমি ঐ লোকদের দেখেছি যারা কখনোই কোন কারণে মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করবে না, সুতরাং তোমাদের বিবেচনা তোমরা নিজেরাই করো।" এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "অশ্রাব্য-গালি ও অসহিষ্ণুতা বনাম সহিষ্ণুতা" পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ১১৫)।

উরওয়া বিন মাসুদ ছিলেন থাকিফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল-তায়েফের এক অধিবাসী। তার মাতা সুবায়া বিনতে আবদু সামস ছিলেন কুরাইশ বংশের, আর তার পিতা 'মাসুদ' ছিলেন আল-তায়েফের আল-থাকিফ গোত্রের। আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কন্যা আমিনা (কিংবা, 'মায়েমুনা') বিনতে আবু সুফিয়ান ছিলেন তার পত্নী। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন 'আল-তায়েফ আক্রমণ" করে সেখানের বাসিন্দাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন দিনের পর দিন (২০-৪০ দিন) ও ধ্বংস করেছিলেন তাদের সম্পদ, আল-তায়েফের লোকদের সেই ভয়াল ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে (বিস্তারিত: পর্ব: ২১২-২১৫) তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন জুরাশ নামক স্থানে Testudo, Catapult ও অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করছিলেন (পর্ব: ২১২)। নবী মুহাম্মদ তাঁর আল-তায়েফ আক্রমণ ও অবরোধ শেষে মক্কার পথে ফিরে আসার সময়টিতে তিনি আল-তায়েফে ফিরে আসেন। উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি ছিলেন সেই মুহাম্মদ অনুসারী, যাকে নবী মুহাম্মদ "মরিয়মের পুত্র যিশুর সাথে সাদৃশ্য-যুক্ত" বলে অভিহিত করেছিলেন (সহি মুসলিম: বই নম্বর ৪১, হাদিস নম্বর ৭০৪৩) [18]

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, উরওয়া বিন মাসুদ-কে হত্যা করেছিলেন তারই এলাকার লোকেরা; তারই গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ এক লোক! আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [19]

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [20] [21]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২০) পর:

'আল্লাহর নবী যখন তাদের-কে ছেড়ে চলে আসেন, উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি তাঁকে অনুসরণ করে ও তাঁর মদিনা প্রত্যাবর্তনের আগে তাঁর নাগাল ধরে ফেলে, ও ইসলাম গ্রহণ করে। সে মুসলমান হিসাবে তার লোকদের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু নবী বলেন - যা তার লোকেরা বলে - "তারা তোমাকে হত্যা করবে"; কারণ আল্লাহর নবী তাদের দাম্ভিক বিরোধী মনোভাবের বিষয়টি জানতেন। উরওয়া বলে যে তাদের কাছে সে তাদের প্রথম ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয় (ইবনে হিশাম: ''তাদের চোখের চেয়েও অধিক প্রিয়')। [22]

সে ছিল ঐ ব্যক্তি যাকে লোকেরা ভালোবাসতো ও মান্য করতো; অতঃপর সে ফিরে যায় ও তার লোকদের-কে ডেকে ইসলামের দাওয়াত দেয় ও আশা করে যে তাদের মধ্যে তার পদমর্যাদার কারণে তারা তার বিরোধিতা করবে না। সে যখন তার উপরের ঘরে গিয়ে নিজেকে তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় ও তাদের কাছে তার ধর্ম প্রদর্শন করা শুরু করে, তারা চতুর্দিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে ও যার একটি তাকে বিদ্ধ করে ও সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বানু মালিক গোত্রের লোকদের দাবী এই যে, তাদের দলের এক লোক তাকে হত্যা করেছে; যার নাম ছিল আউস বিন আউফ, বানু সালিম বিন মালিক

গোত্রের এক ভাই। আহলাফদের [উরওয়া বিন মাসুদের গোত্র] দাবী এই যে, তাদের মিত্র বানু আততাব বিন মালিক গোত্রের এক লোক তাকে হত্যা করেছে, যার নাম ছিল ওহাব বিন জাবির।' [23]

উরওয়া-কে বলা হয়েছিল, "তোমার মৃত্যুর বিষয়ে তোমার ধারনাটি কী?" সে বলেছিল, "এটি একটি উপহার যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছে ও এক শহীদের মর্যাদা যার দিকে আল্লাহ আমাকে ধাবিত করেছে। তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নবীর ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর পাশে থেকে যারা শহীদ হয়েছে, আমি তাদের মতই; সুতরাং আমাকে তোমরা তাদের পাশে কবর দিও।"

তারা তাকে তাদের পাশে সমাধিস্থ করে ও তাদের দাবী এই যে, আল্লাহর নবী তার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "তাদের লোকদের মধ্য সে ছিল এমনই যেমনটি ছিল ইয়াসিনের বীর তার লোকদের কাছে।" (কুরআন: ৩৬:১৯)

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [21]

'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী যখন আল-তায়েফের লোকদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন উরওয়া বিন মাসুদ তখন ['জুরাশে'] সাঁজোয়া গাড়ি ও ম্যাঙ্গোনেল (Mangonel) তৈরি শিক্ষা করছিল। অতঃপর, আল্লাহর নবীর প্রস্থানের পর সে আল-তায়েফে প্রত্যাবর্তন করে। সে সাঁজোয়া গাড়ি ও ম্যাঙ্গোনেল তৈরি করে ও তা প্রস্তুত করে যতক্ষণে না আল্লাহ তার অন্তরে ইসলাম ন্যস্ত করে; অতঃপর সে মদিনায় গমন করে ও আল্লাহর নবীর কাছে এসে ধর্মান্তরিত হয়।

অতঃপর সে বলে, "হে আল্লাহর রসূল, আমাকে আমার লোকদের কাছে যাওয়ার ও তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি প্রদান করুন; কারণ, আল্লাহর কসম, এরূপ কোন ধর্ম থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে এমনটি আমি দেখছি না। আমি আমার সহচর ও সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে যাব ও উত্তম পন্থায় আমি তাদের

কে এই প্রস্তাব দেবো। আমি আমার দলের লোকদের কাছে এমন অবস্থানে পৌঁছেছি, তেমনটি আর কোন দল কখনই তার লোকদের কাছে পৌঁছায় নাই, আর অনেক পরিস্থিতিতেই আমার প্রাধান্য রয়েছে।”

আল্লাহর নবী বলেন, "তারা তোমাকে নিশ্চিতই হত্যা করবে।" সে জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, সত্যিই তারা আমাকে তাদের প্রথম ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও অধিক ভালবাসে।" অতঃপর সে আল্লাহর নবীর কাছে দ্বিতীয় বার অনুমতি প্রার্থনা করে ও আল্লাহর নবী তাকে তাঁর প্রথম কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেন। আল্লাহর নবী বলেন, "নিশ্চিতই তারা তোমাকে হত্যা করবে।" সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, তারা যদি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তথাপি তারা আমাকে জাগিয়ে তুলবে না"; অতঃপর সে তৃতীয়বার তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে ও তিনি বলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা করো, যাও।"

তাই সে আল-তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে পাঁচ দিনের রাস্তা অতিক্রম করে ‘এশার’ সময় তার লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছে ও তার বাড়িতে প্রবেশ করে। কিন্তু তার লোকেরা তা অপছন্দ করে, এই কারণে যে, সে প্রতিমা দর্শন না করেই তার বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। অতঃপর তারা বলে, "ভ্রমণের কারণে সে ক্লান্ত।"

তারা তার বাড়িতে আসে ও তাকে মুশরিকদের মত করে অভিবাদন জানায়,
আর উরওয়া মুশরিকদের মত করে করা তাদের সেই অভিবাদন প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করে।

সে বলে, "তোমাদের ওপর জান্নাতিদের পক্ষ থেকে অভিবাদন।"
অতঃপর সে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়।

সে বলে, “হে লোকসকল, তোমরা কি আমাকে সন্দেহ করছো? তোমরা কি জানো না যে আমি তোমাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম? তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ও তোমাদের সেনাদলের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

সুতরাং এমন একটি ব্যাপার যা আমি ইসলামে দেখেছি যা থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে না, বিষয়টি ছাড়া আর কী এমন আছে যা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছে? আমার উপদেশ গ্রহণ করো ও আমার বিরোধিতা করো না; কারণ আল্লাহর কসম, অন্য কোন দল তাদের লোকদের কাছে আমার চেয়ে বেশী কল্যাণকর কোন জিনিসই তাদের লোকদের কাছে নিয়ে আসে নাই, যা আমি তোমাদের জন্য এনেছি।"

তারা তাকে অভিযুক্ত করে ও তার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা বলে, "আল-লাতের কসম, তুমি যখন দেবীর দর্শন কিংবা মস্তক মুণ্ডন করো নাই, তখনই আমাদের মনে হয়েছিল যে তুমি ধর্মত্যাগ করেছো।" তারা তাকে আক্রমণ করে ও তাকে আহত করে, কিন্তু সে তাদের প্রতি সহনশীল থাকে।

তারা তার স্থানটি থেকে বের হয়ে আসে ও ভোর হওয়া অবধি তার সম্পর্কে তাদের কী করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করে যতক্ষনে না সকাল হয় ও সে তার একটি ঘরে গিয়ে নামাজের জন্য আজান দেয় ও ওহাব বিন জাবিরের গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ এক লোক তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে; কিছু লোক বলেছে যে, যে ব্যক্তিটি তাকে তীর নিক্ষেপ করেছিল সে ছিল বানু মালিক গোত্রের আউস বিন মালিক, আর এটিই আমাদের কাছে অধিকতর নিশ্চিত।

উরওয়া ছিল এই দলের সাথে জোটবদ্ধ। সে তার শিরায় তীর-বিদ্ধ হয় ও তার রক্তপাত বন্ধ হয় না। তার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়। অন্যরাও সমবেত হয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উরওয়া যখন দেখতে পায় যে তারা কী করছে, সে বলে, "আমার জন্য তোমারা লড়াই করো না। সত্যিই তোমাদের মধ্যে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে আমি আমার এই রক্ত এর প্রভু-কে (আল্লাহ-কে) দান করেছি। শহীদ হওয়া হলো আল্লাহর আশীর্বাদ, আর এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করেছে। আল্লাহ আমাকে এই কাজে চালিত করেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। তিনি আমাকে অবহিত করিয়েছিলেন যে তোমরা আমাকে হত্যা করবে।" অতঃপর

সে তার দলের লোকদের বলে, "তোমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আল্লাহর নবীর পাশে থেকে যারা নিহত হয়েছে, সেই শহীদদের পাশে আমাকে কবর দিয়ো।" সে বলেছে: তারা তাকে তাদের পাশে সমাধিস্থ করে।

তাকে হত্যার এই খবরটি আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে ও তিনি বলেন, "উরওয়া হলো ইয়াসিনের বীরের মত, যে তার লোকদের আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল, আর তারা তাকে করেছিল হত্যা।" অন্যরা বলেছে, "প্রকৃতপক্ষে উরওয়া মদিনায় আগমন করে নাই। সে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর নবীর সাথে মিলিত ও ধর্মান্তরিত হয়েছিল ও অতঃপর ফিরে গিয়েছিল।" প্রথম উপাখ্যানটি আমাদের-কে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উরওয়া-কে যখন হত্যা করা হয়, তার পুত্র আবু মুলাহ বিন উরওয়া বিন মাসুদ ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র কারিব বিন আল-আসওয়াদ বিন মাসুদ তায়েফের লোকদের উদ্দেশ্যে বলে: "আমরা কখনও কোনও কিছুর বিনিময়ে তোমাদের সাথে যোগ দেব না, কারণ তোমরা উরওয়া-কে হত্যা করেছো।" অতঃপর তারা আল্লাহর নবীর সাথে যোগদান করে ও ধর্মান্তরিত হয়। আল্লাহর নবী তাদের-কে বলেন, "তোমরা তোমাদের অভিভাবক হিসাবে যাকে ইচ্ছা তাকে বেছে নাও।" তারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও তার রসুল-কে বেছে নিয়েছি।" আল্লাহর নবী বলেন, "তোমাদের আংকেল হলো আবু সুফিয়ান ইবনে হারব; তাকে তোমরা মিত্র হিসাবে গ্রহণ করো।” তারা তাই করে।

তারা আল-মুগিরা বিন শুবার নিকট গমন করে ও হিজরি ৯ সালের রমজান মাসে থাকিফদের একটি দল আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা মদিনায় অবস্থান করে।'

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফির এই হত্যাকাণ্ডকে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) অবিশ্বাসীদের অমানুষিক নৃশংসতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে মুসলিম ও অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রচার করেন। নিঃসন্দেহে, "একান্তই আত্মরক্ষার অকাট্য কারণ ছাড়া" প্রতিটি হত্যাকাণ্ডই একান্তই গর্হিত ও মানবতা বিরোধী কার্যক্রম। তা সে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের "আল্লাহ ও ধর্মের নামেই" করুক, কিংবা অবিশ্বাসীরা করুক তাঁদের "ঈশ্বর ও ধর্মের নামে", কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা জন গুষ্টিই করুক না কেনো অন্য যে কোন কারণ বা অজুহাতে।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাদের "মক্কা আক্রমণে কুরাইশদের মোট ১৫- ৩১ জন লোক-কে হত্যা (পর্ব: ১৯১-১৯২), অতঃপর তাঁদের ও মক্কার আশেপাশের অবিশ্বাসীদের সমস্ত পূজনীয় দেবদেবীর-প্রতিমা ধ্বংস (পর্ব: ১৯৩-১৯৪); অতঃপর বানু জাধিমা গোত্রের প্রায় ৩০জন লোক-কে তাঁদের আত্মসমর্পণ ও বন্দী অবস্থায় একে একে হত্যা (পর্ব: ২০১); অতঃপর হুনায়েন আগ্রাসনে কমপক্ষে ১১৮জন অবিশ্বাসী-কে হত্যা (পর্বে: ২০৯) ও তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি; অতঃপর উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফির নিজ এলাকা "আল-তায়েফ' হামলা ও অবরোধ সম্পন্ন করে যখন মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, তখন তাদের মদিনা প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (ইবনে ইশাকের বর্ণনা) কিংবা তাদের মদিনা প্রত্যাবর্তনের পরেই (আল-ওয়াকিদির বর্ণনা):

"এই উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি 'তাঁর সহচর, গোত্র ও এলাকাবাসীদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে' গোপনে মুহাম্মদের দলে যোগদান করেছিলেন!"

শুধু তাইই নয়, অতঃপর তিনি তাঁর নিজ এলাকা আল-তায়েফে প্রত্যাবর্তন করে 'অতি অল্প কিছু দিন আগে' তাদেরই এলাকায় "আগ্রাসী আক্রমণ, সম্পদ ধ্বংস ও

ত্রাস সৃষ্টিকারী" মানুষটির দলে তদের-কে যোগদানের আহ্বানের স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। শুধু কী তাই! আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, যখন লোকেরা তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে "তাঁদের (মুশরিকদের) রীতি অনুযায়ী অভিবাদন জানিয়েছিলেন তখন,

"প্রথমেই তিনি তাদের সেই অভিবাদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন!"

তাঁর এই স্পর্ধায় ক্রোধান্বিত হয়ে যখন তাঁরা তার বাড়ির বাহিরে এসে তার সম্পর্কে তাঁদের কী করা উচিত তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন সে তার একটি ঘরে গিয়ে,

"নামাজের জন্য আজান দেয়া শুরু করেছিলেন!"

এমত পরিস্থিতিতে ক্রুদ্ধ তায়েফ-বাসী তাকে উদ্দেশ্য করে তীর নিক্ষেপ শুরু করেছিলেনে ও সেই তীরের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটেছিল!

বিষয়টি আর একটু খোলসা করা যাক। ইসলামের ইতিহাসের এই সমস্ত নৃশংস উপাখ্যান গুলো পাঠের সময় প্রায়শই আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস স্মরণে আসে। সেই সময়টিতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে-গঞ্জে নিরীহ জনপদ-বাসীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ, সম্পদ লুণ্ঠন, ধরপাকড়, নিপীড়ন, হত্যা ও সর্বোপরি নারীদের ওপর তাদের যৌন-নির্যাতন চালিয়েছিল! এমনই এক পরিস্থিতি-তে, ধরা যাক, 'আল-তায়েফ' নামের এক এলাকায় এই পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা অতর্কিত আক্রমণ করে ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব শুরু করেছে। ভীত সন্ত্রস্ত এলাকাবাসী তাঁদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে তাদের দুর্গ মধ্যে অবস্থান নিয়ে এই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছে। আর হানাদার বাহিনী তাঁদের-কে

অবরুদ্ধ করে রেখেছে দিনের পর দিন! অতঃপর সুবিধা করতে না পেরে তারা সেই এলাকা থেকে প্রস্থান করেছে।

তাদের প্রস্থানের পর ঐ এলাকারই উরওয়া বিন মাসুদ বিন থাকাফি নামের এক বিশ্বাস-ঘাতক গোপনে ঐ হানাদার বাহিনীর "লিডারের" সাথে দেখা করে তার দলে যোগদান করেছে। অতঃপর সেই ব্যক্তিটি তার এলাকায় এসে অত্র এলাকায় 'সদ্য আক্রমণকারী' এই হানাদার বাহিনীর লিডার ও তার দলের ভূয়সী প্রশংসা করে সেই দলে এলাকাবাসীদের যোগদানের আহ্বান, অতঃপর তাঁদের অবমাননা (অভিবাদন প্রত্যাখ্যান) ও সর্বোপরি অতি প্রত্যুষে উঠে উচ্চ-স্বরে সেই হানাদার বাহিনীর মতবাদের "আজান" দেয়া শুরু করেছে। এমত পরিস্থিতিতে যদি উত্তেজিত এলাকাবাসী এই উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি নামের এই বিশ্বাসঘাতক-কে হত্যা করে, তবে কী সেই হত্যাকারী কিংবা এলাকাবাসী-কে "জঘন্য অপরাধে" অপরাধী রূপে সাব্যস্ত করা যায়? যদি এই প্রশ্নের জবাব "হ্যাঁ" হয় তবে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অসংখ্য অতর্কিত আক্রমণ, খুন-জখম, সম্পদ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, তাদের দাস ও দাসী করন, দমন-নিপীড়ন - ইত্যাদি কর্মকাণ্ড-গুলোকে "কী ধরণের অপরাধ" হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়?

বিবেচনার ভার মুক্ত-চিন্তার পাঠকদের প্রতি।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর বর্ণনা: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [21]

‘They said: When Muḥammad besieged the people of al-Ṭā’if, ʿUrwa b. Masʿūd was learning to make armored vehicles and Mangonels. Then he returned to al-Ṭā’if after the Messenger of God turned away. He made armored cars and mangonels and prepared that until God deposited Islam in his heart, and he arrived in Medina before the Prophet and converted. Then he said, “O Messenger of God, grant me permission to go to my people and invite them to Islam, for by God, I do not see one turn away from a religion like this. I will approach my companions and my people with a good approach. A party never arrived upon its people except those who arrived with similar to what I arrive with, and I have precedence in many situations.” The Messenger of God said, “Surely they will kill you.” He replied, “O Messenger of God, indeed I am more loved by them than the eldest of their children.” Then he asked the Messenger of God’s permission twice, and the Messenger of God repeated to him his first words. The Messenger of God said, “Surely they will kill you.” He said, “O Messenger of God, if they find me sleeping they will not awaken me,” and he asked his permission a third time and he said, “If you wish, leave.” So he set out to al-Ṭā’if. He marched to them for five days, arrived before his people at *ʿIshā*’, and entered his house. But his people disliked that he entered his house before he visited the goddess. Then they said, “The journey has exhausted him.”

[Page 961] They came to his house and greeted him with the greetings of the polytheist, and the first thing ʿUrwa rejected was the greeting of the polytheist. He said, "Upon you are greetings from the people of Paradise." Then he invited them to Islam. He said, "O People, are you suspicious of me? Do you not know that I am the best of your nobility? Your most wealthy in property, the most powerful of you in troops. So what brought me to Islam except that I saw an affair from which no one will turn away? Accept my advice and do not oppose me, for by God, a party did not arrive before a people with something more gracious than what I bring you." They accused him and were suspicious of him. They said, "By al-Lāt, it occurred to us, when you did not approach the goddess or shave your head, that you had apostatized." They attacked him and they hurt him, but he was patient with them. They set out from his place and deliberated about what they should do about him, until when it was dawn, and he went to a room of his and proclaimed the call to prayer, a man from a group of allies called Wahb b. Jābir aimed an arrow at him; and some say Aws b. Mālik from the Banū Mālik aimed at him, and this is more confirmed with us.

ʿUrwa was a man from the allies. He received the arrow in his vein, and his blood did not stop flowing. His people assembled with weapons. The others gathered and mobilized. When ʿUrwa saw what they did, he said, "Do not fight for me. Indeed I have

donated my blood to its master (God) to bring peace to you. Martyrdom is a blessing of God, and God favors me with it. God drove me to it. I testify that Muḥammad is the messenger of God. He informed me that you would kill me." Then he said to his group, "Bury me with the martyrs who were killed beside the Messenger of God before he left you." He said: They buried him with them.' -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[18] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৪১, হাদিস নম্বর ৭০৪৩:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-41/Hadith-7023/
"----- And Allah would then send Jesus son of Mary who would resemble 'Urwa b Mas'ud. ---"

[19] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৬১৪
[20] আল-তাবারী: ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৪১-৪২
[21] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৬০-৯৬২; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭১
[22] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশাম নোট নম্বর ৮৬৬, পৃষ্ঠা ৭৮৩।
[23] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৩০৯:
আউস বিন আউফ - "পরবর্তীতে তিনি থাকিফদের প্রতিনিধি দলের লোকদের সাথে নবীর কাছে আসেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন।"

২২৩: তামিম গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন - কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত সাতানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর মক্কা বিজয়, হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার প্রায় মাস দেড়েক পর, হিজরি ৯ সালের মহরম মাসে (এপ্রিল-মে, ৬৩০ সাল), বানু তামিম গোত্রের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে হাজির হয়। কী কারণে তাঁরা মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন, তা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনায় অনুপস্থিত, কিন্তু আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত। অন্যদিকে, মদিনায় পৌঁছার পর এই প্রতিনিধি দলের লোকেরা কী ধরণের কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন তা তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত' গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনায় 'তাঁদের' মদিনা গমনের কারণ: [24]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২২) পর:

'সে বলেছে: আল-যুহরি ও আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ হইতে >সায়িদ বিন আমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে >মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুসলিম আমাদের-কে বর্ণনা করেছে। তাদের উভয়ে বলেছে:

আল্লাহর নবী আল-জিররানা থেকে রওনা হয়ে জিলকদ মাস শেষ হওয়ার তিনি দিন পূর্বে [হিজরি ৮ সাল] মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। জিলকদ মাসের অবশিষ্ট সময় ও জিলহজ মাসটি অপেক্ষার পর তিনি যখন আল-মহরম মাসের [হিজরি ৯ সাল] চাঁদ দেখতে পান, তখন তিনি 'সাদাকা' আদায়কারী লোকদের প্রেরণ করেন।

তিনি বুরায়েদা বিন আল-হুসায়েব কে আসলাম ও গিফারদের কাছ থেকে 'সাদাকা (দান বা দরিদ্রদের জন্য কর)' আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন; কিছু লোক বলেছে যে সে ছিল কা'ব বিন মালিক। তিনি আববাদ বিন বিশর আল-আশহালি-কে সুলায়েম ও মুযায়েনাদের নিকট, রিফা বিন মাকিথ-কে জুহায়েনাদের নিকট; আমর বিন আল আস-কে ফাযারাদের নিকট, দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কিলাবি কে বানু কিলাবদের নিকট, বিসর বিন সুফিয়ান আল কা'বি কে বানু কা'ব ও ইবনে আল-লুতবিয়া আল-আযদি কে বানু যুবিয়ানদের নিকট প্রেরণ করেন; তিনি বানু সা'দ বিন হুধায়েম গোত্রের এক লোককে তাদের সাদাকা এর ব্যাপারে প্রেরণ করেন।

বিসর বিন সুফিয়ান, বানু কাব গোত্রের সাদাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়; কিছু লোক বলেছে যে, যে তাদের কাছে গিয়েছিল সে ছিল বরং নুয়ায়েম বিন আবদুল্লাহ আল নাহাম আল-আদায়ি। সে যখন পৌঁছে, [তখন] **বানু তামিম গোত্রের** অন্তর্ভুক্ত বানু জুহেয়েম গোত্র ও বানু আমর বিন জুনদুব বিন আতায়ের বিন আমর বিন তামিম গোত্রের লোকেরা তাদের এলাকায় অবস্থান করছিল ও তারা তাদের (বানু কাব) সাথে তাদের ধাত আল-আশতাত স্থানের এক চৌবাচ্চার পাশে মদ্যপান করছিল। কিছু লোক বলেছে যে, সে তাদের সাক্ষাত পেয়েছিল উসফান নামক স্থানে।

সে বানু খোজা গোত্রের লোকদের-কে গবাদি-পশুগুলো একত্রিত করার আদেশ জারী করে যাতে সে তাদের কাছ থেকে সাদাকা নিতে পারে। সে বলেছে: খোজা গোত্রের লোকেরা প্রতিটি অঞ্চল থেকে সাদাকা সংগ্রহ করে, কিন্তু বানু তামিম গোত্রের লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করে ও বলে:

"এটি কি? তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের কাছ থেকে জোর করে নেওয়া হচ্ছে! তোমরা একত্রিত হও, বর্ম পরিধান করো ও তরোয়াল বের করো।" কিন্তু খোজারা বলে, "আমরা এমন এক লোক যারা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করি। এই সাদাকা আমাদের ধর্মের উদ্দেশ্য।"
তামিমিরা বলে, "আল্লাহর কসম, সে এখান থেকে কখনও কোন উট নেবে না!"

কর আদায়কারী লোকটি যখন তাদের-কে দেখে, সে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে দূরে সরে যায় ও প্রস্থান করে; কারণ সে তাদের-কে দেখে ভয় পেয়েছিল। সেই সময়, বেদুইনরা ইসলামে গ্রহণ করে নাই।

বাঁকি বেদুইনরা সহ্য করে। আল্লাহর নবী মক্কা ও হুনায়েনে যা করেছিল সে কারণে তারা তাঁর তরবারির ভয়ে ভীত ছিল।

আল্লাহর নবী ট্যাক্স সংগ্রহকারীদের এই নির্দেশ দিতেন যে তারা যেন তাদের কাছ থেকে বাড়তি অংশটি নিয়ে নেয় ও তাদের সম্পদের নির্ধারিত মূল্য রেখে আসে। ট্যাক্স সংগ্রহকারী লোকটি আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে পৌঁছে ও তাঁকে ঐ খবরটি জানায়। সে বলে:

"হে আল্লাহর নবী, আমি তিনটি দলের সাথে ছিলাম ও খোজারা তামিমদের উপর আক্রমণ ও তাদের-কে তাদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করেছে, এই বলে, 'যদি তোমাদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি না থাকতো তবে তোমরা কখনোই তোমাদের এলাকায় ফিরে যেতে পারতে না। মুহাম্মদের সাথে শত্রুতার কারণে আমাদের ওপর অবশ্যই দুর্দশা নেমে আসবে, আর তোমাদের ওপরও যদি তোমরা আল্লাহর নবীর বার্তাবাহকদের মোকাবিলা করো, তাদের-কে আমাদের সম্পত্তির কর (সাদাকা) আদায় করা থেকে দূরে সরিয়ে দাও।'
তাই তারা তাদের এলাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছে।"

আল্লাহর নবী বলেন, "কে আছো এমন যে এই লোকদের জন্য যারা এমন কাজটি করেছে?" তিনি লোকদের মধ্য থেকে প্রথমেই যাকে নিযুক্ত করেন, সে হলো, ইউয়েনা বিন হিসন আল-ফাযারি। সে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি তাদের জন্য প্রস্তুত। আল্লাহর ইচ্ছায়, তাদের-কে আপনার কাছে ধরে আনার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাদের গতিবিধি অনুসরণ করবো, এমন কি তারা যদি ইয়াব্রিনেও পৌঁছে তবুও। অতঃপর হয় আপনি তাদের বিচার করবেন কিংবা তারা ধর্মান্তরিত হবে।"

তাই আল্লাহর নবী তাকে বেদুইনদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সহ প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজনও মুহাজির কিংবা আনসার ছিল না। সে রাতের বেলা চলাচল করতো ও দিনের বেলা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতো।

সে রাকুবা থেকে যাত্রা শুরু করে যতক্ষণে না সে আল-আরজ নামক স্থানে এসে পৌঁছে। সে তাদের সম্পর্কে এই খবর পায় যে, তারা বানু সুলাইয়েম গোত্রের এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তাই সে তাদের গতিপথ অনুসরণ করে যতক্ষণ না সে দেখতে পায় যে তারা আল-সুকিয়ার মোড়টি ঘুরে সাহরায় অবস্থিত বানু সুলাইয়েম গোত্রের এলাকার দিকে যাত্রা করছে। তারা সেখানে থেমেছিল ও তাদের পশুচারণ করেছিল। তাদের মহিলারা ও একটি ছোট্ট দল ছাড়া আর কেউই ঘরে বসে ছিল না।

তারা যখন দলটি-কে দেখে, তারা ঘুরে দাঁড়ায় ও তাদের মধ্য থেকে তারা এগারো জন পুরুষকে ধরে ফেলে ও মহিলাদের আবাসস্থলে এগারো জন মহিলা ও ত্রিশ জন যুবককে খুঁজে পায়; অতঃপর তারা তাদের-কে মদিনায় ধরে নিয়ে আসে।

আল্লাহর নবী এই আদেশ করেন যে, তাদের-কে যেন রামলা বিনতে আল-হারিথের গৃহে বন্দী করে রাখা হয়।'

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় "তাঁদের" মদিনার কর্মকাণ্ড (কবিতা পঙক্তি পরিহার): (ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [25] [26] [27]

‘অতঃপর তাদের দশ জন (আল-তাবারী: "বিশাল প্রতিনিধি দল [আশি জনেরও বেশী], যাদের মধ্যে ছিল ইউয়েনা বিন হিসন) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়: তারা ছিল, আল-উতারিদ বিন আল-হাজিব বিন যুরারা; আল-যাবরিগান বিন বদর; কায়েস বিন আসিম; কায়েস বিন হারিথ; নুইয়াম বিন সা'দ; আমর বিন আল-আহতাম; আল-আকরা বিন হাবিস; রিয়াহ বিন আল-হারিথ বিন মুজাশা। [28]

তারা জোহরের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে ও প্রবেশের সময় তারা তাদের বন্দীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ও তাদের সম্পর্কে তাদের-কে জানানো হয় ও [তাদের-কে] তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। শিশু ও মহিলারা কান্না-কাটি করে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ফেরৎ যায়।

সেই সময় আল্লাহর নবী আয়েশার গৃহে অবস্থান করছিলেন। বিলাল নামাযের প্রথম আজান ঘোষণা করে। নবীর বাহিরে বের হয়ে আসার জন্য লোকগুলো অপেক্ষা করছিল।

তারা তাকে বাহিরে বের হয়ে আসার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। তারা ডাকছিল, "হে মুহাম্মদ, বের হয়ে আমাদের নিকটে আসুন!"

বেলাল তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ও বলে, "অবশ্যই আল্লাহর নবী এখন বেরিয়ে আসছেন।" মসজিদে থাকা লোকগুলো আওয়াজ তোলে ও হাততালি দেওয়া শুরু করে। আল্লাহর নবী বের হয়ে আসেন ও বেলাল নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ায়। যারা তার সাথে কথা বলেছিল তারা তার সাথে লেগে থাকে। বেলাল দ্বিতীয়বার নামাজের আহ্বান করার পরের কিছু সময় আল্লাহর নবী তাদের-কে কিছু সময় দেন। তারা

বলে: "আমরা আমাদের বক্তা ও কবিদের সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, সুতরাং আপনি আমাদের কথা শুনুন।" নবীজি মৃদু হাসেন। অতঃপর তিনি লোকগুলোর সাথে জোহরের নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে যান ও দুই রাকাত নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে মসজিদের আঙ্গিনায় বসে পড়েন।

তারা তাঁর সম্মুখে আসে ও আল-উতারিদ বিন আল-হাজিব আল-তামিমি কে পরিচয় করিয়ে দেয় ও সে কথা বলে, বলে:

“ঈশ্বরের প্রশংসা, যিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ-শীল ও যিনি আমাদের-কে প্রভাবশালী বানিয়েছেন ও আমাদের-কে সম্পদ প্রদান করেছেন, সৎ কাজের নিমিত্তে। তিনি আমাদের-কে পূর্বাঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী সম্প্রদায় বানিয়েছেন, সর্বাধিক ধনী ও সংখ্যায় বৃহত্তম। আমাদের তুল্য সম্প্রদায় আর কে আছে? আমরা কি জনগণের নেতা ও তাদের অনুগ্রহের স্বত্বাধিকারী নই? আমাদের সংখ্যায় চেয়ে বেশী গর্বিত আর কে আছে? আর আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরা আমাদের কথা আরও বাড়াতে পারি। তবে ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে আরও বেশী কিছু বলতে আমরা বিব্রত বোধ করি। আমি আমার এই কথাগুলি বলছি এ জন্যই যে, যাতে বক্তব্য পেশ করা হয় যা আমাদের বক্তব্যের চেয়ে উত্তম!"

আল্লাহর নবী থাবিত বিন কায়েস-কে বলেন, "উঠে দাঁড়াও ও তাদের বক্তার জবাব দাও!"
থাবিত উঠে দাঁড়ায়, আর সে ঐ বিষয়ে কিছুই জানত না; সে কী বলবে সে সম্পর্কে আগে থেকে কোন প্রস্তুতি নেয় নাই, সে বলে: [29]

“প্রশংসা আল্লাহর যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ও তাতে তার আদেশ পূরণ করেছেন, আর সব কিছুই যার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তোমার যা কিছু তা তারই অনুগ্রহে। অতঃপর আল্লাহ যা প্রতিষ্ঠিত করেছে তারই বদৌলতে সে আমাদের

প্রভাবশালী বানিয়েছেন। তিনি তার সৃষ্টি থেকে আমাদের জন্য এমন একজনকে বেছে নিয়েছেন, যিনি তাদের মধ্যে বংশতালিকায় সবচেয়ে মহানুভব, বৈশিষ্ট্যে সবচেয়ে মনোরম, কথায় সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি তাঁর কাছে তাঁর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তার সৃষ্টির ভিতরে তাঁর উপর আস্থা-স্থাপন করেছেন। তার সকল উপাসকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সেরা। তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর লোকদের মধ্যে মুহাজিররা ও তাঁর পরিবার সদস্যরা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের, তিনি লোকদের মধ্যে কর্ম-কাণ্ডে ছিলেন সবচেয়ে সদয়। আর আল্লাহর নবী যখন আমন্ত্রণ করেছিলেন, আমরাই ছিলাম প্রথম যারা সাড়া দিয়েছিল। আমরা হলাম আনসার, সাহায্যকারী, আল্লাহ ও তার রসুলের। আমরা লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বলে, 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই।' যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে বিশ্বাস করে, তাদের সম্পদ ও প্রাণনাশ নিষিদ্ধ। যে আল্লাহ-কে অবিশ্বাস করে, আমরা তার সাথে সে ব্যাপারে যুদ্ধ করবো। তার প্রাণহানি সহজ (আল-তাবারী [ও ইবনে ইশাক]:

'--যে আল্লাহ ও তার রসূলকে বিশ্বাস করে সে তার জীবন ও সম্পদ [আমাদের কাছ থেকে] রক্ষা করেছে; আর যে অবিশ্বাস পোষণ করে, আমরা আল্লাহর পথে তার সাথে সর্বদায় যুদ্ধ করবো ও আমাদের কাছে তাকে হত্যা করা এক ক্ষুদ্র বিষয় (He who believes in God and His Messenger has protected his life and possessions [from us]; as for one who disbelieves, we will fight him forever in the cause of God and killing him is a small matter to us. [পৃষ্ঠা: ৬৯])।'

আমি আমার এই কথাগুলি বলছি, আর আমি ইমানদার পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" অতঃপর সে বসে পড়ে।

তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমাদের কবি-কে অনুমতি দিন।"

তাই তিনি তাকে অনুমতি দেন। তারা যাবরিগান বিন বদর-কে পরিচয় করিয়ে দেয়, আর সে বলে: [কবিতা - সে কবিতার মাধ্যমে তাদের শৌর্যবীর্য ও মহত্ত্বের প্রশংসা করে।]

আল্লাহর নবী বলেন, "হে হাসান বিন থাবিত, তাদের-কে জবাব দাও।" তাই হাসান উঠে দাঁড়ায় ও বলে: [কবিতা - কবিতার মাধ্যমে মুসলমান ও নবী মুহাম্মদের প্রশংসা ও যুদ্ধে তাদের সাহস ও বীরত্ব-গাথা প্রকাশ।] [30]

আল্লাহর নবী মসজিদে একটি মিনবার স্থাপনের আদেশ দেন ও হাসান সেখান থেকে কথা বলে। তিনি বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নবীর পক্ষে দাঁড়াবে, নিশ্চিতই আল্লাহ তার পবিত্র আত্মা (রুহ আল-কুদ্দুস) দ্বারা হাসান-কে অবশ্যই সাহায্য করবে। সেই সময়, থাবিতের পরিবর্তে হাসান ও তার কবিতার কারণে আল্লাহর নবী ও মুসলমানরা ছিল প্রসন্ন।

দলটি প্রত্যাহার করে, তাদের কিছু লোক অন্য লোকদের সাথে চলে যায়। তাদের একজন বলে, "ঈশ্বরের কসম, তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানো যে এই ব্যক্তি সাহায্য প্রাপ্ত। লোকেরা তার জন্য হাজির। ঈশ্বরের কসম, তার বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে উত্তম। সত্যই, তাদের কবি আমাদের চেয়ে উত্তম। তাদের অভিব্যক্তি আমাদের চেয়ে উত্তম।"

থাবিত বিন কায়েস ছিল লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উচ্চ-কণ্ঠ। আল্লাহ তাদের উচ্চ-কণ্ঠ সম্বন্ধে নবীর কাছে আয়াত নাজিল করে। আল্লাহ উল্লেখ করে যে তারা ঘরের পিছন থেকে নবী-কে চিৎকার করে ডেকেছিল। সে নাজিল করেছে:

"মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না" এখান থেকে *"তাদের অধিকাংশই অবুঝ"* পর্যন্ত [৪৯:২-৪] – এর মানে হলো তামিমরা;

যেখানে তারা নবীকে চিৎকার করে ডেকেছিল। এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যখন আয়াতটি নাজিল হয় তখন নবীর সাথে থাবিত তার কণ্ঠস্বর উঁচু করে নাই।

আল্লাহর নবী বন্দীদের ফেরত দেন।

সেই সময়, আমর বিন আল-আহতাম উঠে দাঁড়ায় ও কায়েস বিন আসিম-কে অপমান করে। তাদের উভয়ই সেই [তামিম] দলে উপস্থিত ছিল। আল্লাহর নবী তাদের জন্য পুরষ্কারের আদেশ প্রদান করেন। কোন দল যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হতো, তিনি তখন তাদের পুরস্কৃত করতেন; তাদের শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের, সামর্থ্য অনুযায়ী কোন এক উপহার যেমনটি তিনি মনে করতেন।।

আল্লাহর নবী তাদের-কে উপহার প্রদানে পুরস্কৃত করার পর বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যাকে পুরষ্কার দেওয়া হয় নাই?" তারা বলে, "ঘোড়ায় চড়ে আছে এক যুবক।" আল্লাহর নবী বলেন, "তাকে পাঠিয়ে দাও, আমরা তাকে পুরস্কার দেবো।" কায়েস বিন আসিম বলে, "অবশ্য, সে এমন এক যুবক যে সম্ভ্রান্ত নয়।" আল্লাহর নবী বলেন, "যদি সে তা হতো! নিশ্চিতই সে এই দলের অন্তর্ভুক্ত ও তার অধিকার আছে।" --

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) অতিরিক্ত বর্ণনা: [26] [27]

"----অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ও আল্লাহর নবী তাদের-কে মূল্যবান উপহার-সামগ্রী প্রদান করেন।"

- অনুবাদ, টাইটেল, > ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, তামিম গোত্রের লোকেরা নবী মুহাম্মদের প্রেরিত "কর আদায়কারী লোক-টি কিংবা তাঁর অন্য কোন অনুসারী-কে কোনরূপ "শারীরিক আক্রমণ" করেন নাই। তাঁরা খোজা গোত্রের লোকদের-কে বলেছিলেন:

"তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের কাছ থেকে জোর করে নেওয়া হচ্ছে! তোমরা একত্রিত হও, বর্ম পরিধান করো ও তরোয়াল বের করো। --- "আল্লাহর কসম, সে এখান থেকে কখনও কোন উট নেবে না!"

তারই প্রতিক্রিয়ায় "মুহাম্মদ অনুসারী" খোজা গোত্রের লোকদের প্রতিক্রিয়া ছিল, এই যে, তারা তাদের ওপর আক্রমণ করে ও বলে:

"মুহাম্মদের সাথে শত্রুতার কারণে আমাদের ওপর অবশ্যই দুর্দশা নেমে আসবে, আর তোমাদের ওপরও যদি তোমরা আল্লাহর নবীর বার্তাবাহকদের মোকাবিলা করো, তাদের-কে আমাদের সম্পত্তির কর (সাদাকা) আদায় করা থেকে দূরে সরিয়ে দাও।"

অতঃপর, তারা তামিম গোত্রের ঐ লোকদের-কে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করে। খোজা গোত্রের এই প্রতিক্রিয়ায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো,

"মুহাম্মদ অনুসারী হওয়া সত্বেও তারা ছিলেন মুহাম্মদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত!"

তারা নিশ্চিত জানতেন যে, যদি তারা মুহাম্মদের আদেশ-কৃত এই 'কর (সাদাকা)' প্রদান না করে, কিংবা তারা কিংবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি মুহাম্মদের কর্ম-কাণ্ডে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তবে মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে তাদের পরিত্রাণ মিলবে না। "তাদের ওপর অবশ্যই দুর্দশা নেমে আসবে!" তাদের আশংকা শতভাগ সত্য ছিল। অতঃপর মুহাম্মদ ইউয়েনা বিন হিসন-কে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সহ পাঠিয়েছিলেন, তামিম গোত্রের লোকদের ওপর 'অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে! আর এই আক্রমণে তারা তামিম গোত্রের এগারো জন পুরুষ, এগারো জন মহিলা ও ত্রিশ জন যুবক:

মোট ৫২-জন নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুদের বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসে।

তার পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। হাওয়াজিন প্রতিনিধি দলের মতই (পর্ব-২১৬), তামিম প্রতিনিধি দলটিও মদিনায় মুহাম্মদের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের পরিবার-পরিজনদের ফেরত প্রদানের অনুরোধ নিয়ে! আর মুহাম্মদ তাঁদের এই প্রিয়জনদের মুক্তি দিয়েছিলেন, "তাঁদের ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে!"

এই ঘটনার সাথে কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতায় 'হার-জিতের কোন' সম্পর্ক নেই। শুধু তাইই নয় যেখানে তাঁদের ৫২-জন প্রিয়জন মুহাম্মদের হাতে বন্দী ও তাদের-কে দেখে ঐসব বন্দী প্রিয়জনরা কান্না-কাটি শুরু করেছে, এমত পরিস্থিতি-তে "এই কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতার গল্প", একেবারেই বেমানান ও অমানবিক!

মুহাম্মদের স্ব-রচিত জবানবন্দি কুরআন ও আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: প্রিয়জনদের বন্দী দশা, তাদের দুরবস্থা ও কান্না-কাটি প্রত্যক্ষ করে যখন তামিম প্রতিনিধি দলের লোকেরা মুহাম্মদ-কে তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ির বাহিরে আসার জন্য উচ্চ-স্বরে ডাকাডাকি করছিলেন, তা মুহাম্মদের "প্রেস্টিজে" এতটায় আঘাত করেছিল যে, মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে তৎক্ষণাৎ 'তাঁদের উদ্দেশ্যে' ওহি নাজিল করেছিলেন, এই বলে যে, "তাদের অধিকাংশই অবুঝ।"

মুহাম্মদের ভাষায়: কুরআন (সূরা আল হুজরাত, আয়াত ৪):
৪৯:৪: *"যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।"*

স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ তাঁর নিজ কর্মে "তাঁর আল্লাহ-কে" কীরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন, তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো এই ৪৯:৪! প্রতীয়মান হয় যে

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহর দাস নয়, বরং "আল্লাহই হলো" মুহাম্মদের দাস। অর্থাৎ, মুহাম্মদের আবিষ্কৃত আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় হলো: "সে আবদ-মুহাম্মদ!" মুহাম্মদের দাস এই আল্লাহ-কে, অনন্ত ও অসীম এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা (যদি থাকে) রূপে ভুলেও ভুল করার কোন অবকাশ নেই! ইসলাম বিশ্বাসীরা যত দ্রুত এই সত্যটি অনুধাবন করতে পারবেন, তত দ্রুতই তাঁদের মুক্তি মিলবে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The added narratives of Al-Waqidi: [24]

'--- Bisr b. Sufyān set out about the *ṣadaqa* of the Banū Kaʿb; some said, rather it was Nuʿaym b. ʿAbdullah [Page 974] al-Naḥḥām al-ʿAdawī who went to them. When he arrived, the Banū Juhaym of the Banū Tamīm, and the Banū ʿAmr b. Jundub b. al-ʿUtayr b. ʿAmr b. Tamīm had alighted in their districts, and were drinking with them [Banū Kaʿb] at their pool in Dhāt al-Ashṭāṭ. Some say he found them at ʿUsfān. He ordered the gathering of the cattle of the Khuzāʿa in order to take the *ṣadaqa* from them. He said: The Khuzāʿa collected the *ṣadaqa* from every region, but the Banū Tamīm refused and said, "What is this? Your property is taken

from you by force! You mobilize, wear armor, and draw the sword.” But the Khuzāʿa said, “We are a people who follow the religion of Islam. This *ṣadaqa* is from our religion.” The Tamīm said, “By God, he will never take a camel from it!” When the tax collector saw them, he fled from them and departed turning away, for he was afraid of them. Islam, at that time, had not embraced the Bedouin.

The rest of the Bedouin stayed. They were afraid of the sword because of what the Messenger of God did in Mecca and Ḥunayn. The Messenger of God used to command the tax collectors to take the excess from them and leave the value of their property. The tax collector arrived before the Prophet and informed him of the news. He said, “O Messenger of God, I was with three groups, and the Khuzāʿa jumped on the Tamīm and expelled them from their quarter, saying, ‘If not for your relationship you would never reach your land. Misery will surely come to us from the enmity of Muḥammad, and upon yourselves when you confront the messengers of the Messenger of God, pushing them away from collecting the tax (*ṣadaqa*) of our property.’ So they set out returning to their land.” The Messenger of God said, “Who is for those people who did what they did?” The first of the people he appointed was Uyayna b. Ḥiṣn al-Fazārī. He said, “I am, by God, for them. I will follow in their tracks even if they reach Yabrīn, until I bring them to you, God willing, [Page 975] and you will

judge them or they will convert.” So the Messenger of God sent him with fifty riders from the Bedouin. There was not a single Muhājir or Anṣār with them. He traveled by night and hid from them by day.

He set out from Rakūba until he reached al-ʿArj. He found news of them, that they intended the land of the Banū Sulaym. So he set out in their tracks until he found them turning from al-Suqyā towards the land of Banū Sulaym in Saḥrā’. They had alighted and were grazing their cattle. Not one was left behind in the houses except the women and a small group. When they saw the group they turned and took eleven men from them, and they found in the residence of the women, eleven women and thirty youths and they carried them to Medina. The Prophet commanded that they be imprisoned in the house of Ramla bt. al-Ḥārith.’ ------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[24] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৭৩-৯৭৫; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৭৬-৪৭৭ অনুরূপ বর্ণনা: “কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, ISBN 81-7151-127-9 (set); ভলুম ২; পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯
https://www.exoticindiaart.com/book/details/kitab-al-tabaqat-al-kabir-set-of-2-volumes-NAG992/

[25] Ibid আল-ওয়াকিদি: ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৭৫-৯৮০; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৭৭-৪৮০; Ibid মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: পৃষ্ঠা ১৯৯

[26] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা: ৬২৮-৬৩১

[27] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী: ভলুউম ৯: পৃষ্ঠা ৬৭-৭৩

[28] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৬৪; "এই প্রতিনিধি দলের সাথে ছিল আশি জনেরও অধিক লোক।"

[29] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৪৭০ -৪৭১: থাবিত বিন কায়েস বিন শামমাস ছিলেন মদিনার বানু আল-হারিথ বিন খাযরাজ গোত্রের। তিনি ছিলেন নবীর মুখপাত্র ও লেখক (orator and a scribe)।

[30] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৪৭৫: হাসান বিন থাবিত ছিলেন নবী মুহাম্মদের "রাজকবি (Poet Laureate)।" তিনি ছিলেন মদিনার খাযরাজ গোত্রের; হিজরি ৪০ সালে (৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

[31] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/

২২৪: বানু আমির-খাতাম-কিলাব আগ্রাসন ও পিতৃহত্যা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত আটানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

বানু তামিম গোত্রের লোকদের ওপর আগ্রাসনের পর হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর পরবর্তী আগ্রাসী আক্রমণগুলো ছিল বানু খাতাম, বানু আমির ও বানু কিলাব গোত্রের লোকদের ওপর। নবী মুহাম্মদ তাঁর মক্কা বিজয়, হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের (পর্ব: ১৮৭-২২০) আড়াই মাস পর, হিজরি ৯ সালের সফর মাসে (মে-জুন, ৬৩০ সাল), বানু খাতাম গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের নির্দেশ জারী করেন। এ ছাড়াও তিনি এই সময়টি তে আল সিয়ি নামক স্থানে অবস্থিত বানু আমির গোত্রের লোকদের ওপর ও অতঃপর তার পরের মাসে বানু কিলাব গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের নির্দেশ দেন।

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) রচিত 'সিরাত' গ্রন্থে এই হামলাগুলোর উপাখ্যান অনুপস্থিত। অন্যদিকে আল-ওয়াকিদি রচিত 'কিতাব আল-মাঘাজি' গ্রন্থে এই হামলাগুলোর বর্ণনা বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত। আর, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) রচিত 'কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির' গ্রন্থে এই ঘটনাগুলোর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত বর্ণনায় ঘটনাগুলো ছিল নিম্নরূপ।

আল সিয়ি-তে বানু আমির গোত্র আক্রমণ - নেতৃত্বে শুজা বিন ওহাব: [32]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৩) পর:

‘আল-ওয়াকিদি আমাকে যা বলেছেন, তা হলো: ইবনে আবি সাবরা আমাকে < ইশাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারওয়া হইতে < উমর বিন আল-হাকাম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন, যিনি বলেছেন:
'আল্লাহর নবী ২৪-জন লোককে সঙ্গে দিয়ে শুজা বিন ওহাব কে আল সিয়ি-তে হাওয়াযিনদের এক জমায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আল্লাহর নবী তাকে তাদের-কে আক্রমণের আদেশ প্রদান করেন। তাই সে যাত্রা করে। একদিন সকালে যখন তারা অসতর্ক ছিল তখন সে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর পূর্ব পর্যন্ত সে রাত্রি কালে চলাচল করতো ও দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতো। সে তার সঙ্গীদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা যেন অতিরিক্ত খোঁজাখুঁজি না করে।

তারা অনেক গবাদি পশু ও ভেড়া হস্তগত করে। সেগুলোর সমস্তই তারা তাড়িয়ে মদিনায় নিয়ে আসে।

তাদের প্রত্যেক লোকের ভাগে পড়েছিল পনেরো-টি করে উট। একটি উটের সমতুল্য ছিল দশটি ভেড়া। এই অভিযান-টি পনেরো রাত যাবত স্থায়ী ছিল।

ইবনে আবি সাবরা বলেছে: আমি এই উপাখ্যানটি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন উসমান-কে বর্ণনা করি, যে বলেছে:

'তারা সেই বসতি থেকে নারীদের হস্তগত করে ও তাদের-কে ধরে নিয়ে আসে।

যাদের কে তারা হস্তগত করেছিল তাদের মধ্যে ছিল এক সুন্দরী রমণী, তাকে তারা মদিনায় ধরে নিয়ে আসে। অতঃপর তাদের একটি দল যারা মুসলমান হয়েছিল, মদিনায় আগমন করে ও আল্লাহর নবীর সঙ্গে বন্দীদের সম্পর্কে কথা বলে। অতঃপর

আল্লাহর নবী এই নারীদের ফেরত দেওয়ার বিষয়ে শুজা ও তার সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করেন, আর তারা এই নারীদের- তাদের লোকদের কাছে ফেরত দেয়।'

ইবনে আবি সাবরা বলেছে: আমি আনসারদের এক বৃদ্ধ লোককে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি ও সে বলে: 'সেই সুন্দরী রমণীর বিষয়টি হলো, শুজা বিন ওহাব কিছু মূল্যের বিনিময়ে তাকে তার নিজের জন্য গ্রহণ করে ও তার সাথে যৌনসংগম করে। দলটি যখন এসে পৌঁছে তখন সে তাকে বেছে নিতে দেয়, ও সে শুজা বিন ওহাবের সাথে থাকাটা বেছে নেয়। বস্তুত: ইয়ামামার দিনটিতে তাকে হত্যা করা হয়, সে [নারীটি] তখনও তার সাথে অবস্থান করছিল। তার ঔরসে তার কোন সন্তান ছিল না।'

আমি ইবনে আবি সাবরা-কে বলি, "আমি এই অভিযানের উল্লেখ কখনও শুনি নাই।" ইবনে আবি সাবরা বলে,"তুমি সব তথ্য শোনো নাই।" সে বলে, "আল্লাহর কসম, আপনি ঠিক বলেছেন।"'

বানু খাতাম গোত্র আক্রমণ – নেতৃত্বে কুতবা বিন আমির: [33] [34]

‘ইবনে আবি সাবরা বলেছে: বস্তুত: ইশাক বিন আবদুল্লাহ আমাকে আরেকটি অভিযানের বর্ণনা করেছে। ইশাক বলেছে: 'ইবনে কাব বিন মালিক আমাকে বর্ণনা করেছে যে আল্লাহর নবী ২০-জন লোককে সঙ্গে দিয়ে কুতবা বিন আমির বিন হাদিদা কে তাবালা অঞ্চলে অবস্থিত খাতাম গোত্রের এক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে তাদের-কে আক্রমণের আদেশ জারী করেন ও রাত্রিতে চলাচল ও দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। তিনি তাকে যাত্রা ত্বরান্বিত করার আদেশ দেন।।

তারা দশটি উট নিয়ে রওনা দেয় ও এক একটির ওপর তারা (ইবনে সা'দ: 'পালাক্রমে') সওয়ার হয়। তারা অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখে। তারা বাতন মাজাব নামক স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আল-ফাতকের পথ ধরে যাত্রা করে। তারা একজন লোক-

কে ধরে ফেলে ও তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সে তাদের-কে বুঝতে পারে না। সে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করা শুরু করে। (ইবনে সা'দ: 'সে বোবা হওয়ার ভান করে, কিন্তু ঠিক তার পরেই সে তার গোত্রকে সাবধান করার জন্য চিৎকার করে (He pretended to be dumb, but soon after he cried out to the tribe to warn them)।'

তাই কুতবা তাকে ধরে নিয়ে যায় ও তার কল্লাটি কেটে ফেলে।

তারা রাত্রি হওয়ার এক ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তাদের মধ্যে একজন গোপনে খবর অনুসন্ধানের নিমিত্তে যাত্রা করে ও একদল গবাদি পশু দেখতে পায় - গবাদি পশু ও ভেড়া। সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে তাদের কে বিষয়টি অবহিত করায়। তারা পাহারাদারদের ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যতক্ষণে না তারা সেই এলাকায় এসে পৌঁছে,

সেই সময় তারা ঘুমচ্ছিল ও চুপচাপ ছিল।

অতঃপর তারা তাকবীর ঘোষণা করে ও আক্রমণ করে। বসতির লোকেরা তাদের কে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসে। তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। উভয় পক্ষের বহু লোক আহত হয়। (ইবনে সা'দ: 'কুতবা ইবনে আমির যাদেরকে পারে তাদেরকেই হত্যা করে ('Qutba ibn Amir killed whom he could)'। প্রত্যুষে খাতামদের বহু লোকজন উপস্থিত হয়। তাদের মাঝখানে এক বৃষ্টিজনিত বন্যার (falling flood) আগমন ঘটে। কুতবা সেই জনবসতির লোকদের পরাজিত না করা পর্যন্ত তাদের কোন লোকই তা অতিক্রম করতে পারে না।

সে তাদের নারী, গবাদি-পশু (ইবনে সাদ: 'উট') ও ভেড়াগুলো মদিনায় নিয়ে আসে।

তাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল চারটি (উট)। **এক পঞ্চমাংশ** গচ্ছিত রাখার পর [নবী মুহাম্মদ ও আল্লাহর হিস্যা (পর্ব: ২৮)] একটি উটের সমপরিমাণ ছিল দশটি ভেড়া। এটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ৯ সালের সফর মাসে।'

বানু কিলাব গোত্র আক্রমণ – নেতৃত্বে আল-দাহহাক বিন সুফিয়ান: [35] [36]

‘তিনি বলেছেন: রসিদ আবি মাওহুব আল-কিলাবি আমাকে <হাইয়ান বিন আবি সুলমা ও আনবাসা বিন আবি সুলমা ও হুসায়েন বিন আবদুল্লাহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে:

'আল্লাহর নবী আল-কুরাতায় এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; তারা **‘আল জুজ’** নামক স্থানে তাদের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ছিল দাহহাক বিন সুফিয়ান বিন আউফ বিন আবি বকর আল-কিলাবি ও আল-আসিয়াদ বিন সালামা বিন কুরত বিন আবদ। তারা তাদের কে ইসলামের দাওয়াত দেয় কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তাই তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে ও তাদের পরাজিত করে।

অতঃপর আল-আসিয়াদ তার পিতা সালামা বিন কুরত এর সঙ্গে মিলিত হয়, সে তখন জুজ এর এক ঘাদিরের (চৌবাচ্চা) পাশে তার ঘোড়ার ওপর ছিল। সে তার পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দেয় ও তাকে সুরক্ষা দেয়। কিন্তু ***সে তাকে ও তার ধর্মকে অবমাননা করে।***

আল-আসিয়াদ তার [পিতা সালামার] ঘোড়ার পিছনের পায়ের গোড়ালির মাংসপেশিতে আঘাত করে। সেটি যখন তার গোড়ালির ওপর পতিত হয়, সালামা তখন পানির ভিতরে তার বর্শার উপর ঠেস দিয়ে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে যতক্ষণে না তার পুত্র ব্যতীত অন্য কেউ একজন তাকে হত্যা করে।

এই অভিযানটি হিজরি ৯ সালের রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। ----'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির (ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দের) ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: বানু আমির, কিংবা বানু খাতাম, কিংবা বানু কিলাব গোত্রের কোন লোক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করতে আসেন নাই। বরাবরের মতই, অবিশ্বাসী এই সমস্ত লোকদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণকারী দলটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। আর বরাবরের মতই তাঁদের ওপর এই সমস্ত আক্রমণই ছিল অতর্কিত: *"'তারা' রাত্রি কালে চলাচল করতো ও দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতো। --সেই সময় ঐ এলাকার লোকেরা ঘুমচ্ছিল।"*

তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে:
"তাঁরা মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করেন নাই ও তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হয় নাই!"

আর এই আক্রমণগুলোর উদ্দেশ্য হলো:
"অবিশ্বাসীদের সম্পদ লুণ্ঠন, তাঁদেরকে খুন-জখম ও তাঁদের নারী-শিশু-পুরুষদের বন্দি করে ধরে এনে দাস ও যৌন-দাসী করণ (গনিমত আহরণ); আর তাঁদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টিকরণ!"

বানু কিলাব গোত্রের লোকদের ওপর আক্রমণের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, আল-আসিয়াদ বিন সালামা বিন কুরত নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী তার পিতা সালামা বিন কুরত-কে আক্রমণ করে ও তার পিতার ঘোড়াটির পিছনের পায়ের রগগুলো কেটে দেয়; ও অতঃপর ঘোড়াটি যখন ভূপতিত হয় ও তার পিতা ঘোড়া থেকে চৌবাচ্চাটির পানির মধ্যে পড়ে যায় ও সেখান থেকে তিনি তাঁর হাতের

বর্শাটি অবলম্বন করে যখন ওপরে উঠার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর পুত্রের সঙ্গী এক মুহাম্মদ অনুসারী তাঁকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করে!

এই পিতার একমাত্র অপরাধ ছিল, এই যে:
"তিনি তাঁর এই মরু-দস্যু পুত্র ও তার ধর্মের অবমাননা করেছিলেন!"

'ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই এই সব অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এইরূপ কর্মকাণ্ডগুলো-কে নিঃসন্দেহে **'সন্ত্রাস ও ডাকাতি'** নামে আখ্যায়িত করাই যথোপযুক্ত;' এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'আল-কাদিদে আল-মুলায়িহ গোত্রে ডাকাতি (পর্ব: ১৭৫)' পর্বে করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ অংশটি সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Al-Waqidi:

THE EXPEDITION OF SHUJĀ B. WAHB TO AL SIYY:

'Al-Wāqidī related to me saying: Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ʿAbdullah b. Abī Farwa from ʿUmar b. al-Ḥakam, who said: The Messenger of God sent Shujāʿ b. Wahb with twenty-four men to a gathering of the Hawāzin in al-Siyy. The Messenger of God

commanded him to attack them. So he set out. He used to march by night and hide by day until he attacked them one morning when they were careless. He had informed his companions before that, that they should not be excessive in the search. They captured many cattle and sheep. They drove all of that until they arrived in Medina. Their portions were fifteen camels for every man. [Page 754] A camel was equal to ten sheep. The expedition lasted fifteen nights.

Ibn Abī Sabra said: I related this tradition to Muḥammad b. ʿAbdullah b. ʿUmar b. ʿUthmān, who said: They had captured women from the settlement and driven them. Among those they captured was a beautiful girl, and they brought her to Medina. Then a party of them who were Muslims arrived in Medina and spoke to the Messenger of God about the prisoner. Then the Prophet spoke to Shujāʿ and his companions about returning the women, and they returned the women to their companions.

Ibn Abī Sabra said: I informed an old man from the Anṣār about that and he said: As for the beautiful girl, Shujāʿ b. Wahb had taken her for himself for a price and had intercourse with her. When the party arrived he let her choose, and she chose to stay with Shujāʿ b. Wahb. Indeed, he was killed on the day of Yamāma while she was still with him. He did not have a child by her. I said to Ibn Abī Sabra, "I have never heard mention of this expedition."

Ibn Abī Sabra said, "You have not heard all the information." He said, "You are right, by God."' -----

THE EXPEDITION TO QUṬBA B. ʿĀMIR AT AL-KHATHʿAM:

'Ibn Abī Sabra said: Indeed Isḥāq b. ʿAbdullah related to me about another expedition. Isḥāq said: Ibn Kaʿb b. Mālik related to me that the Messenger of God sent Qutba b. ʿĀmir b. Hadīda with twenty men to a community from Khathʿam in the region of Tabala. He commanded him to attack them, to march by night and hide by day. He commanded him to hasten the march. They set out on ten camels riding one behind the other. They hid the weapons. They took al-Fatq until they reached Baṭn Majab. They captured a man and asked him [Page 755] but he could not understand them. He promptly began to shout. So Qutba took him and struck off his head. They stayed until it was an hour from night. One of them set out as a scout and found a group of cattle—cattle and sheep. He returned to his companions and informed them. They came crawling, fearing the guards until they reached the settlement, while they slept and were quiet. Then they proclaimed *takbīr* and attacked. Men from the settlement went out to meet them. They fought a fierce battle. There were many wounded in both parties. In the morning many Khathʿam people arrived. A falling flood came between them. Not a single man could cross until Qutba conquered the people of the settlement. He

brought the cattle and sheep and women to Medina. Their portions were four, and four. The camel equals ten sheep after the fifth was taken out. This took place in Ṣafar in the year nine AH.' -

THE EXPEDITION OF BANŪ KILĀB LED BY AL-ḌAḤḤĀK B. SUFYĀN:

'He said: Rashīd Abī Mawhūb al-Kilābī related to me from Ḥayyān b. Abī Sulma and ʿAnbasa b. Abī Sulmā and Ḥuṣayn b. ʿAbdullah. They said: The Messenger of God sent an army to al-Qurațā'; with them was Ḍaḥḥāk b. Sufyān b. ʿAwf b. Abī Bakr al-Kilābī and al-Aṣyad b. Salama b. Qurṭ b. ʿAbd until they met them in Zujj. They invited them to Islam but they refused. So they fought them and defeated them. Then al-Aṣyad met his father, Salama b. Qurṭ, who was on a horse of his at Ghadīr (pool) Zujj, and he invited his father to Islām and gave him protection. But he insulted him and his religion. Al-Aṣyad struck the Achilles' tendon of his horse. When it fell on its heels, Salama leaned on his spear in the water and clung to it until someone other than his son killed him. This expedition was in the month of Rabīʿ al-Awwal in the year nine. ---'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[32] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৫৩; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৩৭১

[33] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৫৪-৭৫৫ ও ৯৮১; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৩৭১ ও ৪৮১

[3] অনুরূপ বর্ণনা: "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, ISBN 81-7151-127-9 (set); ভলুম ২; পৃষ্ঠা ২০০-২০১

[34] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৮২-৯৮৩; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা: ৪৮১-৪৮২;

[35] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: ভলুম ২; পৃষ্ঠা ২০১

২২৫: আল-ফুলস হামলা-১: হাতেম তাঈ গোত্রে আগ্রাসন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত নিরানব্বই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আমাদের এই উপমহাদেশে 'দাতা হাতেম তাঈ' এক অতি পরিচিত নাম। তিনি মূলত: তাঁর মহানুভবতা ও দানশীলতার জন্যে সুবিখ্যাত ও সুবিদিত। তাঁর আসল নাম ছিল হাতেম বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ আত-তাঈ; এক আরব কবি। অধিকাংশ মুসলমানেরই সাধারণ ধারণা এই যে তিনি ছিলেন একজন 'মুসলমান'; যা সত্য নয়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে; স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) এর ইসলাম প্রচার শুরু করার (৬১০ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় বত্রিশ বছর পূর্বে।

দাতা হাতেম তাঈয়ের পুত্র আ'দি বিন হাতেম তাঁর নিজ ভগ্নী (হাতেম তাঈয়ের কন্যা) ও গোত্রের লোকদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে কী কারণে সিরিয়ায় পলায়ন করেছিলেন; অতঃপর তাঁর অনুপস্থিতিতে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর গোত্রের লোকদের ওপর' অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে কীভাবে তাঁর ভগ্নী ও তাঁর গোত্রের ('বানু তাঈ') বহু নিরপরাধ লোককে বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন; অতঃপর কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন; ইত্যাদি বিষয়গুলোর বর্ণনা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), আল তাবারী (৮৩৯-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম

ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ 'পূর্ণাঙ্গ' সিরাত গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আদি উৎসের এই সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, নবী মুহাম্মদের অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের খবরটি জানার পর ভীত হয়ে আ'দি বিন হাতেম সিরিয়ায় পলায়ন করেছিলেন ও তার পলায়নের পর মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর গোত্রের ওপর এই হামলাটি চালিয়েছিলেন। কিন্তু, কীভাবে ও কী অমানুষিক নৃশংসতায় মুহাম্মদ অনুসারীরা এই হামলাটি সংঘটিত করেছিলেন, তা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনায় অনুপস্থিত। অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তা বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত; আর মুহাম্মদ ইবনে সা'দের বর্ণনায় তা সংক্ষিপ্ত।

ইসলামের ইতিহাসে এই 'সারিয়াটি ('Sariyyah: যে হামলাগুলোতে নবী মুহাম্মদ নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই)' সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ৯ সালের রবিউল আওয়াল মাসে (জুলাই-আগস্ট, ৬৩০ সাল)। নবী মুহাম্মদের মক্কা বিজয়, হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের (পর্ব: ১৮৭-২২০) সাড়ে তিন মাস পর।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [36]
(আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [37]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৪) পর:

'আমাকে বলা হয়েছে যে, আদি বিন হাতেম যা বলতো, তা হলো: "কোন আরবই আমার চেয়ে বেশী আল্লাহর নবীকে অপছন্দ করতো না যখন সে প্রথম তাঁর সম্বন্ধে শুনতে পেতো। আমি ছিলাম উচ্চবংশজাত এক প্রধান, এক খ্রিস্টান, আর আমি তখন আমার লোকদের কাছ থেকে তাদের মজুত ধন-ভাণ্ডারের এক চতুর্থাংশ আদায় করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে ঘুরে বেড়াতাম। ধর্মীয় বিষয়গুলোতে আমি ছিলাম নিজেই নিজের গুরু, আমার লোকদের শাসক ও এভাবেই আমি ছিলাম বিবেচিত। [38]

আল্লাহর নবীর বিষয়টি শোনার পর আমি তাঁকে অপছন্দ করি ও আমার উটের দেখাশোনায় নিযুক্ত এক ভৃত্যকে বলি:

"আমার জন্য কয়েকটি প্রশিক্ষিত ও হৃষ্টপুষ্ট উটের আয়োজন করো ও সেগুলোকে আমার নিকটে রাখো, ও তুমি যখন আমাদের এলাকায় মুহাম্মদের সেনাবাহিনী আসার খবরটি শুনতে পাবে, আমাকে তা জানিও।"

একদিন সকালে সে আমার কাছে আসে ও বলে, "মুহাম্মদের অশ্বারোহীরা আপনার এখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আপনার যা করতে ইচ্ছা করে, আপনি এখনই তা করুন; কারণ আমি পতাকাগুলি দেখেছি ও আমি জেনেছি যে তারা মুহাম্মদের সেনাবাহিনী।"

আমি তাকে আমার উটগুলো নিয়ে আসার নির্দেশ দেই ও সেগুলোর ওপর আমি আমার পরিবার ও সন্তানদের বসায় ও সিরিয়ায় আমার সমগোত্রীয় খ্রিস্টানদের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমি হাতেমের কন্যাদের একজন কে এলাকাটি তে ফেলে রেখে সুদূর আল-জায়ুশিয়া (ইবনে হিশাম: 'অথবা আল-হাওশিয়া [নাজাদে অবস্থিত]') পর্যন্ত গমন করি। সিরিয়ায় পৌঁছার পর আমি সেখানে অবস্থান করি। [39] [40]

আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহর নবীর অশ্বারোহীরা এসে পৌঁছে ও তারা যাদের কে বন্দী করে ধরে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে ছিল হাতিমের কন্যা; অতঃপর তাকে তাইয়ি বন্দীদের সাথে আল্লাহর নবীর কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়। আল্লাহর নবী আমার সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুনেছিলেন।' -----

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [41]

আল-ফুলসে (Al-Fuls) আলী ইবনে আবু তালিবের অভিযান:

'সে বলেছে: আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আযিয আমাদের-কে বর্ণনা করেছে, 'আমি শুনেছি মুসা বিন ইমরান বিন মাননাহ-কে আবদুল্লাহ বিন আবি বকর বিন হাযম বলেছিল, যখন তারা আল-বাকি (al-Baqī) তে বসেছিল, "তুমি কি ফুলস হামলাটির বিষয়ে জানো?" মুসা জবাবে বলে, "আমি এই হামলাটির বিষয়ে শুনি নাই।" সে বলেছে: অতঃপর ইবনে হাযম হেসে উঠে ও বলে:

"আল্লাহর নবী আলী-কে ১৫০জন লোক-কে সঙ্গে দিয়ে একশো-টি উট এবং পঞ্চাশ-টি ঘোড়া সহ প্রেরণ করেন। শুধুমাত্র আনসাররাই [আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী], যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল। তারা বেদুইন উপজাতি লোকদের আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত ঘোড়াগুলোর পাশাপাশি উটগুলো-কে পালাক্রমে ব্যবহার করে। সে হাতেম পরিবারের এলাকা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় ও অতঃপর তাদের সন্নিকটে এসে হাজির হয়। অতঃপর, প্রত্যুষে তারা তাদের ওপর হামলা চালায়। তারা তাদের হাত ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের বন্দী করে; তাদের গবাদি পশু ও মেষগুলো আটক করে। তারা তাঈ গোত্রের 'আল-ফুলস (Al-Fuls)' প্রতিমাটির ওপর আক্রমণ চালায় ও তা ধ্বংস করে। অতঃপর তারা ফিরে আসে ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে।

আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আজিজ বলেছে: আমি মুহাম্মদ বিন উমর বিন আলী কে এই হামলাটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি ও সে বলে: "আমি মনে করি না যে ইবনে হাযম সঠিকভাবে এই অভিযানটি ব্যাখ্যা কিংবা বর্ণনা করেছে।"
আমি বলি, "তাহলে তুমিই বলো।"

সে বলে: "আল্লাহর নবী 'আল-ফুলস' ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আলী-কে একশত পঞ্চাশ জন আনসার সহকারে প্রেরণ করেন। একজন মুহাজিরও [মদিনায় হিজরতকারী মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী] তাদের সঙ্গে ছিল না; আর তাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চাশটি

ঘোড়া ও পশু। তারা উটগুলোর ওপর সওয়ার হতো ও ঘোড়াগুলো [ওপর সওয়ার] এড়িয়ে চলতো। আল্লাহর নবী তাকে এই হামলার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

আলী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে; তার সাথে ছিল একটি কালো পতাকা ও একটি সাদা ব্যানার। তাদের কাছে ছিল বর্শা ও প্রত্যক্ষগোচর অস্ত্রশস্ত্র। সে তার পতাকাটি সাহল বিন হুনায়েফ-কে ও ব্যানারটি জব্বার বিন সাখর আল-সুলামি কে প্রদান করে। সে বানু আসাদ গোত্রের হুরায়েথ নামের এক পথপ্রদর্শক-কে সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করে ও তাদের সঙ্গে সে ফায়াদের পথ ধরে রওনা হয়। তাদের-কে নিয়ে এক নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছার পর সে বলে,

"তোমাদের ও তোমাদের অভীষ্ট গোত্রটির দূরত্ব এক দিনের পথ। আমরা যদি দিনের বেলা যাত্রা করি তবে আমরা তাদের সীমানা ও তাদের মেষপালকদের (shepherd) কাছে পৌঁছে যাবো, তারা তাদের গোত্রের লোকদের সতর্ক করবে ও তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে; আর তাদের কাছ থেকে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারবে না।

সুতরাং এই দিনটি-তে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা আমাদের এই অবস্থানে অপেক্ষা করবো। অতঃপর, আমরা ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে রাত্রিকালে ভ্রমণ করবো ও তাদের আক্রমণ করবো; আমরা তাদের কে ভোরের অন্ধকারে সম্ভাষণ জানাবো।"

তারা বলে, "এটাই হলো সিদ্ধান্ত!"

তারা শিবির স্থাপন করে ও উটগুলো চারণ করতে দেয়; তারা একটি দল বাছাই করে ও তাদের চারপাশে যা আছে তা অনুসন্ধানের জন্য পাঠায়। তারা আবু কাতাদা, আল-হুবাব বিন আল-মুনধির ও আবু নাইলা কে বেছে নেই। তারা তাদের ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে শিবিরের আশেপাশে রওনা হয়। তারা এক কালো যুবক কে

আটক করে ও বলে, "কে তুমি?" সে জবাবে বলে, "আমি যা চাই তার সন্ধান করছি।” তাই তারা তাকে আলীর কাছে ধরে নিয়ে আসে। সে বলে, "কে তুমি?"

সে জবাবে বলে, "আমি যা চাই তার সন্ধান করছি।" তাই তারা তাকে হুমকি প্রদান করে। অতঃপর সে বলে, "আমি তাইই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু নাভান গোত্রের এক লোকের ভৃত্য। তারা এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে। তারা বলেছে, 'তুমি যদি মুহাম্মদের ঘোড়া দেখতে পাও তবে ফিরে এসে তা আমাদের জানাবে।’ আমি কোনও লোকের কাছে পৌঁছায় নাই। আমি যখন তোমাদের দেখেছি, আমি তাদের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমি নিজেকে বলি, আমি তাড়াহুড়ো করে আমার সহচরদের কাছে যাবো না যতক্ষণে না আমি তোমাদের সংখ্যা ও তোমাদের ঘোড়া ও পশুদের সম্পর্কে স্বচ্ছ প্রমাণ না আনতে পারি। আমি আশঙ্কা করি নাই যে তোমরা আমার নাগাল ধরতে পারবে ও আমাকে বেঁধে ফেলবে, যতক্ষণে না তোমাদের অনুসন্ধানী লোকেরা আমাকে আটক করে।"

আলী বলে, "আমাদের কে সত্য বলো, তোমার পিছনে কী আছে?"
সে জবাবে বলে, "সবচেয়ে কাছের গোত্রটির দূরত্ব সুদীর্ঘ এক রাত্রির পথ। তোমাদের অশ্বারোহীরা যদি সকালে রওনা হয় তবে তারা তাদের নাগাল ধরতে পারবে।"
আলী তার সঙ্গীদের বলে, "তোমাদের কী ধারণা?"

জব্বার বিন সেখর বলে, "আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের ঘোড়া-গুলোয় চড়ে রাত্রি কালে রওনা হবো ও সকাল বেলায় ঐ সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হবো, অতঃপর আমরা তাদের ভিতরে বলপূর্বক প্রবেশ করবো ও তাদের হামলা করবো। আমরা এই কালো দাসটি-কে সঙ্গে নিয়ে রাত্রিতে রওনা হবো। আমরা হারিথ-কে এই শিবিরের দায়িত্বে রাখবো, তারা পরে আসবে, যদি আল্লাহ চায়।"

আলী বলে, "এটিই হলো সিদ্ধান্ত!"

তারা কালো দাসটি-কে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়, সে ঘোড়াগুলোর সাথে দৌড়ে আসে। সে তাদের কিছু লোকের পিছনে পালাক্রমে চড়ে বসে, অতঃপর পালাক্রমে অন্য কিছু লোকদের পিছনে; এবং সে ছিল বন্দী অবস্থায়। যখন দিনের আগমন ঘটে, দাসটি মিথ্যা বলে ও জানায়, "আমি রাস্তা ভুল করেছি ও আমি তা পিছনে ফেলে এসেছি।" আলী বলে, "তাহলে যেখানে ভুল করেছো সেখানে ফিরে যাও!" তাই সে এক মাইল কিংবা তার চেয়ে বেশী পথ ফিরে আসে ও অতঃপর বলে, "আমি ভুল করেছি।”

আলী বলে, “সত্যিই তোমার ব্যাপারে আমরা প্রতারিত হয়েছি। গোত্রটির কাছ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু তুমি কামনা করো নাই। তাকে নিয়ে এসো! আমাদের-কে সত্য বলো, নতুবা আমরা তোমার কল্লাটি কেটে ফেলবো!"

সে বলেছে: সে সম্মুখে অগ্রসর হয় ও তার তরবারিটি দাসটির গর্দানে তাক করে; আর দাসটি যখন বিপদ দেখতে পায়, সে বলে, "কেন আমি তোমাদের সত্য বলবো? তাতে কী আমার লাভ হবে?" তারা বলে, "হ্যাঁ।"

সে বলে, "প্রকৃতই, আমি যা করেছি তা তোমরা দেখেছো। সাহসের অভাবে লোকদের যা হয় আমার তাই হয়েছে। আমি নিজেকে বলেছিলাম, আমি মুসলমানদের নিকটবর্তী হয়েছি ও বিনা পরীক্ষায় আমি তাদের-কে গোত্রটির উদ্দেশ্যে পথ দেখিয়েছি। তথাপি তাদের কাছ থেকে আমার নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, সুতরাং তাদের কবল থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করবো। তোমাদের কাছ থেকে আমি যা কিছু দেখেছি, আমি ভীত হয়েছি এই ভেবে যে তোমরা হয়তো আমাকে হত্যা করবে, যে কারণে আমার এই অজুহাত। আমি তোমাদের-কে বড় রাস্তায় নিয়ে যাবো।”

তারা বলে, "সত্য কী তা বলো!" সে জবাবে বলে, "গোত্রটি তোমাদের নিকটে।" সে গোত্রটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যাত্রা করে, অতঃপর তারা কুকুরের

ডাক, চারণভূমিতে গবাদি পশু ও ভেড়াগুলোর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায়। সে বলে: "এগুলোই হলো সেই গোষ্ঠী ও এটি একটি অঞ্চল (ফার্সাখ)।"

তারা একে অপরের দিকে তাকায় ও বলে, "হাতেমের লোকেরা কোথায়?"
সে জবাবে বলে, "তারা এই গোষ্ঠীগুলোর মাঝখানে।"

লোকদের কেউ কেউ তাদের কিছু লোককে বলে: "আমরা যদি গোত্রটি-কে আতঙ্কিত করি, তারা চিৎকার করবে ও তাদের কিছু লোক ভীত হবে ও কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে তাদের উপদল-কে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে। অতএব চারিদিকে ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা লোকদের বিরত রাখবো, সত্যিই এর উদয়কাল নিকটবর্তী। অতঃপর আমরা আক্রমণ করবো। যদি তাদের কিছু লোক কাউকে সতর্ক করে, তবে তারা কোথায় যায় তা আমাদের কাছে লুকানো থাকবে না। তাদের কাছ থেকে পলায়নের জন্য এই লোকদের কোন ঘোড়া নেই, আর আমরা ঘোড়াগুলোর উপর চড়ে আছি।"

তারা বলে, "সিদ্ধান্ত এটিই যা তুমি ইঙ্গিত করেছো।"

সে বলেছে: "যখন ভোরের উদয় হয়, তারা অতর্কিত হামলা করে ও লোকদের হত্যা করে যাদের-কে হত্যা করা হয়েছিল, ও তাদের-কে বন্দী করে। তারা তাদের শিশুদের ও নারীদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে এবং ভেড়া ও গবাদি পশুগুলো জড়ো করে।

তাদের কেহই লুকিয়ে ছিল না, কিংবা অনুপস্থিত ছিল না; এভাবেই তারা নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই গোত্রের এক মেয়ে যে কালো দাসটি-কে দেখেছিল - তার নাম ছিল আসলাম ও তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল - বলে, "তার ব্যাপারটি কী, সে কি পাগল! এই হলো তোমাদের বার্তাবহ আসলামের কাজ। সে যেন কখনও শান্তি না পায়।

তাদের-কে সে তোমাদের কাছে এনেছে। তাদের-কে পথ দেখিয়ে সে তোমাদের দুর্বল স্থানটিতে নিয়ে এসেছে।"

সে বলেছে: কালো লোকটি বলে, "সংক্ষেপ করুন, হে অভিজাত-বংশের কন্যা; তারা আমার কল্লা কেটে ফেলার হুমকি না দেওয়া পর্যন্ত আমি তাদের-কে পথ দেখায় নাই!"'---

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, দাতা হাতেম তাঈ গোত্রের কোন লোক নবী মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোন অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করতে আসেন নাই। বিনা উস্কানিতে নিরপরাধ বানু তাঈ গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আগ্রাসী হামলাকারী দল-টি ছিল স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা।

"আর তারা এই হামলাটি সংঘটিত করেছিলেন 'অতি প্রত্যুষে', যখন বানু তাঈ গোত্রের লোকেরা ছিলেন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত!"

বানু তাঈ গোত্রের লোকদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তাঁরা তখনও মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হয় নাই। ব্যাস, এটুকুই! আর তাঁদের সেই অপরাধের শাস্তি হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই অতর্কিত আক্রমণ!

নবী মুহাম্মদের প্রবর্তিত "ইসলাম' নামের বিধানে অবিশ্বাসী গোত্র ও জনপদের ওপর বিনা নোটিশে রাতের অন্ধকারে, কিংবা অতি-প্রত্যুষে এরূপ অতর্কিত আগ্রাসী হামালায় তাঁদের-কে খুন ও জখম; তাঁদের নারী-পুরুষ-শিশুদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসীতে রূপান্তর ও ভাগাভাগি; তাঁদের যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি; ইত্যাদি কর্মকাণ্ড শুধু যে সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও হালাল তাইই নয় - তা

বিবেচিত হয় সর্বোৎকৃষ্ট সৎকর্ম-রূপে! ইসলামের পরিভাষায় যার নাম হলো, "জিহাদ!"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [41]

'He said: ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz related to us, I heard ʿAbdullah b. Abī Bakr b. Ḥazm say to Mūsā b. ʿImrān b. Mannāḥ while they were seated in al-Baqīʿ, "Do you know the Raid of Fuis?" Mūsā replied, "I have not heard about this raid." He said: Then Ibn Ḥazm laughed and said, "The Messenger of God sent ʿAlī with a hundred and fifty men on a hundred camels and fifty horses. Only the Anṣār, and that included the Aws and the Khazraj, participated in the raid. They went alongside the horses and took turns on the camels until they attacked the tribes of the Bedouin. He inquired about the region of the families of Ḥātam, then he alighted upon them. Then they raided them with the dawn. They took prisoners until their hands were full, and cattle

and sheep. They attacked al-Fuls, the idol of the Ṭayyi’ and destroyed it. Then they turned and returned to Medina.

ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz said: I mentioned this raid to Muḥammad b. ʿUmar b. ʿAlī and he said, “I do not think Ibn Ḥāzm explained the transmission of this expedition or narrated it properly.” I said, “Then you bring it!” He said: The Messenger of God sent ʿAlī b. Abī Ṭālib with a hundred and fifty of the Anṣār to destroy al-Fuls. There was not a single Muhājirūn with them, and they had fifty riders and beasts. They mounted the camels and avoided the horses. The Messenger of God commanded him to make a raid.

ʿAlī set out with his companions; he had a black flag and a white banner. They had spears and [Page 985] obvious weapons. He gave his flag to Sahl b. Ḥunayf, and his banner to Jabbār b. Ṣakhr al-Sulamī. He set out with a guide from the Banū Asad called Ḥurayth, and he went with them on the road of Fayd. When he brought them to a certain place he said, “Between you and the tribe you desire is a whole day. If we march to it by day we will reach their extremities and their shepherds, and they will warn the tribe and it will disperse, and you will not take from them your need. So we will stay this day of ours in our position until the evening. Then we will travel by night on the backs of the

horses and raid them, and we will greet them in the blind darkness of the dawn." They said, "This is the decision!"

They camped and let the camels graze; they picked, and sent a group of them to penetrate what was around them. They chose Abū Qatāda, al-Ḥubāb b. al-Mundhir, and Abū Nā'ila. They set out on the backs of their horses and went around the camp. They captured a black youth and said, "Who are you?" He replied, "I am looking for what I desire." So they brought him to ʿAlī He said, "Who are you?" He replied, "One who seeks his desires." So they threatened him. Then he said, "I am the slave of a man from the Ṭayyi' of the Banū Nabhān. They ordered me about this situation. They said, 'If you see horses of Muḥammad, come forth and inform us.' I did not reach any people. When I saw you, I wanted to go to them. Then I said to myself I will not hurry to my companions until I can bring them clear evidence about your numbers, your horses and your beasts. I did not fear you would overtake me and bind me, until your scouts captured me." ʿAlī said, "Tell us the truth, what is behind you?" He replied, "The foremost of the tribe are one long night away. Your cavalry will take them when they leave in the morning." ʿAlī said to his companions, "What do you think?" Jabbār b Sakhr said, "We think that we will depart on our horses at night until we arrive in the morning before the community, [Page 986] and they will be penetrated and we will raid them. We will set out with the black slave by night. We will

appoint Ḥārith in charge of the camp, until they follow, God willing.” ʿAlī said, “This is the decision!”

They set out with the black slave running with the horses. He was in the rear of some of them for a turn, then he settled in the rear of another for a turn, and he was bound. When it became day, the slave lied and said, “I was wrong about the road and I have left it behind.” ʿAlī said, “Then return to where you erred!” So he returned a mile or more, and then he said, “I have made a mistake.” ʿAlī said, “Indeed we are deceived about you. You do not desire except to divert us from the tribe. Bring him! Tell us the truth or we shall cut off your head!” He said: He came forward and pointed his sword at the slave’s head, and when the slave saw the damage, he said, “Why would I tell you the truth? Will it profit me?” They said, “Yes.” He said, “Indeed, I did what you see. It happened to me what happens to people out of timidity. I said to myself, I approach with the community of Muslims, guiding them to the tribe without a trial. Yet, I have no guarantee, so I will protect myself from them. When I saw from you what I saw, I feared that you would kill me, which was to me an excuse. I will take you on the road.” They said, “Tell the truth!” He replied, “The tribe is close to you.” He set out with them until he was close to the tribe, and they heard the barking of dogs, the movement of the cattle in the pasture, and the sheep. He said: These are the groups and it is one area (*farsakh*). They looked at

each other and said, “Where are the people of Ḥātam?” He replied, “They are in the center of these groups.” Some of the people said to some, “If we frighten the tribe, they will shout and frighten some of them, and some will hide their faction from us in the darkness of the night. But we will hold back the people until the dawn rises throughout, indeed, its rising is near. Then we will attack. If some of them warn some, it will not be hidden from us where they go. The people do not have horses to flee from them, and we are on horses.” [Page 987] They said, “The decision is what you indicate.”

He said: When the dawn rose, they raided and killed those who were killed and took prisoners. They drove the children and women and gathered the sheep and cattle. None were hidden or absent, so they were in control. A girl from the tribe who saw the black slave—his name was Aslam—and he was tied up, says, “What is the matter with him, is he crazy! This is the work of your messenger, Aslam. May he never have peace. He brought them to you. Guided them to your weakness.” He said: The black one says, “Be brief, O daughter of the nobility, I did not guide them until they threatened to strike off my head!” -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[36] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৩৭-৬৩৮

[37] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

[38] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫৬; পৃষ্ঠা ৬৬: “আরব ডিকশনারীবিদদের মতে, প্রাক-ইসলামিক যুগের অনুশীলনটি ছিল এই যে, লুটের মালের এক চতুর্থাংশ হিস্যা কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে দলনেতার জন্য বরাদ্দ থাকতো। এটি দক্ষিণ আরবীয় অঞ্চলেও অনুশীলন করা হতো। ইসলামে, লুটের মালের বিলিবন্টনের আগে প্রথমেই এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা আল্লাহর জন্য আলাদা করে রাখা হতো।"

[39] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৯০; পৃষ্ঠা ৭৮৬।

[40] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫০- "আল জায়ুশিয়া (al-Jaushiya /Al-Jushiyyah) স্থানটি ছিল নাজাদ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি জায়গা।"

[41] “কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি; ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ৯৮৪-৯৮৭, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৮৪

[42] অনুরূপ বর্ণনা: “কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, ভলুম ২; পৃষ্ঠা ২০২-২০৩

২২৬: আল-ফুলস হামলা-২: হাতেম তাঈ গোত্র-পরিবারের পরিণতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত যে কোন "একটি" সিরাত-গ্রন্থ ও "সকল" হাদিস গ্রন্থগুলো পাঠ করেও কী কারণে হযরত মুহাম্মদে (সাঃ) এর ঘটনা বহুল নবী জীবনের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়, তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো আলী ইবনে আবু তালিবের এই 'আল-ফুলুস' হামালা ও এই হামলা পরবর্তী সময়ে হাতেম তাই পুত্র আ'দি বিন হতেম তাঈয়ের ইসলাম গ্রহণের কারণ ও প্রেক্ষাপট। এর কারণ হলো:

ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো 'কুরআন', যার রচয়িতারা হলেন, কুরআনের ভাষায়: "মুহাম্মদ নিজে কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্যে করেছে (কুরআন: ২৫:4; ১১:৩৫; ৪৬:৭-৮, ইত্যাদি)"; এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই- এক' পর্বে (পর্ব: ১৭) করা হয়েছে। আর এই বইটি এতই অসম্পূর্ণ যে তার মর্ম উদ্ধার করতে ও তা বুঝতে দরকার হয় "শানে নজুল" নামক এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের, যার ঠিকানা হলো আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থ (বিস্তারিত: পর্ব-৪৪)'। কুরআনে এই হামলাটির বিষয়ে কোন আলোকপাত করা হয় নাই।

সময়ের ধারাবাহিক ক্রমানুসারে ইসলামের ইতিহাসের "সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ' সিরাত" গ্রন্থের লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ইবনে ইয়াসার (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আর তা লিখা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর নিরবচ্ছিন্ন মুহাম্মদ অনুসারী মুসলিম শাসন আমলের প্রায় ১১০ বছর পর। অতঃপর আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) 'কিতাব আল-মাঘাজি' গ্রন্থ; অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির' গ্রন্থ ও অতঃপর আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক" গ্রন্থ। আদি উৎসের এই সকল সিরাত লেখকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণের খবরটি জানার পর ভীত হয়ে, দাতা হাতেম তাই পুত্র আ'দি বিন হাতেম, সিরিয়ায় পলায়ন করেছিলেন ও তাঁর পলায়নের পর মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর গোত্রের ওপর এই হামলাটি চালিয়েছিলেন। কিন্তু, কীভাবে ও কী অমানুষিক নৃশংসতায় মুহাম্মদ অনুসারীরা এই হামলাটি সংঘটিত করেছিলেন, তা "শুধুমাত্র" আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় বিস্তারিত, আর মুহাম্মদ ইবনে সা'দের বর্ণনায় তা অতি সংক্ষিপ্ত।; যার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

"অর্থাৎ শুধুমাত্র ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর সিরাত-গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে এই হামলাটি বিষয়ে আদৌ কোন ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়; আর মুহাম্মদ ইবনে সা'দের সিরাত-গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে এই হামলাটির বিশদ বিবরণ জানা অসম্ভব।"

একইভাবে, আদি উৎসের 'পূর্ণাঙ্গ সিরাত গ্রন্থগুলোর' এই সকল লেখকদের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, এই হামলাটির প্রাক্কালে আলী ইবনে আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা হাতেম তাঈয়ের গোত্রের লোকদের বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল হাতেম তাঈয়ের এক কন্যা (আল-তাবারীর অন্য এক বর্ণনায়, 'ফুপু') ও অতঃপর সেই কন্যাটি যখন মুহাম্মদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন নবী মুহাম্মদ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

“কিন্তু কী ভাবে তারা এই লোকদের বন্দী করে ধরে নিয়ে এসেছিলেন তা ইবনে ইশাকের বর্ণনায় অনুপস্থিত; মুহাম্মদ ইবনে সা'দের বর্ণনায় অতি সংক্ষিপ্ত ও আল-তাবারীর বর্ণনায় মাত্র কয়েক লাইন।"

সামগ্রিকভাবে আল-ওয়াকিদির 'আল-মাঘাজি' গ্রন্থে এই হামলাটি সহ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রায় সকল হামলাগুলো বর্ণনা বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত। তা সত্বেও,

“এই হামলাটির পর হাতেম তাই পুত্র আ'দি বিন হাতেম কী কারণ ও পরিস্থিতিতে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ‘ইসলামে দীক্ষিত’ হয়েছিলেন তা আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় অনুপস্থিত; কিন্তু ইবনে ইশাক ও আল-তাবারী তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁদের গ্রন্থে।"

আর প্রধান ‘সিহাহ সিত্তাহ’ হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়েছে ইবনে ইশাকের 'পূর্ণাঙ্গ' সিরাত গ্রন্থটি রচিত হওয়ার ৯০ বছরেরও অধিক পর; মুহাম্মদের মৃত্যুর পর নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম শাসন-আমলের ২০০ বছরের ও অধিক পরে। হাদিস গ্রন্থগুলোতে এই হামলাটির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [43]
(আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [44]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৫) পর:

‘হাতেমের কন্যাকে রাখা হয়েছিল মসজিদের দরজায় পাশে ঘেরাও করা এক স্থানে যেখানে বন্দীদের ধরে রাখা হয়েছিল ও আল্লাহর নবী তার [হাতেম কন্যা] পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। সে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে উঠে দাঁড়ায়, এই কারণে যে সে ছিল এক ভদ্র-নম্র (Courteous) মহিলা; অতঃপর সে বলে,

"হে আল্লাহর নবী, আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে ও যে ব্যক্তিটির আমার পক্ষে কাজ করা উচিত সে চলে গেছে। যদি আপনি আমাকে নিষ্কৃতি দেন তবে ঈশ্বর আপনাকে নিষ্কৃতি দেবে।"

তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তার সেই লোকটি কে; সে যখন তাঁকে বলে যে সে হলো আ'দি বিন হাতেম, তিনি চিৎকার করে বলেন, "ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তার রসুলের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে।" অতঃপর তিনি তাকে রেখে প্রস্থান করেন।

পরের দিন ঠিক একই ঘটনা ঘটে, আর তার পরের দিন সে [হাতেম কন্যা] হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর তাঁর পিছনে থাকা এক লোক ইশারায় তাকে দাঁড়াতে ও তাঁর সাথে কথা বলতে বলে। সে ঠিক আগের কথা-গুলো বলে; তিনি জবাবে বলেন, "আমি সেটি করেছি, তবে তাড়াহুড়া করো না যতক্ষণে না তুমি এমন একজন লোক খুঁজে পাও যাকে তুমি বিশ্বাস করো ও যে তোমাকে তোমার এলাকায় নিয়ে যাবে, তারপর আমাকে তা জানিও।"

যে ব্যক্তি-টি আমাকে [হাতেম কন্যা] কথা বলার জন্য ইশারা করেছিল আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করি ও আমাকে বলা হয় যে সে ছিল আলী। আমার কাছে বালী কিংবা কু'দা (Bali or Qudaa) থেকে কিছু সওয়ারি লোকদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমি অবস্থান করি। আমি একমাত্র যা চেয়েছিলাম তা হল সিরিয়ায় আমার ভাইয়ের কাছে যাওয়া। আমি আল্লাহর নবীর কাছে যাই ও তাঁকে বলি যে আমার লোকদের ভিতরে কিছু খ্যাতিসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা আমার জন্য এসেছে। আল্লাহর নবী আমাকে পরিধান-বস্ত্র প্রদান করেন ও আমাকে একটি উটের উপর চাপিয়ে দেন ও আমাকে টাকা-পয়সা দেন; অতঃপর আমি তাদের সাথে রওনা হই ও সিরিয়ায় এসে পৌঁছি।' [45] -------

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [46]

(মুহাম্মদ ইবনে সা'দের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [47]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৫) পর:

হাতেম তাঈ গোত্রের লোকদের পরিণতি:

‘লোকেরা শিবির স্থাপন করে, ও তারা বন্দীদের আলাদা করে রাখে ও তারা ছিল নুফায়ের (Nufayr) অঞ্চলে। তারা হাতেমের পরিবারের কাছ থেকে পাকড়াও করা শিশুদের আলাদা করে রাখে ও তারা আলাদা করে রাখে আ'দির ভগ্নি ও তার সাথে থাকা নারীদের।

আসলাম আলী-কে বলে, "কেন তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে অপেক্ষা করছো?" সে বলে, “তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই ও মুহাম্মদ তার রসূল।”

সে জবাবে বলে, “আমি আমার সম্প্রদায়ের ধর্ম অনুসরণ করি, যারা হলো ঐ বন্দীরা। তারা যা কিছু করে, আমি তাই করি!”
সে [আলী] বলে, "তুমি কী তাদের-কে বাঁধা অবস্থায় দেখছো না? আমারা কী তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের ওখানে রাখবো?"

সে বলে, "হ্যাঁ, মুক্ত অবস্থায় অন্যদের সাথে থাকার চেয়ে তাদের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকায় আমার বেশী কাম্য। তাদের সম্পর্কে যা সত্য, আমার সম্পর্কেও তাই সত্য।" হামলাকারীরা এ নিয়ে হেসে উঠে। তাকে বেঁধে ফেলা হয় ও বন্দীদের ভিতরে নিক্ষেপ করা হয়। সে বলে, "তোমরা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই থাকবো।"

বন্দীদের একজন তাকে বলে, “আমরা তোমাকে স্বাগত জানাই না। তুমি তাদের-কে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছো।” অন্য একজন বলে, “তোমাকে স্বাগতম। তুমি যা করেছো তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতে না। আমরা যদি এমন কিছুর সম্মুখীন

হতাম যার সম্মুখীন তুমি হয়েছো, তবে আমরাও হয়তো একইরকম কাজ করতাম, কিংবা এর চেয়েও খারাপ। সুতরাং, নিজেকে সান্ত্বনা দাও!”

সৈন্যরা এসে সমবেত হয়। তারা বন্দীদের নিকটে আসে ও তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়। যারা ধর্মান্তরিত হয় তারা প্রস্থান করে, ও যারা তা অস্বীকার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, যতক্ষণে না তারা আল-আসওয়াদের কাছে আসে।

তারা তকে [আল-আসওয়াদে-কে] ইসলামের দাওয়াত দেয়। সে বলে, "ঈশ্বরের কসম, তরোয়ালের ভয়ে ভীত হওয়া লজ্জাকর। যা কোন স্থায়ী অবস্থান নয়।” গোত্রের এক লোক, যে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, বলে, "তুমি অদ্ভুত লোক। এটি কি সেই জায়গা নয় যেখানে তোমাকে ধরা হয়েছিল; যেখানে যাদের-কে হত্যা করা হয়েছিল, নিহত হয়েছিল; ও যাদের-কে বন্দী করা হয়েছিল, পাকড়াও হয়েছিল। আমাদের মধ্যে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা ইসলাম কামনা করেছে, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই বলো। ধিক তোমাকে, ধর্মান্তরিত হও ও মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করো!"

তাই সে ধর্মান্তরিত হয় ও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। রিদ্দার [যুদ্ধের] পূর্ব পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি দিতো অত:পর তা পূরণ করতো না। সে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে আল-ইয়ামামা [যুদ্ধ] প্রত্যক্ষ করেছিল। তার ভাল এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সে বলেছে: আলী 'আল-ফুলস [তাঈ গোত্রের প্রতিমা]' এর নিকট আসে ও তা আক্রমণ ও ধ্বংস করে।

সে তার মন্দিরে তিনটি তরোয়াল খুঁজে পায়: 'রাসুব, আল-মিখধাম' ও অন্য একটি তরোয়াল যার নাম ছিল 'ইয়ামানি'; আর ছিল তিনটি বর্ম। আর তার সাথে পরিধানের জন্য ছিল একটি পোশাক।

তারা বন্দীদের জড়ো করে ও আবু কাতাদা-কে তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তারা আবদুল্লাহ বিন আল-আতিক কে নিযুক্ত করে গবাদি পশু ও অস্থাবর সম্পত্তির (আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র) দায়িত্বে।

অতঃপর তারা যাত্রা করে ও 'রাকাক' নামক স্থানে এসে পৌঁছে। তারা বন্দী ও লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। আল্লাহর নবী তাঁর অংশ হিসাবে প্রথমে 'রাসুব ও আল-মিখধাম' আলাদা করে রাখেন। অতঃপর, তাঁর কাছে আসে আরও একটি তরোয়াল। তিনি এক-পঞ্চমাংশ আলাদা কারে রাখেন, আর তিনি আলাদা করে রাখেন হাতেমের পরিবারের লোকদের। সে তাদের সাথে মদিনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাদের-কে ভাগাভাগি করেন নাই।'

(ইবনে সা'দ: '---রাকাক নামক স্থানে এসে যখন তারা যাত্রা বিরতি দেয়, তারা লুণ্ঠন-সামগ্রীগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় ও রাসুব ও আল-মিকধাম আল্লাহর নবীর বিশেষ হিস্যার অংশ হিসাবে আলাদা করে রাখে, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর অন্য তরোয়াল-টি ও তাঁর হিস্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা আল-খুমুস [লুণ্ঠন-সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ, আল্লাহ-নবীর হিস্যা - কুরআন: ৮:৪১] ও হাতেমের পরিবারের সদস্যদের আলাদা করে রাখে ও তাদের-কে আল-মদিনায় নিয়ে আসে।') [47]

হাতেম তাঈ পরিবারের লোকদের পরিণতি:

(ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ): [43] [44]

'আল-ওয়াকিদি বলেছেন: কথিত এই ঘটনাটি (Tradition) আমি আবদুল্লাহ বিন জাফর আল-যুহরীর নিকট বর্ণনা করি ও সে বলে: ইবনে আবি আউন আমাকে যা বলেছে, তা হলো,

'বন্দীদের মধ্যে ছিল আদি বিন হাতিমের এক ভগ্নী, যাকে ভাগাভাগি করা হয় নাই। তাকে ধরে রাখা হয়েছিল রামালা বিনতে আল-হারিথের বাড়িতে। আলীর গতিবিধির খবরটি শোনার পর আদি বিন হাতিম পলায়ন করে। মদিনায় তার এক গুপ্তচর ছিল, যে তাকে সতর্ক করেছিল, তাই সে আল-শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। আল্লাহর নবী যখন আ'দির ভগ্নীটির পাশ দিয়ে যেতেন তখন সে বলতো,

"হে আল্লাহর নবী, [আমার] পিতার মৃত্যু হয়েছে ও প্রতিনিধি লোকটি অনুপস্থিত। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দান করুন।"
তখন, নবী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে তোমার প্রতিনিধি?"
সে বলে, "আদি বিন হাতেম।"
অতঃপর তিনি বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে পলাতক", তাই সে সে আশা হারিয়ে ফেলে। চতুর্থ দিনটি-তে যখন নবী তার পাশ দিয়ে গমন করে, সে কোনও কথা বলে না। এক ব্যক্তি তার দিকে ইশারা করে বলে, "ওঠো ও তাঁর সাথে কথা বলো।" তাই সে কথা বলে ও তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন ও তাঁর প্রতি সদয় হোন। যে ব্যক্তিটি তাকে ইশারা করেছিল সে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলা হয়েছিল, "'আলী।' সে হলো ঐ ব্যক্তি যে তোমাকে বন্দী করেছে। তুমি কি তাকে চেনো না?"

সে বলেছিল, "না, আল্লাহর কসম, আমাকে বন্দী করার দিনটি থেকে এই বাড়িতে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি আমার পোশাকটি আমার মুখের উপরে রেখেছিলাম। আমি তার কিংবা তার কোন সঙ্গীরই মুখ দর্শন করি নাই।"'

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা: [48]

'এই বছর (অর্থাৎ, হিজরি ৯ সাল), রবিউল আওয়াল মাসে আল্লাহর নবী আলী-কে এক সেনাদল (সারিয়া [sariyyah]) সহ তাঈ গোত্রের এলাকায় প্রেরণ করেন। সে

তাদের-কে অতর্কিত আক্রমণ ও বন্দী করে, ও মন্দিরের দুটি তরোয়াল হস্তগত করে: একটি-কে বলা হতো "রাসুব" ও অন্যটি "মিখধাম" নামে পরিচিত। এই তরোয়াল দুটি আল-হরিথ বিন আবি শিমর এই মন্দিরটি-তে দান করেছিল ও তা ছিল সুপরিচিত। বন্দীদের মধ্যে ছিল আ'দি বিন হাতেমের ভগ্নী।' [49] [50] [51]

'আবু জাফর (আল-তাবারী): আ'দি বিন হাতেম সম্বন্ধে যে রিপোর্ট-গুলো আমার নাগালে পৌঁছেছে তাতে সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয় নাই ও আলী কর্তৃক বন্দী আদি বিন হাতেমের ভগ্নী সম্পর্কে যে বিবরণগুলো আল-ওয়াকিদি উদ্ধৃত করেছেন তার উল্লেখ করা হয় নাই।'

'মুহাম্মদ বিন মুথাননা (আল-বাসরি) < মুহাম্মদ বিন জাফর (আল-হুদালি আল-বাসরি) < শুবাহ (বিন আল-হাজ্জাজ আল বাসরি) < সিমাক (বিন হারব আল কুফি) হইতে বর্ণিত: [52]

'আমি শুনেছি, আদি বিন হাতেম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আববাদ বিন হুবায়েশ (আল-কুফি) বর্ণনা করেছে, যে বলেছে: 'আল্লাহর নবীর অশ্বারোহী বাহিনী, অথবা আল্লাহর নবীর বার্তাবাহকদের আগমন ঘটে ও তারা আমার ফুপু ও আরও কিছু লোকদের বন্দী করে নবীর সম্মুখে ধরে নিয়ে আসে; যেখানে তাদের-কে সারিবদ্ধ ভাবে রাখা হয়।

(আমার ফুপু) বলে, "হে আল্লাহর নবী, যে ব্যক্তিটির আমার পক্ষে কথা বলা উচিত সে অনেক দূরে, আমার পুত্রকে (আমার কাছ থেকে) আলাদা করা হয়েছে ও আমি এক বৃদ্ধ মহিলা যে (কারও কাছে) কোন কাজে আসে না। হে আল্লাহর নবী, আমার প্রতি সদয় হোন, ঈশ্বর আপনার প্রতি সদয় হবে।"

তিনি বলেন, "কে সেই ব্যক্তি যার তোমার বিশয়ে কথা বলা উচিত?" সে বলে, "আদি বিন হাতেম।" তিনি বলেন, "(ঐ লোকটি) যে আল্লাহ ও তার রসুলের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে।" অতঃপর তিনি তার অনুরোধ-টি মঞ্জুর করেন, আর তার পাশের এক ব্যক্তি যে সম্ভবত ছিল আলী, তাকে বলে যে সে যেন তাঁর কাছে এক সওয়ারি পশুর জন্য আবেদন করে। সে তার একটির জন্য আবেদন করে ও আল্লাহর নবী তাকে তা প্রদান করার আদেশ করেন।' ----

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গী অন্যান্য মুহাম্মদ অনুসারীরা বানু তাঈ গোত্রের লোকদের নৃশংসভাবে হত্যা ও বন্দী ও তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন, "শুধুমাত্র এই কারণে" যে তাঁরা মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই। এটিই ছিল তাঁদের একমাত্র অপরাধ! এই অতর্কিত হামলায় মুহাম্মদ অনুসারীরা বানু তাঈ গোত্রের ঠিক কতজন লোক-কে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলে, কতজন লোক-কে জখম করেছিলেন, কতজন নারী ও শিশুদের বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন, কিংবা কী পরিমাণ 'লুটের মাল' হস্তগত করেছিলেন; তা এই বর্ণনায় অনুপস্থিত।

'কুরআন' ও আদি উৎসের কোন "একটি" সিরাত-গ্রন্থ ও "সকল" হাদিস গ্রন্থগুলো পাঠ করেও কী কারণে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঘটনা বহুল নবী জীবনের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়, তার আরও আলোচনা "আবু জানদাল বিন সুহায়েল উপাখ্যান (পর্ব: ১২০); রক্তের হোলি খেলা - নাইম দুর্গ দখল (পর্ব: ১৩৪); ও ওয়াদি আল-কুরা হামলা (পর্ব: ১৫৯)" পর্বে করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [46]

The people camped, and they isolated the prisoners, and they were in the region of Nufayr. They isolated the children they took from the family of Ḥātam, the sister of ʿAdī and the women with her, and they isolated them. Aslam said to ʿAlī, "Why do you wait to set me free?" He said, "You will witness that there is no God but Allah, and that Muḥammad is His messenger." He replied, "I follow the religion of my community who are those prisoners. Whatever they do, I do!" He said, "Do you not see them tied up? Shall we put you with them in ropes?" He said, "Yes, to be with those tied up is more desirable to me than that I be with others, free. What holds true about them is true about me." The people of the raid laughed about it. He was tied and thrown in with the prisoners. He said, "I shall be with them until you have judged them." One of the prisoners said to him, "We do not bid you welcome. You brought them to us." Another said, "Welcome to you. You couldn't

do more than what you did. If we faced what you faced we would have done the same and worse. So console yourself!"

The soldiers came and gathered. They came close to the prisoners and offered them Islam. Those who converted were left, and those who refused were executed, until they came to al-Aswad. They offered him Islam. He said, "By God, indeed to worry about the sword is ignoble. There is no permanence." A man from the tribe who converted says, "O you are strange. [Page 988] Was this not the place where you were taken, where those who were killed, were killed, and those who were imprisoned, imprisoned. Those who converted among us desired Islam, say whatever you say. Woe unto you, convert and follow the religion of Muḥammad!" He said, "I will convert and follow the religion of Muḥammad!" So he converted and was released. He used to promise and not fulfill until the Ridda. He witnessed al-Yamāma with Khālid b. al-Walīd. His experience was a good one.

He said: ʿAlī went to al-Fuls and attacked and destroyed it. He found three swords in his house: Rasūb, al-Mikhdham, and a sword called Yamānī; and three armors. And there was a garment to wear with it. They gathered the prisoners and employed Abū Qatāda over them. They employed ʿAbdullah b. al-ʿAtīk al-Sulamī over the cattle and chattel (paltry furniture, etc). Then they marched until they alighted at Rakak. They apportioned the

prisoners and the plunder. The Prophet isolated his first portion Rasūb and al-Mikhdham. Then later, there came to him another sword. He isolated the fifth, and he isolated the family of Ḥatam. He did not apportion them until he arrived in Medina with them.

Al-Wāqidī said: I narrated this tradition to ʿAbdullah b. Jaʿfar al-Zuhrī and he said: Ibn Abī ʿAwn related to me saying: There was with the prisoners a sister of ʿAdī b. Ḥatam who was not apportioned. She was kept in the house of Ramla bt. al-Ḥārith. ʿAdī b. Ḥatam had fled when he heard about the movement of ʿAlī. He had a spy in Medina, who warned him, so he set out to al-Shām. [Page 989] The sister of ʿAdī used to say when the Messenger of God passed by, "O Messenger of God, the father is destroyed and the ambassador is absent. So give us from what Allah gave you." At that, the Prophet asked her, "Who is your ambassador?" She said, "ʿAdī b. Ḥatam." And he says, "The fugitive from God and His messenger," so she lost hope. When it was the fourth day, the Prophet went by and she did not talk. A man pointed to her saying, "Rise and talk to him." So she talked and he gave her permission and was kind to her. She asked about the man who pointed to her. It was said, "ʿAlī. He is the man who imprisoned you. Don't you know him?" She said, "No by God, I kept my garment on my face, since the day I was imprisoned, until I came into this house. I have not seen his face or that of any one of his companions.'"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[43] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৩৮

[44] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬৫

[45] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৫৩: বালী অথবা কু'দা (Bali or Qudaa) - 'দক্ষিণ আরবিয় গোত্র।'

[46] "কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩ - পৃষ্ঠা ৯৮৭-৯৮৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৫

[47] অনুরূপ বর্ণনা: "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, ভলুম ২; পৃষ্ঠা ২০৩

[48] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

[49] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৩২: সারিয়া (sariyyah) - 'সারিয়া, যার বহুবচন হলো সারায়া (Saraya), যা নবী কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনী অর্থে প্রয়োগ করা হয়; অন্যদিকে ঘাজওয়া বা গাজওয়া (ghazwah), যার বহুবচন হলো ঘাজওয়াত বা মাঘাজি (ghazawat, also maghdzi), যার অর্থ হলো সেই অভিযানগুলো যেখানে আল্লাহর নবী নিজেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।'

[50] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৩৩: "এই হামলাটি আলীর সারিয়া 'আল-ফুলুস (বা ফলস, বা ফিলস)' নামে অভিহিত, যেটি ছিল নাজাদে অবস্থিত বানু তাঈ গোত্রের লোকদের উপাস্য এক প্রতিমা।"

[51] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৩৭: আ'দি বিন হাতেম - 'তিনি ছিলেন খ্যাতিমান কবি হাতেম আল-তাঈয়ের এক পুত্র ও (পরবর্তীতে) আলীর একজন সমর্থক। তিনি ৬৮৭-৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ৬৮ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।'

[52] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৩৯ -৪৪২: "মুহাম্মদ বিন মুথাননা আল-বাসরি, মৃত্যু ৮৬৬ সাল; মুহাম্মদ বিন জাফর আল-হুদালি আল-বাসরি, মৃত্যু ৮০৮-৮০৯ সাল; শুবাহ বিন আল-হাজ্জাজ আল বাসরি, মৃত্যু ৭৭৬-৭৭৭ সাল; সিমাক বিন হারব আল কুফি, মৃত্যু ৭৪০-৭৪১ সাল।"

২২৭: আল-ফুলস হামলা-৩: আ'দি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত এক

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতর্কিত আক্রমণের খবর জানার পর ভীত হয়ে দাতা হাতেম তাঈ পুত্র আ'দি বিন হাতেম কীভাবে সিরিয়ায় পলায়ন করেছিলেন; তাঁর পলায়নের পর, মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব ও তাঁর ১৫০জন 'আনসার' অনুসারী কীভাবে দাতা হাতেম তাঈ গোত্রের লোকদের উপর অতি প্রত্যুষে অতর্কিত আক্রমণ করেছিলেন; অতঃপর তাঁদের পরাভূত ও বন্দী করার পর তারা তাঁদের 'কোন্ লোকদের' অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন ও কোন্ শর্তে অন্যান্যদের মুক্তি প্রদান করেছিলেন; অতঃপর কী ভাবে তারা তাঁদের 'আল-ফুলস' নামের প্রতিমাটি ধ্বংস ও সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন; অতঃপর সেই লুণ্ঠিত-সম্পদগুলো তারা কীভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করেছিলেন ও তাঁদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন; অতঃপর বন্দী হাতেম তাই কন্যা-কে (কিংবা ভগ্নী-কে) নবী মুহাম্মদ কী কারণে মুক্তি প্রদান করেছিলেন; ইত্যাদি বিশয়ের আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হাতেম তাই কন্যা (কিংবা ভগ্নী) সিরিয়ায় আ'দি বিন হাতেমের নিকট গমন করে ও তাঁকে মদিনায় মুহম্মদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [53]
(আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [54]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৬) পর:

'আদি বলেছে: আমি যখন আমার লোকদের মধ্যে বসেছিলাম, দেখি যে একটি ডুলি (Howdah) আমাদের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন আমি বলি যে, "এ হলো হাতেম কন্যা"; আর আসলেই সেটি ছিল তাই। আমার কাছে আসার পর সে আমাকে গালাগালি দেয়, এই বলে, "তুমি পাজি বদমাস, তুমি তোমার পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে এসেছো আর তোমার বাবার কন্যাটিকে করেছ পরিত্যক্ত।" আমি বলি, "হে আমার ছোট বোন, খারাপ কোনকিছু বলো না কারণ আল্লাহর ওয়াস্তে কোন অজুহাতই আমার নেই। তুমি যা বলেছ তা আমি করেছি।"

অতঃপর সে নেমে আসে ও আমার সাথে অবস্থান করে; সে ছিল এক বিচক্ষণ মহিলা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে এই লোকটি [মুহাম্মদ] সম্পর্কে তার ধারণাটি কী ও সে বলে, "আমি মনে করি যে শীঘ্রই তাঁর সাথে তোমার যোগ দেওয়া উচিত, এই কারণে যে লোকটি যদি নবী হয় তবে তাঁর কাছে যারা প্রথমে আসবে, তারা পাবে অগ্রাধিকার; আর যদি সে রাজা হয় তবে তুমি আল-ইয়ামানের গৌরবে লজ্জিত হবে না, কারণ তুমি সে রকমই লোক।"

আমি বলি যে এটি যথাযথ ফয়সালা, তাই আমি আল্লাহর নবীর নিকট গমন করি; তিনি তখন মদিনায় তাঁর মসজিদের ভিতরে ছিলেন। অতঃপর আমি তাঁকে সালাম করি ও তাঁকে আমার নামটি বলি ও তিনি উঠে দাঁড়ান ও আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। আমরা যখন সেখানে যাচ্ছিলাম, এক দুর্বল বৃদ্ধা মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ও তাঁকে থামতে বলে, আর তিনি দীর্ঘ সময় যাবত থামেন ও সে [মহিলাটি] তার প্রয়োজনের কথা তাঁকে জানায়। আমি নিজেকে বলি, "এ কোনও রাজা নয়।"

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান ও একটি চামড়ার গদি, যার ভিতরে ঠাসা ছিল খেজুর গাছের পাতা, হাতে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে মারেন ও বলেন, "এর উপরে বসো।" আমি বলি, "না, এর উপর আপনি বসুন;" তিনি বলেন, "না, তুমি।"

তাই আমি তার উপরে বাসি ও তিনি বসেন মাটিতে। আমি নিজেকে বলি, "কোন রাজা এরূপ আচরণ কোন করে না।" অতঃপর তিনি বলেন, "এইবার আদি, তুমি কি আধা-খ্রিস্টান নও (আল তাবারী: 'তুমি কি আধা খ্রিস্টান ও আধা সাবিয়ান (Rakusi) নও?)?”

আমি যখন বলি যে আমি তাই, তিনি বলেন, "তুমি কি তোমার লোকদের কাছ থেকে তাদের মজুদ সম্পদের এক চতুর্থাংশ সংগ্রহ করতে যাও না [পর্ব: ২২৫]?”

আমি যখন তা স্বীকার করি, তিনি বলেন, "কিন্তু এটি তো তোমার ধর্মে তোমার জন্যে অনুমোদিত নয়।" আমি বলি, "এটি সম্পূর্ণ সত্য।" [55] [56]

আর এটি জানার পর আমি নিশ্চিত হই যে তিনি আল্লাহর নবী, এই কারণে যে, লোকেরা সচরাচর এটি জানে না।'

অতঃপর তিনি বলেন: [অনুরূপ বর্ণনা-ইমাম বুখারী: ৪:৫৬:৭৯৩]
"সঙ্গত কারণেই এটি হতে পারে যে, যে দরিদ্রতা তুমি প্রত্যক্ষ করেছো তা তোমাকে এই ধর্মে যোগদান করা থেকে বিরত রেখেছে।

কিন্তু, আল্লাহর কসম, শীঘ্রই তাদের মধ্যে ধনসম্পদ এত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হবে যে এটি গ্রহণ করার কোন লোক থাকবে না।

সম্ভবত: এটি এই যে, তুমি দেখছো যে তাদের শত্রুদের সংখ্যা কতো ও তাদের সংখ্যা কত কম। তবে, আল্লাহর কসম, তুমি শুনতে পাবে যে কাদিসিয়া থেকে এক

মহিলা তার উটের পিঠে চড়ে (আল তাবারী: 'আল্লাহ ব্যতীত') কোনরূপ ভয়ভীতি ব্যতিরেকে এই উপাসনালয়টি (আল-তাবারী: 'অর্থাৎ কা'বা) দর্শন করতে আসবে।

সম্ভবত এটি এই যে, তুমি দেখতে পাও যে অন্যদের শক্তি ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে; তবে আল্লাহর কসম, তুমি শীঘ্রই শুনতে পাবে যে ব্যাবিলনের সাদা দুর্গ তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে (আল-তাবারী: 'দখল করা হয়েছে')।"

অতঃপর আমি মুসলমান হই।

আ'দি বলতো যে এর দুটি ঘটনা ঘটেছিল ও তৃতীয়টি সম্পন্ন হওয়া বাঁকি ছিল। আমি ব্যাবিলনের সাদা দুর্গগুলোর বিজয় ও কাদিসিয়া থেকে এক মহিলা তার উটের উপর চড়ে নির্ভয়ে উপাসনালয়টি-তে তীর্থযাত্রার জন্য আসতে দেখেছি। আল্লাহর কসম, তৃতীয়টি কার্যকর হবে: "এত প্রচুর ধনসম্পদ সরবরাহ হবে যে তা গ্রহণ করার কোন লোক থাকবে না।" [57]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনার পুনরারম্ভ: [58]

আল-তাবারীর অন্য এক বর্ণনায় মহিলাটি ছিল দাতা হাতেম তাঈয়ের ভগ্নী, যাকে মুহাম্মদ মুক্তিদান করেছিলেন; যার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। অতঃপর মহিলাটি সিরিয়ায় গমন করেন।

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৬) পর:

('মুহাম্মদ বিন মুথাননা <মুহাম্মদ বিন জাফর < শুবাহ < সিমাক হইতে বর্ণিত: 'আমি শুনেছি, আদি বিন হাতেম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ***আববাদ বিন হুবায়েশ*** *বর্ণনা করেছে, যে বলেছে [পৃষ্ঠা ৬৩])*

আ'দি বিন হাতেম [হইতে বর্ণিত]: ‘সে [ফুপু] আমার কাছে আসে ও বলে, "তুমি এমন কিছু করেছো যা তোমার বাবা হয়তো করতো না। আন্তরিকতা ও ভীতি চিত্তে তাঁর (অর্থাৎ, আল্লাহর নবী) কাছে যাও। অমুক অমুক ব্যক্তি তার নিকট গিয়েছে, আর দেখ, সে যথাযথ আচরণ প্রাপ্ত হয়েছে।" তাই আমি তাঁর নিকট গমন করি ও বিস্মিত হয়ে দেখি যে তাঁর সঙ্গে ছিল একটি মহিলা ও দুটি কিংবা একটি বালক। [59]

(অতঃপর বর্ণনাকারী, [অর্থাৎ আববাদ বিন হুবায়েশ] আল্লাহর নবীর সাথে তাদের নৈকট্যের [সম্পর্কের] কথা বর্ণনা করে।) তাই আমি জানতে পারি যে তিনি না ছিলেন খসরুর (কিসরা) মতো, কিংবা না ছিলেন সিজারের (কেইসার) মতো। [60]

তিনি আমাকে বলেন, "হে আ'দি বিন হাতেম, "কী তোমাকে 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই' বলা থেকে পালাতে বাধ্য করেছে? আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ কি আছে? কী তোমাকে 'আল্লাহ সবচেয়ে মহান' বলা থেকে পালাতে বাধ্য করেছ? আল্লাহর চেয়ে বড় আর কি কেউ আছে?"

তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করি ও তাঁর মুখমণ্ডলে দেখতে পাই যে তিনি আনন্দিত।'

সহি বুখারি: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৬, হাদিস নম্বর ৭৯৩: [61]

'আদি বিন হাতেম হইতে বর্ণিত: আমি যখন নবীজীর শহরে ছিলাম তখন একজন লোক এসে তাঁর (নবী) নিকট দীনতা ও দারিদ্র্যতার অভিযোগ করে। অতঃপর আর একজন এসে ডাকাতির (পথিমধ্যে দস্যুতা) অভিযোগ করে।

আল্লাহর নবী বলেন, "আ'দি! তুমি কি আল-হিরাই (Al-Hira) ছিলে?"
আমি বলি, "আমি তথায় ছিলাম না, তবে এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হয়েছে।"

তিনি বলেন, "তুমি যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকো তবে তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে হাওদার ভিতরে থাকা এক মহিলা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ভয়ে ভীত না হয়ে আল-হিরা থেকে যাত্রা করে (নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে) কা'বা তাওয়াফ করবে।" আমি নিজেকে বলি, "তাঈ গোত্রের ডাকাতদের কী হবে যারা দেশের সর্বত্র অমঙ্গল ছড়িয়ে দিয়েছে?"

আল্লাহর নবী আরও বলেন, "তুমি যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকো, [দেখবে যে] খসরুর ধন-দৌলত দখল করা হবে (ও লুঠের মাল হিসাবে তা হস্তগত করা হবে)।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি হরমুজ পুত্র খসরু-কে বোঝাতে চাচ্ছেন?"

তিনি বলেন: "খসরু, হরমুজ পুত্র [পর্ব: ১৬৩-১৬৪]। আর তুমি যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকো, দেখতে পাবে যে লোকেরা এক মুঠো স্বর্ণ বা রৌপ্য বহন করবে ও বাহিরে বের হয়ে তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য লোকদের খোঁজ করবে, কিন্তু তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করার মতো কোন লোক তারা খুঁজে পাবে না।

আর তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তার ও আল্লাহর মাঝে কোন অনুবাদকারীর/ব্যাখ্যাকারীর (interpreter) প্রয়োজন ছাড়ায় সে তার সঙ্গে সাক্ষাত করবে; আর আল্লাহ তাকে বলবে: 'আমি কি তোমাকে শিক্ষা দানের নিমিত্তে কোনও বার্তাবাহক প্রেরণ করি নাই?' সে বলবে: 'হ্যাঁ'। আল্লাহ বলবে: 'আমি কি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ দান ও অনুগ্রহ প্রদান করি নাই?' সে বলবে: 'হ্যাঁ'। অতঃপর সে তার ডানদিকে তাকাবে ও জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না; এবং তার বাম দিকে তাকাবে ও জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না।"

আ'দি আরও বলেছে: আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, "অর্ধেক খেজুরের (দান হিসাবে দেওয়া) বিনিময়ে হলেও নিজেকে জাহান্নাম (আগুন) থেকে রক্ষা করবে, আর যদি অর্ধেক খেজুরও খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে সুন্দর মনোরম বাক্যের মাধ্যমে।"

আ'দি (পরবর্তীতে) আরও যোগ করেছে: আমি দেখেছি যে হাওদার ভিতরে থাকা এক মহিলা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ভয়ে ভীত না হয়ে, আল-হীরা থেকে যাত্রা করে কা'বা তাওয়াফ না করা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে। আর আমি ঐ লোকদের মধ্যে একজন যারা হরমুজ পুত্র খসরুর ধন-দৌলতগুলো উন্মুক্ত (দখল) করেছিল। তুমি যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকো, নবী আবুল কাসেম যা বলেছে তা তুমি দেখতে পাবে: এক ব্যক্তি এক মুঠো সোনা নিয়ে বেরিয়ে আসবে, ইত্যাদি।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, দাতা হাতেম তাঈ পুত্র মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে মূলতঃ দু'টি কারণে ইসলামে দিক্ষীত হয়েছিলেন:

{১) 'লোকদের কাছ থেকে তাদের মজুদ সম্পদের (কিংবা লুণ্ঠিত সম্পদের) এক চতুর্থাংশ সংগ্রহ করা যে আ'দি বিন হাতেমের জন্য তার ধর্মে অনুমোদিত নয়, তা মুহাম্মদের কাছ থেকে জানার পর আ'দি "নিশ্চিত হয়েছিলেন" যে "তিনিই" আল্লাহর নবী, এই কারণে যে লোকেরা সচরাচর এটি জানে না।' যুক্তির বিচারে এই কারণ-টি একেবারেই হাস্যকর!

(২) "ক্ষমতা ও সম্পদের প্রলোভন!" যুক্তির বিচারে এই কারণ-টি "সম্ভাব্য", এই কারণে যে "ক্ষমতা ও সম্পদের লোভ" অধিকাংশ মানুষেরই সহজাত।

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে গত দু'টি পর্ব (পর্ব: ২২৫-২২৬) ও ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, দাতা হাতেম তাঈ পুত্র ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তাঁর গোত্রের ওপর মুহাম্মদের অতর্কিত আগ্রাসী হামলা, খুন-জখম, সম্পদ-লুণ্ঠন ও তাঁর গোত্র ও পরিবারের "নারী ও শিশুদের" বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসার পর। গত পর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি,

"তাঁর অনুসারীরা হাতেম তাঈ গোত্রের যে সমস্ত বন্দী প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরা 'মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন', তাঁদের সবাই কে তারা হত্যা করেছিলেন।"

সুতরাং যৌক্তিক ভাবেই ধারণা করা যায় যে, তাঁরা অনুসারীরা তাঈ গোত্রের যে লোকদের-কে বন্দী করে মদিনায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন ঐ নিহত পুরুষদের পরিবারের **"নারী ও শিশুরা!"**

এদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ মুক্তিদান করেছিলেন, হাতেম তাঈ কন্যা (কিংবা ভগ্নী-কে)। মুক্তিদানের পূর্বে এই মহিলা-টি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিলেন কিনা, তা এই বর্ণনায় অনুপস্থিত। তবে তিনি যে সিরিয়ায় গিয়ে আ'দি বিন হাতেম-কে ইসলাম গ্রহনে প্ররোচিত করেছিলেন তা ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট; সুতরাং, প্রতীয়মান হয় যে মহিলাটি মুক্তি-প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁর 'ইসলাম গ্রহণের' বিনিময়ে। এমনই এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আ'দি বিন হাতেম মদিনায় মুহাম্মদের কাছে আসে।

সুতরাং, নিশ্চিত রূপেই আ'দি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ হলো, "তাঁর ও তাঁর পরিবার ও গোত্রের লোকদের নিরাপত্তা!" মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়।

>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারীর) বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে এই সময়টি-তে তাঈ গোত্রের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, যার নেতৃত্বে ছিল যায়েদুল-খায়েল (ZAYDU'L-KHAYL) নামের এক লোক।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনা (কবিতা পঙক্তি পরিহার): [62]
যায়েদুল-খায়েল এর নেতৃত্বে তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন: [63]

'যায়েদুল- খায়েলের নেতৃত্বে তাঈ গোত্রের এক প্রতিনিধি দল আল্লাহর নবীর কাছে আসে; কিছু কথোপকথনের পরে তিনি তাদেরকে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করেন; অতঃপর তারা ভাল মুসলমানে পরিণত হয়েছিল।

তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি, যাকে আমার সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, আমাকে বলেছে যে আল্লাহর নবী বলেছেন, "আমি এমন কোন আরব লোকের সাক্ষাত পাই নাই যে তার সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট বাক্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সে তার চেয়ে কম ছিল না; ব্যতিক্রম যায়েদুল-খায়েল [আল মুহালহিল], যার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে ছিল তার চেয়েও ভালো।"

অতঃপর আল্লাহর নবী তার নামটি যায়েদুল-খায়ের রাখেন ও তাকে ফায়েদ [একটি স্থান] ও সাথে কিছু জমি ও বরাদ্দ দেন; ও তদনুসারে তিনি তাকে প্রদান করেন একটি দলিল।

যায়েদ যখন তার গোত্রের লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তখন নবী বলেন যে তিনি আশা করছেন যে মদিনা জ্বর (Medina fever) থেকে সে পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহর নবী এটিকে হুমমা কিংবা উম্ম মালদাম (Humma or Umm Maldam) নামে অবিহিত করেন নাই (আল তাবারী; 'জ্বর কিংবা মিলদাম নামে অবিহিত করেন নাই'); আমার তথ্য-দাতা এটি বলতে পারে নাই যে তিনি এটিকে কী বলেছিলেন। সে

যখন নাজাদের ফারদা (Farda) নামের এক জল-সেচন স্থানে এসে পৌঁছে, সে জ্বরের কবলে পড়ে ও তার মৃত্যু হয়। ---- [64]

তার মৃত্যুর পর দলিলটি, যা আল্লাহর নবী তাকে দিয়েছিলেন, তার স্ত্রীর হস্তগত হয় ও সে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।' [65]

- অনুবাদ - লেখক।

>>> তাঈ গোত্রের এই প্রতিনিধি দলের মদিনায় আগমনের ঘটনা-টি সংঘটিত হয়েছিল, "তাঁদের উপর" আলী ইবনে আবু তালিব ও তার বাহিনীর অমানুষিক নৃশংস আক্রমণটি সংঘটিত হওয়ার পর। কিন্তু তা আ'দি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, নাকি তার পরে; তা এই বর্ণনায় অনুপস্থিত। তাঁদের এই ইসলাম গ্রহণেরও প্রকৃত কারণ হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের 'আগ্রাসী আক্রমণের' কবল থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইবনে ইশাকের মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক, আল তাবারী ও ইমাম বুখারীর রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Ibn Ishaq: [53]

`Adiy said: `I was sitting among my people when I saw a howdah making for us and I said "It is Hatim's daughter" and so it was,

and when she got to me she reviled me, saying, `You evil rascal, you carried away your family and children and abondoned your father's daughter.' I said, "Do not say anything that is bad, little sister, for by God I have no excuse. I did do what you say." Then she alighted and stayed with me; and as she was a discreet woman I asked her what she thought of this man and she said, "I think that you should join him quickly, for if the man is a prophet then those who get to him first will be preferred; and if he is a king you will not be shamed in the glory of al-Yaman, you being the man you are." I said that this was a sound judgement so I went to the apostle when he was in his mosque in Medina and saluted him and told him my name and he got up to take me to his house. As we were making for it there met him an old feeble woman who asked him to stop and he stopped for a long time while she told him of her needs. I said to myself "This is no king." Then he took me into his house and took hold of a leather cushion stuffed with palm leaves and threw it to me saying, "Sit on that." I said, "No you sit on it," and he said "No You!" So I sat on it and he sat on the ground. I said to myself, "This is not the way a king behaves." Then he said, "Now Adiy, are you not half a Christian?" When I said that I was he said, "Don't you go among your people collecting a quarter of their stock?" When I admitted that he said: "But that is not permitted to you in your religion." "Quite true," I said, and I knew that he was a prophet sent by God knowing what is not generally known. Then he said, "It may well be that the

poverty you see prevents you from joining this religion but, by God, wealth will soon flow so copiously among them that there will not be the people to take it. But perhaps it is that you see how many are their enemies and how few they are? But, by God, you will hear of a woman coming on her camel from Qadisiya to visit this temple unafraid. But perhaps it is that you see that others have the power and sovereignty, but by God will soon hear that the white castles of Babylon have been opened to them." Then I became a Muslim.'

`Adiy used to say that the two things happened and the third remained to be fulfilled. I saw the white castles of Babylon laid open and I saw women coming from Qadisiya on camels unafraid to make the pilgrimage to this temple; and, by God, the third will come to pass: wealth will flow until there will not be the people to take it.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[53] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৩৮-৬৩৯

[54] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

[55] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৪৫৫: "এই শব্দটি (rakusi) এমন যা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে এমন এক ধর্মে বিশ্বাস কে যা খ্রিস্টান ও সাবায়িনদের (আল-সাবিয়াহ [al-sabi'ah]) মিশ্রণ।"

[56] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫৬: "আরব ডিকশনারীবিদদের মতে, প্রাক-ইসলামিক যুগের অনুশীলনটি ছিল এই যে, লুটের মালের এক চতুর্থাংশ হিস্যা

কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে দলনেতার জন্য বরাদ্দ থাকতো। এটি দক্ষিণ আরবীয় অঞ্চলেও অনুশীলন করা হতো। ইসলামে, লুটের মালের বিলিবন্টনের আগে প্রথমেই এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা আল্লাহর জন্য আলাদা করে রাখা হতো।"

[57] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫৭: আল-কাদিসিয়া - "এই জায়গাটি আল-হিরাহর (al-Hirah) দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত আল-কুফা নামক স্থানটির দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানটি ৬৩৫ সাল থেকে ৬৩৭ সাল (হিজরি ১৪ সাল থেকে হিজরি ১৬ সাল) পর্যন্ত সাসানিদদের [পারস্য] বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ-বিজয়ের স্থান হিসাবে বিখ্যাত।"

[58] Ibid আল-তাবারী; পৃষ্ঠা ৬৪

[59] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৪৫: "উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছিল নবী কন্যা ফাতিমা ও তার দুই পুত্র হাসান ও হুসেইন।"

[60] পারস্য সম্রাট খসরু (কিসরা), বিশেষভাবে সাসানিদ সম্রাট; ও রোমান বাইজেনটাইন সম্রাট সিজার (কেইসার) এর আরবিয় নাম।

[61] সহি বুখারি: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৬, হাদিস নম্বর ৭৯৩
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-56/Hadith-793/

[62] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৩৭

[63] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid আল-তাবারী; পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬

[64] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৭১৫: ‘মালদাম: এক ধরনের জ্বর’।

[65] Ibid আল-তাবারী, নোট নম্বর ৭১৬: ‘নাজাদ: আরবের উচ্চভূমিগুলি, যার অবস্থান উপকূলীয় সমভূমির উপরে। যার উপরের অংশটি তিহামা ও ইয়েমেন এবং নীচের অংশটি সিরিয়া ও ইরাক দ্বারা গঠিত।'

২২৮: তাবুক যুদ্ধ-১: নেপথ্য কারণ - 'গুজবে অন্ধ-বিশ্বাস!'

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত দুই

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে 'তাবুক যুদ্ধ' এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; এতটায় গুরুত্বপূর্ণ যে এই যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) 'তাঁর আল্লাহর নামে' এ সম্পর্কে কমপক্ষে সাতাত্তর-টি বানী বর্ষণ করেছিলেন, যা কুরআনের 'সূরা আত তাওবাহই' লিপিবদ্ধ আছে। আর, ইসলামের ইতিহাসে তাবুক যুদ্ধটি ছিল এমনই একটি ঘটনা, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও 'সূরা আত তাওবাহই' বর্ণিত নবী মুহাম্মদের এই সমস্ত বাণীগুলোর পর্যালোচনায় তিনি "কী প্রক্রিয়ায়" ওহী নাজিল করতেন, তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় (পর্ব: ৭০)। [66]

তাবুক যুদ্ধটি হলো 'সশরীরে উপস্থিত' নবী মুহাম্মদের সর্বশেষ অভিযান (ঘাজওয়া)। এই যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে সজ্জিত সেনাবাহিনী। আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ সাল) ও আল-বালাধুরির (৮২০-৮৯২ সাল) বর্ণনা মতে, এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিল ত্রিশ হাজার অনুসারী ও তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলে ছিল দশ হাজার ঘোড়া। তা সত্বেও তিনি এই অভিযানে 'সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ' হয়েছিলেন! [67]

নবী মুহাম্মদ তাঁর অতর্কিত মক্কা আক্রমণ ও বিজয়, অতঃপর হুনায়েন আগ্রাসন ও তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৮ সালের জিলকদ মাসের শেষার্ধে, কিংবা জিলহজ মাসের শুরুতে (পর্ব: ১৮৭-২২০)। অতঃপর পরবর্তী সাত-আট মাস তিনি মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর হিজরি ৯ সালের রজব মাসে তিনি তাঁর অনুসারীদের বাইজেনটাইন (পূর্ব রোমান) সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের হুকুম জারী করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা 'তাবুক যুদ্ধ (অভিযান)' নামে সুবিখ্যাত। আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকই এই যুদ্ধের কারণ, প্রেক্ষাপট, প্রস্তুতি-কাল, পরিচালনা-কাল, প্রত্যাবর্তন-কাল ও এই যুদ্ধ শেষে মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ 'পূর্ণাঙ্গ সিরাত' ও হাদিস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আল-তাবারীর (৮৩৯ সাল-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [68] [69] [70]
(মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ)
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৭) পর:

'এই বছর [হিজরি ৯ সাল], আল্লাহর নবী 'তাবুকে' সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন।

‘ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক [হইতে বর্ণিত]: আল-তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, আল্লাহর নবী [হিজরি ৮সালের] জিলহজ মাস থেকে [হিজরি ৯ সালের] রজব মাস পর্যন্ত (১৯শে মে - ১৪ই অক্টোবর, ৬৩০ সাল) মদিনায় অবস্থান করেন; অতঃপর তিনি তার লোকদের এই আদেশ করেন যে তারা যেন বাইজেনটাইনদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। [71]

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আল-জুহরী <ইয়াজিদ বিন রুমান <আবদুল্লাহ বিন আবু বকর <আসিম বিন কাতাদা ও অন্যান্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণিত: [72]

'প্রত্যেকেই তাবুক অভিযান সম্পর্কে যা কিছু জনাতো, তা তারা বর্ণনা করেছে; কিছু লোক যে বিবৃতি পেশ করেছে, অন্যরা তা করে নাই। তবে সমস্ত বিবরণীতেই যা তারা একমত, তা হলো, আল্লাহর নবী তাঁর সঙ্গীদের বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ জারী করেছিলেন। এটি ছিল সেই মৌসুম যখন লোকেরা ছিল খুবই কষ্টে; গরম ছিল প্রচণ্ড ও দেশটি অতিবাহিত হচ্ছিল খরা-পীড়িত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। সেই সময়, ফলগুলি ছিল পরিপক্ক ও ছায়া বিশিষ্ট স্থানগুলো (shade) ছিল আকাঙ্ক্ষিত। লোকেরা ভালোবাসতো সেই স্থানে থাকতে যেখানে আছে ছায়া ও ফল (গাছ), আর এই স্থানগুলো পরিত্যাগ করতে লোকেরা বিরক্তি-বোধ করতো।

আল্লাহর নবী কোন সামরিক অভিযানে যাত্রার প্রাক্কালে (জনসমক্ষে) তাঁর অভীষ্ট স্থানটির ঘোষণা না দিয়ে অন্য কোন স্থানের ইঙ্গিত প্রদান না করে কদাচিৎ গমন করতেন। তাবুক অভিযানটি ছিল তার ব্যতিক্রম; যেখানে তিনি (এই অভিযানটির বিবরণ প্রকাশ্যে) জনগণকে ব্যাখ্যা করেন। এটি এই কারণে যে এর পথ ছিল সুদীর্ঘ, মৌসুমটি ছিল কঠিন ও শত্রুরা ছিল অধিক সংখ্যক। তিনি চেয়েছিলেন যে লোকেরা পুরোপুরি প্রস্তুত থাকুক; সে কারণেই তিনি তাদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ জারী করেন ও তাদের জানান যে তাঁর উদ্দেশ্য হলো বাইজেন্টাইন। তারা সেই পন্থা ও প্ররোচনা, পাশাপাশি বাইজেন্টাইনদের প্রতি তাদের সম্মান ও লড়াইয়ের ক্ষমতাটি, পছন্দ না করা সত্ত্বেও নিজেদের প্রস্তুত করে।' [73]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [70]

‘বর্ণিত আছে যে আবুল কাসেম বিন আবি হায়া বর্ণনা করেছে, সে বলেছে: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন শুজা আমাদের জানিয়েছে যে আল-ওয়াকিদি আমাদের-কে যা জানিয়েছে, তা হলো: ‘উমর বিন উসমান বিন আবদুর রহমান বিন সাইদ, আবদুল্লাহ বিন জাফর আল-যুহরি, মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া, ইবনে আবি হাবিবা, রাবিয়া বিন উসমান, আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আযিয বিন আবি কাতাদা, আবদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান আল-জুমাহি; **এবং** উমর বিন সুলায়েমান বিন আবি হাথমা, মুসা বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম, আবদ আল-হামিদ বিন জাফর, আবু মাশার, ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বিন আবি সা'সা, ইবনে আবি সাবরা ও আইয়ুব বিন আল-নুমান; এদের সকলেই আমাকে ‘তাবুক’ সম্পর্কিত উপাখ্যানের অংশগুলো বর্ণনা করেছে। তাদের কিছুলোক অন্যদের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য; এ ছাড়াও আমাকে অবহিত করছে নির্ভরযোগ্য অন্যরা, যাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তারা আমাকে যা বর্ণনা করেছে, তার সমস্তই আমি লিপিবদ্ধ করেছি।

তারা বলেছে: 'সাকিতা (Sāqiṭa)' লোকেরা - যারা ছিল ‘নাবাতিয়ান’- জাহেলিয়া ও ইসলাম পরবর্তী সময়ে ময়দা ও তেল সামগ্রী নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হতো। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিনই মুসলমানদের কাছে আল-শাম [প্রাচীন সিরিয়া] অঞ্চলের খবর আসতো। যে লোকগুলো তদের কাছে উপস্থিত হতো, তাদের অনেকেই আসতো নাবাতিয়া থেকে। [74]

একদল লোকের আগমন ঘটে, যারা উল্লেখ করে যে বাইজেন্টাইনদের অনেকগুলো দল আল-শামে জড়ো করা হয়েছে ও হিরাক্লিয়াস [পর্ব: ১৬৪-১৭১] তার সহচরদের জন্য এক বছরের রসদ সরবরাহ করেছে। লাখামিদ, জুধাম, ঘাসান ও আমিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকটে জড়ো হয়েছে। তারা দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়েছে ও তাদের নেতারা তাদের-কে 'আল-বালকায় (al-Balqā)' নিয়ে এসেছে, যেখানে তারা শিবির স্থাপন করেছে। হিরাক্লিয়াস তাদের পিছনে 'হিমসে (Ḥimṣ)' অবস্থান করছে।

এই খবরটির কোনও সত্যতা ছিল না, বরং তাদেরকে এমন কিছু বলা হয়েছিল যা তারা পুনরাবৃত্তি করেছিল।

মুসলমানদের কাছে তাদের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন শত্রু ছিল না। এটি এই কারণে যে তারা তাদের-কে এমনটিই দেখেছিল, যখন তারা তাদের বৃহৎ প্রস্তুতি, সংখ্যা ও ভেড়াগুলো নিয়ে ব্যবসায়ী হিসাবে উপস্থিত হতো।' -----

'আল্লাহর নবী বিভিন্ন উপজাতি ও মক্কার লোকদের কাছে লোক পাঠান ও তাদের-কে এই অনুরোধ করেন যে তারা যেন অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি বুরায়েদা বিন আল-হুসায়েব কে আল-ফুরে অবস্থিত আসলামদের [গোত্র] কাছে প্রেরণ করেন। তিনি আবু রুহম আল-ঘিফারি কে তার লোকাদের কাছে প্রেরণ করেন, এই উদ্দেশ্যে যে, সে যেন তাদের এলাকায় তাদের সন্ধান করে। আবু ওয়াকিদ আল-লেইথি তার লোকদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ও আবু জাদ আল দামরি তার উপকূলের লোকদের নিয়ে রওনা হয়। তিনি রাফি বিন মাকিথ ও জুনদুব বিন মাকিথ কে জুহায়েনাদের [গোত্র] সাথে প্রেরণ করেন। তিনি নুয়াম বিন মাসুদ কে আশজায়িদের [গোত্র] সাথে প্রেরণ করেন; তিনি বুদায়েল বিন ওয়ারকা, আমির বিন সালিম ও বুশর বিন সুফিয়ান কে বানু কা'ব বিন আমরদের [গোত্র] সাথে প্রেরণ করেন। তিনি আল-আব্বাস বিন মিরদাস সহ অনেককে সুলায়েমদের [গোত্র] সাথে প্রেরণ করেন।'

যুদ্ধ ও জিহাদের প্ররোচনা ও সাদাকা আদায়: [75] [76]

'আল্লাহর নবী মুসলমানদের যুদ্ধ ও জিহাদের জন্য প্ররোচিত করেন ও তিনি তাদের-কে এই সম্পর্কে উত্তেজিত করেন। তিনি তাদেরকে সাদাকা (ṣadaqa) প্রদানের আদেশ করেন, অতঃপর তাদের অনেক সাদাকা প্রদান করে। যে ব্যক্তিটি সর্বপ্রথম সাদাকা প্রদান করে সে হলো আবু বকর আল-সিদ্দিক। সে তার সম্পদ নিয়ে আসে,

চার হাজার দিরহামের সমস্তই। আল্লাহর নবী বলেন, "তুমি কি কিছু রেখে দিয়েছ?" সে জবাবে বলে, "আল্লাহ ও তাঁর নবীই সবচেয়ে ভাল জানেন!"

উমর তার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসে। আল্লাহর নবী বলেন, "তুমি কি কিছু রেখে দিয়েছ? উমর জবাবে বলে, "হ্যাঁ. আমি যা নিয়ে এসেছি তার অর্ধেক।" উমর যখন জানতে পারে যে আবু বকর কী নিয়ে এসেছে, সে বলে, "যখনই আমরা ভাল কাজ করার প্রতিযোগিতা করি, তখনই সে আমাকে সেটিতে পরাজিত করে।"

আব্বাস বিন আবদ আল-মুত্তালিব ও তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ আল্লাহর নবীর কাছে তাদের সম্পদ নিয়ে আসে। আবদুর রহমান বিন আউফ আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে দুই শত পরিমাপ; সা"দ বিন উবাদা ও মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের সম্পদ নিয়ে আসে। আসিম বিন আদি সাদাকা হিসাবে নিয়ে আসে নব্বুই পরিমাপ খেজুর।

উসমান বিন আফফান ঐ সেনাবাহিনীর **এক তৃতীয়াংশ** ব্যয় সরবরাহ করে। সে ব্যয় করে সবচেয়ে বেশি, যতক্ষণে না সেনাবাহিনীর সরবরাহ পর্যাপ্ত হয়; বলা হয়েছে যে প্রতিটি প্রয়োজন মেটানো হয়েছিল। এমনকি সে তাদের পানির পাত্রগুলির জন্য দড়িও সরবরাহ করেছিল। যা বলা হয়েছে: সেই সময় আল্লাহর নবী সত্যিই যা বলেছিলেন, তা হলো,

"এর পরে, উসমান যা কিছুই করুক না কেন তা তার কোনই ক্ষতির কারণ হবে না!"

ধনীরা মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে। তারা পরকালের জন্য তাদের কল্যাণের হিসাব করে। তারা তাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে, যতক্ষণে না সত্যিই এক লোক এক উটকে এক বা দু'টি লোকের কাছে নিয়ে আসে ও বলে, "তোমরা দু'জন পালাক্রমে এই উটটি ব্যবহার করো।' লোকেরা টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছিল ও যারা বাইরে যাচ্ছিলো তাদেরকে তা দান করেছিল।

এমনকি মহিলারাও যা পেরেছিল তা দান করেছিল। উম্মে সিনান আল-আসলামি বলেছে: আমি সত্যিই দেখেছি যে আয়েশার গৃহের সামনে আল্লাহর নবীর সম্মুখে একটি চাদর বিছানো ছিল ও যাতে ছিল ব্রেসলেট, চুড়ি, পায়ের মল, কানের দুল, আংটি ও চামড়ার ফিতা; যা মহিলারা মুসলমানদের প্রস্তুতির জন্য তাঁর নিকট অর্পণ করেছিল।' ---

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: নবী মুহাম্মদ বাইজেন্টাইনদের 'আক্রমণ প্রস্তুতির' যে খবরটি পেয়েছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা! সেটি ছিল 'গুজব'!

"তথাপি নবী মুহাম্মদ 'এই গুজবটি-কে' সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করেছিলেন।"

মুহাম্মদের এই মিথ্যা-বিশ্বাস এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি এই 'গুজবের' মোকাবিলায় কীভাবে দিকে দিকে খবর পাঠিয়ে প্রচণ্ড খরা-পীড়িত ও অসহ্য গরমের সেই মৌসুমটিতে তাঁর অনুসারীদের সমবেত করেছিলেন; অতঃপর তিনি কীভাবে তাঁদের কাছ থেকে সাদাকা নামে যুদ্ধের খরচ ও সরবরাহ জোগাড় করেছিলেন; অতঃপর তিনি কীভাবে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে বাইজেন্টাইনদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন; তা আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় সুস্পষ্ট। তাঁর এই মিথ্যা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁরই অনুসারীরা।

আর 'কুরআন' ও আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো: নবী মুহাম্মদের এই 'চরম ভুলটি' সংশোধন করতে তাঁর আল্লাহ কোন ঐশী-বাণী প্রেরণ করেন নাই!

সুতরাং প্রশ্ন হলো:

"মিথ্যা-কে সত্য জ্ঞানে দৃঢ়-বিশ্বাসী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর এহেন সহিংস আচরণের জন্য কে দায়ী? স্বয়ং মুহাম্মদ? না কি তাঁর আল্লাহ?"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি সংযুক্ত করছি; আল তাবারী ও ইবনে ইশাকের রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [71]

'It was recited according to Abū 1-Qasim b. Abī Ḥayya, who said: Abū ʿAbdullah Muḥammad b. Shujāʿ related to us that al-Wāqidī related to us that ʿUmar b. ʿUthmān b. ʿAbd al-Raḥmān b. Saʿīd, ʿAbdullah b. Jaʿfar al-Zuhrī, Muḥammad b. Yaḥyā, Ibn Abī Ḥabība, Rabīʿa b. ʿUthmān,ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz b. Abī Qatāda, ʿAbdullah b. ʿAbd al-Raḥmān al-Jumahī, and ʿUmar b. Sulaymān b. Abī Ḥathma, Mūsā b. Muḥammad b. Ibrāhīm, ʿAbd al-Ḥamīd b. Jaʿfar, Abū Maʿshar, Yaʿqūb b. Muḥammad b. Abī Ṣaʿṣaʿa, Ibn Abī Sabra and Ayyūb b. al-Nuʿmān, all of them related portions of this tradition about Tabūk to me. Some of them are more reliable than others, and others not named, who are reliable, informed me as well. I have written all that they related to me.

They said: The Sāqiṭa—they were Nabateans—arrived in Medina with flour [Page 990] and oil in *jahilīyya* and after Islam arrived. Indeed there was news of al-Shām with the Muslims every day. Many of those who came to them were from Nabatea. A group arrived which mentioned that the Byzantines had gathered many groups in al-Shām, and that Heraclius had provisioned his companions for a year. The Lakhmids, Judhām, Ghassān and ʿĀmila had gathered to him. They marched and their leaders led them to al-Balqā' where they camped. Heraclius stayed behind in Ḥimṣ. That was not a fact, but rather something that was said to them that they repeated. There was not an enemy more fearful to the Muslims than them. That was because of what they saw of them, when they used to arrive as merchants, of preparedness, and numbers, and sheep.-----

The Messenger of God sent to the tribes and to Mecca asking them to prepare themselves to go raiding. He sent Burayda b. al-Ḥuṣayb to the Aslam in al-Furʿ. He sent Abū Ruhm al-Ghifārī to his people to find them in their land. Abū Wāqid al-Laythī set out with his people, and Abū Jaʿd al-Ḍamrī set out with his people in the coast. He sent Rāfiʿ b. Makīth and Jundub b. Makīth with the Juhayna. He sent Nuʿaym b. Masʿūd with the Ashjaʿī; he sent Budayl b. Warqā', ʿAmr b. Sālim and Bushr b. Sufyān with the Banū Kaʿb b. ʿAmr. He sent many with the Sulaym including al-ʿAbbās b. Mirdās.

The Messenger of God incited the Muslims [Page 991] to battle and *jihād*, and he excited them about it. He commanded them to pay the *ṣadaqa,* and they collected much *ṣadaqa.* The first of those to convey *ṣadaqa* was Abū Bakr al-Ṣiddīq. He brought his property, all of four thousand dirham. The Messenger of God said, "Have you kept something?" He replied, "God and his Messenger know best!" ʿUmar brought half his property. The Messenger of God said, "Did you keep something?" ʿUmar replied, "Yes. Half of what I brought." When ʿUmar learned of what Abū Bakr brought he said, "Whenever we compete to do good, he beats me to it." ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib and Ṭalḥa b. ʿUbaydullah brought property to the Messenger of God. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf brought the Messenger of God two hundred measures; Saʿd b. ʿUbāda and Muḥammad b. Maslama brought property. ʿĀṣim b. ʿAdī brought ninety measures of dates as *ṣadaqa.* ʿUthmān b. ʿAffān supplied a third of that army.

He spent the most, until that army had sufficient supplies, and it was said that every need was met. He even provided the ropes for their water containers. It was said: Indeed the Messenger of God said at that time, "After this, nothing will harm ʿUthmān whatever he does!"

The wealthy desired goodness and well being. They estimated their well being for the next life. They strengthened those who were

weak among them, until indeed a man brought a camel to the man or two men saying, “Take turns on this camel between you.” The man would bring payment and give it to some who were going out.

Even the women would offer whatever they could. [Page 992] Umm Sinān al-Aslamī said: Indeed I saw a garment laid out in front of the Messenger of God in the house of ʿĀ’isha and in it were bracelets, bangles, anklets, earrings, rings and thongs from what the women were sending him to offer to the Muslims in their preparations.’------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[66] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৬০- ১০৭৬, ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১৯-৫২৭:

“তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে এ প্রসঙ্গে সূরা তাওবাহই নাজিল-কৃত আয়াতগুলো হলো (কমপক্ষে): ৩৮-৩৯; ৪০-৪৫; ৪৭-৬৯; ৭৩-৭৪; ৭৫-৮২; ৮৪; ৮৬-৮৭; ৯০-১১১; ১১৩-১১৪; ১১৭-১১৮; ১২০-১২৪; ও ১২৬-১২৭।” নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে সূরা তাওবাহ হলো সর্বশেষ "নির্দেশ-যুক্ত" সুরা, সুরা নম্বর ১১৩; বর্তমান কুরআনে সুরা নম্বর ৯। এই সুরার শেষের দু'টি আয়াত (১২৮-১২৯) মক্কায় অবতীর্ণ।

কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/

[67] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০০২ ও ১০৪১, ইংরেজী অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯১ ও ৫১০:
“আল-ওয়াকিদির (ও আল-বালাধুরির [আনসাব ১, পৃষ্ঠা ৩৬৮] বর্ণনায় এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিল ত্রিশ হাজার অনুসারী ও তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলে ছিল দশ হাজার ঘোড়া।

[68] আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮

[69] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০২

[70] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৯৮৯-৯৯২, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৮৬

[71] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৩৮: তাবুক- "আরবের উত্তর সীমান্তের একটি শহর, এর বাইরে শুরু হয়েছিল বাইজেন্টাইনদের অঞ্চল। এটি ছিল তীর্থযাত্রীদের যাত্রা-পথে দামেস্ক ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি ঘাঁটি।'

[72] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৪০: "ইয়াজিদ বিন রুমান আল-আসাদি হিজরি ১৩০ সালে (৭৪৭-৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।"

[73] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ১৯৮: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-198/

‘Narated By Ka'b bin Malik: Whenever Allah's Apostle intended to carry out a Ghazwa, he would use an equivocation to conceal his real destination till it was the Ghazwa of Tabuk which Allah's Apostle carried out in very hot weather. As he was going to face a very long journey through a wasteland and was to meet and attack

a large number of enemies. So, he made the situation clear to the Muslims so that they might prepare themselves accordingly and get ready to conquer their enemy. The Prophet informed them of the destination he was heading for (Ka'b bin Malik used to say, "Scarcely did Allah's Apostle set out for a journey on a day other than Thursday.")’

[74] নাবাতিয়ান: ‘এক প্রাচীন আরবিয় জনগুষ্টি, যারা ছিল উত্তর আরব ও পশ্চিম এশিয়ার পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার ('The Levant': বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরায়েল, প্যালেস্টাইন ও তুরস্কের বেশীর ভাগ এলাকা) দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী।’

[75] অনুরূপ বর্ণনা- Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৩

[76] অনুরূপ বর্ণনা - Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ৪৯

২২৯: তাবুক যুদ্ধ-২: অনুসারীদের অনিচ্ছা ও নারী প্রলোভন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত তিন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত পূর্ণাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের বহু অনুসারী বিভিন্ন অজুহাতে 'জিহাদ' থেকে অব্যাহতি চাইতেন ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর এই সমস্ত অনুসারীদের বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকির মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করতেন। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৮১-১৮৩)।

তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে এই পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদের বহু অনুসারী কী ভাবে মুহাম্মদের আদেশ পালনে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন ও অতঃপর মুহাম্মদ তাঁদেরকে কীভাবে "তাঁর আল্লাহর" নামে যথারীতি হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা আ'দি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুহাম্মদ তাঁর এই সমস্ত অনুসারীদের "মুনাফিক" নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

আল-তাবারীর (৮৩৯ সাল-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [77] [78] [79]

(মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৮) পর:

‘একদিন যখন আল্লাহর নবী অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, তিনি বানু সালিমাহ গোত্রের জাদ বিন কায়েস-কে বলেন, "হে জাদ, তুমি কী এ বছর বানু আসফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক?" [80]

সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, (এ ব্যাপারে) আমাকে ক্ষমা করুন ও আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না। আল্লাহর কসম, আমার লোকেরা জানে যে আমার চেয়ে বেশী নারী-প্রেমী আর কেউ নেই। আমার আশঙ্কা এই যে, আমি যদি বানু আসফার নারীদের দেখি তবে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো না। (ইবনে ইশাক: 'সে জবাবে বলে:

"আমাকে কি আপনি থেকে যাওয়ার অনুমতি দেবেন ও প্রলুব্ধ করবেন না; কারণ সকলেই জানে যে আমি নারীদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত ও আমার আশঙ্কা এই যে আমি যদি বাইজেন্টাইন নারীদের দেখি তবে আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো না।")

(He replied, ‘Will you allow me to stay behind and not tempt me, for everyone knows that I am strongly addicted to women and I am afraid that if I see the byzantine women, I shall not be able to control myself.’)

আল্লাহর নবী তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন ও বলেন, "আমি তোমাকে অব্যাহতি দান করছি।" আল-জাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতটি নাজিল হয়: [81]

"আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (কুরআন: ৯:৪৯)

["আমাকে প্ররোচিত করবেন না"] এর অর্থ হলো এই যে, সে বানু আসফারের মহিলাদের প্রলোভনের আশঙ্কা করছিলো। কিন্তু আল্লাহর নবীর সাথে (যুদ্ধে) না গিয়ে তার নিবৃত থাকাটা কি প্রলোভন নয়? মানব অভিলাষের শিকার হয়ে সে আরও বেশি প্রলোভনে পড়েছে। নিশ্চয়ই, জাহান্নাম তার পিছনে রয়েছে (ইবনে ইশাক: 'অর্থাৎ, সে যে বাইজেন্টাইন নারীদের ব্যাপারে প্রলোভনের ভয় পেয়েছে তা নয়: সে যে প্রলোভনে পড়েছে তার চেয়েও বেশি হলো এই যে, সে আল্লাহর নবীকে অগ্রাহ্য করে নবীকে খুশী করার পরিবর্তে নিজেকে খুশি করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ বলেছে, "সত্যই তার পিছনে জাহান্নাম রয়েছে")।

যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা ও সত্যের প্রতি সংশয়ের কারণে মুনাফিকদের একজন (ইবনে ইশাক: 'মুনাফিকদের এক দল') আল্লাহর নবী সম্পর্কে মিথ্যা গুজব রটনা করে; অন্যদের বলে যে, এই উত্তাপে তাদের বাহিরে যাওয়া উচিত নয়। [82]

তাদের বিষয়ে আল্লাহ নাজিল করে:

(কুরআন: ৯:৮১-৮২) - "পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে।"

আল্লাহর নবী সঙ্কল্প-চিত্তে অভিযানের প্রস্তুতির জন্য এগিয়ে চলেন ও লোকদের দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ জারী করেন। এর খরচ জোগানোর নিমিত্তে (সরবরাহ পূরণ) সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল লোকদের অনুরোধ ও প্ররোচিত করেন। আর্থিক-সচ্ছল লোকেরা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় সওয়ারি পশু সরবরাহ করে। এই অভিযানে উসমান বিন আফফান প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে, তার চেয়ে বেশী আর কেউই ব্যয় করে নাই। (ইবনে হিশাম: 'এই অভিযানে উসমান এক হাজার দিরহাম ব্যয় করেছিল।') [83] -----

কিছু সংখ্যক বেদুইন, যারা [যাত্রা থেকে] নিজেদের বিরত রেখেছিল, ক্ষমা-প্রার্থনার আবেদন নিয়ে হাজির হয়; কিন্তু আল্লাহ তাদের অজুহাত গ্রহণ করে নাই। আমাকে যা বলা হয়েছে, তা হলো, তারা ছিল বানু গিফার (Ghifar) গোত্রের লোক; যাদের একজন ছিল খুফাফ বিন ইমা বিন রাহদাহ (আল-ওয়াকিদি: 'তাদের সংখ্যা ছিল বিরাশি জন।')।' -----

আল্লাহর নবী তাঁর যাত্রা শুরুর পর থানিয়াত আল-ওয়াদি নামক স্থানে তাঁর শিবির স্থাপন করেন; পক্ষান্তরে তার নীচে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল পৃথকভাবে তার শিবিরটি স্থাপন করে, যা ছিল থানিয়াত আল-ওয়াদির নিম্নভাগে ও আল-জুবানা নামক স্থানের ধুবাব পর্বতটির দিকে মুখ করা। (বর্ণনাকারীর) দাবী এই যে, এই দুই শিবিরের মধ্যে পরের জনের [আবদুল্লাহ বিন উবাই এর] শিবিরটি ছোট ছিল না। [84]

আল্লাহর নবী যখন যাত্রা শুরু করেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক ও দ্বিধান্বিত লোকদের সাথে পিছনে অবস্থান করে। আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিল বানু আউফ বিন আল-খাযরাজ গোত্রেই এক ভাই [পর্ব: ৫১-৫২]; আবদুল্লাহ বিন নাবতাল ছিল বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক ভাই; ও রিফাহ বিন যায়েদ আল-তাবুত ছিল বানু কেউনুকা গোত্রের এক ভাই। তারা ছিল মুনাফিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়,

যারা তাদের কারুকার্যমূলক চক্রান্তের মাধ্যমে ইসলাম ও এর [ইসলাম] অনুসারীদের ক্ষতি সাধন করছিলো।' ----

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < ইবনে ইশাক < আমর বিন উবায়েদ < আল-হাসান আল বাসরি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে: [85] [86]

তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ নাজিল করে:
(কুরআন: ৯:৪৮) - "তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উল্টা-পাল্টা করে দিচ্ছিল। (শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল)।"' ---

ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [82]

'মুহাম্মদ বিন তালহা বিন আবদুল রহমান হইতে <ইশাক বিন ইবরাহিম বিন আবদুল্লাহ বিন হারিথা হইতে <তার পিতা হইতে <তার দাদা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি আমাকে বলেছে:

"আল্লাহর নবী শুনতে পান যে মুনাফিকরা সুয়ায়েলিম (Suwaylim) নামের এক ইহুদির বাড়িতে একত্রিত হচ্ছে ও লোকদের আল্লাহর নবীর সাথে তাবুক অভিযানে যোগদান থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছে। তাই আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ-কে তার কিছু বন্ধুদের সাথে এই নির্দেশ সহকারে প্রেরণ করেন যে তারা যেন তাদের সাথে সুয়ায়েলিমের বাড়িটি পুড়িয়ে ফেলে। তালহা তাই করে; আল-দাহহাক বিন খালিফা বাড়িটির ছাদে থেকে লাফ দেয় ও তার পা ভেঙ্গে যায়, আর তার বন্ধুরা ছুটে পালিয়ে যায়। আল-দাহহাক এ বিশয়ে বলে:

আল্লাহর মসজিদের পাশে মুহাম্মদের আগুন
দাহহাক ও ইবনে উবাইরিক-কে করেছিল দগ্ধ প্রায়

আমি সুয়ায়েলিমের বাড়ির ছাদে করেছিলাম গমন
অতঃপর পুরো একটি পা ও কনুইয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েছিলাম দূরে
তোমাকে মোর সালাম, আমি আর কখনও এমন করব না
আমি ভীত। যার চারিপাশে জ্বলছিল আগুন হয়েছিল সে দগ্ধ।'"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [79]

আল্লাহর নবী আল-জাদ বিন কায়েস কে বলেন,

"আবু ওহাব, তুমি কখন আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হবে, সম্ভবত তুমি তোমার সাথে বাইজেন্টাইন নারীদের আনতে পারবে?"

আল-জাদ জবাবে বলে, "আমাকে অনুমতি দিন ও আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না। আমার লোকেরা অবশ্যই অবগত আছে যে নারীদের সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি আর কেউ নেই। কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে, আমি যদি বাইজেন্টাইনদের কোনও নারীকে দেখি তবে আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না"

আল্লাহর নবী তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন ও বলেন, "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।"

তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন জাদ তার নিকট আসে - সে বদরে উপস্থিত ছিল ও সে ছিল তার মায়ের সম্পর্কে মুয়াদ বিন জাবালের ভাই; অতঃপর সে তার পিতাকে বলে, "তুমি কেন আল্লাহর নবীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে? আল্লাহর কসম, তোমার চেয়ে বেশি সম্পত্তি বানু সালিমা গোত্রের আর কারও নেই, তথাপি তুমি বাইরে যাবে না বা কাউকে প্রেরণ করবে না!"

সে জবাবে বলে, "হে আমার ছোট ছেলে, কেন আমি এই বাতাস ও গরম ও অসুবিধার মধ্যে বাইজেন্টাইনদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো? আল্লাহর কসম, যেখানে আমি খুরবায় আমার এই নিজ বাড়ীতে বাইজেন্টাইনদের ভয় থেকে নিরাপদ নই, সেখানে কী ভাবে আমি তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবো ও তাদের হামলা করবো? হে আমার ছোট ছেলে, অবশ্যই আমি জীবনের চক্র সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন।"

তার পুত্রটি তার সাথে অভদ্র আচরণ করে। সে বলে, "না; আল্লাহর কসম, এটা ভণ্ডামি! আল্লাহর কসম, তোমার সম্পর্কে আল্লাহর নবীর কাছে কুরআন নাজিল হবে ও তারা তা পাঠ করবে।"

সে বলেছে, "অতঃপর সে (তার পিতা) তার নিজের স্যান্ডেলটি উত্তোলন করে ও তা দিয়ে তার পুত্রের মুখমণ্ডলে আঘাত করে। অতঃপর তার পুত্র তার কাছ থেকে ফিরে যায় ও তার সাথে কথা বলে না।

কাপুরুষটি তার লোকদের নিরুৎসাহিত করা শুরু করে। সে জব্বার বিন সাখর ও তার সাথে থাকা বানু সালামা গোত্রের একদল লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, "হে বানু সালামার লোকেরা, এই গরমে তাড়াহুড়া করো না।" সে বলে, "এই গরমে বাইরে যেও না।

আল্লাহর নবীর ব্যাপারে এই ঘটনা ও গুজবটি নিয়ে সন্দেহ আছে।”

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ সম্পর্কে তাঁর কাছে অবতীর্ণ করে:
(কুরআন: ৯:৮১-৮২) - “তারা বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না", এখান থেকে তার এই বাণী পর্যন্ত, *"অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে।"*

তার বিশয়ে নাজিল হয়,

(কুরআন: ৯:৪৯) - "আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না"

যেন সে বাইজেন্টাইন নারীদের প্রলোভনের ভয় পেয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি তা ছিল না। বরং, সে মিথ্যা অজুহাতে নিজেকে বিরত রেখেছিল। যে প্রলোভনে সে পড়েছে, তা যা সে আশঙ্কা করেছিল তার চেয়েও খারাপ। সে আল্লাহর নবীর কাছ থেকে দূরে থাকে ও নিজেকে দূরে রাখে। আল্লাহ বলেছে, "জাহান্নাম অবিশ্বাসীদের দ্বারা পরিপূর্ণ।"

এই আয়াতটি যখন নাজিল হয়, পুত্রটি তার পিতার কাছে এসে বলে, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে তোমার সম্পর্কে কুরআন নাজিল হবে ও মুসলমানরা তা পাঠ করবে?"

তার পিতা বলে, "এই কুলাঙ্গার, আমার বিষয়ে চুপ থাক্! আমি কখনই তোর কাজে আসবো না। আল্লাহর কসম, অবশ্যই তুই আমার সাথে মুহাম্মদের চেয়ে বেশী কঠোর।"--

তারা বলেছে: মুনাফিকদের ভিতর থেকে লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে এসে বিনা কারণে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে, তিনি তাদের অনুমতি দেন। যে মুনাফিকরা অনুমতি চেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আশি জন।

যখন আল্লাহর নবী যাত্রা শুরু করেন, ইবনে উবাই ঐ মুনাফিকদের সাথে পিছনে অবস্থান করে যারা বিরত ছিল। সে বলে, "এই ক্লান্তি, গরম ও স্থানের দূরত্ব সত্ত্বেও মুহাম্মদ বাইজান্টাইনদের আক্রমণ করবে, যেখানে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা তাঁর নেই! বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে লড়াইকে কি মুহাম্মদ খেলা মনে করে? যারা তার সাথে জড়িত ছিল তাদের মতামতও ছিল একই রকম।" অতঃপর ইবনে উবাই

বলে, "আল্লাহর কসম, আগামীতে আমি তাঁর সঙ্গীদের দড়ি বাঁধা অবস্থায় দেখবো।" সে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে সন্দেহ করেছিল।' --------

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আলোচনা শুরুর আগে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন, তা হলো: 'নবী মুহাম্মদের জীবনের **"সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ"** এর লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল)। তাই, এই বইটিই হলো মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পরবর্তী ইসলাম ইতিহাসবিদদের লিখিত মুহাম্মদের জীবনী-গ্রন্থের (সিরাত) মূল রেফারেন্স। জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কায়ি ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র। তিনি ইবনে ইশাকের সম্পূর্ণ বইটির দু'টি কপি সংরক্ষণ করেছিলেন, যার একটি অবশ্যই আবু আল-মালিক বিন হিশামের [সংক্ষেপে, ইবনে হিশাম - মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ] কাছে পৌঁছেছিল। ইবনে হিশাম সেই বইটি সংশোধিত (Recension) রূপে **'সিরাত রাসুল আল্লাহ'** নামে বই আকারে সম্পাদনা করেছেন। ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' বইটিই হলো মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মূল বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ। ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন A. GUILLAUME। অন্যদিকে, সালামাহ বিন ফাদল আল-আবরাশ আল-আনসারী নামের মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের আর এক শিষ্যের সংরক্ষিত 'ইবনে ইশাকের সম্পূর্ণ বইটির' রেফারেন্সে মুহাম্মদ ইবনে যারির আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) যে সিরাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তা হলো **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক।"** এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৪৪-৪৫)। ইবনে হিশাম সম্পাদিত ইবনে ইশাকের 'সিরাত' গ্রন্থটির বর্ণনাগুলোকে আমি "মুহাম্মদ ইবনে ইশাক" নামে; ও আল-তাবারী সম্পাদিত ইবনে ইশাকের 'সিরাত' গ্রন্থটির বর্ণনাগুলোকে আমি "আল-তাবারী" নামে উল্লেখ করেছি।

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবরী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর জাদ বিন কায়েস নামের এক অনুসারী-কে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন "নারী-প্রলোভনের" মাধ্যমে, এই বলে,

"সম্ভবত তুমি তোমার সাথে বাইজেন্টাইন নারীদের আনতে পারবে।"

জাদ বিন কায়েস তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে, মুহাম্মদ যেন তাঁকে "প্রলুব্ধ না করে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেন।" তাঁর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ "তাঁর আল্লাহর” নামে জাদ বিন কায়েসের সমালোচনা করেছিলেন ও তাঁকে হুমকি প্রদান করেছিলেন।

আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, জাদ বিন কায়েসের পুত্র আবদুল্লাহ বিন জাদ, মুহাম্মদের পক্ষ নিয়ে তাঁর পিতার এই আচরণের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ভীত ছিলেন এই আশংকায় যে,

"মুহাম্মদের কাছে এ বিশয়ে ওহী নাজিল হবে, যা মুসলমানরা পাঠ করবে।"

যার সরল অর্থ হলো, মুহাম্মদ তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 'আল্লাহর নামে' ওহী নাজিল করে তা তাঁর অনুসারীদের বারংবার পাঠ করার ব্যবস্থা করতেন, এমনকি তা তারা করতেন "নামাজ পড়ার" সময়টিতে ও!

"আল্লাহ-কে" ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ-কে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার এটি ছিল মুহাম্মদের এক বিশেষ কৌশল (পর্ব: ১২)।

আর ইবনে হিশামের ওপরে বর্ণিত অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের যে সমস্ত অনুসারীরা সুয়ায়েলিম নামের এক ইহুদির বাড়িতে বসে শলাপরামর্শ

করেছিলেন ও লোকদের তাবুক অভিযানে যোগদান থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন, মুহাম্মদ তাঁদের-কে সহ সেই বাড়িটি পুড়িয়ে ফেলার হুকুম জারী করেছিলেন। এই বর্ণনায় যে বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের আদেশে যখন তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী ও তার বন্ধুরা ঐ বাড়ীতে আগুন দিয়েছিলেন, তখন মুহাম্মদের প্রতিপক্ষ ঐ অনুসারীরা (মুনাফিক) ছিলেন ঐ বাড়ীর ভিতরে।

আর আ'দি উৎসের সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়, যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো:

‘কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর মুহাম্মদ 'তাঁর আল্লাহর' নামে সে বিষয়ে ওহী নাজিল করতেন ও সেই ওহীর মাধ্যমে তিনি বিষয়ের আলোচনা, সমালোচনা, আদেশ ও নির্দেশ; প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রলোভন, হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য; ইত্যাদি কার্যকম সমাধা করতেন! এটিই ছিল মুহাম্মদের ওহী নাজিলের প্রক্রিয়া!’

কুরআনের যাবতীয় বাণী ও বর্ণনার 'স্রষ্টা হলো' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা (পর্ব: ১৭-১৯)। মুহাম্মদ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে "তাঁর আল্লাহ-কে" সৃষ্টি করেছিলেন। এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার (যদি থাকে) সাথে মুহাম্মদের সৃষ্ট এই আল্লাহর কোনই সম্পর্ক নেই।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি

সংযুক্ত করছি; আল তাবারী ও ইবনে ইশাকের রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [79]

The Messenger of God said to al-Jadd b. Qays, "Abū Wahb, when you come out with us for this battle, perhaps you might bring back Byzantine girls with you?" Al-Jadd replied, "You grant me permission but you do not tempt me. Surely my people know there is none with a greater vanity about women than I. But I fear that if I saw a woman of the Byzantines I would not be patient about them." The Messenger of God turned away from him and said, "I grant you permission."

His son, ʿAbdullah b. Jadd came to him — he was at Badr, and he was the brother of Muʿādh b. Jabal by his mother, and he said to his father, "Why did you reject the proposition of the Messenger of God? By God, the Banū Salima do not have more property than you, but you will not go out nor will you send anyone!" He replied, "O my little son, why should I go out [Page 993] in the wind and heat and difficulties to the Byzantines? By God, I am not secure from fear of the Byzantines in my own house in Khurbā', so how will I go out to them and raid them? Indeed, my little son, I am knowledgeable about the cycles of life." His son was rude to him. He said, "No, by God, it is hypocrisy! By God, a Qur'ān will be

revealed about you to the Messenger of God and they will read it." He said: And he [the father] raised his sandal and struck his son's face with it. And his son turned from him and did not speak to him.

The coward began to discourage his people. He said to Jabbār b. Sakhr and a group with him from the Banū Salama, "O Banū Salama, do not hurry in the heat." He says, "Do not go out in the heat, be moderate in your efforts. There is doubt in the facts and rumors about the Messenger of God." God most high revealed to him about it: *They said: Do not go out in the heat* (Q. 9:81, 82) until His words, *as a reward for what they used to do*. About him was revealed: *And among them were those who say: You permit me, but you do not tempt me* (Q. 9:49). As if he feared the temptation of Byzantine women. But that was not so. Rather, he excused himself with falsehoods. The temptation that he fell in was worse than what he feared. He stayed away from the Messenger of God, and kept himself away. God says: *Hell is filled with disbelievers*. When this verse was revealed the son came to his father and said, "Did I not say to you that a Qur'ān would be revealed about you and the Muslims will read it?" His father says, "Be silent about me, O disgrace! I will never be of use to you. By God, surely you are more severe with me than Muḥammad." -------

They said: People from the Hypocrites came to the Messenger of God and asked permission to be absent without cause, and he permitted them. There were roughly eighty Hypocrites who asked permission. -----

When the Messenger of God set out, Ibn Ubayy stayed behind with those Hypocrites who stayed behind. He said, “Muḥammad raids the Byzantines despite the strain of the situation and the heat and the distance of the land when he has no power over them! Does Muḥammad consider fighting the Byzantines a game? Those who pretend with him are of a similar opinion.” Then Ibn Ubayy said, “By God, tomorrow I will see [Page 996] his companions tied up in ropes.” He doubted the Messenger of God and his companions.’ --

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[77] “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৪৮-৫১

[78] অনুরূপ বর্ণনা: লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০২-৬০৪

[79] “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৯২-৯৯৩ ও ৯৯৫-৯৯৬;

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৬-৪৮৮

[80] Ibid আল-তাবারী-নোট নম্বর:

৩৪৩ - জাদ বিন কায়েস: "যদিও সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন মুনাফিক।" ৩৪৫ - বানু সালিমাহ: "খাযরাজ গোত্রের এক উপগোত্র।"

৩৪৬ - বানু আসফার: "আরবরা বাইজেন্টাইনদের বানু আসফার নামে অভিহিত করতো।"

[81] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/]

[82] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৫৮; পৃষ্ঠা ৭৮২

[83] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৫৯; পৃষ্ঠা ৭৮৩

[84] Ibid আল-তাবারী-নোট নম্বর ৩৫৯: "ধুবাব অথবা ধিবাব - মদিনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়।"

[85] Ibid আল-তাবারী-নোট নম্বর ৩৬২: "আমর বিন উবায়েদ বিন বাব, যিনি আরও পরিচিত ছিলেন ইবনে কায়সান আল-তামিমি নামে। তিনি আনুমানিক ১৪২ হিজরি সালে (৭৫৯-৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।"

[86] Ibid আল-তাবারী-নোট নম্বর ৩৬৩: "আল-হাসান আল বাসরি ছিলেন উমাইয়া আমলের এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক। তিনি ১১০ হিজরি সালে (৭২৮ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।"

২৩০: তাবুক যুদ্ধ-৩: 'অশ্রুপাতকারী সাত' ও অন্যান্য!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত চার

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদের বেশ কিছু অভাব-গ্রস্ত অনুসারী তাঁর নিকট সওয়ারি পশু-প্রাপ্তির আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তারা ছিলেন হত-দরিদ্র! যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বাহন ও সম্পদ তাঁদের ছিল না। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল এই যে তিনি তাদের-কে এই যুদ্ধে যাতায়াতের কোন বাহন দান করবেন।

কী ছিল সেই ঘটনা ও সেই ঘটনাটি-কে কেন্দ্র করে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) "তাঁর আল্লাহর" নামে কোন ঐশী বাণীর অবতারণা করেছিলেন, তা আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ 'পূর্ণাঙ্গ' সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আল-তাবারীর (৮৩৯ সাল-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [87] [88] [89]

(মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২২৯) পর:

‘আনসার ও অন্যান্যদের মধ্যে থেকে সাত জন মুসলমান, যারা "অশ্রুপাতকারী" (The Weepers)" নামে পরিচিত, আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও এই আবেদন করে যে তিনি যেন তাদের-কে সওয়ারি পশু সরবরাহ করেন; কারণ তাদের কোন সওয়ারি পশু ছিল না। তিনি বলেন, "আমার নিকট এমন কোন সওয়ারি পশু নাই যা আমি তোমাদের দান করবো।" তারা ফিরে যায় ও তাদের চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয় এই দুঃখে যে (এই অভিযানের) ব্যয় বহনের সামর্থ্য তাদের ছিল না (কুরআন: ৯:৯২)।

ইবনে ইশাকের বর্ণনা: 'আমি যে তথ্য পেয়েছি, তা হলো, আবু লায়লা আবদ-আল রহমান বিন কা'ব ও আবদুল্লাহ বিন মুঘাফাল যখন কান্না করছিল, তখন ইয়ামিন বিন উমায়ের বিন কা'ব আল-নাদরি তাদের সাথে সাক্ষাত করে ও জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের এ কান্নার কারণ কী?" তারা জবাব দেয়, "আমরা আল্লাহর নবীর কাছে গিয়েছিলাম ও (তাঁর কাছে) সওয়ারি পশুর আবেদন করেছিলাম, কিন্তু তাঁর কাছে তা ছিল না; আর আমাদের এমন সামর্থ্য নাই যা তাঁর সাথে এ যাত্রায় আমাদের সহায়ক হবে।" অতঃপর সে তাদেরকে (কুপ থেকে) পানি বহনকারী এক উট প্রদান করে ও তারা সেটির উপর সওয়ার হয়। সে তাদেরকে কিছু খেজুর সরবরাহ করে, অত:পর তারা আল্লাহর নবীর সাথে যাত্রা করে।"’

ইবনে ইশাকের অতিরিক্ত বর্ণনা: [88]

(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [89]

আনসার ও বানু আউফ গোত্রের অন্যান্য সাত জন মুসলমান, যারা "অশ্রুপাতকারী" নামে পরিচিত, আল্লাহর নবীর কাছে এসে এই আবেদন করে যে তিনি যেন তাদের-কে সওয়ারি পশু সরবরাহ করেন; কারণ তাদের সওয়ারি কোন পশু ছিল না। তাদের নামগুলো হলো:

[১] সালিম বিন উমায়ের;

[২] উলবা বিন যায়েদ, বানু হারিথা গোত্রের এক ভাই;

[৩] আবু লায়লা আবদুল রহমান বিন কা'ব, বানু মাযিন বিন আল-নাজ্জার গোত্রের ভাই;

[৪] আমর বিন হুমাম আল-জামুহ, বানু সালিমা গোত্রের এক ভাই;

[৫] আবদুল্লাহ বিন আল-মুঘাফফাল আল-মুযানি (কিংবা বিন আমর);

[৬] হারামিয় বিন আবদুল্লাহ, বানু ওয়াকিফ গোত্রের এক ভাই; ও

[৭] ইরবাদ বিন সারিয়া আল-ফাযারি।'-------

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা:

'সে বলেছে: 'অশ্রুপাতকারী' লোকদের (বাক্কাউন) আগমন ঘটে ও তারা তাঁর কাছে সওয়ারি পশুর আবেদন করে। তাদের সংখ্যা ছিল সাত জন। তারা ছিল অভাবী মানুষ। আল্লাহর নবী বলেন: [90]

(কুরআন: ৯:৯২) - "-আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল", এখান থেকে এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত *["এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।"]।*

তারা ছিল বানু আউফ গোত্রের সাত জন লোক:

[১] সালিম বিন উমায়ের, যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল ও তার সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই।

[২] বানু ওয়াকিফ গোত্রের হারামিয় বিন আমর;

[৩] বানু হারিথা গোত্রের উলবা বিন যায়েদ; সে ছিল এমন এক ব্যক্তি যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতো। কারণ আল্লাহর নবী সাদাকা দানের আদেশ জারী করেছিলেন। লোকেরা তা আনতে শুরু করে ও উলবা এসে বলে: "হে আল্লাহর

রাসূল, আমার কাছে এমন কিছু নাই যা আমি সদকা হিসাবে দান করতে পারি, তবে আমি আমার জিনিসপত্রগুলো উপস্থিত করবো। আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহ তোমার সাদাকা কবুল করেছে।"

[৪] আর ছিল বানু মাযিন বিন আল-নাজ্জার গোত্রের আবু লায়লা আবদুল রহমান বিন কা'ব।

[৫] বানু সালিমা গোত্রের আমর বিন উতবা।

[৬] বানু যুরায়েক গোত্রের সালামা বিন সাখর।

[৭] বানু সুলায়েম গোত্রের ইরবাদ বিন সারিয়া আল-ফাযারি।'

এরাই ছিল নিশ্চিত, যা আমরা শুনেছি।

কিছু লোক বলেছে: 'আবদুল্লাহ বিন আল-মুঘাফফাল আল-মুযাননি ও আমর বিন আউফ আল-মুযাননি ও অন্যরা যা বলেছে, তা হলো: "তারা ছিল মুযাননার বানু মুকাররিন গোত্রের লোক।" যখন কান্নাকারীরা, বাক্কাউন, আল্লাহর নবীর কাছ থেকে প্রস্থান করে, তিনি তাদের জানান যে তাদের জন্য তিনি কোন সওয়ারি পশু খুঁজে পান নাই, কারণ তাদের কামনা ছিল পশু।

আবু লায়লা আল-মাযিনি ও আবদুল্লাহ বিন মুঘাফাল যখন কান্না করছিল, তখন ইয়ামিন বিন উমায়ের বিন কা'ব বিন শিবল আল-নাদরি তাদের সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, "কেন তোমরা কান্না করছো?"তারা বলে, "আমরা আমাদের সওয়ারি পশুর জন্য আল্লাহর নবীর কাছে এসেছিলাম ও আমরা তা পাই নাই। আমাদের কাছে বাইরে বেরোনোর জন্য পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা নেই, আর আল্লাহর নবীর সাথে হামলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা-কে আমরা খুব ঘৃণা করি।”

তাই ইয়ামিন তার এক পানি-বাহী উট তাদের কে প্রদান করে, তারা সেটির উপর সওয়ার হয়। সে তাদের প্রত্যেক-কে দুই ওজন পরিমাণ খেজুর সরবরাহ করে। দুজন আল্লাহর নবীর সাথে যাত্রা শুরু করে।

আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব দু'জন লোকের জন্য একটি পশু সরবরাহ করে। উসমান তিনজন লোকের জন্য সওয়ারি পশু সরবরাহ করে, যা সেনাবাহিনীকে সে আগে যা সাহায্য করেছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত।'

সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৯৯: [91] [92]

'আবু মুসা হইতে বর্ণিত: আমার কিছু সঙ্গীরা আমাকে আল্লাহর নবীর নিকট এই কারণে প্রেরণ করে যে আমি যেন তাঁর কাছে পশুর আবেদন করি যাতে তারা তার উপর সওয়ার হতে পারে, কারণ তারা উশরার সেনাবাহিনীতে যোগদান করছিল; ও তা ছিল তাবুকের গাজওয়া (যুদ্ধ)। আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী! আমার সঙ্গীরা আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছে যেন আপনি তাদের চলাফেরার জন্য কোন সওয়ারি সরবরাহ করেন।"

তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে সওয়ারের জন্য কোন কিছুই সরবরাহ করবো না।" যা ঘটেছিল তা হলো, আমি যখন তার কাছে পৌঁছেছিলাম তখন তিনি ছিলেন রাগান্বিত মেজাজে, যা আমি লক্ষ্য করি নাই। তাই আমি বিষণ্ণ চিত্তে আল্লাহর নবীর কাছ থেকে ফিরে আসি, এই কারণে যে, নবী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; কারণ, আমি ভীত ছিলাম এই ভেবে যে নবী হয়তো আমার উপর রাগান্বিত।' অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসি ও নবী যা বলেছেন তা আমি তাদেরকে অবহিত করায়।

অল্প কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমি বেলালের ডাক শুনতে পাই, "হে আবদুল্লাহ বিন কায়েস!" আমি তার ডাকের জবাব দেই। বেলাল বলে, "আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দাও, তিনি তোমাকে ডেকেছেন।"

আমি যখন তাঁর (অর্থাৎ, নবীর) নিকট গমন করি, তিনি বলেন, "একত্রে বেঁধে রাখা এই দুটি উট ও একত্রে বাঁধা আরও দুটি উট সঙ্গে নিয়ে যাও", যার দ্বারা তিনি ছয়টি

উটের উল্লেখ করেছিলেন যা সেই সময় তিনি সা'দের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আল্লাহর নবী যোগ করেন, "এগুলোকে তোমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে যাও ও তাদের বলো, 'আল্লাহ (বা আল্লাহর নবী) তোমাদেরকে এগুলোর উপর সওয়ার হওয়ার অনুমতি দান করেছেন', সুতরাং তাদের উপর সওয়ার হও।"

অতঃপর আমি ঐ উটগুলোকে তাদের কাছে নিয়ে আসি ও বলি, "নবী তোমাদেরকে এগুলোতে (উটগুলো-তে) চড়ার অনুমতি দান করেছেন; তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের তা করতে দেবো না যতক্ষণ না তোমাদের কেউ আমার সাথে এমন কোনো লোকের কাছে গমন করে, যে আল্লাহর নবীর বক্তব্য শুনেছে। ভেবো না যে আমি তোমাদের কাছে এমন কিছু বর্ণনা করেছি যা আল্লাহর নবী আমাকে বলেন নাই।" তারা আমাকে বলে, "আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলে বিবেচনা করি ও তুমি যা পছন্দ করো আমরা তা করবো"

উপ-বর্ণনাকারী যোগ করেছেন: অতঃপর আবূ মুসা তাদের কিছু লোককে তার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের কাছে গমন করে যারা আল্লাহর নবীর বক্তব্য শুনেছিল যখন তিনি তাদেরকে (কিছু সওয়ারি পশু প্রদান) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ও তাদের-কে জানায় যে সে তাদেরকে কী তথ্য (তাঁর উক্তি) অবহিত করেছিল। আর এই লোকেরা তাদেরকে একই তথ্য প্রদান করে যা আবু মুসা তাদেরকে বলেছিলো।'

সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ৮, হাদিস নম্বর ২৬৭০: [93]

'ওয়াথিলাহ ইবনে আল-আসকা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাবুক অভিযানে যাওয়ার ঘোষণা দেন। আমি আমার পরিবারে নিকট গমন করি ও অতঃপর (যাত্রার জন্য) অগ্রসর হই। আল্লাহর নবীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) অনুসারীদের অগ্রগামী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই এগিয়ে গিয়েছে। তাই আমি মদিনায় উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে শুরু করি:

এমন কি কেউ আছে যে একজন মানুষকে তার সওয়ারি পশুর উপর চড়িয়ে নিয়ে যাবে ও অতঃপর সে তার (লুটের মালের অংশ থেকে) হিস্যা পাবে?

আনসারদের (সাহায্যকারী) মধ্যে এক বৃদ্ধ লোক উচ্চস্বরে বলে: আমরা যদি তাকে সওয়ারি পশুর উপর পালা করে আমাদের সাথে নিয়ে যাই তবে তার অংশের হিস্যা আমাদের হবে, আর আমাদের সাথে সে তার খাবার খাবে। আমি বলি: হ্যাঁ। সে বলে: অতএব আল্লাহর অনুগ্রহে যাত্রা শুরু করো।

অতঃপর আমি আমার সবচেয়ে সেরা সহচরদের সাথে অগ্রসর হই ও আল্লাহ আমাদের-কে লুটের মাল প্রদান করে। লুটের মালের হিস্যা হিসাবে আমাকে কিছু মাদী উট প্রদান করা হয়। আমি তার কাছে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসি। সে বেরিয়ে আসে ও তার উটের পিঠের জিনের পিছনের অংশটিতে গিয়ে বসে। অতঃপর সে বলে: তাদের কে পিছন দিকে পরিচালিত করো। সে পুনরায় বলে: তাদেরকে সামনের দিকে পরিচালিত করো। অতঃপর সে বলে: আমি তোমার মাদী উটগুলোকে খুব শান্ত মনে করি। সে বলে: এটি হলো তোমার লুটের মাল যা আমি তোমার জন্য নির্ধারিত করেছি।

সে জবাবে বলে: হে আমার ভাতিজা, তোমার মাদী-উটগুলো নিয়ে যাও; আমরা তোমার অংশ (নিতে) চাই না।'

অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ তাঁর নিকট আগত ‘অশ্রুপাতকারী’ অনুসারীদের বিশয়ে 'আল্লাহর নামে' যে বাক্যটি রচনা করেছিলেন, তা হলো সুরা আত তাওবাহর বিরানব্বই নম্বর আয়াতটি (কুরআন: ৯:৯২)।

'কুরআন' ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, "যৎসামান্য ব্যতিক্রম" ছাড়া প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীর জন্যই জিহাদ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক (ফরজ)। এই অত্যাবশ্যকীয় বিধান থেকে কারা অব্যাহতি পাবেন ও তা কোন শর্তে, সে বিশয়ের নির্দেশ-কালেই মুহাম্মদ তাঁর এই ৯:৯২-বাক্যটি হাজির করেছিলেন। বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হলে এই সুরার ৮৬ নম্বর আয়াত থেকে পাঠ শুরু করতে হবে। মুহাম্মদের ভাষায়:

মুহাম্মদের বিষোদগার:

৯:৮৬-৮৭ – "আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিস্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না।"

>> কুরআনের ৯:৪৯ বানীটির মতই ও এই বানী দু'টিও মুহাম্মদ হাজির করেছিলেন জাদ বিন কায়েস নামের এক সম্পদশালী অনুসারীর বিষয়ে। মুহাম্মদ যখন তার এই অনুসারীকে "সম্ভবত: তুমি বাইজেনটাইন নারীদের ধরে আনতে পারবে" লোভ দেখিয়ে তাবুক অভিযানে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন", তখন এই অনুসারী তা কী জবাবের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

অতঃপর "তাঁর" প্রলোভন:

৯:৮৮-৮৯ - *"কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে*

কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা।"

অতঃপর হুমকি:

৯:৯০ - *"আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলে ছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের।"*

>>কারা ছিল এই বেদুইন দল, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

'জিহাদ' এর বাধ্যতা থেকে যারা মুক্ত:

৯:৯১- *"দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই,* ***যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে।*** *নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"*

অতঃপর "অশ্রুপাতকারী" লোকদের বিষয়ে:

৯:৯২ - *"আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।"*

>>অর্থাৎ, দূর্বল, রুগ্ন ও একান্ত দরিদ্র-অসহায় কোন অনুসারী যদি তাঁদের দুরবস্থার কারণে 'ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার' এই সশস্ত্র সংগ্রামে সশরীরে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তবে তাঁরা মুহাম্মদের আরোপিত এই বাধ্যতা থেকে পরিত্রাণ পাবেন এই শর্তে যে: "তাঁদের-কে সর্বান্তকরণে মুহাম্মদের প্রতিটি আদেশ ও নির্দেশের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে হবে।"

এ সমস্ত বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ‘সুরা তাওবাহ - শেষ নির্দেশ (তিন)’ ও ‘নবী মুহাম্মদের সন্ত্রাস: অনুসারীদের অনীহা’ পর্বে (পর্ব: ১৮৩) করা হয়েছে। আর মুহাম্মদের বহু অনুসারী যে লুটের মালের প্রত্যাশায় জিহাদ-যুদ্ধে যোগদান করতেন তা ইমাম আবু দাউদের (৮১৭-৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় সুস্পষ্ট। এ বিশয়ের আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২১৪)।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি সংযুক্ত করছি; আল তাবারী, ইবনে ইশাক ও হাদিস গ্রন্থের রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [89]

He said: **The Weepers** (Bakkā'ūn) arrived and they asked him for mounts. They numbered seven. They were a people of need. The Messenger of God said, "*I do not find what I can mount you on, so they turned back their eyes overflowing with tears ...* (Q. 9.92)" to the end of the verse. They were seven of the Banū ʿAmr b. ʿAwf: [Page 994] Sālim b. ʿUmayr had witnessed Badr and there is no dispute about him with us. From the Banū Wāqif, Haramay b. ʿAmr; from the Banū Ḥāritha, ʿUlba b. Zayd; He was one who supplied commodities. And that was because the Messenger of God commanded the ṣadaqa. The people began bringing it, and ʿUlba came and said: O Messenger of God, I do not have with me what I

could give as ṣadaqa, but I will make my goods available. The Messenger of God said, “God accepts your ṣadaqa.” And from the Banū Māzin b. al-Najjār, Abū Laylā ʿAbd al-Raḥmān b. Kaʿb. From the Banū Salima, ʿAmr b. ʿUtba. From the Banū Zurayq, Salama b. Ṣakhr. From the Banū Sulaym, al-ʿIrbād b. Sāriya al-Sulamī. Those confirmed what we heard. ------

Some said: ʿAbdullah b. Mughaffal al-Muzannī and ʿAmr b. ʿAwf al-Muzannī, and others said, “They were Banū Muqarrin, from Muzannī.” When the weepers, Bakkā’ūn, set out from the place of the Messenger of God he informed them that he could not find mounts for them, for they desired beasts. Yāmīn b. ʿUmayr b. Kaʿb b. Shibl al-Naḍrī met Abū Laylā al-Māzinī, and ʿAbdullah b. Mughaffal al-Muzannī and they were crying. He said, “Why are you crying?” They replied, “We came to the Messenger of God for mounts for us, and did not find any. We do not have sufficient money to go out and we detest abandoning a raid with the Messenger of God.” So Yāmīn gave them a watering camel of his and they rode it. He supplied every man among them two measures of dates. The two set out with the Messenger of God. Al-ʿAbbās b. Abd al-Muṭṭalib provided a beast for two men. ʿUthmān provided rides for three men, over and above what he provided the army.’ -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[87] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৪৯

[88] অনুরূপ বর্ণনা: লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৩

[89] "কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৯৩-৯৯৪; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৭

[90] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/]

[91] সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৯৯

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-699/

[92] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম, বই নম্বর ১৫, হাদিস নম্বর ৪০৪৫

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-15/Hadith-4045/

[93] সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ৮, হাদিস নম্বর ২৬৭০

https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-2670/

[94] সুরা তাওবাহ - শেষ নির্দেশ (তিন)

https://istishon.blog/node/27598

২৩১: তাবুক যুদ্ধ-৪: মুমিনদের গাফিলতি ও অনুপস্থিতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত পাঁচ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: "শুধু মুনাফিকরাই নয়, ইসলামে নিবেদিত-প্রাণ মুমিন-মুসলমানদের ও অনেকেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে 'তাবুক অভিযানে' অংশগ্রহণ করেন নাই!" এদের অন্যতম ছিলেন, কা'ব বিন মালিক বিন আবু কা'ব নামের এক আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী (আনসার)। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থে এই ঘটনাটির বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ খ্রিস্টাব্দ), ইমাম বুখারি (৮১০-৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) ও ইমাম মুসলিম (৮১৫- ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ)।

মুহাম্মদ ইবনে (৭০৪-৭৬৮ সাল) ইশাকের বর্ণনা: [95] [96] [97]

(আল-তাবারীর ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩০) পর:

প্রস্তুতি গ্রহণের পর আল্লাহর নবী তাঁর যাত্রা শুরু করার সংকল্প করেন। এমত সময়ে কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদের প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণে পিছিয়ে পড়ে,

তাদের মনে কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহ ছিল না। তারা ছিল (আল-তাবারী: 'তাদের মধ্যে ছিল'):

[১] কা'ব বিন মালিক বিন আবু কা'ব, বানু সালিমা গোত্রের ভাই;
[২] মুরারা বিন আল-রাবি, বানু আমির বিন আমর বিন আউফ গোত্রের;
[৩] হিলাল বিন উমাইয়া, বানু ওয়াকিফ গোত্রের ভাই; [98]
[৪] আবু খেইথামা, বানু সালিমা বিন আউফ গোত্রের ভাই।

তারা ছিল অনুগত লোক যাদের ইসলামে-বিশ্বাস ছিল সন্দেহাতীত।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বিস্তারিত ও অতিরিক্ত বর্ণনা: [97]
(ইবনে ইশাকের বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ)

'তারা বলেছে: একদল মুসলমান পিছনে পড়ে থাকে। কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহ ব্যতিরেকেই তারা আল্লাহর নবীর সাথে প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব করে ও তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকে। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব বিন মালিক।'

কা'ব বিন মালিকের বিবৃতি:
(ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ) [99] [100]

‘কা'ব যা বলতো, তা হলো: তাবুকের দিনটিতে আমি যখন পিছনে থেকে গিয়েছিলাম, আমার কাহিনীটি ছিল এই যে, ঐ অভিযানের প্রাক্কালে আমি যখন তাঁর কাছ থেকে দূরে ছিলাম তখন আমার ক্ষমতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এমন ছিল যে এর আগে তার চেয়ে উত্তম আর কখনোই ছিল না। আল্লাহর কসম, এই অভিযানের প্রাক্কালে আমি দু'টি সওয়ারি পশু সংগ্রহ করেছিলাম যা আমি আমার নিজের কাছে আগে কখনোই জড়ো করতে পারি নাই! আল্লাহর নবী রসদ সরবরাহ করে ও মুসলমানরা তাঁর সাথে রসদ

সরবরাহ করে। আমি তাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি শুরু করি, তবে আমি চাহিদা পূরণ না করে তা থেকে ফিরে আসি। আমি নিজেকে বলি, "আমি সেই বিষয়ে দক্ষ।" তিনি তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় লোকদের প্রস্তুত করার পূর্ব পর্যন্ত আমি নিজে-নিজেই আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

একদিন সকালে আল্লাহর নবী মুসলমানদের সাথে নিয়ে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হোন। সেটি ছিল বৃহস্পতিবার। আল্লাহর নবী বৃহস্পতিবার দিনটিতে বাইরে যেতে পছন্দ করতেন। [101]

অথচ আমি আমার কোনও প্রস্তুতিই সম্পন্ন করি নাই। তাই আমি বলি যে আমি এক বা দু'দিনের মধ্যে প্রস্তুত হবো ও অতঃপর তাদের সাথে যোগদান ও অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারবো। তারা চলে যাওয়ার পরদিন সকালে আমি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই, অতঃপর ফিরে আসি ও আমি কোন কিছুই করি না। অতঃপর, পরদিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠি ও কিছুই করি না। তড়িঘড়ি করে তারা তাদের যাত্রা ও অভিযান সম্পন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি আমার গড়িমসি চালিয়ে যাই।

আমি নিজেকে বলি, "আমি পশুর উপর সওয়ার হবো ও তাদের নাগাল ধরে ফেলতে পারবো"; যদি আমি তা করতে পারতাম, কিন্তু আমি তা পারি নাই। আমি যখন লোকদের সাথে বাইরে গিয়ে তাদের চারপাশে যাতায়াত শুরু করি, তখন আমার মন খারাপ হয়ে যায়, এই কারণে যে,

আমি কেবল ঐ লোকদেরকে দেখি যারা ছিল ঘৃণ্য ভণ্ড-প্রকৃতির, কিংবা দেখি ঐ লোকদের যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে।

তাবুকে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর নবী আমাকে স্মরণ করেন নাই। লোকদের সাথে উপবিষ্ট থাকাকালীন সময়ে তিনি বলেছিলেন, "কা'ব বিন মালিক কোথায়?"

বানু সালিমা গোত্রের এক লোক বলে, "হে আল্লাহর নবী, তার আলখাল্লা ও অহংকার তাকে দূরে রেখেছে।" মুয়াধ বিন জাবাল তাকে বলে, "তুমি যা বলেছো তা দুঃখজনক। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর নবী, তার সম্পর্কে আমরা যা জানি তা শুধুই প্রশংসনীয়।" মন্তব্য-কারী লোকটি ছিল আবদুল্লাহ বিন উনায়েস। কিছু লোক বলেছে যে, যে লোকটি তার মন্তব্যের জবাব দিয়েছিল সে ছিল আবু কাতাদা। আমাদের-কে যা বেশী নিশ্চিত করা হয়েছে, তা হলো, সে ছিল মুয়াধ বিন জাবাল।'

হিলাল বিন উমাইয়া আল-ওয়াকিফির বিবৃতি:

'তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন হিলাল বিন উমাইয়া আল-ওয়াকিফি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে দূরে ছিল, তখন সে বলেছিল: আল্লাহর কসম, কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহের কারণে আমি পিছনে পড়ে থাকি নাই, বরং তা ছিল এই কারণে যে আমাকে শক্তিশালী করেছিল আমার সম্পদ। আমি বলেছিলাম, "আমি একটি উট খরিদ করবো।"

মুরারা বিন আল-রাবি আমার সাথে সাক্ষাত করে ও বলে, "আমি একজন ক্ষমতাবান মানুষ; আমি একটি উট খরিদ করবো ও তা নিয়ে রওনা হবো।" তাই আমি বলি "এ হলো সম্পদশালী লোক, আমি তার সাথে যাত্রা করবো;" আর আমরা বলতে শুরু করি, "আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাবো, অতঃপর দুটি উট খরিদ করবো ও আল্লাহর নবীর সাথে মিলিত হবো," কিন্তু তা হয় নাই।

আমরা সহজেই দু'টি সওয়ারি-পশু যোগাড় করতে পারা লোক ও পরদিন সকালেই আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করতে পারতাম। অতঃপর আমরা আমাদের ঐ পরিকল্পনা অব্যাহত রাখি ও দিনের পর দিন বিলম্ব করতে থাকি যতক্ষণে না আল্লাহর নবীর ভূমি দখল প্রায় সম্পন্ন হয়। সে কারণে আমি বলি, "এটি বাইরে রওনা হওয়ার সময় নয়।"

আমি এ বাড়ি ও অন্য বাড়িগুলোতে এমন কোন লোক দেখি নাই যারা অজুহাত ও সুস্পষ্ট ভণ্ডামির আশ্রয় নেয় নাই। এই পরিস্থিতি আমাকে দুঃখিত করে ও আমি নিবৃত হই।'

সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৭০২: [99]
(অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম, বই নম্বর ৩৭, হাদিস নম্বর ৬৬৭০) [100]
অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক হইতে বর্ণিত: সে ছিল কাব-এর পুত্রদের একজন, কা'ব যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন যে তাকে চলাফেরা করাতো:

'আমি কা'ব বিন মালিক-কে তাবুকের (ঘাজওয়া) উপাখ্যানটি বর্ণনা করতে শুনেছি, যেখানে সে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল। কা'ব বলেছে: 'আমি তাবুকের ঘাজওয়া-টি ['ঘাজওয়া'- যে অভিযানে নবী মুহাম্মদ স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন] ছাড়া অন্য কোন ঘাজওয়াই অংশগ্রহণে পিছপা হই নাই যেখানে আল্লাহর নবী লড়াই করেছিলেন।

আর আমি বদরের ঘাজওয়াটি-তে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিলাম, কিন্তু এতে অংশগ্রহণ করে নাই এমন কাউকেই আল্লাহ তিরস্কার করে নাই, এই কারণে যে,

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর নবী কুরাইশদের কাফেলার সন্ধানে বের হয়েছিলেন যতক্ষণে না আল্লাহ তাদের-কে (অর্থাৎ মুসলমানদের) তা দান করে, আর শত্রুরা তাদের সম্মুখীন হয়েছিল কোনরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই। [102] [103]

('And I failed to take part in the Ghazwa of Badr, but Allah did not admonish anyone who had not participated in it, for in fact, Allah's Apostle had gone out in search of the caravan of Quraish

till Allah made them (i.e. the Muslims) and their enemy meet without any appointment.')

আমি আল্লাহর নবীর সাথে 'আল-আকাবার (শপথ)' রাত্রিটি প্রত্যক্ষ করেছি যখন আমরা ইসলামের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; আর আমি এই ঘটনাটির সাথে বদর যুদ্ধের তুলনা করবো না যদিও এর (অর্থাৎ আল-আকবার শপথের) চেয়ে বদর যুদ্ধটিই জনগণের কাছে বেশি জনপ্রিয়। [103]

(তাবুকের যুদ্ধ সম্বন্ধে) আমার বিশয়টি হলো এই যে, এর আগে আমি কখনোই এমন সম্পদশালী ও শক্তিশালী ছিলাম না যেমনটি আমি ছিলাম ঐ ঘাজওয়াটির প্রাক্কালে, যেখানে আমি ছিলাম অনুপস্থিত। আল্লাহর কসম, এর আগে আমার কাছে কখনও দুটি মাদী-উট ছিল না কিন্তু এই ঘাজওয়ার সময়টিতে আমার তা ছিল।

ঐ ঘাজওয়াটির (তাবুক) পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর নবী যখনই কোন ঘাজওয়া সম্পন্ন করা মনস্থ করতেন তখনই তিনি স্পষ্টতই বিভিন্ন ঘাজওয়ার কথা উল্লেখ করে তাঁর উদ্দেশ্য গোপন রাখতেন। এই সময়টিতে আল্লাহর নবী প্রখর উত্তাপ ও মরুভূমির দীর্ঘ পথযাত্রার মুখোমুখি হয়েছিলেন ও তিনি লড়াই করেছিলেন বিশাল সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে। সে কারণেই আল্লাহর নবী মুসলমানদের-কে স্পষ্ট (তাদের গন্তব্যের) ঘোষণা দিয়েছিলেন যাতে তারা তাদের ঐ ঘাজওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি তাদের-কে তাঁর গন্তব্যস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন। [104]

আল্লাহর নবীর সাথে ছিল বিপুল সংখ্যক মুসলমান, যাদের-কে কোন একটি বইতে, যথা তালিকা-পুস্তক (Register), তালিকাভুক্ত করা যায় নাই।"

কা'ব আরও যোগ করে: "যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করতো, সে হয়তো ভাবতো যে বিষয়টি গোপন থাকবে যদি না তা আল্লাহ তার ঐশী বানী

নাজিলের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহর নবী ঐ ঘাজওয়া যুদ্ধটি করেছিলেন সেই সময়টিতে যখন ফলগুলি ছিল পরিপক্ক ও ছায়া বিশিষ্ট স্থানগুলো ছিল আরামপ্রদ [পর্ব-২২৮]। আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবাগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয় ও তাদের সাথে আমি নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য বাইরে যাওয়া শুরু করি, কিন্তু আমি কোন কিছু না করেই ফিরে আসি।

আমি নিজেকে বলতাম, 'আমি এটি করতে পারি।' এই ভাবেই আমি লোকদের প্রস্তুত হওয়া ও আল্লাহর নবী ও তাঁর সাথে আগত মুসলমানদের প্রস্থান করার পূর্ব-পর্যন্ত হামেশাই বিলম্ব করতে থাকি ও আমার রওনা হওয়ার কোনই প্রস্তুতি গ্রহণ করি না। অতঃপর আমি বলি, 'আমি তাঁর রওনা হওয়ার এক বা দুই দিন পর নিজেই নিজেকে (রওনা হওয়ার জন্য) প্রস্তুত করবো ও অতঃপর তাদের সাথে যোগদান করবো।''

তাদের রওনা হওয়ার পরদিন সকালে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে বাইরে যাই কিন্তু কোন কিছুই না করে ফিরে আসি। অতঃপর আবার তার পরদিন সকালে, আমি প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্তে বাইরে যাই কিন্তু কোন কিছুই না করে ফিরে আসি।

তাড়াহুড়ো করে তাদের রওনা হওয়া ও যুদ্ধটি (আমার) হাতছাড়া হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার বিষয়টি এমনই ঘটেছিল। তারপরেও তাদের নাগাল ধরার উদ্দেশ্যে আমি রওনা হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। যদি আমি এমনটি করতে পারতাম! তবে এটি আমার ভাগ্যে ছিল না।

অতঃপর, আল্লাহর নবীর প্রস্থানের পরে যখনই আমি বাইরে বের হয়ে লোকদের মধ্যে (অর্থাৎ, বাকী লোকদের) বেড়াতে যাই, তখনই আমার মন খারাপ হয়ে যায়, এই কারণে যে,

আমার আশেপাশে ভণ্ডামির জন্য অভিযুক্ত কিংবা ঐ দুর্বল লোকগুলো যাদের-কে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে লোকগুলো ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাই না।

তাবুকে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর নবী আমাকে স্মরণ করেন নাই। অতঃপর তিনি যখন তাবুকে লোকদের মাঝে বসে ছিলেন, তখন তিনি বলেন, "কা'ব কি করেছে?" বানু সালামা গোত্রের এক লোক বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার দুটি বুরদা (অর্থাৎ, পোশাক) ও নিজের প্রতি তার অহংকারী দৃষ্টি তাকে বসিয়ে রেখেছে।" অতঃপর মুয়াধ বিন জাবাল বলে, "কী নোংরা কথায় না তুমি বলেছো! আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আমরা তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।" আল্লাহর নবী নীরব থাকেন।'

অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, প্রলোভন ও হুমকি' সত্বেও তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে শুধু মুনাফিকরাই নয়, তাঁর মতবাদে নিবেদিত-প্রাণ "মুমিন-মুসলমানদের ও অনেকেই" এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন নাই।

ঠিক কত জন 'মুমিন মুসলমান' এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার কোন সঠিক সংখ্যা ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অনুপস্থিত। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে তাদের সংখ্যা ছিল, "মাত্র চার জন", যাদের নামগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, আল-তাবারীর বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে "এই দলে" যারা ছিলেন, ইবনে ইশাক উল্লেখিত ঐ চার ব্যক্তি ছিল সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, তারা ছিল "একদল মুসলমান।" তাঁর ভাষায়, *"একদল মুসলমান পিছনে পড়ে থাকে। কোনরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহ ব্যতিরেকেই ---। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব বিন মালিক।"*

কে এই কা'ব বিন মালিক?

কা'ব বিন মালিক ছিলেন মদিনার খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু সালিমা উপগোত্রের এক কবি। তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদ-কে সমর্থনকারী কবিদের একজন (মৃত্যু: ৬৭০-৬৭৫ সাল)।' সা'দ বিন উবাদা আল-খাযরাজির মতই কা'ব বিন মালিক ছিলেন সেই সত্তর জন আনসারদের একজন, যিনি "দ্বিতীয় আকাবা শপথ (The second pledge of Aqaba)" কার্যকলাপে উপস্থিত ছিলেন ও শপথ-কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন (পর্ব: ২১৯)। [105]

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম অমানুষিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি হলো "বদর যুদ্ধ!" এই যুদ্ধের বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৩০-৪৩)। কুরাইশরা যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের "ডাকাতির কবল থেকে" তাঁদের বাণিজ্য-ফাফেলা রক্ষার প্রচেষ্টায় "অপরিকল্পিত-ভাবে" এই যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন, তা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট:

"প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর নবী কুরাইশদের কাফেলার সন্ধানে বের হয়েছিলেন যতক্ষণে না আল্লাহ তাদের-কে (অর্থাৎ মুসলমানদের) তা দান করে, আর শত্রুরা তাদের সম্মুখীন হয়েছিল কোনরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই।"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক, আল তাবারী ও হাদিস গ্রন্থের রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [97]

They said: A group of Muslims stayed behind. The intention was to slow down from the Messenger of God until they stayed behind from him and were without doubt or suspicion. Among them was Kaʿb b. Mālik. [Page 997] Kaʿb used to say: When I was left behind on the day of Tabūk, my story was that I had never been stronger or had more comforts at the time as when I stayed away from him during that raid. By God, I never gathered to myself two rides until I collected them in that raid! The Messenger of God supplied, and the Muslims supplied with him. I began running to supply with them but I returned and did not fulfill a need. I said to myself, "I am master over that." I continued to persevere by myself until he prepared the people with diligence.

The Messenger of God rose in the morning, a raider with the Muslims. That was a Thursday. The Messenger of God liked going out on Thursdays, but I had not completed any of my preparations.

So I said that I will be prepared in a day or two, and that then I would join them and raid. I rose, in the morning after they left, to prepare but I returned and I had not done anything. Then I got up the next morning and did nothing. I continued procrastinating until they hastened and the raid was completed. I said to myself, "I will ride and catch up with them," and I wish I had done, but I did not. When I went out among the people and began to go

around them, it saddened me that I only saw men who were despicable in their hypocrisy, or men whom God excused.

The Messenger of God did not remember me until he reached Tabūk. He said, while he was seated with the people, “Where is Kaʿb b. Mālik?” A man from the Banū Salima said, “O Messenger of God, his cloak and his vanity kept him.” Muʿādh b. Jabal said to him, “Miserable is what you said. By God, O Messenger of God, we know only good of him.” The speaker was ʿAbdullah b. Unays. Some said that he who replied to his words was Abū Qatāda. Muʿādh b. Jabal is the most confirmed with us.

Hilāl b. Umayya al-Wāqiffī said, when he stayed back from the Messenger of God [Page 998] in Tabūk: By God, I did not stay back because of doubts or suspicion, but because I was strengthened with property. I said, “I will purchase a camel.” Murāra b. al-Rabīʿ met me, and he said, “I am a man of power, I will purchase a camel and depart with it.” So I said, “This is a man of property, I will accompany him,” and we began to say, “We will raid, and we will purchase two camels and join the Prophet,” but that did not happen. We are a people light on the chest of two rides, and in the morning we would leave. And we continued intending that and delaying the days until the Messenger of God was about to take the land. So I said, “This is not the time to go out.” I did not see in the house or other houses except excuses and obvious hypocrisy. I returned as one saddened by my situation.’---

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[95] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৪

[96] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫০

[97] "কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৯৬-৯৯৮; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৮-৪৮৯

অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬১০-৬১১

[98] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৫৫:

'বানু ওয়াকিফ গোত্রটি ছিল বানু আমির বিন আমর বিন আউফ গোত্রের মিত্র।'

[99] সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৭০২

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-702/

[100] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম, বই নম্বর ৩৭, হাদিস নম্বর ৬৬৭০:

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-37/Hadith-6670/

[101] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ১৯৯:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-199/

'Narated By Ka'b bin Malik: The Prophet set out on Thursday for the Ghazwa of Tabuk and he used to prefer to set out (i.e. travel) on Thursdays.'

[102] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ২৮৭:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-287/

[103] সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৮, হাদিস নম্বর ২২৯: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-58/Hadith-229/

[104] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ১৯৮: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-198/

[105] আল-তাবারী: ভলুউম ৬, ইংরেজি অনুবাদ: W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press, Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk) পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৩

২৩২: তাবুক যুদ্ধ-৫: মুনাফিকদের সংখ্যা ও উপস্থিতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত ছয়

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রচিত কুরআনের সর্বশেষ আদেশ ও নির্দেশ-যুক্ত সুরা হলো, 'সূরা আত তাওবাহ'। এই সুরার ৩৮ থেকে ১২৭ নম্বর বাক্যগুলো মুহাম্মদ রচনা করেছিলেন মূলত: 'তাবুক অভিযানের' প্রেক্ষাপটে। মুহাম্মদের রচিত এই নব্বই-টি বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি: এই বাক্যগুলোর প্রায় সমস্তই মূলত: 'তাঁরই অনুসারীদের বিরুদ্ধে' বিষোদগার, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি-শাসানী, ভীতি-প্রদর্শন ও প্রলোভন (বিস্তারিত: 'সুরা তাওবাহ-শেষ নির্দেশ: এক; দুই ও তিন)। এই অনুসারীদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তাঁরা মুহাম্মদের আদেশ অমান্য করে বিভিন্ন অজুহাতে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন। মুহাম্মদ তাঁর এই অনুসারীদের 'মুনাফিক (ভণ্ড)" নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, মুহাম্মদের তেইশ বছরের নবী জীবনের (৬১০- জুন, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় শেষ সময়ে; তাঁর মৃত্যুর মাত্র বছর দেড়েক আগে; ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে (বরাবর রজব-শাবান, হিজরি ৯ সাল) এই অভিযানটির প্রাক্কালে কী এমন ঘটনা ঘটেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ 'তাঁর আল্লাহর নামে' বিশাল সংখ্যক এই সকল বানী রচনা করেছিলেন তাঁরই অনুসারীদের (মুনাফিক) বিরুদ্ধে? তীক্ষ্ণ বুদ্ধির

মুহাম্মদ কী অনুমান করতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনের এই প্রায় শেষ সময়ে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে মুনাফিকদের (ভণ্ড) সংখ্যা কত ও তা কত বিস্তৃত!

মুহাম্মদের রচিত 'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত পূর্ণাঙ্গ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় এমন কী কোন তথ্য-উপাত্ত আছে, যার মাধ্যমে মুহাম্মদের এই কর্ম-কাণ্ডের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়? কী ঘটেছিল তখন?

মুহাম্মদ ইবনে (৭০৪-৭৬৮ সাল) ইশাকের বর্ণনা: [106] [107] [108]
(আল-তাবারীর ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩১) পর:

"মুনাফিকদের" শিবিরটি মুহাম্মদের শিবিরের চেয়ে ছোট ছিল না:

'আল্লাহর নবী তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে থানিয়াতুল ওয়াদার (একটি গিরিপথ যার উপর থেকে মদিনা দেখা যায়) পাশে তাঁর শিবিরটি স্থাপন করেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই (আল-তাবারী: 'বিন সালুল') সেটির নিম্নাঞ্চলে 'ধুবাব' (থানিয়াতু'ল ওয়াদার নিম্নভাগে আল-জাবানা নামক স্থানের একটি পাহাড়) অভিমুখে আলাদাভাবে তার শিবিরটি স্থাপন করে। কথিত আছে যে তার এই শিবিরটি তুলনায় ছোট ছিল না।

আল্লাহর নবী যখন তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন, আবদুল্লাহ বিন উবাই তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় ও মুনাফিক ও সন্দেহকারীদের সাথে পিছনে অবস্থান করে। [109]

(আল-তাবারী: 'আবদুল্লাহ [বিন উবাই] ছিল বানু আউফ বিন আল-খাযরাজ গোত্রেরই এক ভাই ও আবদুল্লাহ বিন নাবতাল ছিল বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক ভাই; আর রিফাহ বিন যায়েদ বিন আল-তাবুত ছিল বানু কেউনুকা গোত্রের এক ভাই। তারাই ছিল মুনাফিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, যারা ইসলাম ও তার অনুসারীদের ক্ষতি সাধন কামনা করছিলো। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ নাজিল করে: [110]

(কুরআন: ৯:৪৮) - *"তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উল্টা-পাল্টা করে দিচ্ছিল।")'* --- [বিস্তারিত: পর্ব-২২৯]

মুহাম্মদের সাথেই ছিল বহু মুনাফিক:

আসিম বিন উমর বিন কাতাদাহ < মাহমুদ বিন লাবিদ <বানু আবদুল-আশাল গোত্রের লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছে, তা হলো, সে মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "লোকেরা কি তাদের ভিতরে অবস্থানকারী মুনাফিকদের চিনতো?" [111]

সে জবাবে বলে যে লোকেরা জানতো যে তার ভাই, তার বাবা, তার চাচা ও তার পরিবারে লোকদের মধ্যে মুনাফেকি বিদ্যমান, তথাপি তারা একে অপরের-টি গোপন রাখতো।"

অতঃপর মাহমুদ বলেছিল: আমার উপজাতির কিছু লোক আমাকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছে যার ভণ্ডামো ছিল কুখ্যাত। (আল-ওয়াকিদি: 'সে ছিল আউস বিন কায়েযি; আর কিছু লোক বলে, যায়েদ বিন আল-লুসায়েত।')। আল্লাহর নবী যেখানেই যেতেন সেখানেই সে যাত্রা করতো। যখন 'আল-হিজরের ঘটনাটি ঘটে' ও আল্লাহর নবী দোয়া করেন যেমনটি তিনি করতেন ও অতঃপর আল্লাহ এক মেঘ প্রেরণ করে যা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। তারা বলেছে, 'আমরা যখন তখন তার কাছে এই বলতে বলতে যাই, "ধিক্ তোমাকে! এরপরে তোমার আরও কিছু কি বলার আছে?"' সে জবাবে বলে, "এটি ছিল এক ক্ষণস্থায়ী মেঘ!"

যাত্রা-কালীন সময়ে আল্লাহর নবীর উট (আল-ওয়াকিদি: 'আল-কাসওয়া') দলচ্যুত হয় ও তাঁর সঙ্গীরা এটির সন্ধানে বের হয়। আল্লাহর নবীর সাথে ছিল উমারা বিন হাযম নামের এক লোক, বানু আমর বিন হাযম গোত্রের এক চাচা, যে আল-আকাবা ও বদরের সময়টিতে উপস্থিত ছিল। তার দলে ছিল যায়েদ আল-লুসায়েত আল-

কেইনুকায়ি [মদিনা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর 'বানু কেইনুকা' গোত্রের কিছু লোক মুসলমান হয়েছিল (পর্ব: ৫১)], সে ছিল এক মুনাফিক। উমারার শিবিরে অবস্থানকালীন সময়ে যখন উমারা আল্লাহর নবীর সাথে ছিল, তখন যায়েদ বলে, [112]

"মুহাম্মদ দাবী করে যে সে একজন নবী ও ঊর্ধ্বলোক (Heaven) থেকে আসা খবর সে জানাতে পারে, যেখানে সে জানে না যে তার উটটি কোথায়?"

উমারা যখন তাঁর সাথে অবস্থান করছিল, আল্লাহর নবী বলেন: 'এক ব্যক্তি বলেছে: মুহাম্মদ যেখানে তোমাদের বলে যে সে একজন নবী ও দাবী করে যে সে ঊর্ধ্বলোকের বিষয়গুলো জানায়; অথচ সে জানে না যে কোথায় আছে তার উটটি। আল্লাহর কসম, আমি কেবল সেটাই জানি যা আল্লাহ আমাকে জানায়, আর আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছে যে সেটি এখন কোথায় আছে। সেটি আছে এই পাথুরে নদীখাতের (ওয়াদি) অমুক-তমুক এক সংকীর্ণ উপত্যকার ভিতরে। এক গাছের সাথে তার গলার দড়িটি আটকে গেছে; অতএব যাও ও সেটিকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।" তারা যায় ও সেটি ধরে নিয়ে আসে।

উমারা তার শিবিরে ফিরে আসে ও বলে, "আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবী এইমাত্র আমাদের এক বিস্ময়কর বিষয়ে বলেছেন যা ছিল কোন এক লোকের কিছু উক্তি, যেটি আল্লাহ তাঁকে অবহিত করিয়েছে। অতঃপর সে উক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। তার সাথের এক ব্যক্তি যে আল্লাহর নবীর নিকট ছিল না, চিৎকার করে বলে, "কেন, তুমি আসার আগে যায়েদ এই উক্তিটি করেছিল।" উমারা যায়েদের দিকে অগ্রসর হয় ও তার ঘাড়টি চেপে ধরে বলতে থাকে, "তুই আল্লাহর বান্দা, আমার কাছে! আমার সঙ্গে এই দুর্ভাগ্য, যার কিছুই আমি জানতাম না। দুর হও, তুই আল্লাহর শত্রু, আর আমার সাথে জড়িত হবি না।" কিছু লোকের দাবী এই যে, পরবর্তীতে যায়েদ অনুতপ্ত

হয়েছিল; অন্যরা বলে যে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে অমঙ্গলের আশংকা করছিল।' [অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯৪-৪৯৫]।

<u>অতঃপর, লোকেরা পিছিয়ে পড়া শুরু করে:</u>

'অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন ও লোকেরা পিছিয়ে পড়া শুরু করে। আল্লাহর নবীকে যখন জানানো হয় যে অমুক-তমুক পিছনে পড়ে আছে, তিনি বলেন, "তাকে থাকতে দাও; কারণ তার মধ্যে যদি কোন মঙ্গল থাকে তবে আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথে যোগদান করাবে; আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তোমাকে তার হাত থেকে মুক্তি দেবে।'

(আল-ওয়াকিদি: 'মুনাফিকদের অনেক লোক তাঁর সাথে বের হয়েছিল একমাত্র লুটপাটের প্রত্যাশায় (Many people from the Hypocrites went out with him, and they did not go out except hoping for plunder) [পৃষ্ঠা ৪৯০]') ---

<u>একদল মুনাফিকের অবজ্ঞাসূচক উক্তি:</u>

'একদল মুনাফিক, যাদের মধ্যে ছিল বানু আমর বিন আউফ গোত্রের ওয়াদিয়া বিন থাবিত নামের এক ভাই ও বানু সালিমা গোত্রের মিত্র আশজার [গোত্র] মুখাশশিন (তাবারী: 'মাখশি') বিন হুমায়ির নামের এক লোক (আল-ওয়াকিদি: 'ও আল-জুলিয়াস বিন সুয়ায়েদ বিন আল-সামিত ও থালাবা বিন হাতিব')। আল্লাহর নবীর তাবুক যাত্রাকালে তাঁর দিকে ইশারা করে তারা একে অপরকে বলছিল, [113]

"তোমরা কি মনে করো যে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর আরবদের (আল-তাবারী: 'বানু আসফার') মধ্যে যুদ্ধ করা সমান। আল্লাহর কসম, আপাতদৃষ্টিতে

আমরা (তাবারী: 'আমি') দেখতে পাচ্ছি যে আগামীকাল তোমাদের-কে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে, যা বিশ্বাসীদের শঙ্কা ও হতাশার কারণ হবে।"

মুখাশশিন বলে,

"আমি বরং এটাই চাই যে তোমরা যা বলেছ সে বিশয়ে আমাদের সম্পর্কে একটি আয়াত নাযিল হওয়ার চেয়ে আমাদের প্রত্যেক কে একশো-টি করে চাবুক মারার দণ্ডাদেশ হয়।"

আল্লাহর নবী, যা আমি শুনেছি, আম্মার বিন ইয়াসির কে বলেন যে সে যেন ঐ লোকগুলোর সাথে যোগদান করে; এই কারণে যে তারা মিথ্যা বলেছে, আর তারা কী বলেছে তা তাদের-কে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। ‘যদি তারা জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের বলো যে তারা এই-সেই বলেছে।` আম্মার তাই করে যা তকে আদেশ করা হয়েছিল। [114]

অতঃপর তারা আল্লাহর নবীর কাছে এসে অজুহাত দেখায়। আল্লাহর নবী যখন তাঁর উটের উপর থেমেছিলেন তখন ওয়াদিয়া সেটির জিনের পেটি ধরে তাঁর সাথে কথা বলে, "আমরা নিছক কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।" [কুরআন: ৯:৬৫-৬৬]।

*[৯:৬৫- "আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, **আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।** আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?”*

*৯:৬৬ – “ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। **তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও,** তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।"]*

মুখাশশিন বিন হুমায়ির বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমার নাম ও আমার পিতার নাম আমাকে বেইজ্জতি করে।"(মুখাশশীন মানে বোঝায় কঠোরতা ও অভদ্রতা, আর হুমায়ির মানে হলো এক ছোট্ট গাধা।) এই আয়াতটি-তে [৯:৬৬] যে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়েছিল সে হলো মুখাশশীন ও তার নাম রাখা হয়েছিল আবদুল রহমান (আল-ওয়াকিদি: 'অথবা আবদুল্লাহ')।

সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এই বলে যে সে যেন শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করে ও তার মৃত্যুর স্থানটি যেন কেউ জানতে না পারে। আল-ইয়ামামার [যুদ্ধের] দিনে তাকে হত্যা করা হয় ও তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।' [115] [অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯২]।------

লোকজন সরে পড়ে ও অংশগ্রহণে বিরত থাকে:

'ইবনে শিহাব আল-যুহরি <ইবনে উকাইমা আল-লেইথি হইতে < ইবনে আখি আবি রুহম আল-গিফারি হইতে যা বর্ণিত, তা হলো: সে শুনেছে যে আবু রুহম কুলথুম বিন আল-হুসাইন, যে ছিল সেই অনুসারীদের একজন যারা আল্লাহর নবীর কাছে বৃক্ষটির নিচে শপথ করেছিল [পর্ব-১১৭], সে বলতো:

'আমি যখন আল্লাহর নবীর সাথে তাবুক হামলায় অংশগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমি তাঁর সাথে রাত্রিতে যাত্রা করি। আমরা যখন আল-আখদার নামক স্থানে আল্লাহর নবীর নিকট ছিলাম, আল্লাহ আমাদের উপর এক ঘুমে নিমজ্জিত করে ও আমার উটটি যখন আল্লাহর নবীর উটের কাছে আসে তখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠা শুরু করি। আমি ভীত ছিলাম এই কারণে যে যদি এটি তার খুব কাছে আসে তবে এটির পা-দানিটি (রেকাব) তাঁর পায়ে আঘাত করতে পারে। নিদ্রা আমাকে বশীভূত করার পূর্ব পর্যন্ত আমি আমার উটটি কে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া শুরু করি। অতঃপর রাত্রিকালে যখন তাঁর পা ছিল পা-দানিটির (Stirrup) মধ্যে, আমার উটটি

তাঁরটির সাথে ধাক্কাধাক্কি করে ও আমি তার কণ্ঠ শুনে জেগে উঠে তাঁকে বলতে শুনি, "সতর্ক হও!" আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তিনি আমাকে যেতে বলেন।

[১] আল্লাহর নবী আমাকে বানু গিফার গোত্রের যারা বাদ পড়েছে (dropped out) তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা শুরু করেন ও আমি তাঁকে তা বলি।

[২] অতঃপর তিনি আমাকে লম্বা বিশৃঙ্খল লাল দাড়িওয়ালা লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ও আমি তাঁকে বলি যে তারা বাদ পড়েছে।

[৩] অতঃপর তিনি ছোট কোঁকড়ানো চুলযুক্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ও আমি স্বীকার করি যে তারা যে আমাদের অন্তর্ভুক্ত তা আমি জানতাম না। তিনি বলেন, "অবশ্যই হ্যাঁ, তারাই ছিল সেই লোক যারা শাবাকাতু শাদাখার (Shabakatu shadakh) উটের মালিক।" অতঃপর আমার মনে পড়ে যে তারা ছিল বানু গিফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত; তবে আমি তাদের স্মরণ করতে পারি না যতক্ষণে না আমার মনে পড়ে যে তারা ছিল আমাদের সহযোগী বানু আসলাম উপগোত্রের।

আমি যখন তাঁকে এটি বলি, তিনি বলেন, "কী এমন কারণ আছে যা এদের মধ্যে কেউ যে পিছনে পড়ে আছে, আমাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া কোন উদ্যমী ব্যক্তিকে তার উটগুলোর একটি দিয়ে সাহায্য করা থেকে বিরত রেখেছে? আমার কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হলো এই যে, কুরাইশদের মধ্যে মুহাজিরুন ও আনসার ও গিফার ও আসলামরা যখন পিছনে থাকে।"' [অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯০।] ----

- অনুবাদ, টাইটেল <; > ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কুরআন ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি: "মুনাফিকদের ভিতর থেকে লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে এসে বিনা

কারণে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে, তিনি তাদের অনুমতি দেন। যে মুনাফিকরা অনুমতি চেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আশি জন। বেদুইনদের মধ্যে যারা অজুহাত প্রদর্শন করেছিল তারা তাঁর কাছে অজুহাত নিয়ে হাজির হয়, কিন্তু আল্লাহ তাদের অনুমতি দেয় নাই। তারা ছিল বানু গিফার (Ghifar) গোত্রের এক দল লোক; যাদের মধ্যে ছিল খুফাফ বিন ইমা বিন রাহদাহ। 'তাদের সংখ্যা ছিল বিরাশি জন [পর্ব: ২২৯]।'----

গত পর্বের (পর্ব: ২৩১) আলোচনায় আমরা জেনেছি, 'কা'ব বিন মালিকের বিবৃতি:

"আমি এ বাড়ি ও অন্য বাড়িগুলোতে এমন কোন লোক দেখি নাই যারা অজুহাত ও সুস্পষ্ট ভণ্ডামির আশ্রয় নেয় নাই।" কিংবা,

"আমার আশেপাশে ভণ্ডামির জন্য অভিযুক্ত কিংবা ঐ দুর্বল লোকগুলো যাদের-কে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে লোকগুলো ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাই না।"

মুহাম্মদ অনুসারীদের অন্তরে 'কুরআনের' আয়াতগুলোর যে কী শক্তিশালী প্রভাব ফেলতো, তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় (এ বিষয়ের আরও আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে [পর্ব: ২২৯]); মুখাশশিন বিন হুমায়িরের এই উক্তি:

"আমি বরং এটাই চাই যে, তোমরা যা বলেছ সে বিশয়ে আমাদের সম্পর্কে একটি আয়াত নাযিল হওয়ার চেয়ে আমাদের প্রত্যেক কে একশো-টি করে চাবুক মারার দণ্ডাদেশ হয়।"

আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদ ঘোষণা:
(কুরআন: ৯:৬৪) - *"মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে।*

সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ।"

কুরআন ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের এই সকল বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: "মুনাফিকদের সংখ্যা ছিল 'অসংখ্য!' আর তা ছিল ঘরে এবং বাইরে। সর্বত্রই!"

"লোকেরা জানতো যে তার ভাই, তার বাবা, তার চাচা ও তার পরিবারে লোকদের মধ্যে মুনাফেকি বিদ্যমান, তথাপি তারা একে অপরের-টি গোপন রাখতো।"

প্রতীয়মান হয় যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহাম্মদ নিশ্চিতই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে মুনাফিকদের সংখ্যা কত বিশাল ও তা কী পরিমাণ বিস্তৃত। সে কারণেই 'সূরা আত তাওবাহর' দ্বিতীয় অংশে (আয়াত ৩৮-১২৭) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর ঘোষণা, আদেশ ও নির্দেশ।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইবনে ইশাকের ইংরেজি অনুবাদের অংশটি সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক, আল তাবারী রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য।]

The Narratives of Muhammad Ibn Ishaq: [106]

'When the apostle had set out he pitched his camp by Thaniyatu'l Wada`(A pass overlooking Medina). `Abdullah b. Ubayy (T. b. Salul) pitched his camp separately below him in the direction of Dhubab (T. a mountain in al-Jabbana below Thaniyatu'l Wada). It is alleged that it was not the smaller camp. When the apostle went on

`Abdullah b. Ubayy separated from him and stayed behind with the hypocrites and doubters. (T. `Abdullah was brother of B. Auf b. al-Khazraj and Abdullah b. Nabtal was brother of B. `Amr b. `Auf; and Rifa`a b .Zayd b. al-Tabut was brother of B. Qaynuqa`. These were the principal men among the hypocrites and wished ill to Islam and its people. Concerning them God sent down: `They sought rebellion aforetime and upset things for you'). (Sura 9.48) -----
`Asim b. `Umar b. Qatadah from Mahmud b. Labid from men of B. `Abdu'l-Ashhal told me that he said to Mahmud, `Do the men know the hypocrites among them?' He replied that a man would know that he said to Mahmud, `Do the men know the hypocrites among them? He replied that a man would know that hypocrisy existed in his brother, his father, his uncle, and his family, yet they would cover up each other.' Then Mahmud said: Some of my tribesmen told me of a man whose hypocrisy was notorious. He used to go wherever the apostle went and when the affair at al-Hijr happened and the apostle prayed as he did and God sent a cloud which brought a heavy rain they said, `We went to him saying "Woe to you! Have you anything more to say after this?" He said, "It is a passing cloud!"

During the course of the journey the apostle's camel strayed and his companions went in search of it. The apostle had with him a man called `Umara b. Hazm who had been at al-`Aqaba and Badr, uncle of B. `Amr b. Hazm. He had in his company Zayd al- Lusayt

al-Qaynuqa'i who was a hypocrite. Zayd said while he was in `Umara's camp and `Umara was with the apostle, `Does Muhammad allege that he is a prophet and can tell you news from heaven when he doesn't know where his camel is?' The apostle said while `Umara was with him: `A man has said: Now Muhammad tells you that he is a prophet and alleges that he tells you of heavenly things and yet doesn't know where his camel is. By God, I know only what God has told me and God has shown me where it is. It is in this wadi in such-and-such a glen. A tree has caught it by its halter; so go and bring it to me.' They went and brought it. `Umara returned to his camp and said: `By God, the apostle has just told us a wonderful thing about something someone has said which God has told him of.' Then he repeated the words. One of his company who had not been present with the apostle exclaimed, `Why, Zayd said this before you came.' `Umara advanced on Zayd pricking him in the neck and saying, `To me, you servants of God! I had a misfortune in my company and knew nothing of it. Get out, you enemy of God, and do not associate with me.' Some people allege that Zayd subsequently repented; others say that he was suspected of evil until the day of his death.'

Then the apostle continued his journey and men began to drop behind. When the apostle was told that So-and-so had dropped behind he said, `Let him be; for if there is any good in him God will join him to you; if not God has rid you of him.' --

‘A band of hypocrites, among them Wadi'a b. Thabit, brother of B. `Amr b. Auf and a man of Ashja an ally of B. Salima called Mukhashshin b. Humayyir were pointing at (T. going with) the apostle as he was journeying to Tabuk saying one to another, `Do you think that fighting the Byzantines is like a war between Arabs: By God we (T. I) seem to see you bound with ropes tomorrow 'so as to cause alarm and dismay to the believers. Mukhashshin said, `I would rather that every one of us were sentenced to a hundred lashes than that a verse should come down about us concerning what you have said.'

The apostle-so I have heard -told`Ammar b. Yasir to join the men, for they had uttered lies, and ask them what they said. If they refused to answer, tell them that they said so and-so. `Ammar did as he was ordered and they came to the apostle making excuses. Wadi'a said as the apostle had halted on his camel, and as he spoke he laid hold of its girth, `We were merely chatting and joking.' (Sura 9.66) Mukhashshin b. Humayyir said, `O apostle, my name and my father's name disgrace me.' (Mukhashshin implies harshness, and rudeness, and Humayyir means a little donkey.) The man who was pardoned in this verse was Mukhashshin and he was named Abdul Rahman. He asked God to kill him as a martyr with none to know the place of his death. He was killed on the day of al-Yamama and no trace of him was found.’ -----

'Ibn Shihab al-Zuhri reported from Ibn Ukayma al-Laythi from Ibn Akhi Abi Ruhm al-Ghifari that he heard Abu Ruhm Kulthum b. al-Husayn, who was one of the companions who did homage to the apostle beneath the tree, say: When I made the raid on Tabuk with the apostle I journeyed the night with him. While we were at al-Akhdar near the apostle God cast a heavy sleep on us and I began to wake up when my camel had come near the apostle's camel. I was afraid that if it came too near his foot would be hurt in the stirrup. I began to move my camel away from him until sleep overcame me on the way. Then during the night my camel jostled against his while his foot was in the stirrup and I was wakened by his voice saying, `Look out.' I asked his pardon and he told me to carry on.

The apostle began to ask me about those who had dropped out from B. Ghifar and I told him. He asked me about the people with long straggling red beards and I told him that they had dropped out. Then he asked about the men with short curly hair and I confessed that I did not know that they were of us. `But yes,' he said, `they are those who own camels in Shabakatu shadakh.' Then I remembered that they were among B. Ghifar, but I did not remember them until I recalled that they were a clan of Aslam who were allies of ours. When I told him this he said, `What prevented one of these when he fell out from mounting a zealous man in the way of God on one of his camels? The most painful

thing to me is that muhajirun from Quraysh and the Ansar and Ghifar and Aslam should stay behind.' ----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[106] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৪-৬০৯

[107] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫০-৫১ ও ৫৩-৫৮

[108] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৯৫-৯৯৬ ও ১০০০-১০১০; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৭-৪৮৮ ও ৪৯০-৪৯৫

[119] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৬০, পৃষ্ঠা ৭৮৩: 'তিনি মুহাম্মদ বিন মাসলামা আল-আনসারী-কে মদিনার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। আবদুল আযিয বিন মুহাম্মদ তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন যে, তাবুক যাত্রার প্রাক্কালে তিনি সিবা বিন উরফুতা-কে (আল-তাবারী: 'বানু গিফার গোত্রের এক ভাই) মদিনার দায়িত্বে রাখেন'।

[110] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

[111] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৭৮: 'মাহমুদ বিন লাবিদ ছিলেন একজন আনসারী। তিনি ছিলেন তাবিউন বা "অনুসারী" ও তিনি মদীনায় আইনী মতামত দিতেন।'

[112] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৮০: 'উমারা বিন হাযম - 'দ্বিতীয় আকাবা শপথ' প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও ইয়ামামার যুদ্ধে [৬৩২ সাল] তিনি নিহত হোন।'

[113] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৯৬: আশজা - 'ঘাতাফান গোত্রের এক উপগোত্র।'

[114] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪০২: 'আম্মার বিন ইয়াসির - তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইসলামের প্রথম দিকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন ও তাঁরা প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞানার্জন, তাকওয়া ও ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠতার জন্য সুপরিচিত। তিনি ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ৩৭ সাল) সিফফিনের যুদ্ধে নিহত হোন। তিনি প্রথম দিকের শিয়াদের চার স্তম্ভের একটি হিসাবে বিবেচিত।'

[115] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪০৭: 'আল-ইয়ামামা হলো মধ্য আরবের এক জেলা, যেখানে আল-ইয়ামামার যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ও তাদের বিপক্ষে বানু হানিফা গোত্রের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'ভণ্ড নবী' মুসায়েলিমাহ। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।'

২৩৩: তাবুক যুদ্ধ-৬: নবীর অন্তরে আলী ইবনে আবু তালিব!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত সাত

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি 'তাবুক অভিযানের' প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিব-কে সঙ্গে নেন নাই। তিনি তাকে রেখে এসেছিলেন মদিনায়, তাঁর পরিবারের দায়িত্বে। অন্যান্য মুনাফিক-মুসলমানরা যখন এ ব্যাপারে বলাবলি শুরু করে, তখন আলী মনক্ষুন্ন হোন ও তার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হোন। অতঃপর, 'আল-জুরফ' নামক স্থানে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাত্রা বিরতির সময়টিতে তিনি তাঁর শিবিরে এসে তাঁকে তার হতাশার কারণ জানান। আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [116] [117]

(আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩২) পর:

‘আল্লাহর নবী তাঁর পরিবারের দেখাশোনার জন্য আলী-কে রেখে আসেন (তাবারী: 'ও তিনি বানু গিফার গোত্রের সিবা বিন উরফুতাহ নামের এক ভাই-কে মদিনার দায়িত্বে রাখেন') ও তাকে এই আদেশ করেন যে সে যেন তাদের সঙ্গে থাকে। মুনাফিকরা

তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, এই বলে যে, সে আল্লাহর নবীর কাছে বোঝা হওয়ায় কারণে তিনি তাকে রেখে এসেছেন ও তিনি তার কাছ থেকে মুক্তি চান।

এ কথা শুনে আলী তার অস্ত্রগুলো নিয়ে রওনা হয় ও আল্লাহর নবীর 'আল-জুরফ' নামক স্থানে যাত্রা বিরতির সময়টিতে তাঁকে ধরে ফেলে ও মুনাফিকরা যা বলছে তা তাঁকে অবহিত করায়। [118]

তিনি জবাবে বলেন: "তারা মিথ্যা বলে। আমি যা ফেলে রেখে এসেছি তা দেখাশোনার জন্যই আমি তোমাকে রেখে এসেছি, সুতরাং ফিরে যাও এবং আমার ও তোমার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করো।

আলী, তুমি কি সন্তুষ্ট নও এই বিশয়ে যে হারুন যেমন মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তেমনই তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়েছো, পার্থক্য এই যে আমার পর আর কোন নবী আসবে না?"

তাই, আলী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে ও আল্লাহর নবী তাঁর পথে রওনা হয়। মুহাম্মদ বিন তালহা বিন ইয়াযিদ বিন রুকানা <ইবরাহিম বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হইতে <তার পিতা হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বলেছে যে, সে শুনেছে যে আল্লাহর নবী আলী-কে এই কথাগুলো বলেছিল। অতঃপর, আলী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে ও আল্লাহর নবী তাঁর পথে যাত্রা করেন।'

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা:

‘--আল্লাহর নবী যখন যাত্রার জন্য জড়ো হোন, তখন তিনি সিবা বিন উরফুতা-কে মদিনার দায়িত্বে রাখেন — কেউ কেউ বলে মুহাম্মদ বিন মাসলামা — আর এটিই ছিল একমাত্র অভিযান যেখান সে ছিল অনুপস্থিত।--' [119] [120]

সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯ ও হাদিস নম্বর ৭০০: [121]

'সা'দ হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা কালে আলীকে (মদিনায়) তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন। আলী বলে, "আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের সাথে রেখে যেতে চান?"

নবী বলেন, "এতে কি তুমি খুশী হবে না যে আমার কাছে তুমি হবে এমন যেমন মুসার কাছে ছিল হারুন? কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী থাকবে না।"'

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১ ও হাদিস নম্বর ৫৯১৪: [122]

'সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছে যে আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে (যখন তিনি রওনা হোন) আলী ইবনে আবু তালিব-কে রেখে যান; যে কারণে সে (আলী) বলে, "হে আল্লাহর নবী, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন?" তাই তিনি (মহানবী) বলেন,

"এতে কি তুমি খুশী হবে না যে আমার কাছে তুমি এমন যেমন মুসার কাছে ছিল হারুন, পার্থক্য এই যে আমার পরে আর কোন নবী থাকবে না?"'

- অনুবাদ, টাইটেল <; > ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, আলী ইবনে আবু তালিবই (৫৯৯-৬৬১ সাল) ছিলেন 'পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম' যিনি নবী মুহাম্মদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে 'দ্বিতীয় মুসলমান'; প্রথম জন ছিলেন নবী পত্নী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (৫৫৫-৬২৯ সাল)। কিছু ঐতিহাসিকদের মতে পুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলে তিনি ছিলেন আবু বকর ইবনে কুহাফা, অথবা মুহাম্মদের পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিথা - যার স্ত্রী যয়নাব-কে মুহাম্মদ বিয়ে করেছিলেন। [123]

ইসলাম গ্রহণকালে আলী ছিলেন নবী মুহাম্মদ ও খাদিজা পরিবারে আশ্রিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক নয়-দশ বছরের এক শিশু (পর্ব-৩৮)। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শুরু করে নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁকে কবরে শোয়ানোর পূর্ব পর্যন্ত আলী তাঁর পাশে থেকেছেন ছায়ার মত। সশরীরে উপস্থিত নবী মুহাম্মদের প্রায় সবগুলো অভিযানেই তিনি উপস্থিত ছিলেন ও যুদ্ধ করেছেন প্রচণ্ড সাহসিকতা ও বীর বিক্রমে (পর্ব: ৬১-৬৩, ৮২; পর্ব: ১২২ -১২৩, ১৩৩-১৩৪; পর্ব: ২০৩; ইত্যাদি)। মুহাম্মদের জীবদ্দশায় তিনি তাঁর আদেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন বেশ কিছু অভিযানে, যার অন্যতম হলো ফাদাক হামলা (পর্ব: ১০৯), আল-ফুলস হামলা (পর্ব: ২২৫-২২৭) ও হিজরি ১০ সালের রমজান মাসে ইয়ামেনে অভিযান (পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে)।

বলা হয়, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। বাস্তবিকই মক্কার বারো-তেরো বছরের নবী জীবন বিশেষ কোন সুবিধা অর্জন না করতে পারলেও মদিনার মাত্র নয় বছর নয় মাস (সেপ্টেম্বর, ৬২২ - জুন, ৬৩২ সাল) সময়ে তিনি অসংখ্য মানুষ-কে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করে নিজেকে নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কী প্রক্রিয়ায় তিনি এই কর্মটি সম্পন্ন করেছিলেন তার ধারাবাহিক ও বিশদ আলোচনা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' অধ্যায়ের গত দুই শত ছয়টি (পর্ব: ২৮-২৩২) পর্বে করা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া-টি হলো, 'যদি কেউ তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হয়, "কিংবা" অবনত মস্তকে করজোড়ে তাঁকে জিজিয়া প্রদান করতে রাজী হয়, তবেই তাঁরা নিরাপদ (কুরআন: ৯:২৯)! অন্যথায় যে কোন মূহর্তে তাঁদের উপর চালানো হবে অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ, তাঁদের সমস্ত সম্পদ জোরপূর্বক করা হবে লুণ্ঠন এবং তাঁকে ও তাঁদের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী, পরিবার-পরিজনদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে করা হবে দাস ও যৌন-দাসী-তে রূপান্তর ও ভাগাভাগি! এমত পরিস্থিতি-তে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাস ও কঠোরতা থেকে পরিত্রাণ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায়

জনসাধারণ সবচেয়ে সহজ যে কাজটি করতে পারে, তা হলো, "মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার কারা!" এ বিশয়ের আলোচনা 'আমর বিন আল-আ'স ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ' পর্বে (পর্ব: ১৭৭-১৭৮) করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে নিজ ও পরিবারের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশায়, মানুষের দলে দলে "মুখে ইসলাম মনে মুনাফিক, মুখে চাটুকারিতা অন্তরে বিষ" আচরণ! তাঁদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য! তাঁদের গতিবিধি ছিল সর্বত্র! এই অতি সহজ সত্যটি যে ব্যক্তি অনুধাবন করতে অক্ষম তাঁর প্রতি অনুরোধ এই যে, তিনি যেন কোন নৃশংস স্বৈরশাসক বা সন্ত্রাসীর এরূপ কর্ম-কাণ্ডের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনে সাধারণ জনগণ 'তাঁদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে' কীরূপ আচরণ করে, তা যেন চিন্তা ও কল্পনা করেন!

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মানুষের "দলে দলে ইসলাম ত্যাগ" করার ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কুহাফার ক্ষমতা দখলের পরেই এই ইসলাম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে তার একের পর এক নৃশংস সামরিক অভিযানের ইতিহাস হয়তো শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই অবগত আছেন; ইসলামের ইতিহাসে যা "রিদ্দার যুদ্ধ" নামে বিখ্যাত, যা সংঘটিত হয়েছিল ৬৩২-৬৩৩ সালে। কিন্তু যে তথ্যটি বোধ করি তাঁদের সিংহভাগেরই অজানা তা হলো,

"মানুষের এই দলে দলে ইসলাম ত্যাগের সূত্রপাত হয়েছিল নবী 'মুহাম্মদের জীবদ্দশায়', তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়টিতে।"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে নবী মুহাম্মদ অসুস্থ হোন তাঁর 'বিদায় হজ' থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছু দিন পর, হিজরি দশ সালের মহরম মাসে;

আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে তা ছিল হিজরি দশ সালের সফর মাস শেষ হওয়ার দুই দিন আগে। মুহাম্মদের চরম-অসুস্থতা ও মৃত্যু-কালীন সময়ে 'ক্ষমতার দ্বন্দ্বে' এই বিশয়-টি উলঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই সময়টিতে, শুরু হয় মানুষের দলে দলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার হিড়িক (প্রথম রিদ্দা)। শুধু তাইই নয়, মুহাম্মদের প্রতিপক্ষ হিসাবে তিন ব্যক্তি দাবী করে যে তারা নবী। তারা হলেন: ইয়েমেন অঞ্চল থেকে আল-আসওয়াদ (Al Aswad), যার অন্য নাম হলো ধু আল-খিমার আবহালাহ বিন কাব (Dhu Al-Khimar Abhalah bin Ka'b); আল-ইয়ামামা অঞ্চল থেকে মুসায়লিমা বিন হাবিব (Musaylimah bin Habib); ও বানু আসাদ অঞ্চল থেকে তুলায়েহা (Tulayhah)। মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন, কিংবা এক রাত্রি আগে তাঁর বাহিনী আল-আসওয়াদ-কে হত্যা করে; মুসায়লিমা ও তুলায়েহা যায় পালিয়ে (এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে)। [124]

অন্যদিকে, মুহাম্মদ পরবর্তী সময়ে "ইসলামে-বহাল" অনুসারীদের ইতিহাস হলো এই:

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, নবী মুহাম্মদ তাঁর ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু-তালিবের সাথে সম্পর্কের তুলনা করেছিলেন, এই বলে:

"আমার কাছে তুমি এমন যেমন মুসার কাছে ছিল হারুন, পার্থক্য এই যে আমার পরে আর কোন নবী থাকবে না"'

ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন একজন সম্মানিত নবী। অর্থাৎ, মুহাম্মদের অন্তরে, আলী ইবনে আবু তালিবের মর্যাদা ছিল 'নবী সাদৃশ্য!' তা সত্বেও নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর মুহাম্মদের অন্তরের এই 'নবী সাদৃশ্য' মানুষ-টি ও তাঁর একান্ত পরিবার সদস্যদের প্রতি 'আবু বকর ও উমর গং' ও তার

সহযোগীরা কীরূপ আচরণ করেছিলেন, তার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৫৪-১৫৮)।

সত্য হলো, মুহাম্মদ তাঁর সন্ত্রাসী আদর্শ ও কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে 'অসংখ্য মুনাফিক (ভণ্ড)' সৃষ্টি করেছিলেন, যারা তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে 'তাঁরই ফরমুলা' অনুসরণ করে তাদের নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। যাদের কবল থেকে তাঁর একান্ত পরিবার সদস্যরাও রক্ষা পায় নাই (পর্ব-১৫৭)!

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, "মুহাম্মদের মৃত্যুর (জুন, ৬৩২ সাল) ৪৮ বছরের মধ্যে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর একান্ত নিকট-পরিবারের সমস্ত সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় একে একে খুন করেছিলেন (পর্ব-৬৪)।"সেটি ছিল সূচনা মাত্র!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[116] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৪- ৬০৫

[117] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫১

[118] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৬৭: 'আল-জুরফ'- মদিনা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরবর্তী সিরিয়া যাত্রাপথের একটি স্থান, যেখানে মুসলমানরা কোন অভিযানে রওনা হওয়ার আগে শিবির স্থাপন করতো।'

[119] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৯৫; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৮

[120] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid ইবনে ইশাক; ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৬০, পৃষ্ঠা ৭৮৩:

[121] সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯ ও হাদিস নম্বর ৭০০
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-700/

[122] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১, হাদিস নম্বর ৫৯১৪

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-5914/

[123] আল-তাবারী: ভলুউম ৬, ইংরেজি অনুবাদ: W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press, Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk) পৃষ্ঠা ৮০-৮৭

[124] Ibid আল-তাবারী; ভলুউম ৯; পৃষ্ঠা ৯৪-৯৭ ও ১৬৪-১৬৭

২৩৪: তাবুক যুদ্ধ-৭: আবু খেইথামার দোদুল্যমনতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত আট

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

কুরআন ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের কার্যকলাপের যে চিত্রের সন্ধান পাই, তা ছিল মূলত: চার প্রকৃতির। প্রথম প্রকৃতির অনুসারীরা ছিলেন “মুনাফিক!" যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন (পর্ব: ২২৯), কিংবা "শুধুমাত্র" লুটের মালের (গনিমত) প্রত্যাশায় এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রকৃতির অনুসারীদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য ও তাঁদের ব্যাপ্তি ছিল সর্বত্র! প্রতীয়মান হয় যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহাম্মদ তা নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তাঁরই স্বরচিত জবানবন্দী কুরআনের সুরা আত তাওবাহর নব্বইটি বাক্য (পর্ব: ২৩২)। দ্বিতীয় প্রকৃতির অনুসারীরা ছিলেন "মুমিন!" যারা বেহেশত ও গনিমত লাভের প্রত্যাশায় (পর্ব: ২১৪) এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অল্প কিছু সংখ্যক তাঁদের গাফিলতির কারণে এই অভিযানে ছিলেন অনুপস্থিত।

তৃতীয় প্রকৃতির অনুসারীরা ছিলেন এমন যারা এই অভিযানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের সাথে মদিনা থেকে রওনা হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাবুকে পৌঁছানোর

পূর্বেই তারা পথিমধ্যে থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মুমিন ও মুনাফিক উভয় দলই। আর চতুর্থ প্রকৃতির অনুসারীর যে উদাহরণ-টি আমরা জানতে পারি, তা হলো, আবু খেইথামা নামের এক মুহাম্মদ অনুসারীর উপাখ্যান। আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [125] [126] [127]
(আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩৩) পর:

‘আল্লাহর নবীর রওনা হওয়ার কিছুদিন পর এক গরমের দিনে আবু খেইথামা (আল-তাবারী: 'বানু সালিম গোত্রের এক ভাই) তার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। সে তার বাগানের কুঁড়েঘর-গুলোতে তার দু'জন স্ত্রীকে দেখতে পায়। তাদের প্রত্যেকেই তার (স্ত্রী) কুঁড়ে ঘরে পানি ছিটিয়ে তা শীতল করছিল ও তার জন্য খাবার প্রস্তুত করছিল। ফিরে আসার পর সে তার কুঠরির দরজায় দাঁড়িয়ে স্ত্রীদের দিকে তাকায় ও তারা তার জন্য কি করছিল তা দেখে ও বলে:

"আল্লাহর নবী এখন সূর্যের প্রখর উত্তাপ ও বায়ু প্রবাহ ও গরম আবহাওয়ায় বাইরে অবস্থান করছে; আর আবু খেইতামা আছে এক শীতল ছায়া-বিশিষ্ট স্থানে, তার জন্য খাবার আছে প্রস্তুত ও সে তার জমিতে সুন্দরী মহিলাদের সাথে করছে বিশ্রাম। এটি ঠিক নয়। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কারও ঘরেই প্রবেশ করবো না ও আমি অবশ্যই আল্লাহর নবীর সাথে যোগদান করবো; অতএব আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করো।" তারা তাই করে।

সে তার উটের কাছে যায়, তার উপর উঠে বসে ও আল্লাহর নবীর সন্ধানে বের হয় যতক্ষণে না সে তাবুকে গিয়ে আল্লাহর নবীর নাগাল ধরে ফেলে। পথিমধ্যে আবু খেইথামা (আল-ওয়াকিদি: 'ওয়াদি আল-কুরা নামক স্থানে') উমায়ের বিন ওয়াহাব

আল-জুমাহি-কে দেখতে পায়, সে আল্লাহর নবীর সন্ধানে আসছিল। তারা এসে সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়।

তারা যখন তাবুকের নিকটে এসে পৌঁছে, উমায়ের-কে আবু খেইথামা বলে, "আমি ভুল করেছি। আল্লাহর নবীর সাথে আমি সাক্ষাত করার পূর্ব পর্যন্ত তুমি চাইলে আমার পিছনে থাকতে পারো।" সে তাই করে। আল্লাহর নবী যখন তাবুকে তাঁর যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন, [তখন] সে তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হয়। সৈন্যরা মনোযোগ আহ্বান করে ও এই ঘোষণা দেয় যে রাস্তায় এক আরোহীর আগমন ঘটেছে। নবিজী বলেন যে সে হয়তো আবু খেইথামা, সেটি ছিল তাই।

সে তার সওয়ারি পশুটির পিঠ থেকে নেমে আসার পর নবীজীর কাছে যায় ও তাঁকে সালাম করে। তিনি বলেন, 'ধিক তোমাকে, আবু খেইথামা!' অতঃপর সে নবীজী-কে ঘটনাটি অবহিত করায়। তিনি তার সাথে ভালভাবে কথা বলেন ও তাকে আশীর্বাদ করেন।'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা:

'আবু খেইথামা আমাদের সাথে পিছনে থেকে গিয়েছিল। তার ইসলাম সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না ও এটি নিয়ে নিন্দাও করা হয়নি। সে ইসলামের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল, যা সে মনস্থ করেছিল। আবু খেইথামার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন খেইথামা আল-সালামি। আল্লাহর নবীর রওনা হওয়ার দশ দিন পর সে প্রত্যাবর্তন করে ও উত্তপ্ত গরমের দিনে তার দুই স্ত্রীর সন্নিকটে আসে, তারা ছিল তাদের কুঁড়ে ঘরে। -----[বাঁকি বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ]। ---

ওয়াদি আল-কুরা নামক স্থানে সে উমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহির নাগাল পায়, সে নবীর উদ্দেশ্যে আসছিলো। উমায়ের ছিল তার বন্ধু, তাই তারা একত্রে যাত্রা করে যতক্ষণে না তারা তাবুকের সন্নিকটে এসে পৌঁছে।

আবু খেইথামা বলে, "হে উমায়ের! আমি পাপ করার অপরাধে অপরাধী, যেখানে তুমি তা নও। প্রথমেই আমি আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাত করার পূর্ব পর্যন্ত তুমি কি অপেক্ষা করবে না।" তাই উমায়ের অপেক্ষা করে। আবু খেইথামা আল্লাহর নবীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় যখন তিনি ছিলেন তাবুকে অধিষ্ঠিত।

লোকেরা বলে, "এ হলো রাস্তার এক আরোহী।”
আল্লাহর নবী বলেন, "এ কি আবু খেইথাম?"
লোকেরা বলে, "হে আল্লাহর নবী, সে হলো আবু খেইথামা!"

অতঃপর তার উটটি-কে হাঁটু গেড়ে বসানোর পর সে তাঁর নিকটে যায় ও তাঁকে সালাম করে। আল্লাহর নবী বলেন, "তুমিই অত্যন্ত যোগ্য, হে আবু খেইথামা।" অতঃপর সে আল্লাহর নবীকে ঘটনাটি অবহিত করায়। আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "ভালো," অতঃপর তিনি তার জন্য দোয়া করেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আবু আল-মালিক বিন হিশামের (সংক্ষেপে, ইবনে হিশাম; মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) মতে আবু খেইথামার নাম ছিল, 'মালিক বিন কায়েস; আর আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে তার নাম ছিল, আবদুল্লাহ বিন খেইথামা আল-সালামি। [128]

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, আবু খেইথামা একজন মুমিন হওয়া সত্বেও তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছিলেন "দোদুল্যমন" অবস্থায়। অতঃপর মুহাম্মদ ও তাঁর সৈন্যরা তাবুক অভিযানে রওনা হওয়ার দশ দিন পর তিনি "তাঁর প্রিয় নবীর কষ্টের বিষয়টি অনুধাবন করে" এই অভিযানে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

কমপক্ষে যে **"চার জন মুমিন"** তাঁদের প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণে পিছিয়ে পড়ে ও মুহাম্মদের সাথে অভিযানে রওনা হতে ব্যর্থ হোন, আবু খেইথামা ছিলেন তাদেরই একজন। অন্য তিনজন ছিলেন: কা'ব বিন মালিক বিন আবু কা'ব, মুরারা বিন আল-রাবি ও হিলাল বিন উমাইয়া, যার বিস্তারিত আলোচনা 'মুমিনদের গাফিলতি ও অনুপস্থিতি (পর্ব: ২৩১)' পর্বে করা হয়েছে! আবু খেইথামা ছিলেন ভাগ্যবান, এই কারণে যে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর দোদুল্যমনতা পরিহার করে বিলম্বে হলেও তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করে "মুহাম্মদের শাস্তি" থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এই অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে মুহাম্মদ বাঁকি তিনজন-কে কী শাস্তি দিয়েছিলেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ বিশয়ের আলোচনা যথাসময়ে করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[125] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৪- ৬০৫

[126] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫২

[127] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৯৮-৯৯৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৮৯

[128] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৮৬১, পৃষ্ঠা ৭৮৩: আবু খেইথামা - 'তার নাম ছিল মালিক বিন কায়েস।'

২৩৫: তাবুক যুদ্ধ-৮: আবু যর আল-গিফারীর পরিণতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত নয়

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে আবু যর আল-গিফারী এক পরিচিত নাম। ইমাম মুসলিমের (৮১৫-৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদের এমন একজন বিশেষ অনুসারী, যিনি মুহাম্মদ (সা:) এর সঙ্গে সাক্ষাত ও তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দুই-তিন বছর আগে থেকেই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ও নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারেন যে মক্কায় এক লোক নিজেকে নবী দাবী করছে, তিনি তখন তাঁর ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তার ভাই উনায়েস-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। উনায়েস ফিরে এসে যখন তাকে সে খবরটি জানায়, তিনি নিজে মক্কায় গমন করে মুহাম্মদের সাথে দেখা করেন ও ইসলামে দীক্ষিত হোন। [129] [130]

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে 'তাবুক অভিযান' উপাখ্যানের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আবু খেইথামার মতই (পর্ব: ২৩৪) আবু যর আল-গিফারী ও "বিলম্বে" তাবুক অভিযানে যোগদান করেছিলেন। তবে তার এই বিলম্বের কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ ছাড়াও এই অভিযানের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ 'আবু যর আল-গিফারীর পরিণতি' সম্বন্ধে এমন এক ভবিষ্যতবাণী ব্যক্ত করেছিলেন, যা পরবর্তীতে সত্যে পরিণত হয়েছিল। আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [131] [132] [133]

(আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩৪) পর:

'অতঃপর নবিজী তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন ও লোকেরা পিছিয়ে পড়া শুরু করে। আল্লাহর নবীকে যখন জানানো হয় যে অমুক-তমুক পিছনে পড়ে আছে, তিনি বলেন, "তাকে থাকতে দাও; কারণ তার মধ্যে যদি কোন মঙ্গল থাকে তবে আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথে যোগদান করাবে; আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তোমাকে তার হাত থেকে মুক্তি দেবে [পর্ব: ২৩২]।'

অবশেষে রিপোর্ট পেশ করা হয় যে আবু যর পিছিয়ে পড়েছে ও তার উটটি তাকে বিলম্বিত করেছে। নবীজীও একই কথা বলেন। আবু যর তার উটের উপরে অপেক্ষা করতো, অতঃপর এটি যখন তাকে নিয়ে ধীর গতিতে চলা শুরু করে, সে তার সাজসরঞ্জাম-গুলো তার নিজের পিঠে নিয়ে নবীজীর গমনপথ অনুসরণ করে পায়ে হেঁটে রওনা দেয়। নবিজী যখন তাঁর যাত্রা বিরতির স্থানগুলোর একটিতে অপেক্ষা করছিলেন, এক লোক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে যে কেউ একজন রাস্তায় একাই হেঁটে আসছে। নবিজী বলেন যে তিনি প্রত্যাশা করেন যে সে হলো আবু যর; অতঃপর লোকেরা মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখার পর বলে যে লোকটি হলো সেইই।

নবিজী বলেন: "আবু যরের উপর আল্লাহর রহমত। সে চলে একা, সে মারা যাবে একা ও তাকে উঠানো হবে একাই।"

বুরাইদা বিন সুফিয়ান আল-আসলামি <মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাযি হইতে < আবদুল্লাহ বিন মাসুদ হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বলেছে যে উসমান যখন আবু যর-কে আল-রাবাধায় (মদিনার নিকটবর্তী একটি স্থান) নির্বাসিত করে ও

তার শেষ সময় উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে তার স্ত্রী ও দাস (আল-ওয়াকিদি: 'তার পুত্র') ব্যতীত আর কেউই উপস্থিত ছিল না। সে তাদের এই নির্দেশ দিয়েছিল যে, তারা যেন তাকে ধৌত করে কাফনে আবৃত করে ও বাতাস করে ও তাকে রাস্তার উপর শায়িত করে। অতঃপর প্রথম যে কাফেলা-টি তার পাশ দিয়ে যাবে তাদের-কে বলে যে সে কে ও তাকে সমাধিস্থ করার জন্য তারা যেন তাদের কাছে সাহায্যে চায়। যখন তার মৃত্যু হয়, তারা তাই করে। [134] [135]

কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ যখন হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ইরাক থেকে আসছিল তখন হঠাৎ তারা রাস্তার উপর শবের-খাটিয়াটি দেখতে পায়, উটগুলি এটির উপর পা দিয়ে তা প্রায় নিষ্পিষ্ট করতে যাচ্ছিল। দাসটি উঠে দাঁড়ায় ও বলে, "ইনিই আবু যর, নবীজীর সহচর। তোমরা তাকে সমাধিস্থ করার জন্য আমাদের সাহায্য করো।" [136]

আবদুল্লাহ বিন মাসুদ উচ্চস্বরে কান্না শুরু করে ও বলতে থাকে, "নবীজী ঠিকই বলেছিলেন। তুমি চলেছ একা, তুমি মারা গিয়েছ একা ও তোমাকে উঠানো হবে একাই।" অতঃপর সে ও তার সঙ্গীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় ও সমাধিস্থ করে। সে তাদেরকে তার গল্প ও তাবুকের রাস্তায় নবীজী যা বলেছিলেন তা শোনায়।'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা: [133]

'আল্লাহর নবী যখন থানিয়াতুল ওয়াদা [পর্ব:২৩২] ছেড়ে চলে যান, তখন তিনি ছিলেন পদব্রজে। যে লোকেরা তাঁর পিছনে পিছনে ছিল, তারা বলছিলো, "হে আল্লাহর নবী, অমুক-তমুক সঙ্গে আসে নাই।" তিনি বলেন, "তাকে থাকতে দাও; কারণ তোমাদের কাছে যদি সে ভাল হয় তবে আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথে যোগদান করাবে। যদি তা না হয়, তবে আল্লাহ তোমাদের তার হাত থেকে মুক্তি দেবে।"

মুনাফিকদের অনেকে তাঁর সাথে যাত্রা করে, তারা বের হয়েছিল একমাত্র লুটের মালের প্রত্যাশায় (Many people from the Hypocrites went out with him, and they did not go out except hoping for plunder)।

আবু যর যা বলতো, তা হলো: তাবুক অভিযানে প্রাক্কালে আমি আমার উটের কারণে বিলম্ব করেছিলাম। সেটি ছিল কৃশকায় ও রোগাক্রান্ত। তাই আমি বলি, "আমি এটিকে এক দিনের জন্য খাওয়াব ও অতঃপর আল্লাহর নবীর সাথে যোগদান করবো।" আমি এটিকে একদিনের জন্য খাওয়াই ও অতঃপর যাত্রা শুরু করি। কিন্তু যখন আমি ধুল-মারওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছই, এটি আমাকে ব্যর্থ করে।

আমি এটিকে একদিন যাবত পর্যবেক্ষণ করি, কিন্তু তাকে নড়াচড়া করতে দেখি না। তাই আমি আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমার পিঠে চাপাই। অতঃপর তীব্র উত্তাপের মধ্যে আমি আল্লাহর নবীর যাত্রাপথ অনুসরণ করে রওনা হই। লোকজন কেটে পড়ে ও আমি একজন মুসলমানকেও আমাদের সাথে যোগ দিতে দেখি নাই।

আমি মধ্যাহ্নের সময় নবীজীর নিকটে এসে পৌঁছই, আমি ছিলাম তৃষ্ণার্ত। এক পর্যবেক্ষক আমাকে রাস্তায় দেখে ফেলে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী, নিশ্চিতই এক লোক রাস্তায় একা একা হাঁটছে।" আল্লাহর নবী বলেন "এ হলো আবু যর।" লোকেরা আমার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখার পর বলে, "হে আল্লাহর নবী, এ হলো আবু যর!" আমি আল্লাহর নবীর পাশে না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন, অতঃপর বলেন:

"সম্ভাষণ, আবু যর! যে চলে একা, মারা যাবে একা ও তাকে উঠানো হবে একাই।"

তিনি বলেন, "হে আবু যর, কী কারণে তোমার বিলম্ব হলো?" সে তাঁকে তার উট সম্পর্কে অবহিত করায়। অতঃপর তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই আমার লোকদের মধ্যে তোমরা হলে সবচেয়ে শক্তিশালী, যারা আমার কাছ থেকে দূরে ছিলে। আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য যে পদক্ষেপ তুমি নিয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তোমার পাপ মার্জনা করবে।" সে তার পিঠ থেকে জিনিসপত্র-গুলো নামিয়ে রাখে। অতঃপর সে পানি চায়, এক পাত্র পানি আনা হয় ও সে তা পান করে।

উসমানের খেলাফতের সময়, যখন উসমান তাকে আল-রাবাধা নামক স্থানে নির্বাসিত করে ও তার নির্ধারিত সময়টি উপস্থিত হয়, তখন তার সাথে তার স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। সে তাদের-কে নির্দেশ দিয়েছিল ও বলেছিল, "যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন তোমারা আমাকে ধৌত ও আবৃত করার পর আমাকে রাস্তার মাঝখানে শোয়ায়ে রাখবে।" ---------[অবশিষ্ট বর্ণনা, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।]’

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আবু যর আল-গিফারী ছিলেন নবী মুহাম্মদের এমন এক সাহাবী, যিনি তার নম্রতা, তপস্যা ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব সমর্থক ও প্রাথমিক শিয়া মুসলমানদের প্রথম চার স্তম্ভের একটি হিসাবে বিবেচিত। [137]

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যখন ক্ষমতার রাজনীতিতে আলী ইবনে আবু তালিব সমর্থকরা পিছিয়ে পড়ে ও মুহাম্মদের বংশের (হাশেমী বংশে) লোকদের-কে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, একপ্রকার প্রহসনের মাধ্যমে 'আবু বকর - উমর গং'

ক্ষমতা কুক্ষিগত করে (বিস্তারিত: পর্ব: ১৫৪-১৫৮), আবু যর আল-গিফারী মদিনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় গমন করেন।

পরবর্তীতে হিজরি ৩০ সালে (৬৫০-৬৫১ খ্রিস্টাব্দ) ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদীন উসমান ইবনে আফফান ও তার সহকারী সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত মুয়াবিয়া ইবনে আবু-সুফিয়ানের সাথে আবু যর আল-গিফারী প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে খলিফা উসমানের নির্দেশে মুয়াবিয়া তাকে সিরিয়া থেকে নির্বাসিত করে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। মদিনায় আসার পর তিনি উসমানের কাছ থেকে 'তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ডর' সমর্থনে কোন প্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি নিজেই মদিনা থেকে 'নির্বাসিত' হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি মদিনা থেকে আল-হিজাযের যাত্রা পথে প্রায় তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত 'আল-রাবাধা' নামের এক গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। হিজরি ৩২ সালে (৬৫২-৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ) সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে এ বিশয়ে আল-তাবারী যে ঘটনাগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছেন:

'এই বছর -অর্থাৎ, হিজরি ৩০ সাল (৬৫০-৬৫১ খ্রিস্টাব্দ) - আবু যর ও মুয়াবিয়া সম্পর্কিত ও মুয়াবিয়া কর্তৃক তাকে সিরিয়া থেকে মদিনায় নির্বাসনের (ঘটনাগুলির) বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। কী কারণে সে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল সে সম্পর্কে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার অধিকাংশই আমি উল্লেখ করতে ঘৃণা বোধ করি। যারা মুয়াবিয়ার (ব্যাপারে) এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছে তারাই এ সম্পর্কে কাহিনী (কিসসা) বর্ণনা করেছে (যা ছিল নিম্নরূপ):

('In this year-that is, the year 30 (650-51)-occurred (the events) that have been recorded about the affair of Abu Dharr and

Mu'awiyah, and about Mu'awiyah's exiling him from Syria to Medina. Many things have been recorded as to why he sent him into exile, most of which I am loathe to mention. As for those who excuse Mu'awiyah in this (affair), they have told a story (qissah) about it [which runs as follows]:)

আল-তাবারীর সেই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার (ভলুম: ১৫; পৃষ্ঠা ৬৪-৬৮): [138]

‘‘আবু আল-সাওদা (Ibn al Sawda) সিরিয়ায় আসার পর আবু যরের সাথে দেখা করে ও বলে, "আবু যর, 'জনসাধারণের অর্থ আল্লাহর সম্পত্তি' মুয়াবিয়ার এই ঘোষণার বিষয়টি কি তোমাকে বিস্মিত করে নাই। নিশ্চয়ই সবকিছু আল্লাহরই। [এটা] এমন যে সে মুসলমানদের বাদ দিয়ে [রাজকোষ রেজিস্টার থেকে] মুসলমানদের নাম মুছে ফেলে এটিকে [নিজের জন্য] বাজেয়াপ্ত করতে চায়।" (পৃষ্ঠা ৬৪)

অতঃপর আবু যর মুয়াবিয়ার কাছে আসে ও বলে, "কেন তুমি মুসলমান জনসাধারণের অর্থ-কে (money) "আল্লাহর সম্পত্তি' বলে ঘোষণা করেছো?"

মুয়াবিয়া জবাবে বলে,

"আবু যর, আল্লাহ যেন তোমার প্রতি সদয় হয়। আমরা কি আল্লাহর দাস নই, জনসাধারণের অর্থ হলো তার সম্পদ, এই বিশ্ব হলো তার সৃষ্টি ও জনসাধারণের কর্তৃত্ব (আল-আমর) হলো তার কর্তৃত্ব?"

আবু যর বলে, "এই শব্দগুলো ব্যবহার করো না। আমি বলি নাই যে (জনসাধারণের অর্থ) আল্লাহর নয়, কিন্তু আমি বলবো যে, তা হলো মুসলমানদের সম্পত্তি।" (পৃষ্ঠা ৬৫)

আবু যর সিরিয়ায় জাগরণ শুরু করে ও লোকদের বলে, "হে ধনীরা, দরিদ্রদের সাহায্য করো। 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও'; সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে [কুরআন: ৯:৩৪-৩৫]।"

আবু যর এইরূপ বিবৃতি অব্যাহত রাখে যতক্ষণ না দরিদ্ররা উদ্দীপ্ত হতে থাকে ও তারা ধনীদের-কে এটি করতে বাধ্য করে ও যতক্ষণ না ধনীরা তাদের এই আচরণ সম্পর্কে মুয়াবিয়ার কাছে অভিযোগ করে এই বলে যে, তারা এই লোকদের প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে।

অতঃপর উসমানের কাছে মুয়াবিয়া চিঠি লিখে জানায়, "আবু যর আমার জন্য এক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ও তার কর্মকাণ্ড এই-এই বিষয়গুলো সাথে জড়িত।"

জবাবে উসমান তাকে লিখে জানায় যে সে যেন আবু যরের সাথে সংঘর্ষে না জড়ায় ও তাকে এক গাইডের সঙ্গে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়। আর সে যেন যথাসম্ভব নিজেকে ও তার জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখে; কারণ সে যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তবেই সে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে।

তাই মুয়াবিয়া একজন গাইড-কে সঙ্গে দিয়ে আবু যর-কে মদিনায় প্রেরণ করে। মদিনায় পৌঁছার পর আবু যর সা'ল পর্বতের পাদ দেশে বাড়িঘর (মাজালিস) দেখার পর বলে, "মদিনা-বাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা, তারা এক বিধ্বংসী আক্রমণ ও ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন (ও ক্ষতিগ্রস্ত) হবে।" [139]

মদিনায় আসার পর আবু যর যখন উসমানের সাথে দেখা করতে যায়, উসমান তাকে বলে, "আবু যর, সিরিয়ার লোকেরা কেন অভিযোগ করছে যে তুমি তাদের আঘাত

দিয়েছ?" আবু যর তাকে বলে যে "আল্লাহর সম্পত্তি" বলা উচিত হয় নাই, আর এটাও উচিত হয় নাই যে ধনীরা সম্পদের পিছনে ছুটবে। (পৃষ্ঠা -৬৬)

উসমান জবাবে বলে:
"আবু যর, আমাকে অবশ্যই আমার নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে ও প্রজাদের (রাইয়াহ) যা পাওনা আছে তা নিতে হবে। আমি তাদের তপস্বী হতে বাধ্য করতে পারি না; বরং, আমি তাদের-কে আল্লাহর আদেশগুলি মেনে চলা ও মধ্যপন্থার পথ অনুসরণ করে চলার জন্য আহ্বান জানাতে চাই।"

উসমানের এই জবাবের পর আবু যর তাকে বলে, "তাহলে আমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করার অনুমতি দাও, কারণ আমার জন্য মদিনা বসবাসের স্থান নয়।" উসমান জবাবে বলে, "তুমি কি এর পরিবর্তে এর চেয়েও খারাপ (কোন স্থানে) যেতে চাও?" আবু যর বলে, "আল্লাহর নবী আমাকে এই আদেশ করেছেন যে যখন নির্মাণাধীন এলাকাগুলো (আল বিনস) সা'ল পর্বত পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন আমি যেন এই স্থান (মদিনা) ত্যাগ করি।" উসমান বলে, "ঠিক আছে, তিনি তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই করো।"

তাই আবু যর রওনা হয় ও আল-রাবাধা নামক স্থানে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। উসমান তার জন্য একটি ছোট উটের পাল ও দুইজন দাস (মামলুকাইন) বরাদ্দ দেয়। পরবর্তীতে আবু যর বহুবার মদিনায় আসা-যাওয়া করে। একদা উসমানের দরবারে থাকা অবস্থায় সে কা'ব বিন আহবার (Ka'b al-Ahbar) নামের এক মুহাম্মদ অনুসারীর মাথায় আঘাত করে ও তার মাথাটি ফাটিয়ে দেয়।

কা'বের অপরাধ ছিল এই যে সে "আবু যরের ধ্যান-ধারণার সাথে" ভিন্নমত পোষণ করেছিল। এই ঘটনায় উসমান মনক্ষুন্ন হয় ও তাকে বলে,"আবু যর, আল্লাহকে ভয়

করো ও তোমার হাত ও জিহ্বাকে সংযত কর। -- আল্লাহর কসম, তুমি আমার কথা শুনবে, নতুবা আমি তোমার প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন করবো।" (পৃষ্ঠা ৬৭)।

আবু যর তার নিজ ইচ্ছায় আল-রাবাধায় চলে গিয়েছিল, এই কারণে যে, সে দেখেছিল যে উসমান তার দিকে ঝুঁকছিলেন না ও পরবর্তীতে মুয়াবিয়া তার পরিবারকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিল। তার পরিবারের লোকেরা যখন তার সাথে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখন তাদের সাথে যে বস্তাটি ছিল তা এত ভারী ছিল যে তা বহন করায় ছিল কঠিন। তা দেখার পর মুয়াবিয়া বলে, "এই লোকের সম্পদগুলো দেখো, যে কিনা এই পৃথিবীতে আত্মত্যাগের প্রচার করে!"

আবু যরের স্ত্রী জবাবে বলে, "না, আল্লার কসম, এতে না আছে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রা, আছে কেবল তাম্র মুদ্রা, যাতে তার সরকারি বেতন ('আতা') শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে যেন আমাদের প্রয়োজনে তা থেকে অল্প কিছু মুদ্রা নিতে পারে।"

আল-রাবাধায় অবস্থানকালে উসমানের নির্দেশে প্রত্যেক দিন জবাই করা উটের একটি পা (leg) সেই অঞ্চলের খলিফার প্রতিনিধিরা আবু যর আল-গিফারী ও রাফি বিন খাদিজের (Rafi' b. Khadij) নিকট পাঠিয়ে দিতো। এই দু'জনই মদিনা থেকে চলে এসেছিল(পৃষ্ঠা ৬৮)।' -------

>>> আল-তাবারীর উপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে আবু যর আল-গিফারী কে বলেছিলেন: *"আমরা আল্লাহর দাস, জনসাধারণের অর্থ হলো তার সম্পদ, এই বিশ্ব হলো তার সৃষ্টি ও জনসাধারণের কর্তৃত্ব হলো তার কর্তৃত্ব।"*

এমনতর বাক্যগুলোর উৎস হলো, স্ব-ঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! তিনি অনুরূপ বাক্য বর্ষণ করেছিলেন 'বানু কেইনুকা ইহুদি গোত্রকে মদিনা থেকে উচ্ছেদ' করার প্রাক্কালে (পর্ব: ৫১):

"তোমাদের জানা উচিত যে এই ভূমির মালিক আল্লাহ এবং তার রসুল।--"

অন্যদিকে, আবু যর আল-গিফারী তার প্রয়োজনে ধনীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন, মুহাম্মদের শেখানো হুমকি: *"হে ধনীরা, দরিদ্রদের সাহায্য করো। 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও---* (কুরআন: ৯:৩৪-৩৫)!'

মুহাম্মদ তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন "তাঁর আল্লাহ-কে"। আর মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন 'মুহাম্মদ-কে; তাঁরপন্থা-কে; তাঁর আল্লাহ-কে!' আজকের মুহাম্মদ অনুসারীরাও তার ব্যতিক্রম নয়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[129] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১; হাদিস নম্বর ৬০৪৬
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-6046/

[130] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১; হাদিস নম্বর ৬০৪৮
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-6048/

[131] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৬

[132] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬

[133] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০০০-১০০১; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৯০

[134] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৯০: 'মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাযি ছিলেন বানু কুরাইজা গোত্রের। সম্ভবত: তাঁর পিতা কিংবা পিতামহ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ৭২৬-৭২৭ সালে (হিজরি ১০৮ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।'

[135] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৯১: ‘আল-রাবাধা - মদিনা থেকে আল-হিজাযের যাত্রা পথে প্রায় তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম।'

[136] আবদুল্লাহ বিন মাসুদ ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের একজন। তিনি কুরআনের এক প্রসিদ্ধ পাঠক ও কুরআন ব্যাখাকারী হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত।

[137] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৩৮৮

[138] আল-তাবারী: ভলুউম ১৫: 'The Crisis of the Early Caliphate' - translated and annotated by R. Stephen Humphreys; University of Wisconsin, Madison; State University of New York Press; ISBN 0-7914-0154-5; ISBN 0-7914-0155 -3 (pbk); পৃষ্ঠা ৬৪-৬৮

[139] Ibid আল-তাবারী; ভলুম ১৫; নোট নম্বর ১১১: 'সা'ল হলো মদিনার উপকণ্ঠে নবীর মসজিদ থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়।'

২৩৬: তাবুক যুদ্ধ-৯: আবু যর গিফারীর অশ্লীলতা ও মিথ্যাচার এবং!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত দশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের সকল ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট, এই কারণে যে, আদি উৎসে এই ইতিহাসের লেখক ও বর্ণনাকারীরা হলেন শুধুই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর নিবেদিত-প্রাণ অনুসারীরা; আত্মপক্ষ সমর্থনে পরাজিত ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রামাণিক সাক্ষ্য বা বিবৃতির কোন অস্তিত্বই এই ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না (পর্ব: ৪৪)। এই অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও একপেশে ইতিহাস থেকে সত্য-কে খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ ও গবেষণা-ধর্মী কার্যকম। এই ইতিহাসে 'আবু যর আল-গিফারীর' চরিত্রের যে চিত্র সাধারণ মানুষদের কাছে বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত, তা হলো: তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র-ভদ্র-সত্যবাদী-রুচিশীল এক ব্যক্তিত্ব! কিন্তু আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত সেই ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এর বিপরীত চিত্র সুস্পষ্ট।

আদি উৎসে আবু যর আল-গিফারীর ইসলাম গ্রহণের যে উপাখ্যান বর্ণিত আছে তা দু'টি ভিন্ন উৎস থেকে বর্ণিত। একটির বর্ণনাকারী হলো আবদুল্লাহ বিন সামিত, যা যথাসম্ভব গোপন করা হয় কিংবা প্রতারণার আশ্রয়ে প্রকৃত ঘটনার "বিশেষ অংশগুলো" বিকৃতরূপে প্রকাশ করা হয়। আর অপরটির বর্ণনাকারী হলো ইবনে

আব্বাস, যা বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত। কদাচিৎ প্রচারিত ও উপস্থাপিত উপাখ্যানটি হলো এই:

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১ ও হাদিস নম্বর ৬০৪৬: [140] [141]

'আবদুল্লাহ বিন সামিত বর্ণনা করেছেন যে আবু যর বলেছে:
আমরা আমাদের গিফার গোত্র থেকে বের হয়ে পড়ি, যারা নিষিদ্ধ মাসগুলিকে অনুমোদিত মাস হিসেবে গণ্য করতো। আমি ও আমার ভাই উনায়েস ও আমাদের মা আমাদের মামার সাথে থাকি যারা আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করত। তার গোত্রের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে ও তারা বলে:

তুমি যখন তোমার বাড়ি থেকে দূরে থাকো, **উনায়েস তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে**। আমাদের মামা এসে আমাদের-কে সেই পাপের জন্য অভিযুক্ত করে, যা তাকে জানানো হয়েছিল।

আমি বলি: আপনি আমাদের সাথে যে ভাল ব্যবহার করেছেন তা নষ্ট করে দিলেন। আমরা আমাদের উটের কাছে আসি ও (আমাদের) মাল-পত্র বোঝাই করি। আমাদের মামা (এক টুকরো) কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে কান্না শুরু করে। আমরা এগিয়ে যাই ও মক্কার পাশে শিবির স্থাপন করার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখি। উনায়েস (আমাদের) উটগুলো ও (তার উপর) আরও সম-সংখ্যক উট বাজি ধরে। তারা উভয়ে এক গণকের কাছে যায় ও সে উনায়েস-কে জিতিয়ে দেয়, অতঃপর উনায়েস আমাদের উটগুলো ও তার সমপরিমাণ উট নিয়ে ফিরে আসে।

সে (আবু যর) বলে: হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাতের তিন বছর আগে থেকে নামাজ আদায় করতাম। আমি বলি [রাবি]: আপনি কার জন্য প্রার্থনা করতেন? তিনি বলেন: আল্লাহর জন্যে। আমি বলি: কোন দিকে (প্রার্থনার

জন্য) মুখ ফিরাতেন? তিনি বলেন: আল্লাহ যে দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিতেন আমি সে দিকে মুখ ফিরাতাম। আমি রাতের শেষ অংশে এশার নামাজ আদায় করতাম ও সূর্য আমার উপরে ওঠা পর্যন্ত আমি চাদরের মত সিজদায় পড়ে থাকতাম।

উনায়েস বলে: মক্কায় আমার একটা কাজ আছে, তুমি এখানে থাকো। উনায়েস মক্কায় গমন করে ও বিলম্বে আমার কাছে ফিরে আসে। আমি বলি: তুমি কি করেছিলে? সে বলে: আমি মক্কায় এক লোকের সাথে দেখা করেছি যিনি তোমার ধর্মের উপর আছেন ও তিনি দাবী করছেন যে নিশ্চিতরূপেই যে তাকে পাঠিয়েছে সে হলো আল্লাহ। আমি বলি: মানুষ তাঁর সম্পর্কে কি বলে? সে বলে: তারা বলে যে তিনি একজন কবি, কিংবা গণক, কিংবা জাদুকর। উনায়েস নিজেও ছিল কবিদের একজন, বলে: আমি গণকের কথা শুনেছি কিন্তু তার কথা কোনভাবেই তাঁর (কথার) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর আমি তাঁর কথাগুলিকে কবিদের পদাবলীর সাথেও তুলনা করেছি, কিন্তু এই ধরনের কথাগুলো কোন কবিই উচ্চারণ করতে পারে না। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যবাদী ও তারা মিথ্যাবাদী। অতঃপর আমি বলি: তুমি এখানে থাকো, যতক্ষণে না আমি তাঁকে দেখার জন্য যাই।

তিনি [আবু যর] বলেন: আমি মক্কায় গমন করি ও আমি তাদের মধ্য থেকে এক নগণ্য ব্যক্তিকে বেছে নিই ও তাকে বলি: সে কোথায়, যাকে তোমরা সা'বি [ধর্ম পরিবর্তনকারী] বলে ডাকো? সে আমার দিকে ইশারা করে বলে: সে হলো সা'বি (Sabi)। অতঃপর উপত্যকার লোকেরা আমাকে চড়-থাপ্পড় (Sods) ও ধনুক দিয়ে আক্রমণ করে যতক্ষণ না আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই।

আমার জ্ঞান ফিরে আসার পর আমি উঠে দাঁড়াই ও দেখতে পাই যে আমি যেন এক লাল মূর্তি। আমি জমজমের নিকট আসি ও আমার গায়ের রক্ত ধুয়ে ফেলি ও সেখান থেকে পানি পান করি; আর শোনো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি সেখানে ত্রিশ রাত বা দিন অতিবাহিত করি ও সেখানে আমার জন্য জমজমের পানি ছাড়া কোন খাবার ছিল

না। অতঃপর আমি এতটাই স্থূলকায় হয়ে যাই যে আমার পেটে ভাঁজ দেখা যায় ও আমি আমার পাকস্থলীতে কোন ক্ষুধা অনুভব করি না।

এটি ছিল সেই সময়টিতে যখন মক্কার লোকেরা চাঁদনী রাতে ঘুমিয়েছিল ও কেউই সেখানে কাবা-ঘর প্রদক্ষিণের জন্য ছিল না, ব্যতিক্রম শুধু দুজন মহিলা যারা ইসাফ ও নাইলার (দুটি দেব-দেবীর প্রতিমা) নামে প্রার্থনা করছিল। তারা তাদের প্রদক্ষিণের সময় আমার কাছে আসে ও আমি বলি: একজনকে অন্যজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও, কিন্তু তারা তাদের প্রার্থনা থেকে বিরত হয় না।

তারা [আবার] আমার কাছে আসে ও আমি তাদের বলি:
(প্রতিমাগুলোর লজ্জা স্থানে) কাঠ ঢুকিয়ে দাও। (এটি আমি তাদেরকে এরূপ স্পষ্ট ভাষায় বলি) যেহেতু আমি তা রূপক ভাষায় প্রকাশ করতে পারি নাই। এই মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় ও বলতে থাকে: আমাদের লোকদের মধ্যে যদি কেউ একজন থাকতো (সে আমাদের প্রতিমাদের সম্বন্ধে আমাদের সামনে তোমার এই অশ্লীল কথাগুলো বলার জন্য তোমাকে একটা শিক্ষা দিতো)।

এই মহিলারা আল্লাহর নবী (সাঃ) ও আবু বকরের সাক্ষাত পায়, তারাও পাহাড়ের নিচে নেমে আসছিল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন: তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলে: এক সা'বি আছে, যে কাবা ও এর পর্দার মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। তিনি বলেন: সে তোমাদের-কে কী বলেছে? তার বলে: সে আমাদের সামনে এমন কথা উচ্চারণ করছে যা আমরা প্রকাশ করতে পারি না। আল্লাহর নবী (সাঃ) আসেন, কালো পাথরে চুম্বন করেন ও তাঁর সঙ্গীসহ কাবা-ঘর প্রদক্ষিণ করেন ও অতঃপর নামাজ আদায় করেন। তাঁর নামাজ যখন শেষ হয়, আবু যর বলে: আমিই ছিলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তাঁকে শান্তির অভিবাদন জানিয়েছিলাম ও (এই শব্দগুলো) উচ্চারণ করেছিলাম, এই ভাবে: হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক; অতঃপর তিনি বলেছিলেন: এটি তোমার উপরও হতে পারে, আর আল্লাহর রহমত।

অতঃপর তিনি বলেন: তুমি কে? আমি বলি: বানু গিফার গোত্রের। তিনি তাঁর হাতে হেলান দেন ও কপালে তাঁর আঙ্গুল রাখেন ও আমি নিজেকে বলি: সম্ভবত তিনি এটা পছন্দ করেননি যে আমি গিফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাঁর হাত ধরার চেষ্টা করি কিন্তু তার বন্ধু যে তাঁর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানত, আমাকে তা করতে বিরত করে। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা উঁচু করেন ও বলেন: তুমি কতদিন ধরে এখানে আছো? আমি বলি: আমি গত ত্রিশ রাত্রি বা দিন যাবত এখানে আছি। তিনি বলেন: কে তোমাকে খাওয়াচ্ছে? আমি বলি: আমার জন্য জমজমের পানি ছাড়া আর কোন খাবার নেই। আমি এত স্থূলকায় [মোটা] হয়েছি যে আমার পেটে ভাঁজ দেখা দিয়েছে ও আমি কোন ক্ষুধা অনুভব করি না। তিনি বলেন: এটা বরকতময় (পানি) এবং এটি খাদ্য হিসেবেও কাজ করে।

অতঃপর আবু বকর বলে: হে আল্লাহর নবী, আজ রাতের জন্য গৃহকর্তা হিসাবে আমাকে তার আতিথেয়তা করার সুযোগ দিন; অতঃপর আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এগিয়ে যান ও আবু বকরও তাই করে, আর আমিও তাদের সাথে যাই। আবু বকর দরজা খুলে দেই ও অতঃপর সে আমাদের জন্য তায়েফের কিশমিশ পরিবেশন করে; এটাই ছিল প্রথম খাবার যা আমি সেখানে খেয়েছিলাম। তারপর যতদিন আমাকে থাকতে হয় ততদিন আমি থাকি। অতঃপর আমি আল্লাহর নবীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে আসি ও তিনি বলেন: আমাকে প্রচুর পরিমাণ বৃক্ষ সমৃদ্ধ স্থান দেখানো হয়েছে ও আমি মনে করি যে সেটি ইয়াত্রিব (মদিনার পূর্ব নাম) ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার জনগণের কাছে একজন প্রচারক। আমি আশা করি তোমার মাধ্যমে আল্লাহ হয়তো তাদের উপকার করবে ও হয়তো সে [আল্লাহ] তোমাকে পুরস্কৃত করবে।

আমি উনায়েসের কাছে আসি ও সে বলে: তুমি কি করেছো? আমি বলি: আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি ও আমি (আল্লাহর নবীর নবুয়তের) সাক্ষ্য দিয়েছি। সে বলে:

তোমার ধর্মের প্রতি আমার কোন অনীহা নেই, আমিও ইসলাম গ্রহণ করছি ও (মুহাম্মদের নবুয়তের) সাক্ষ্য দিচ্ছি। অতঃপর আমরা উভয়েই আমাদের মায়ের কাছে আসি ও সে বলে: তোমাদের ধর্মের প্রতি আমার কোন অনীহা নেই, আমিও ইসলাম গ্রহণ করছি ও মুহাম্মদের নবুয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছি।

অতঃপর আমরা আমাদের উটগুলোতে মালামাল বোঝাই করি ও আমাদের গোত্র গিফারের কাছে আসি ও গোত্রের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের প্রধান ছিল আইমি বিন রাহাদা গিফারী ও সে ছিল তাদের নেতা। আর গোত্রের অর্ধেক লোক বলে: আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো যখন আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) মদিনায় আসবেন। আর আল্লাহর নবী যখন মদিনায় আসেন, বাঁকি অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর আসলাম গোত্রের লোকেরা নবীজীর (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে আসে ও বলে: হে আল্লাহর রসূল, আমরাও ইসলাম গ্রহণ করছি, আমাদের ভাইদের মত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন: আল্লাহ গিফার গোত্রকে ক্ষমা করে দিয়েছে ও আল্লাহ আসলাম গোত্রকে (ধ্বংস থেকে) রক্ষা করেছে।'

আর, বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত উপাখ্যানটি হলো এই:

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৬; হাদিস নম্বর ৭২৫: [142] [143]

'আবূ জামরা হতে বর্ণিত: ইবনে আব্বাস আমাদের কে বলেছেন, "আমি কি তোমাদের-কে আবূ যার এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করব?" আমার বলি, "হ্যাঁ।" তিনি বলেন, "আবূ যার বলেছে:

আমি গিফার গোত্রের একজন লোক। আমরা জানতে পেলাম যে মক্কায় এক লোক আত্মপ্রকাশ করেছে, যে নিজেকে নবী দাবী করেছেন। আমি আমার ভাই উনায়েস-কে

বলি, 'তুমি তাঁর কাছে যাও ও তাঁর সাথে কথা বলো ও তাঁর খবরাখবর আমার কাছে নিয়ে এসো।' সে রওনা হয় ও তাঁর সাথে দেখা করে ও ফিরে আসে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমার কাছে কী খবর আছে?' সে বলে, 'আল্লাহর কসম! আমি এক ব্যক্তি-কে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করছেন।' আমি তাকে বলি, 'তোমার এই সামান্য তথ্য আমাকে সন্তুষ্ট করে নাই।' তাই আমি পানি রাখার এক চামড়ার থলি ও একটি লাঠি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমি তাঁকে (অর্থাৎ, নবীজী (সাঃ)) চিনতাম না ও তাঁর সম্বন্ধে আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করাও পছন্দ করি নাই।

আমি যমযমের পানি পান ও মসজিদে অবস্থান করতে থাকি। অতঃপর আলী আমার পাশ দিয়ে গমন করে ও বলে, 'মনে হয় তুমি একজন বিদেশী?' আমি বলি, 'হ্যাঁ।' সে তার বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায় ও আমি তার সাথে যাই। সে আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে না, আর আমিও তাকে কোন কিছু বলি না। পরদিন সকালে আমি নবিজী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মসজিদে গমন করি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কেউই আমাকে কিছু বলে না। আলী আবারও আমার পাশ দিয়ে গমন করে ও জিজ্ঞাসা করে, 'লোকটি কি এখনো তার আবাস চিনতে পারে নাই?' আমি বলি, 'না।' সে বলে, 'আমার সাথে এসো।' সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বিষয়টি কি? কেন এ শহরে তোমার আগমন?' আমি তাকে বলি, 'যদি তুমি আমার বিষয়টি গোপন রাখো তবে আমি তোমাকে তা বলবো।' সে বলে,'আমি তা করবো।'

আমি তাকে বলি, 'আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, যিনি নিজেকে নবী দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে কোন সন্তোষজনক খবর না নিয়েই ফিরে এসেছে; তাই আমি তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করার মনস্থ করেছি।' আলী (আবু যর-কে) বলে, 'তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছ; আমি এখনই তাঁর কাছে যাচ্ছি, সুতরাং আমাকে অনুসরণ করো ও যেখানেই আমি প্রবেশ করবো, আমার পরে তুমি

প্রবেশ করো। আমি যদি এমন কাউকে দেখতে পাই যে তোমার সাথে ঝামেলা করতে পারে, আমি দেয়ালের কাছে দাঁড়াবো ও আমার জুতা ঠিক করার ভান করবো (সতর্ক সংকেত হিসাবে), আর তুমি তখন দূরে চলে যাবে।'

আলী এগিয়ে চলে ও আমি তার সাথে গমন করি যতক্ষণে না সে এক স্থানে প্রবেশ করে, আমি তার সাথে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্থানে প্রবেশ করি, যাকে আমি বলি, 'আমার কাছে ইসলাম (মূলনীতি) উপস্থাপন করুন।' তিনি যখন তা করেন, আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করি। তিনি আমাকে বলেন, 'হে আবু যর, তোমার ধর্মান্তরের বিষয়টি গোপন রেখো ও তোমার নগরে ফিরে যাও; অতঃপর তুমি যখন আমাদের বিজয়ের কথা শুনবে, আমাদের কাছে ফিরে এসো।'

আমি বলি, 'যে আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছে তার কসম, আমি প্রকাশ্যে তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) মধ্যে আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেব।' আবু যর মসজিদে গমন করে, যেখানে কুরাইশদের কিছু লোক উপস্থিত ছিল, অতঃপর বলে, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার অধিকার নেই, আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।'

(এটা শুনে) কুরাইশরা বলে উঠে, 'এই ধর্মত্যাগী (সা'বি) লোকটিকে ধরো। তারা উঠে দাঁড়ায় ও আমাকে মারধর করে মৃতপ্রায় করে।

আল আব্বাস আমাকে দেখতে পায় ও আমাকে রক্ষার জন্য ছুটে এসে নিজেকে আমার উপর স্থাপন করে। অতঃপর সে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলে, 'ধিক তোমাদের! তোমারা গিফার গোত্রের এক লোককে হত্যা করতে চাও, যদিও তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ সমস্তই গিফার অঞ্চলের ভিতর দিয়ে?' তাই তারা আমাকে ছেড়ে দেয়।

পরদিন সকালে আমি (মসজিদে) ফিরে আসি ও আগের দিন যেমনটি বলেছিলাম তেমনই বলি। তারা আবারও বলে, 'এই ধর্মত্যাগী (সা'বি) লোকটিকে ধরো!' তারা আমার সাথে ঠিক আগের দিনের মতোই আচরণ করে; আর আল আব্বাস আবারও আমাকে দেখতে পায় ও আমাকে রক্ষার জন্য ছুটে এসে নিজেকে আমার উপর স্থাপন করে এবং তাদের-কে একই কথা বলে যেমনটি সে আগের দিন বলেছিল।' সুতরাং, এটি ছিল আবু যর এর ইসলাম গ্রহণ (আল্লাহ যেন তার প্রতি দয়া করে)।"'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আবু যর আল-গিফারী ছিলেন বানু আল-গিফার গোত্রের এক লোক, যে গোত্রের লোকেরা আরবের নিষিদ্ধ মাসগুলিতেও (যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহররম ও রজব [পর্ব: ২৯]) সহিংসতা বৈধ বলে বিবেচনা করতেন। লক্ষণীয় বিশয় এই যে, এই দুটি উপাখ্যানেরই সবচেয়ে আদি উৎস হলো, "আবু যর আল-গিফারী", যার বর্ণনার ভিত্তিতেই আবদুল্লাহ বিন সামিত ও ইবনে আব্বাস ও এই উপাখ্যান দু'টি উদ্ধৃত করেছেন।

প্রথম উপাখ্যানটি-তে আবু যর আল-গিফারী বর্ণনা করছেন যে মক্কায় আগমনের পর তিনি মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন সেই সময়টিতে, যখন মুহাম্মদ ও আবু বকর কাবায় এসে কালো পথরে চুমু ও কাবা প্রদক্ষিণ ও অতঃপর তথায় তাদের নামাজ আদায় সমাপ্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি গিয়েছিলেন আবু বকরের বাড়ীতে ও অতঃপর তিনি নবীর কাছে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় উপাখ্যানটিতে আবু যর গিফারী বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইবনে আবু তালিব তাকে নবী মুহাম্মদের বাড়িতে নিয়ে যান ও সেখানে তিনি মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাত ও কথা বলেন ও অতঃপর ইসলামে দীক্ষিত হোন। প্রশ্ন হলো,

"কী কারণে আবু যর গিফারী দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী গল্প শুনিয়েছিলেন? তার এই দুই বিপরীত-ধর্মী বর্ণনার কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা?"

প্রথম উপাখ্যানটি-তে আবু যর আল-গিফারী বর্ণনা করছেন যে, মক্কায় আগমনের পর তিনি 'এক নগণ্য ব্যক্তি-কে' প্রশ্ন করেছিলেন, "সে কোথায়, যাকে তোমরা সা'বি বলে ডাকো?" তার এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'সেই নগণ্য ব্যক্তিটি' তার দিকে ইশারা করে বলে যে আবু যরই হলো সা'বি, তখন কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে ফেলেছিলেন! এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: "কুরাইশরা আবু যর আল-গিফারী-কে পিটিয়েছিলেন 'তার ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বেই'!"

আর দ্বিতীয় উপাখ্যানটিতে আবু যর গিফারী বর্ণনা করছেন, মক্কা আগমনের পর তিনি "নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করেন নাই!" তিনি আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে গমন করেন ও ইসলামে দীক্ষিত হোন। "ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর" নবী মুহাম্মদ তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন 'তার ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখে' যতক্ষণে না মুহাম্মদ বিজয় অর্জন করেন। কিন্তু আবু যর তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে "কুরাইশদের সামনে প্রকাশ্যে" তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ঘোষণা দেয়। আর তা শোনার পর কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে পিটিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থা করে! এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো: "কুরাইশরা আবু যর আল-গিফারী-কে পিটিয়েছিলেন 'তার ধর্মান্তরিত হওয়ার পর', আগে নয়!"

প্রশ্ন হলো, "আবু যর আল-গিফারীর এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী ভাষ্যের কোনটি সত্যি আর কোনটি মিথ্যা? না'কি দুটোই মিথ্যা?

আলোচনার খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই যে, "কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে আবু যর আল-গিফারী-কে সত্যই পিটিয়েছিলেন", তবে যে প্রশ্নের উত্তর জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কুরাইশদের এই ক্ষিপ্ত হওয়ার প্রকৃত কারণটি কী ছিল? শুধুই কী আবু

যরের এই ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদ? না কী অন্য কিছু? The Devil is in the detail (পর্ব: ১১৩)!

>>> আ'দি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, "মুহাম্মদ যখন তাঁর ধর্ম-প্রচারের নামে কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী, কৃষ্টি-সভ্যতা ও পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেছিলেন তখন তাঁরা তাঁদের ধর্মরক্ষা ও অসম্মানের প্রতিবাদে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন (পর্ব ৪১-৪২)। আর, আবু যর আল-গিফারীর প্রথম উপাখ্যানটির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি:

'নিশুতি রাতে' যখন দুজন কুরাইশ মহিলা তাঁদের ইসাফ ও নাইলার প্রতিমা পূজা ও কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন এই আবু যর আল-গিফারী তার "ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বেই" তাঁদের এই প্রতিমা দু'টি সম্বন্ধে যে অশ্লীল মন্তব্য-টি করেছিলেন, তা হলো: "(প্রতিমাগুলোর লজ্জা স্থানে) কাঠ ঢুকিয়ে দাও।"

আবু যরের এই অশ্লীল আচরণ ও কুরাইশদের পূজনীয় প্রতিমা দু'টির অসম্মানের কারণে মহিলা দু'টি ভীষণ মনকষ্টে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় ও বলতে থাকে: *"আমাদের লোকদের মধ্যে যদি কেউ একজন থাকতো, সে আমাদের প্রতিমাদের সম্বন্ধে আমাদেরই সামনে তোমার এই অশ্লীল কথাগুলো বলার জন্য তোমাকে একটা শিক্ষা দিতো!"* পথে তাঁদের দেখা হয় 'মুহাম্মদ ও আবু বকরের' সাথে ও মহিলা দু'টি তাদের-কে বিষয়টি জানায়। কিন্তু তারা এই ঘটনার কোন গুরুত্বই না দিয়ে "কুরাইশদের ধর্ম অবমাননা-কারী ও অশ্লীল মন্তব্য-কারী" সেই ব্যক্তি-টি কে তাদের বাসায় নিয়ে আদর-আপ্যায়ন ও তাদের দলভুক্ত করে নেই।

“ক্রন্দনরত এই দুই মহিলা শুধু মুহাম্মদ ও আবু-বকর-কেই এই ঘটনা-টি অবহিত করিয়েছিলেন, লোকালয়ে ফিরে গিয়ে তাঁরা এই সংবাদটি অন্যান্য কুরাইশদের অবহিত করেন নাই, এমন চিন্তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।"

প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চিতরূপেই এই মহিলারা কুরাইশদের কাছে গিয়ে 'আবু যর আল-গিফারীর এই অশ্লীলতার বিষয়টি' অবহিত করেছিলেন। মক্কায় এসে এক বিদেশী লোক, "নিশুতি রাতে প্রার্থনারত কুরাইশ মহিলাদের সামনে তাঁদের পূজনীয় প্রতিমাগুলো-কে অশ্লীল ভাষায় অসম্মান করেছে," সঙ্গত কারণেই কুরাইশরা এই ব্যাপারটি শোনার পর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভুললে চলবে না, কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এহেন কর্ম-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই অতিষ্ঠ ও ক্ষুব্ধ। আদি উৎসের এই দু'টি উপাখ্যানের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কুরাইশরা যদি সত্যিই আবু যর আল-গিফারী-কে পিটিয়ে থাকেন, তবে তার প্রকৃত কারণ হলো আবু যরের এই অশ্লীল মন্তব্য। তাঁর ইসলামে দীক্ষিত হওয়া নয়।

একজন মিথ্যাবাদী যখন বানিয়ে বানিয়ে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে নিজের গল্প নিজেই বর্ণনা করেন, তখন তিনি তার বর্ণনায় "তার অন্যায় আচরণ ও কর্মকাণ্ড-গুলো" যথাসাধ্য গোপন বা বিকৃত উপস্থাপনায় বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে ঘটনার বর্ণনা কালে "নিজের অজান্তেই" এমন কিছু অসঙ্গতি বা প্রমাণ রেখে যান, যা ঘটনার বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠে।

গত পর্বের (পর্ব: ২৩৫) আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, 'আবু যর আল-গিফারী-কে খলিফা উসমান মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন নাই।' খলিফা উসমান তার 'কর্ম-কাণ্ডের সমর্থন না দেওয়ায় তিনি মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন; একদা উসমানের দরবারে থাকা অবস্থায় তিনি কা'ব বিন আহবার নামের এক মুহাম্মদ অনুসারীর মাথায় আঘাত করে ও তার মাথাটি ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, যে কারণে উসমান তার এই

সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি প্রদান করেছিলেন; পরবর্তীতে তিনি নিজ ইচ্ছায় আল-রাবাধায় চলে গিয়েছিলেন। মদিনা থেকে চলে আসার পর, খলিফা উসমান তাকে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা জারী রেখেছিলেন। বর্ণনায় আমরা আরও জেনেছি, মুয়াবিয়া যখন তার পরিবার-কে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তখন তাদের সাথে যে বস্তাটি ছিল "তা এত ভারী ছিল" যে তা বহন করায় ছিল কঠিন! আবু যরের স্ত্রীর ভাষায় "বস্তায় ছিল শুধুই তাম্র মুদ্রা!"

"সহি মুমিন" মুসলমানদের মিথ্যাচারের নমুনা:

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাদের www.Hadithbd.com ওয়েব-সাইটে উপরে বর্ণিত প্রথম উপাখ্যানটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন [সহী মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) হাদিস নম্বরঃ ৬১৩৫], যে অনুবাদে তারা **"এই একই ইংরেজি অনুবাদ"** উদ্ধৃত করেছেন।
আর এই ইংরেজি অনুবাদের কোথাও যে কোনরূপ ভুল বা বিকৃতি আছে, তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকারীরা উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তাদের সেই বাংলা অনুবাদে, ইংরেজি অনুবাদের যে তথ্যগুলো বিকৃত করা হয়েছে, তা হলো: [144]

(১) "--আমি ও আমার ভাই উনায়েস ও আমাদের মা আমাদের মামার সাথে থাকি যারা আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করত। তার গোত্রের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে ও তারা বলে: 'তুমি যখন তোমার বাড়ি থেকে দূরে থাকো, উনায়েস তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে (The men of his tribe fell jealous and they said: When you are away from your house, Unais commits adultery with your wife)।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকারীদের অনুবাদ:

“----এতে তাঁর গোত্রের লোকেরা আমাদের প্রতি হিংসা করতে লাগল। তারা বলল, তুমি যখন তোমার পরিবার থেকে বের হও তখন উনায়স (রাঃ) তোমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যাতায়াত করে।"

>> "--Unais commits adultery with your wife"- এর অনুবাদে যখন বর্ণিত হয়, “উনায়েস তোমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যাতায়াত করে”; তখন তা হয় সত্যকে আড়াল করার অপচেষ্টা ও মিথ্যাচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত!

(২) "আমাদের মামা এসে আমাদেরকে সেই পাপের জন্য অভিযুক্ত করে, যা তাকে জানানো হয়েছিল (Our maternal uncle came and he accused us of the sin which was conveyed to him)।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকারীদের অনুবাদ: "এরপর আমাদের মামা আসলেন এবং তাকে যা বলা হয়েছে তিনি তা আমাদের নিকট প্রকাশ করে দিলেন।"

>> এই অনুবাদে "সেই পাপের জন্য অভিযুক্ত করে" অংশটি গোপন করা নিশ্চিত রূপেই মিথ্যাচার!

(৩) "তারা আমার কাছে আসে ও আমি তাদের বলি: (প্রতিমাগুলোর লজ্জা স্থানে) কাঠ ঢুকিয়ে দাও (They came to me and I said to them: Insert wood (in the idols' private parts)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকারীদের অনুবাদ: "তারা আবার আমার সম্মুখ দিয়ে এল। আমি (বিরক্ত হয়ে) বললাম, (ওদের) লজ্জাস্থান কাঠের মত।"

>>> মিথ্যাচারের আর একটি দৃষ্টান্ত!

(৪) "(এটি আমি তাদেরকে এরূপ স্পষ্ট ভাষায় বলি) যেহেতু আমি তা রূপক ভাষায় প্রকাশ করতে পারি নাই (I said this to them in such plain words) as I could not express in metaphorical terms)।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকারীদের অনুবাদ: "---আমি তাদের নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করিনি।"

>>> আরও একটি!

(৫) "এই মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় ও বলতে থাকে: আমাদের লোকদের মধ্যে যদি কেউ একজন থাকতো (সে আমাদের প্রতিমাদের সম্বন্ধে আমাদের সামনে তোমার এই অশ্লীল কথাগুলো বলার জন্য তোমাকে একটা শিক্ষা দিতো) (These women went away crying and saying: Had there been one amongst our people (he would have taught a lesson to you for the obscene words used for our idols before us)।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকারীদের অনুবাদ:"-- এতে তারা অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল এবং বলতে লাগল এখানে যদি আমাদের লোকদের কেউ থাকত (তাহলে এই বেআদবকে শাস্তি দিত)!"

>>>আরও একটি! ইত্যাদি; ইত্যাদি।

"ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে" এই ধরণের প্রতারণা ও মিথ্যাচার মুমিনদের জন্য শুধু যে সম্পূর্ণরূপে বৈধ তাইই নয়, বরং তা বিবেচিত হয় সৎকর্ম হিসাবে। ইসলামের পরিভাষায় যার নাম হলো "তাকিয়া (Taqiyya or Taqiyah)!" যুগে যুগে মুমিনদের এই মিথ্যাচারগুলো হয়ে এসেছে, এখনো হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে। যতদিন "ইসলাম' টিকে থাকবে। এর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে।

[ইসলামী ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে ইমাম মুসলিমের ওপরে বর্ণিত প্রথম উপাখ্যানটির মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; অন্যান্য রেফারেন্সের ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক: তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।]

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১ ও হাদিস নম্বর ৬০৪৬ [140]

"Abdullah b. Samit reported that Abu Dharr said:
We set out from our tribe Ghafir who look upon the prohibited months as permissible months. I and my brother Unais and our mother stayed with our maternal uncle who treated us well. The men of his tribe fell jealous and they said: When you are away from your house, Unais commits adultery with your wife. Our maternal uncle came and he accused us of the sin which was conveyed to him. I said: You have undone the good you did to us. We cannot stay with you after this. We came to our camels and loaded (our) luggage. Our maternal uncle began to weep covering himself with (a piece of) cloth. We proceeded on until we encamped by the side of Mecca. Unais cast lot on the camels (we had) and an equal number (above that). They both went to a Kahin and he made Unais win and Unais came with our camels and an equal number along with them. He (Abu Dharr) said: My nephew, I used to observe prayer three years before my meeting with Allah's Messenger (may peace be upon him). I said: For whom did you say prayer? He said: For Allah. I said: To which direction

did you turn your face (for observing prayer)? He said: I used to turn my face as Allah has directed me to turn my face. I used to observe the night prayer at the time of the end of night and I fell down in prostration like the mantle until the sun rose over me. Unais said: I have a work in Mecca, so you better stay here. Unais went until he came to Mecca and he came to me late. I said: What did you do? He said: I met a person in Mecca who is on your religion and he claims that verily it is Allah Who has sent him. I said: What do the people say about him? He said: They say that he is a poet or a Kahin or a magician. Unais who was himself one of the poets said. I have heard the words of a Kahin but his words in no way resemble his (words). And I also compared his words to the verses of poets but such words cannot be uttered by any poet. By Allah, he is truthful and they are liars. Then I said: you stay here, until I go, so that I should see him. He said: I came to Mecca and I selected an insignificant person from amongst them and said to him: Where is he whom you call as-Sabi? He pointed out towards me saying: He is Sabi. Thereupon the people of the valley attacked me with sods and bows until I fell down unconscious. I stood up after having regained my consciousness and I found as if I was a red idol. I came to Zamzarn and washed blood from me and drank water from it and listen, O son of my brother, I stayed there for thirty nights or days and there was no food for me but the water of Zamzam. And I became so bulky that there appeared wrinkles upon my stomach, and I did not feel any hunger in my

stomach. It was during this time that the people of Mecca slept in the moonlit night and none was there to circumambulate the House but only two women who had been invoking the name of Isafa, and Na'ila (the two idols). They came to me while in their circuit and I said: Marry one with the other, but they did not dissuade from their invoking. They came to me and I said to them: Insert wood (in the idols' private parts). (I said this to them in such plain words) as I could not express in metaphorical terms. These women went away crying and saying: Had there been one amongst our people (he would have taught a lesson to you for the obscene words used for our idols before us). These women met Allah's Messenger (may peace be upon him) and Abu Bakr who had also been coming down the hill. He asked them: What has happened to you? They said: There is Sabi, who has hidden himself between the Ka'ba and its curtain. He said: What did he say to you? They said: He uttered such words before us as we cannot express. Allah's Messenger (may peace be upon him) came and he kissed the Black Stone and circumambulated the House along with his Companion and then observed prayer, and when he had finished his prayer, Abu Dharr said: I was the first to greet him with the salutation of peace and uttered (these words) in this way; Allah's Messenger, may there be peace upon you, whereupon he said: It may be upon you too and the mercy of Allah. He then said: Who are you? I said: From the tribe of Ghifar. He leaned his hand and placed his finger on his forehead and I said to myself: Perhaps

he has not liked it that I belong to the tribe of Ghifar. I attempted to catch hold of his hand but his friend who knew about him more than I dissuaded me from doing so. He then lifted his head and said: Since how long have you been here? I said: I have been here for the last thirty nights or days. He said: Who has been feeding you? I said: There has been no food for me but the water of Zamzam. I have grown so bulky that there appear wrinkles upon my stomach and I do not feel any hunger. He said: It is blessed (water) and it also serves as food. Thereupon Abu Bakr said: Allah's Messenger, let me serve as a host to him for tonight, and then Allah's Messenger (may peace be upon him) proceeded forth and so did Abu Bakr and I went along with them. Abu Bakr opened the door and then he brought for us the raisins of Ta'if and that was the first food which I ate there. Then I stayed as long as I had to stay. I then came to Allah's Messenger (may peace be upon him) and he said: I have been shown the land abounding in trees and I think it cannot be but that of Yathrib (that is the old name of Medina). You are a preacher to your people on my behalf. I hope Allah would benefit them through you and He would reward you. I came to Unais and he said: What have you done? I said: I have done that I have embraced Islam and I have testified (to the prophethood of Allah's Messenger). He said: I have no aversion for your religion and I also embrace Islam and testify (to the prophethood of Muhammad). Then both of us came to our mother and she said: I have no aversion for your religion and I

also embrace Islam and testify to the prophethood of Muhammad. We then loaded our camels and came to our tribe Ghifir and half of the tribe embraced Islam and their chief was Aimi' b. Rahada Ghifirl and he was their leader and hall of the tribe said: We will embrace Islam when Allah's Messenger (may peace be upon him) would come to Medina, and when Allah's Messenger (may peace be upon him) came to Medina the remaining half also embraced Islam. Then a tribe Aslam came to the Holy Prophet (may peace be upon him) and said: Allah's Messenger, we also embrace Islam like our brothers who have embraced Islam. And they also embraced Islam. Thereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Allah granted pardon to the tribe of Ghifar and Allah saved (from destruction) the tribe of Aslam.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[140] সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১; হাদিস নম্বর ৬০৪৬:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-6046/

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/Sahih%20Muslim%20Book%2031.%20The%20Merits%20Of%20The%20Companions%20(PBUT)%20Of%20The%20Holy%20Prophet%20(PBUH)/sahih-muslim-book-031-hadith-number-6046.html

[141] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১; হাদিস নম্বর ৬০৪৮

https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-6048/

[142] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৬; হাদিস নম্বর ৭২৫:
https://quranx.com/Hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-56/Hadith-725

অনুরূপ বর্ণনা: সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)- হাদিস নম্বরঃ ৩৫২২:
https://www.hadithbd.com/hadith/filter/?book=1&hadith=3522

[143] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম: বই নম্বর ৩১; হাদিস নম্বর ৬০৪৯:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-31/Hadith-6049/

[144] সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)- হাদিস নম্বরঃ ৬১৩৫:
https://www.hadithbd.com/hadith/filter/?book=2&hadith=6135

২৩৭: তাবুক যুদ্ধ-১০: 'যুদ্ধ নয়, আগ্রাসন' - মুহাম্মদের ভাষণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত এগারো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিত রূপে জানি, তা হলো, নবী মুহাম্মদ যে গুজবটি-কে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে তাবুক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা ছিল "একেবারেই ভিত্তিহীন ও ডাহামিথ্যে!" যার সরল অর্থ হলো এটি কোন যুদ্ধ ছিল না, ছিল আগ্রাসন! অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু আগ্রাসী আক্রমণের আর একটি উদাহরণ।

আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনায় এই বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে, নবী মুহাম্মদ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে 'তাবুকে' আসার পর তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ (খুতবা) দান করেছিলেন। মুহাম্মদের এই ভাষণটি ছিল অতুলনীয়; বহু উপদেশ ও নীতি-বাক্য সমৃদ্ধ। অতঃপর তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও এই "গুজবটি" সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: [145]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩৫) পর:

‘তারা বলেছে: আল্লাহর নবী তাবুকে আগমন করেন ও সেখানে বিশ-রাত্রি অবস্থান করেন। তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। সেই সময় হিরাক্লিয়াস 'হিমসে (Ḥimṣ)' অবস্থান করছিল [পর্ব: ১৬৫]।

উকবা বিন আমির বলতো: আমরা আল্লাহর নবীর সাথে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি ও হঠাৎ তা থেকে এক রাত দূরবর্তী স্থানে এসে পৌঁছই। আল্লাহর নবী ঘুমাতে যান ও তাঁর বর্শায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জেগে উঠেন না। আল্লাহর নবী বলেন, "হে বেলাল, তুমি কি আজ রাতে আমাদের উপর নজর রাখতে পারলে না?" বেলাল বলে, "ঘুম আমাকে পেয়ে বসেছিল ও আপনার সাথে যা ঘটেছে, আমার সাথেও তাই ঘটেছে!"

সে বলেছে: আল্লাহর নবী সেই জায়গা থেকে বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে ভোরের আগে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি আদায় করেন ফজরের নামাজ। অতঃপর তিনি তাঁর দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাত্রিকালে দ্রুত যাত্রা করেন ও সকালে তাবুকে এসে পৌঁছেন। তিনি লোকদের জড়ো করেন ও আল্লাহর প্রশংসা আদায় ও তার [আল্লাহর] গুণকীর্তন করেন, যা তার প্রাপ্য।

অতঃপর তিনি বলেন:
"নিশ্চিতই মতবাদ বা প্রথাগুলোর (Traditions) মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যটি হলো আল্লাহর কিতাব। বিনয়ী কথা বন্ধনকে শক্ত করে। সর্বোত্তম সম্প্রদায় হলো ইব্রাহীমের সম্প্রদায়; সর্বোত্তম রীতি (practices) হলো মুহাম্মদের রীতি। ভাষণের (utterances) মধ্যে সবচেয়ে মহান হলো আল্লাহর নাম স্মরণ। কাহিনীগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো এই কুরআন।

কোন কাজের সেরা অংশটি হলো এর ফলাফল। উদ্ভাবন (innovations) হলো মন্দ; সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা (guidance) হলো নবীদের নির্দেশনা। মহৎ মৃত্যু হল

শহীদের মৃত্যু। ভ্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিহীন তারাই যারা হেদায়েতের পর ভুল করে। সেরা কাজগুলি হলো সেগুলি, যা দরকারি। সর্বোত্তম নির্দেশনা হলো সেটি, যা অনুসরণ করা হয়। সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব হলো হৃদয়ের অন্ধত্ব। উপরের [দানকারী] হাত নীচের [গ্রহণকারী] হাতের চেয়ে উত্তম। সামান্য হলেও যা যথেষ্ট, তা প্রাচুর্যের চেয়ে উত্তম যা বিভ্রান্ত করে; সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হলো মৃত্যুর দুয়ারে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিয়ামত দিবসের অনুশোচনা-টি হলো সবচেয়ে মন্দ। কিছু লোক কদাচিৎ উপস্থিত হয় জুমায় ও কিছু লোক আল্লাহর কথা বলে কুৎসিত ভাষায়; সবচেয়ে বড় পাপের একটি হল মিথ্যা কথা বলা। ধনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সেই, যার হৃদয় সমৃদ্ধ। সর্বোত্তম বিধান হলো আল্লাহকে ভয় করা। সবচেয়ে বড় অপরাধের একটি হলো জবানের বরখেলাপ (lying tongue)। সর্বোত্তম সম্পদ হল আত্মা/হৃদয়ের সম্পদ।

সর্বোত্তম বিধান হলো আল্লাহ-ভীরু বিধান। চূড়ান্ত জ্ঞান হল আল্লাহ-কে ভয় করা। অন্তরে যা প্রবেশ করে তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস। সন্দেহের উৎস হলো অবিশ্বাস; বিলাপের উৎস হলো ইসলাম-পূর্ব অবস্থান; অবিশ্বাসীদের অবস্থান হলো জাহান্নামের আগুনে। মাতালদের অবস্থান হলো নরকের আগুনের কেন্দ্রে। কবিতার উৎস হলো শয়তান। মদ হল পাপের সমাবেশ; শয়তান নারীদের ব্যবহার করে ফাঁদে ফেলার জন্য।

যৌবন হলো উন্মাদনার একটি শাখা; সুদ থেকে উপার্জন হলো মন্দ; এতিমের সম্পদ থেকে উপার্জন হলো খারাপ; সুখী হলো তারাই যারা অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। হতভাগ্য হলো সে যার দুর্গতির শুরু তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়। তোমাদের প্রত্যেকেরই শেষ হবে চার আধরার (adhra'a) ছোট্ট কবরে; তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে তার শেষের কর্ম অনুযায়ী; শেষ-কর্মগুলি হলো তোমার ভাগ্য নির্ধারক। সুদ হলো অতিরিক্ত মিথ্যা বলা; ভবিষ্যৎ হলো হাতের কাছে (জীবন সংক্ষিপ্ত)।

মুমিন-কে অপমান করা হলো দুর্নীতি। মুমিনকে হত্যা করা হলো অবিশ্বাস (disbelief)। তার মাংস ভক্ষণ (পরচর্চা করা) হলো আল্লাহর অবাধ্যতা; তার ধনসম্পদ দখল হারাম, যেমন তার রক্ত হারাম; যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ-অবিশ্বাসী; যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। যে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন; যে কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে ক্ষতিপূরণ দান করেন; যে গুজবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন। যে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তার পুরস্কার দ্বিগুণ করেন। যে আল্লাহর অবাধ্য হয়, আল্লাহ তাকে নির্যাতন করেন। হে আল্লাহ আমাকে ও আমার লোকদের-কে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমি আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি," তিনবার।' ----

সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও "গুজব" এর বিষয়ে বর্ণনা:

‘সে বলেছে: নবীকে পর্যবেক্ষণ, তাঁর চলাফেরা, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর চোখের রক্তিমতা (redness) ও তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের সীলটি পর্যবেক্ষণের জন্য হিরাক্লিয়াস ‘ঘাসানদের [এক আরব রাজ্য, বাইজেন্টাইনদের মিত্র]’ এক লোককে প্রেরণ করে। সে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি (নবী) সাদাকা গ্রহণ করেন কি না। সে নবীর অবস্থা সম্পর্কে কিছু খবরাখবর জনাতে পারে। অতঃপর সে হিরাক্লিয়াসের কাছে ফিরে আসে ও তাকে তা অভিহিত করায়। [পর্ব: ১৭১]

সে [হিরাক্লিয়াস] তার লোকদের-কে আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু তারা তা এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে সে আশঙ্কা করে যে তারা তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যাবে। সে যেখানে ছিল সেখানেই অবস্থান করে ও নড়াচড়া করে না বা সম্মুখে অগ্রসর হয় না। [পর্ব: ১৬৭-১৬৮]।

হিরাক্লিয়াস তার অনুচরদের প্রেরণ করেছে ও তারা আল-শামের [সিরিয়া] দক্ষিণের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে বলে যে খবরটি নবীর কাছে এসে পৌঁছেছিল, তা ছিল মিথ্যা। এটি না ছিল তার আকাঙ্ক্ষা, না ছিল তার অভিপ্রায়।

আল্লাহর নবী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করেন। উমর ইবনে খাত্তাব বলে, "আপনাকে যদি অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে এগিয়ে যান!" আল্লাহর নবী বলেন "আমাকে যদি এ বিষয়ে আদেশ দেওয়া হতো তাহলে আমি তোমার সাথে পরামর্শ করতাম না!"

সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, বাইজেন্টাইনদের অনেকগুলো দল আছে, কিন্তু মুসলমানদের একটিও নেই। আপনি দেখছেন যে আপনি তাদের সন্নিকটে, আর আপনার এই নিকটবর্তী হওয়া তাদের-কে আতংকিত করে। সুতরাং এই বছর ফিরে চলুন যতক্ষণ না আপনি কোন সিদ্ধান্তে আসেন, অথবা আপনার জন্য আল্লাহ এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করে।"' ----

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> যে গুজবটি-কে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে নবী মুহাম্মদ 'তাবুক অভিযান' পরিচালনা করেছিলেন, তা ছিল এই:

"বাইজেন্টাইনদের অনেকগুলো দল আল-শামে জড়ো করা হয়েছে ও হিরাক্লিয়াস তার সহচরদের জন্য এক বছরের রসদ সরবরাহ করেছে। লাখামিদ, জুধাম, ঘাসান ও আমিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকটে জড়ো হয়েছে। তারা দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়েছে ও তাদের নেতারা তাদের-কে 'আল-বালকায়' নিয়ে এসেছে, যেখানে তারা শিবির স্থাপন করেছে। হিরাক্লিয়াস তাদের পিছনে 'হিমসে (Ḥimṣ)' অবস্থান করছে।" (বিস্তারিত: পর্ব-২২৮)

আর আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, তাঁর এই অজুহাতটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা; যা তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, এই ভাবে:

"হিরাক্লিয়াস তার অনুচরদের পাঠিয়েছে ও তারা আল-শামের [সিরিয়া] দক্ষিণের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে বলে যে খবরটি নবীর কাছে এসে পৌঁছেছিল, তা ছিল মিথ্যা। এটি না ছিল তার আকাঙ্ক্ষা, না ছিল তার অভিপ্রায়।"

তাবুকে আসার পর, নবী মুহাম্মদ স্বচক্ষে "এই সত্যটি" প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারীদের সমবেত করে যে ভাষণটি দান করেছিলেন, তা আপাত দৃষ্টিতে বহু উপদেশ ও নীতি-বাক্য সমৃদ্ধ "অতুলনীয়" একটি ভাষণ। কিন্তু, একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, তিনি ভাষণ-টি দান করেছিলেন তাবুক যুদ্ধে তাঁর এই চরম ব্যর্থতা আড়াল করার প্রয়োজনে। যেমন:

"নিশ্চিতই মতবাদ বা প্রথাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যটি হলো আল্লাহর কিতাব। --সর্বোত্তম রীতি (practices) হলো মুহাম্মদের রীতি। --কাহিনীগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো এই কুরআন। ----মহৎ মৃত্যু হল শহীদের মৃত্যু। ভ্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিহীন তারাই যারা হেদায়েতের পর ভুল করে। ---সর্বোত্তম বিধান হলো আল্লাহকে ভয় করা। ----সর্বোত্তম বিধান হলো আল্লাহ-ভীরু বিধান। চূড়ান্ত জ্ঞান হল আল্লাহ-কে ভয় করা। অন্তরে যা প্রবেশ করে তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস। সন্দেহের উৎস হলো অবিশ্বাস; অবিশ্বাসীদের অবস্থান হলো জাহান্নামের আগুনে" - ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই কথাগুলোর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইনিয়ে বিনিয়ে যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, তা হলো: "তিনি নির্ভুল! তাঁর অনুসারীদের উচিত তাঁকে ও তাঁর আল্লাহ-কে মান্য করা; নতুবা শাস্তি অনিবার্য!"

অর্থাৎ, ওহুদ যুদ্ধের চরম ব্যর্থতার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন (পর্ব: ৭০); খন্দক যুদ্ধের চরম অসহায় অবস্থায় তিনি যে কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন (পর্ব: ৮১); হুদাইবিয়া সন্ধির চরম ব্যর্থতার পর তিনি যে কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন (পর্ব: ১২৩); তাবুকে প্রদত্ত মুহাম্মদের এই ভাষণ সেই কলাকৌশলের অন্য আর একটি রূপ! অতঃপর, আরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে অনুসারীদের কাছে তাঁর পরামর্শ আহ্বান।

জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, নবী মুহাম্মদ ছিলেন "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষ!" তাঁদের অনেকেই আরও বিশ্বাস করেন যে, তিনি "তাঁর আল্লাহর" হুকুম ছাড়া কোন কিছুই করেন নাই বা বলেন নাই।" এই দাবীগুলো যদি সত্য হয়, তবে:

"নবী মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ সন্দেহাতীত ভাবে জানতেন যে, 'গুজব-টি ডাহা মিথ্যা!' আর তা জানা থাকা সত্বেও, এই মিথ্যে অজুহাতে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের তাবুক অভিযানে প্ররোচিত করেছিলেন; যা নিঃসন্দেহে প্রতারণার এক অনন্য দৃষ্টান্ত!"

আর যদি দাবী করা হয় যে, নবী মুহাম্মদ ছিলেন পৃথিবীর সকল মানুষদের মতই "দোষ-গুন, লোভ-লালসা, ভাল-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ" ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন মানুষ মাত্র। সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন হলো,

"যে মানুষ-টি এমন একটি 'গুজব-কে' কোনরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই 'অন্ধভাবে বিশ্বাস' করে তাঁর সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের মুনাফিক (ভণ্ড) আখ্যা দেয় ও তাঁদের-কে হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এমন একটি অভিযানে অংশগ্রহণে বাধ্য করে; তবে সেই মানুষটি-কে কী আদৌ কোন "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি" রূপে ভূষিত করা যায়?"

>>> মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে হিরাক্লিয়াসের হামলা-পরিকল্পনার দাবীটি যে একেবারেই অযৌক্তিক তার নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায় এই অভিযানের (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৬৩০ সাল) প্রায় সাতাশ মাস পূর্বে হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো মুহাম্মদের চিঠি-হুমকি (জুলাই-অগাস্ট, ৬২৮ সাল) ও সেই চিঠিটি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৬৪-১৭১)। প্রতীয়মান হয় যে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনাটি সেই বিশ্লেষণেরই সংক্ষিপ্তসার। যেমন:

"---সেই সময় হিরাক্লিয়াস 'হিমসে (Ḥimṣ)' অবস্থান করছিল।" [বিস্তারিত: পর্ব: ১৬৫]।

"---- নবীকে পর্যবেক্ষণ, তাঁর চলাফেরা, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর চোখের রক্তিমতা (redness) ও তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের সীলটি পর্যবেক্ষণের জন্য হিরাক্লিয়াস 'ঘাসানদের এক লোককে প্রেরণ করে।--- অতঃপর সে হিরাক্লিয়াসের কাছে ফিরে আসে ও তাকে তা অভিহিত করায়। [বিস্তারিত: পর্ব: ১৭১]

"----সে [হিরাক্লিয়াস] তার লোকদের-কে আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু তারা তা এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে সে আশঙ্কা করে যে তারা তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যাবে। সে যেখানে ছিল সেখানেই অবস্থান করে ও নড়াচড়া বা সম্মুখে অগ্রসর হয় না।" [বিস্তারিত: পর্ব: ১৬৭-১৬৮]

আদি উৎসের এই সমস্ত বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, মুহাম্মদের চিঠি-হুমকি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস নবী মুহাম্মদের সাথে সমঝোতার বিষয়ে ছিলেন সবচেয়ে বেশী সোচ্চার। কিন্তু তা তিনি করতে পারেন নাই তাঁর উপদেষ্টা-মণ্ডলী, উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ও তাঁর জনগণের বাধার কারণে। অতঃপর, মুহাম্মদের শক্তিমত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে আরও বহুগুণ। তিনি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে আরও বেশী

শক্তিশালী। তিনি মক্কা বিজয়, হুনায়েন অভিযান ও তায়েফ আগ্রাসন সমাপ্ত করে (পর্ব: ১৮৭-২২০) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন তাঁর এই তাবুক অভিযানের সাত-আট মাস আগেই (মার্চ, ৬৩০ সাল)। এমত পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে হিরাক্লিয়াসের হামলা-পরিকল্পনার অজুহাতটি একেবারেই হাস্যকর।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটি সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Al-Waqidi:

‘--------He said: Heraclius had sent a man from the Ghassān to observe the Prophet, his ways, his characteristics, the redness of his eyes, and the seal of prophecy between his shoulders. He asked if he (the Prophet) accepts *ṣadaqa*, and he learned something of the situation of the Prophet. [Page 1019] Then he returned to Heraclius and he mentioned that to him. He invited the people to believe in the Messenger of God, but they refused, until he feared they would go against his authority. He stayed where he was, and did not move or go forward. News that had reached the Prophet, about Heraclius sending his companions and getting close to the South of al-Shām, was false. He did not desire that, nor did he intend it. The Messenger of God consulted about proceeding. ʿUmar b. al-Khaṭṭāb said, “If you were commanded to march,

march!” The Messenger of God said, “If I was commanded about it I would not consult you!” He said, “O Messenger of God, the Byzantines have many groups, but there is not one of Muslims. You are close to them as you see, and your closeness frightens them. So return this year until you come to a decision, or God establishes for you in that affair.”’------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[145] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০১৫-১০১৭ ও ১০১৮-১০১৯; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৪৯৮ ও ৪৯৯

২৩৮: তাবুক যুদ্ধ-১১: দলে দলে বশ্যতা স্বীকার - 'বাঁচার আকুতি!'

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত বারো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

"ইসলামে" কোন কোমল, মোডারেট কিংবা উগ্রবাদী শ্রেণী বিভাগ নেই; ইসলাম একটিই আর তা হলো 'মুহাম্মদের ইসলাম', যার ভিত্তি হলো: কুরআন, সিরাত ও হাদিস। কিন্তু "ইসলাম বিশ্বাসী" মুসলমানদের মধ্যে তথাকথিত এই তিন ধরণের শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণ ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সাধারণ ধারণা এই যে 'উগ্রবাদী ইসলাম বিশ্বাসীরাই' হলো মানব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর শ্রেণী-গুষ্টি, যা আদৌ সত্য নয়। সত্য হলো, সামগ্রিকভাবে ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে বর্তমান কাল অবধি মানব ইতিহাস ও সভ্যতার সবচেয়ে ভয়ংকর ইসলাম-বিশ্বাসী গুষ্টিটি হলো "তথাকথিত মোডারেট শ্রেণিটি!" বস্তুত: এই শ্রেণীটিই হলো তথাকথিত উগ্রবাদী-মুসলমান শ্রেণীটির জনক ও প্রতিপালক।

আদি উৎসে এই "তথাকথিত মোডারেট" শ্রেণীটিই মূলত: 'কুরআন', সিরাত ও হাদিস গ্রন্থগুলোর লেখক, বর্ণনাকারী ও ব্যাখ্যা বা তাফসীর-কারী। যাদের মূল উদ্দেশ্য হলো: বিভিন্ন উপায়ে 'নবী মুহাম্মদের চরম বৈষম্য-বাদী শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়ন ও তাঁর অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের (যার আলোচনা গত দুইশত দশটি [পর্ব:২৮-২৩৭] পর্বে করা হয়েছে) বৈধতা প্রদান! তাঁরা এই কাজটি করেছেন ইসলামী শাসকদের ছত্রছায়ায়। তাঁদের লিখিত 'কুরআন', সিরাত ও হাদিস গ্রন্থগুলোই

হলো তথাকথিত উগ্রবাদী শ্রেণীটির শিক্ষা, বিশ্বাস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা-শক্তি। এই গ্রন্থগুলো রচিত না হলে বহু শতাব্দী পূর্বেই "ইসলাম" এর মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী।

অতঃপর প্রজন্মের পর প্রজন্মের 'তথাকথিত মোডারেট' পণ্ডিত ও অপণ্ডিত (অধিকাংশই না জেনে) শ্রেণীর লোকেরাই সামগ্রিকভাবে তাঁদের পূর্বসূরিদের সেই ধারা অবলম্বন করে 'নবী মুহাম্মদের সেই শিক্ষা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের' বৈধতা দিয়ে চলেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী; তাঁদের লেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি, ওয়াজ-মাহফিল ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে! তাঁরা তৈরি করে চলেছেন অসংখ্য ইসলামী শিক্ষা-কেন্দ্র, মাদ্রাসা ও মসজিদ! যেখান থেকে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে অসংখ্য 'তালেবান' ও উগ্রবাদী মুসলমান। তাঁদেরই সৃষ্ট এই 'তালেবানরা' ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করে প্রতারণার আশ্রয়ে 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' জাতীয় প্রচারণার মাধ্যমে তাঁদের জনক মোডারেটদের প্রতারিত করে আবার সৃষ্টি করে চলেছেন নব্য মডারেট। এ এক অদ্ভুত চক্র! ইসলামের সেই ঊষালগ্ন থেকে সর্বদায় সচল!

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়: তথাকথিত' এই মোডারেট ও উগ্রবাদী ইসলাম বিশ্বাসীদের 'ইসলাম বিশ্বাসের' মধ্যে কোন গুনগত মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁরা উভয়েই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, "নবী মুহাম্মদের বর্ণিত আল্লাহই' হলো এই অনন্ত মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন সেই স্রষ্টারই বার্তাবাহক বা নবী; 'কুরআন' হলো সেই আল্লাহর বাণী যা তাঁদের নবীর উপর অবতীর্ণ, যিনি হলেন জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব; সে কারণেই তাঁর প্রদত্ত বানী ও শিক্ষাই হলো জগতের সকল মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধান"; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তাঁদের উভয়েরই মূল লক্ষ্য অভিন্ন! আর তা হলো, "নবী মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদ 'ইসলামের' প্রচার ও প্রসার!"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, নবী মুহাম্মদের তাবুকে অবস্থানকালীন সময়ে অত্র অঞ্চলের "ইসলাম অবিশ্বাসী" অনেক-গুলো গোত্র ও উপগোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মুহাম্মদের কাছে এসে 'শান্তি-চুক্তি' সম্পন্ন করেছিলেনে। তাঁদের সেই বর্ণনায় ঘটনাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনা: [146] [147] [148]
(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩৭) পর:

'আল্লাহর নবী যখন তাবুকে পৌঁছেন, আইলার গভর্নর ইউহানা বিন রুবা তাঁর কাছে এসে এক চুক্তি স্বাক্ষর ও কর প্রদান (জিজিয়া) করে। জারবা ও আধরুর লোকেরাও আসে ও কর প্রদান করে। আল্লাহর নবী তাদের জন্য একটি দলিল লিখেছিলেন যা এখনও তাদের কাছে আছে। তিনি ইউহানা বিন রুবার কাছে যা লিখেছিলেন, তা হলো: [149] [150] [151]

"আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু। এটি আল্লাহ ও তার নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে ইউহানা বিন রুবা ও আইলার জনগণের প্রতি তাদের জাহাজ ও কাফেলার স্থল ও সমুদ্রপথে চলাচলের এক গ্যারান্টি। তারা ও তাদের সাথে আর যা কিছু আছে, সিরিয়া ও ইয়েমেনের জনগণ ও নাবিকগণ; সকলেই আল্লাহর ও নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে সুরক্ষা-প্রাপ্ত। তাদের মধ্যে যদি কেউ কিছু নতুন শর্ত প্রস্তাব করে চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে তার সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না; এটিই তার জন্য ন্যায্য পুরস্কার, যে তা গ্রহণ করবে। এটি অনুমোদিত নয় যে কূপের কাছে তাদের চলাচল ও তাদের স্থল বা সমুদ্রপথ ব্যবহার করাকে বাধাদান করা হবে।"

অতঃপর,

আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে ডেকে পাঠান ও তাকে 'দুমা' অঞ্চলের উকায়েদির বিন আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করেন।

উকায়েদির বিন আবদুল মালিক ছিল 'কিনদা' উপজাতির এক লোক ও যে ছিল দুমার শাসনকর্তা; সে ছিল খ্রিস্টান। আল্লাহর নবী খালিদ-কে বলেন যে সে হয়তো তাকে বন্য গরু শিকার করা অবস্থায় খুঁজে পাবে। খালিদ যাত্রা শুরু করে ও তা অব্যাহত রাখে যতক্ষনে না সে তার দুর্গটি দেখতে পায়।'---- [152] [153]

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা: [148]

'দুমা ও আইলা ও তেইমার লোকেরা যখন দেখতে পায় যে বেদুইনরা বশ্যতা-স্বীকার করেছে, তারা নবী-কে ভয় পায়। আইলার রাজা ইউহাননা বিন রুবা নবীজীর কাছে আসে।

তারা উদ্বিগ্ন ছিল এই আশঙ্কায় যে আল্লাহর নবী হয়তো তাদের কাছে এক বাহিনী পাঠাবেন যেমনটি তিনি উকায়েদিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

জারবা ও আধরুর লোকেরা তাঁর সাথে যোগাযোগ করে। তারা তাঁর কাছে আসে ও তিনি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন ও তাদের জন্য জিজিয়া প্রতিষ্ঠা করেন; সেই জিজিয়া-টি ছিল অপরিবর্তনীয়। তিনি তাদের জন্য একটি দলিল লিখেন:

"পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে, এটি আল্লাহ এবং আল্লাহর নবী ও তার বার্তাবাহক মুহাম্মদের পক্ষ থেকে ইউহাননা বিন রুবা ও আইলার জনগণের প্রতি তাদের জাহাজ চলাচল ও যারা স্থল ও সমুদ্র পথে ভ্রমণ করে তাদের জন্য এক শান্তি চুক্তি। তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা এবং সুরক্ষা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ও আল-শাম ও আল-ইয়ামেন ও সমুদ্রের লোকদের (people of the sea)

মধ্যে যে সমস্ত লোকেরা তাঁর সাথে আছে তাদের পক্ষ থেকে। যে কেউ অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে, তার সম্পত্তি তাকে রক্ষা করবে না। বস্তুত যে কারও কাছ থেকে সে জিজিয়া গ্রহণ করে তার জন্য এটি মঙ্গল। অবশ্যই তাদের ইচ্ছামতো পানি ব্যবহার কিংবা স্থল বা সমুদ্র পথের রাস্তাগুলোতে তাদের ইচ্ছামতো চলাচলে বাধাদান অনুমোদিত নয়।"

জুহায়েল বিল আল-সালত ও সুরাহবিল বিন হাসানার এই দলিলটি ছিল আল্লাহর নবীর অনুমতিক্রমে। আল্লাহর নবী আইলার লোকদের জন্য প্রতিবছর তিনশ দিনার জিজিয়া ধার্য করেন ও তাদের লোকদের সংখ্যা ছিল তিনশত জন।

সে বলেছে: ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ আল-যাফারি আমাকে আসিম বিন উমর বিন কাতাদা হইতে <আবদুল রহমান বিন জাবির হইতে < তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে, যে বলেছে:

'আমি ইউহাননা বিন রুবা-কে নবীজীর কাছে ধরে নিয়ে আসার দিনটিতে দেখেছি, তার পরিধানে ছিল একটি স্বর্ণের ক্রস ও তাকে আটকে রাখা হয়েছিল (restrained)।

নবীজীকে দেখার পর সে বিনীত হয় ও মাথা নিচু করে। নবীজী তাকে ইশারা করেন, "মাথা উঠাও!" সেই সময় সে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করে। আল্লাহর নবী তাকে ইয়েমেন থেকে আনা একটি চাদর পরিয়ে দেন। তিনি তাকে বেলালের সাথে থাকার জায়গা করার নির্দেশ জারী করেন।

আল্লাহর নবী জারবা ও আধরুর লোকদের জন্য এই দলিলটি লিখেছিলেন:
'আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আধরুর লোকদের প্রতি। এই যে, তারা আল্লাহ ও মুহাম্মদের সুরক্ষায় নিরাপদ। এই যে, তাদের কাছ থেকে প্রতি রজব মাসে একশ দিনার অবশ্য প্রাপ্য, যথোচিত ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট।' ---

'তারা বলেছে: তিনি মাকনার (Maqnā) লোকদের জন্য লিখেছিলেন যে, তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ও মুহাম্মদের পক্ষ থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ও তাদের জন্য তাদের নগদ সম্পদ ও ফলমূলের এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

উবায়েদ বিন ইয়াসির বিন নুমায়ের, সা'দ আল্লাহ গোত্রের একজন, এবং যুধামের এক লোক, বানু ওয়াইল গোত্রের; তাদের দুজনেই তাবুকে নবীজীর সম্মুখে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহর নবী তাদের উভয়-কে মাকনার আয় থেকে দান করেন, যা তিনি তাদের সমুদ্রের আয়, ফলমূল, খেজুর ও নগদ সম্পদের এক চতুর্থাংশ থেকে নিয়েছিলেন। উবায়েদ বিন ইয়াসির ছিল অশ্বারোহী, আর যুধামি লোকটি ছিল পদব্রজী। আল্লাহর নবী উবায়েদ বিন ইয়াসিরের ঘোড়াটির জন্য দিয়েছিলেন একশত রেশমি সুতায় বোনা কাপড়ের পাড় (বিনুনি)। বানু সা'দ ও ওয়াইল গোত্রের সাথে তারা তা চালু রেখেছে। জনগণ আজ পর্যন্ত এটি করে থাকে।' ---

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৮৭: [154]

'আবু হুমায়েদ আস-সাইদি হইতে বর্ণিত: আমরা গাজওয়ায়ে তাবুকের প্রাক্কালে নবিজীর সাথে ছিলাম ও আইলার শাসক নবিজী-কে এক সাদা খচ্চর ও একটি চাদর উপহার দিয়েছিল। আর নবীজী তাকে তার দেশের উপর তার কর্তৃত্ব বহাল রাখার অনুমতি দিয়ে এক শান্তি-চুক্তি লিখে পাঠিয়েছিলেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে ওপরে বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল-তাবারী) ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, 'আইলার শাসক ইউহাননা বিন রুবা এবং জারবা, আধরু ও মাকনা অঞ্চলের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে "নিরাপত্তা লাভের" প্রত্যাশায়। আর মুহাম্মদ তাঁদের-কে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, "তাঁরা মুহাম্মদ-কে নিয়মিত 'জিজিয়া'

প্রদান করবেন।" আর তাঁরা যদি মুহাম্মদের এই শর্তে রাজী না হয়, কিংবা 'নতুন কোন শর্ত' আরোপের চেষ্টা করে, তবে তাঁদের প্রতি মুহাম্মদের হুমকি এই যে,

"তবে তার সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না!"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় যে বিষয়টি মোটেও স্পষ্ট নয়, তা হলো, “কী কারণে তাঁরা মুহাম্মদের কাছে 'তাঁদের নিরাপত্তার' প্রত্যাশায় হাজির হয়েছিলেন?" কারণ, তাঁর বর্ণনা মতে দুমার শাসনকর্তা উকায়েদির বিন আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ-কে পাঠিয়েছিলেন এই ঘটনাগুলো সংঘটিত হওয়ার পর।

অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় "তাঁদের নিরাপত্তা শঙ্কার" কারণটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট! আর তা হলো, "তারা উদ্বিগ্ন ছিল এই আশঙ্কায় যে মুহাম্মদ হয়তো তাদের কাছে এক বাহিনী পাঠাবেন যেমনটি তিনি উকায়েদিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন।" অর্থাৎ মুহাম্মদ, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে উকায়েদিরের বিরুদ্ধে যে বাহিনীটি পাঠিয়েছিলেন তা ছিল এই ঘটনাগুলো সংঘটিত হওয়ার পূর্বে।

আর খালিদ, উকায়েদিরের এমন হাল করেছিলেন যে যা জানার পর তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত!

তাই তাঁরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তার প্রত্যাশায় মুহাম্মদের কাছে হাজির হয়েছিলেন। আর তাঁদের মুক্তি মিলেছিল মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে 'জিজিয়া' প্রদানের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে!

শুধুমাত্র বিশেষ একটি 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থ পড়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাসী আগ্রাসী নৃশংস কর্মকাণ্ডের সঠিক ধারণা পাওয়া কী কারণে সম্ভব নয়, তার আলোচনা "রক্তের হোলি খেলা" পর্বে (পর্ব: ১৩৪) করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে

ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা (**"অতঃপর,** আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে ডেকে পাঠান ---") তারই আর একটি উদাহরণ। মুহাম্মদের নির্দেশে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ, উকায়েদির বিন আবদুল মালিক ও তাঁর পরিবারের কী হাল করেছিলেন, তার আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; অন্যান্য রেফারেন্সের ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক: তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [148]

'Dūma and Ayla and Taymā' were afraid of the Prophet when they saw the Bedouin submit. Yuḥanna b. Ruʿba, the king of Ayla, arrived before the Prophet. They were concerned that the Messenger of God would send a force to them just as he had sent one to Ukaydir. The People of Jarbā', and Adhruḥ approached with him. They came to him and he made a peace with them, and he established the *jizya* for them, and the *jizya* was fixed. He wrote a document for them: In the name of God the most gracious the merciful, this is a peace from God and Muḥammad, the prophet and Messenger of God, to Yuḥanna b. Ruʿba and the people of Ayla for their ships and those traveling on land and sea. For them is a protection from God and a protection from Muḥammad, the Messenger of God, and to whoever is with him from the people of

al-Shām, the people of Yemen and the people of the sea. Whoever tries to cause mischief, his property will not save him. Indeed it is good to whoever he takes *jizya* from. Indeed it is not permitted to restrain the water they desire or the roads they desire from land or sea. This is the document of Juhaym b. al-Ṣalt and Shuraḥbīl b. Ḥasana by the permission of the Messenger of God. The Messenger of God put down the *jizya* for the people of Ayla at three hundred dinar for every year, and they were three hundred men.

He said: Yaʿqūb b. Muḥammad al-Ẓafarī related to me from ʿĀṣim b. ʿUmar b. Qatāda from ʿAbd al-Raḥmān b. Jābir from his father, who said: I saw Yuḥanna b. Ruʿba on the day he was brought to the Prophet, and he was wearing a cross of gold and he was restrained. When he saw the Prophet he was humble and lowered his head. The Prophet signed to him, "Raise your head!" He made peace with him at that time. The Messenger of God clothed him [Page 1032] in a cloak from Yemen. He ordered a place for him with Bilāl.

The Messenger of God wrote this document for the people of Jarbā' and Adhrūḥ: From Muḥammad the Prophet and Messenger of God to the people of Adhrūḥ. That they are secure in the protection of God and Muḥammad. That from them is due a hundred dinars every Rajab, good and fulfilled. And God is sufficient for them. ----

They said: He wrote for the people of Maqnā that they are guaranteed the protection of God and the protection of Muḥammad and that for them is a quarter of what they spin and their fruits.

ʿUbayd b. Yāsir b. Numayr, one of the Saʿd Allah, and a man from Judhām, one of the Banū Wā'il, both arrived before the Prophet in Tabūk and converted to Islam. The Messenger of God gave them both from the income of Maqnā, a fourth of what he took out of the sea and from the fruit, from their dates, and from their spinning. ʿUbayd b. Yāsir was a rider, and the Judhāmī was on foot. The Messenger of God gave for the horse of ʿUbayd b. Yāsir a hundred braids. They continued that with the Banū Saʿd and Wāʿil. The people do this until today.'----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[146] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৭

[147] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫৮

[148] আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৩১-১০৩২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫০৫-৫০৬

[149] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪০৮: 'আইলা হলো আকাবা উপসাগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি সমুদ্রবন্দর, যা বাইবেলে বর্ণিত Ezion-geber ও Elath স্থানটির নিকটে অবস্থিত। এই স্থানটি মিসর ও মক্কার মধ্যবর্তী তীর্থযাত্রা পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি (ষ্টেশন)। এখন এটি-কে 'আল-আকাবা' বলা হয়।'

[150] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪০৯: 'জারবা - এটি ছিল রোমান আমলে বুশরা থেকে লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা পথের এক প্রাচীন দুর্গ, যা আধরু থেকে এক মাইলে উত্তরে অবস্থিত।'

[151] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪১০: 'আধরু - এটি ছিল মা'ন ও পেট্রার মধ্যবর্তী জুধাম ভূখণ্ডে অবস্থিত রোমানদের একটি ক্যাম্প, যেখানে কুরাইশদের কাফেলাগুলো যাওয়া-আসা করতো। সিফফিনের যুদ্ধের পর সেখানে অনুষ্ঠিত সালিশি সম্মেলনের কারণে এই স্থানটি ইসলামী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে উঠে।'

[152] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪১২: 'দুমাতুল জান্দাল ছিল ওয়াদি সিরহানের সম্মুখভাগে অবস্থিত একটি মরূদ্যান, যা মধ্য-আরব ও হাওরান ও সিরিয়ার পাহাড়গুলো-কে সংযুক্ত করে; এই স্থানটি দামেস্ক ও মদিনার মধ্যবর্তী পথে অবস্থিত। এই সমগ্র অববাহিকা ও বসতিগুলি এখন 'আল-জাওফ (al-Jawf) নামে পরিচিত।'

[153] Ibid আল-তাবারী; নোট নম্বর ৪১৩: 'কিনদা - একটি দক্ষিণ আরবীয় উপজাতি গোষ্ঠী যা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের দক্ষিণ থেকে কেন্দ্র ও উত্তরের সমগ্র অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে ছিল। ইসলামের উত্থানের আগে এরা আরবের ইতিহাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করতো।'

[154] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫৩, হাদিস নম্বর ৩৮৭:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-53/Hadith-387/

২৩৯: তাবুক যুদ্ধ-১২: দুমাতুল জান্দাল হামলা - প্রথম ও দ্বিতীয়!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত তেরো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ 'দুমাত আল-জানদাল' অঞ্চলে যে হামলাটি সংঘটিত করেছিলেন, সেটি ছিল অত্র অঞ্চলে মুহাম্মদের দ্বিতীয় আগ্রাসী হামলা! প্রথম হামলাটির নেতৃত্বে ছিলেন তিনি স্বয়ং, এই ঘটনার বছর পাঁচেক পূর্বে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৬২৬ সাল); খন্দক যুদ্ধের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৭ সাল) মাস ছয়েক আগে। ইসলামের ইতিহাসে এই হামলাটি গাযওয়া-ই 'দুমাতুল জান্দাল (দুমাত আল-জানদাল)' নামে অভিহিত।

যে কোন ইতিহাস পর্যালোচনায় "ঘটনার সময়ের ধারাবাহিকতা" এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য বিবেচ্য বিশয়, এই কারণে যে, ঘটনা পরস্পরায় পূর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিণাম পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঘটনা পরস্পরার এই ধারাবাহিকতা-কে উপেক্ষা করে কোন ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় এই বিষয়টি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'কুরআন ও হাদিস' গ্রন্থের লেখকরা ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি কোন গুরুত্বই আরোপ করেন নাই। সে কারণে, "শুধু" এই গ্রন্থগুলো পড়ে নবী মুহাম্মদের জীবন, কর্মকাণ্ড ও তাঁর সর্বশেষ আদেশ ও নির্দেশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া অসম্ভব। ফলশ্রুতিতে, "তথাকথিত মোডারেট" ইসলাম

বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা তাঁদের সুবিধাজনক 'রেফারেন্স ও বক্তৃতা বিবৃতির' মাধ্যমে অতি সহজেই সাধারণ সরলপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করতে পারেন। তাঁদের এই মিথ্যাচার যে পদ্ধতিতে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়, তা হলো: ইসলামের ইতিহাসের 'ঘটনার সময়ের ধারাবাহিকতা' সম্বন্ধে সম্মুখ জ্ঞান। [155]

অন্যদিকে, 'সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী)' গ্রন্থের লেখকরা তাঁদের বর্ণনায় "ঘটনার সময়ের ধারাবাহিকতা" বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) 'কিতাব আল-মাঘাজি' গ্রন্থে এই বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট। আর ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) সম্পাদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের "সিরাত রাসুল আল্লাহ" গ্রন্থের (পর্ব: ৪৪) বর্ণনায় তা স্পষ্ট, তবে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয়ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনায় 'প্রথম দুমাত আল জান্দাল' হামলাটির বর্ণনা মাত্র লাইন ছয়েক; আর 'দ্বিতীয় দুমাত আল জান্দাল' হামলাটির বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় এই দু'টি হামলারই বর্ণনা বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত।

প্রথম দুমাত আল জান্দাল হামলা (পঞ্চম হিজরি):

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: [156]
(ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা, আল-ওয়াকিদির বর্ণনার অনুরূপ।) [157] [158]

'দুমাত আল জান্দাল হামলাটি সংঘটিত হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে, হিজরতের উনপঞ্চাশতম মাসে। আল্লাহর নবী রবিউল আউয়াল মাসের শেষ পাঁচ রাত্রিতে রওয়ানা হন ও রবিউল আখির মাসের বাঁকি দশে ফিরে আসেন।

ইবনে আবি সাবরা <আবদুল্লাহ বিন আবি লাবিদ হইতে <আবু সালামা বিন আবদ আল-রহমান হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বর্ণনা করেছে। আর আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আযিয আমাকে বর্ণনা করেছে <আবদুল্লাহ বিন আবি বকর হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে]। তারা উভয়েই আমাকে এই উপাখ্যান সম্পর্কে অবহিত করেছে। তাদের মধ্যে একজন অধিক তথ্য দিয়েছে। অন্যরাও আমাদের-কে বর্ণনা করেছে।

তারা বলেছে: আল্লাহর নবী আল-শামের [বর্তমান সিরিয়া] নিকটতম স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাকে যা বলা হয়েছিল, তা হলো, ‘আল-শামের প্রবেশের দ্বার প্রান্তে দুমাত আল-জান্দাল অবস্থিত;

‘যদি আপনি এর কাছাকাছি যান, তা সিজারকে আতঙ্কিত করতে পারে।’

নবীকে উল্লেখ করা হয়েছিল যে অনেক লোক দুমাত আল-জান্দালে জড়ো হয়েছে ও তারা 'দাফিত-দের' (যারা শহরে পণ্য নিয়ে আসতো — তারা ছিল নাবাতিয়ান, আসতো আটা ও তেল নিয়ে) যারা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাদের সাথে তারা খারাপ আচরণ করেছে। এটি ছিল এক বিশাল বাজার ও বহু ব্যবসায়ী ও আরব বেদুইনরা এখানে আশ্রয় নিতো, ও তারা মদিনা অভিমুখ যেতে চাইতো। আল্লাহর নবী লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন ও এক হাজার মুসলমানের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি রাত্রিতে অগ্রসর হতেন ও দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বানু উধরা গোত্রের মাধকুর নামের এক লোক। সে ছিল এক অভিজ্ঞ গাইড।

আল্লাহর নবী তাড়াহুড়া করে রওনা হোন। তিনি যখন দুমাত আল-জান্দালের নিকটবর্তী হোন, তিনি তাদের রাস্তা থেকে অন্য পথে যান। কোন দ্রুতগামী সওয়ারির জন্য তাঁর ও সেটির মধ্যে দূরত্ব ছিল এক দিন বা রাত্রির যাত্রাপথ। গাইডটি তাঁকে বলে, "বস্তুতই তাদের গবাদি পশুগুলো চড়ে বেড়াচ্ছে, তাই যতক্ষণে না আমি

আপনার জন্য কিছু তথ্য জোগাড় করে আনতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" আল্লাহর নবী সম্মত হোন।

'উধরি' লোকটি রওনা হয়, উপরে আরোহণ করে, যতক্ষণে না সে গবাদি পশু ও ভেড়ার পালের গমনপথগুলো দেখতে পায়। অতঃপর সে নবীর কাছে ফিরে আসে ও তাঁকে তা অবহিত করায়, এইভাবে তিনি তাদের অবস্থা জানতে পারেন। আল্লাহর নবী অগ্রসর হন ও তাদের গবাদি পশুগুলো ও রাখালদের আক্রমণ করেন। আল্লাহর নবী তাদের-কে আক্রমণ করেন, যাদেরকে তিনি পেরেছিলেন। যারা পরিত্রাণ পেয়েছিল তারা চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। দুমাত আল-জান্দালের লোকদের কাছে খবর পৌঁছে ও তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আল্লাহর নবী তাদের অঙ্গনে আসেন, কিন্তু তিনি সেখানে কাউকে দেখতে পান না। তিনি সেখানে কয়েক দিন যাবত অবস্থান করেন ও বিভিন্ন দিকে হামলাকারী দল প্রেরণ করেন। তারা একদিনের জন্য যাত্রা করে ও অতঃপর ফিরে আসে। তারা তাদের কাউকেই খুঁজে পায় না। হামলাকারীরা তাদের উটগুলোর কিছু অংশ-কে ধরে নিয়ে আসে।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা ছাড়া কেউই তাদের ধরতে পারে নাই, সে তাদের একজনকে ধরে নবীর কাছে নিয়ে আসে। নবী তাকে তার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, "তারা গতকাল পালিয়ে গিয়েছে যখন তারা শুনেছে যে আপনি তাদের গবাদি পশুগুলো নিয়ে গেছেন।" নবী তাকে কয়েক দিন যাবত ইসলামের প্রস্তাব দেন ও সে ধর্মান্তরিত হয়। নবী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহর নবী তাঁর অনুপস্থিতিতে সিবা বিন উরফুতা-কে মদিনার দায়িত্বে নিযুক্ত রেখেছিলেন।'

দ্বিতীয় দুমাত আল জান্দাল হামলা (নবম হিজরি):

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনা: [159] [160] [161]
(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩৮) পর:

উকায়েদির বিন আবদুল মালিকের উপর হামলা:

‘---আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কে ডেকে পাঠান ও তাকে ‘দুমা’ অঞ্চলের উকায়েদির বিন আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করেন। উকায়েদির বিন আবদুল মালিক ছিল 'কিনদা' উপজাতির এক লোক ও যে ছিল দুমার শাসনকর্তা; সে ছিল খ্রিস্টান। আল্লাহর নবী খালিদ-কে বলেন যে সে হয়তো তাকে বন্য গরু শিকার করা অবস্থায় খুঁজে পাবে। খালিদ যাত্রা শুরু করে ও তা অব্যাহত রাখে যতক্ষনে না সে তার দুর্গটি দেখতে পায়।

এটি ছিল গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল চাঁদনী রাত ও উকায়েদির তার স্ত্রীর সঙ্গে ছাদে অবস্থান করছিল। গরুগুলো সারারাত দুর্গের গেটের সামনে এসে তাদের শিংগুলো ঘষতে থাকে। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে ইতিপূর্বে এ ধরণের কিছু জেনেছে কিনা, ও সে তাকে তাদের পিছু ধাওয়া করার অনুরোধ জানায়। সে [উকায়েদির] তার ঘোড়াটি-কে আনার আদেশ করে ও সেটির পিঠে যখন জিন পরানো হয় সে তার উপর চড়ে বসে ও পরিবারের কিছু সংখ্যক লোকদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করে, যাদের মধ্যে ছিল হাসান নামের তার এক ভাই।

তাদের সওয়ার হওয়ার সময়টিতে আল্লাহর নবীর অশ্বারোহী বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তারা তাকে ধরে ফেলে এবং তার ভাই-কে হত্যা করে।

উকায়েদিরের [আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারী: 'উকায়েদিরের ভাইয়ের'] পরিধানে ছিল এক আলখাল্লা, যেটি ছিল সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত বুটিদার রেশমি কাপড়ের তৈরি। খালিদ এটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় ও তাকে তাঁর নিকট হাজির করার পূর্বেই (আল-তাবারী: 'সে নবীর নিকট আসার আগেই') সেটি সে আল্লাহর নবীর নিকট পাঠিয়ে দেয়।

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা <আনাস বিন মালিক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেছে: উকায়দিরের আলখাল্লা-টি যখন আল্লাহর নবীর কাছে আনা হয়েছিল, আমি তা দেখেছিলাম। মুসলমানরা এটি স্পর্শ করছিল ও প্রশংসা করছিল, আর আল্লাহর নবী বলছিলেন:

"তোমরা কি এটির প্রশংসা করছো? তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, বেহেশতে সা'দ বিন মুয়াদের রুমালগুলো এর চেয়ে উত্তম।"

অতঃপর খালিদ উকায়দির-কে আল্লাহর নবীর কাছে ধরে নিয়ে আসে, তিনি তার জীবন ভিক্ষা দেন ও তার সাথে শান্তি স্থাপন করেন এই শর্তে যে সে তাঁকে জিজিয়া প্রদান করবে। অতঃপর তিনি তাকে মুক্তি দান করেন ও সে তার শহরে (আল-তাবারী; 'তার গ্রামে') ফিরে আসে।

বুজায়ের বিন বুজারা নামের তাঈ গোত্রের এক লোক খালিদ-কে বলা নবিজীর কথা 'তুমি তাকে বন্য গরুগুলোর ডাক শুনা অবস্থায় খুঁজে পাবে' স্মরণ করে বলেছিল যে সেই রাত্রিতে তাকে তার দুর্গ থেকে বের করে আনতে গরুগুলো যা করেছিল তা নবীর কথাটি-কে নিশ্চিত করেছে:

মহিমান্বিত সে যে গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।
আমি দেখছি যে আল্লাহ প্রত্যেক নেতাকে দেখায় পথ।
যারা তাবুক থেকে সরে আছে দূরে, (তাদের থাকতে দাও)
কারণ আমাদের-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের।'

আল্লাহর নবী তাবুকে প্রায় দশ রাত্রি অবস্থান করেন, তার বেশী নয় (আল-ওয়াকিদি: 'বিশ রাত্রি')। অতঃপর তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।' ------

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা: [161]

[পৃষ্ঠা ১০২৫-১০২৮] ‘সে বলেছে: ইবনে আবি হাবিবা <দাউদ বিন আল হুসায়েন হইতে <ইকরিমা হইতে <ইবনে আব্বাস হইতে, এবং মুহাম্মদ বিন সালিহ <আসিম বিন উমর বিন কাতাদা হইতে, এবং মুয়াধ বিন মুহাম্মদ < ইশাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি তালহা হইতে, এবং ইসমাইল বিন ইবরাহিম < মুসা বিন উকবা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে অবহিত করিয়েছে। সকলেই আমাকে এই উপাখ্যানের কিছু অংশ অবহিত করেছে, যা ইবনে আবি হাবিবার বিবরণ দ্বারা সমর্থিত।

তারা বলেছে: আল্লাহর নবী তাবুক থেকে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ-কে চার-শত বিশজন ঘোড়সওয়ার-কে সঙ্গে দিয়ে দুমাতুল জান্দালে অবস্থিত উকায়েদির বিন আব্দুল মালিকের নিকট প্রেরণ করেন। উকায়েদির ছিল কিনদার [গোত্র] এক লোক, তাদের শাসক ও একজন খ্রিস্টান। খালিদ বলে, "হে আল্লাহর নবী, [বানু] কালবদের ভূখণ্ডের মাঝখানে আমার অবস্থা কেমন হবে, কারণ নিশ্চিতই আমি বিলাসী লোকদের সঙ্গে থাকবো?" আল্লাহর নবী বলেন, "তুমি তাকে গরু শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে ও তুমি তাকে ধরতে পারবে।"

সে বলেছে: তাই খালিদ যাত্রা করে ও গ্রীষ্মের চাঁদনী রাতে হঠাৎ করে দুর্গটি তার দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখে। উকায়েদির তার স্ত্রী আল-রাবাব, [বানু] কিনদার উনায়েফ বিন আমিরের কন্যা, এর সাথে ছাদে ছিল। গরমের কারণে সে দুর্গের ছাদে উঠেছিল। তার গায়িকাগুলো গান গাচ্ছিল, সে পানীয় আনতে বলেছিল ও তা পান করছিলো। গরুগুলো দুর্গের গেটের কাছাকাছি এসে তাদের শিংগুলো দুর্গের দরজায় ঘষছিল। তার স্ত্রী, আল-রাবাব, সামনে এগিয়ে আসে ও দুর্গ থেকে নীচে তাকিয়ে গরুগুলো দেখতে পায় ও বলে, "আমি এমন খোরাকী মাংসের রাত্রি দেখি নাই। তুমি কি এরকম কখনও দেখেছো?" সে জবাবে বলে, "না!" অতঃপর সে [স্ত্রী] বলে, "কেউ কি এটা হাতছাড়া করতে পারে?" সে জবাবে বলে, "কেউ না।"

সে বলেছে: উকায়েদির বলেছে, "আমি এমন রাত দেখি নাই যেখানে গবাদি-পশুগুলো আমাদের কাছে এসেছে। পূর্বে যখন আমি তাদের ধরতে চাইতাম, আমি ঘোড়াগুলি প্রস্তুত করতাম ও তাদের এক মাস বা তারও বেশি সময় ধরে চর্বিহীন ও হালকা করে তুলতাম এবং লোকজন ও সরঞ্জামাদি নিয়ে সওয়ার হতাম।"

উকায়েদির নিচে নেমে এসে তার ঘোড়াটির পিঠে জিন পরানোর নির্দেশ দেয় ও তার বাড়ি থেকে একদল লোক তার সাথে সওয়ার হয়, যার মধ্যে ছিল তার ভাই হাসান ও দু'জন দাস। তারা তাদের শিকারের বল্লমগুলো নিয়ে তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে। যখন তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, খালিদের অশ্বারোহীরা তাদের উপর নজর রাখে ও তাদের একটি ঘোড়াও চিঁহি করে ডাক দেয় না বা নড়াচড়া করে না।

যে মুহূর্তে উকায়েদির তার দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে, খালিদের অশ্বারোহীরা তাকে পাকড়াও করে ও তাকে বন্দী করে, কিন্তু হাসান প্রতিরোধ ও লড়াই করে যে পর্যন্ত না তাকে হত্যা করা হয়। ক্রীতদাস দু'জন পালিয়ে যায়, আর তার বাড়ির যে সকল লোকজন তার সাথে ছিল তারা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে।

হাসান সোনা দিয়ে খোদাই করা এক বুটিদার কাফতান পরিধান করে ছিল; খালিদ তা লুটের মাল (গনিমত) হিসাবে লুণ্ঠন করে ও তাদের ফিরে আসার আগেই সেটি আমর বিন উমাইয়া আল-দামরির হাতে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠিয়ে দেয় ও উকায়েদিরের বন্দি করার বিষয়টি নবিজী-কে অবহিত করায়।

আনাস বিন মালিক ও জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেছে: আমরা উকায়েদিরের ভাই আসলামের কাফতান-টি দেখেছি যখন এটি আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। মুসলমানরা এটি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে শুরু করেছিল এই কারণে যে তারা এটিতে বিস্মিত হয়েছিল। আল্লাহর নবী বলেছিলেন, "এটি কি তোমাদের

বিস্মিত করে? তার শপথ যার হাতে আমার আত্মা, জান্নাতে সা'দ বিন মুয়াদের [পর্ব: ৮৩ ও ৯০] রুমালটি এর চেয়ে উত্তম।"

আল্লাহর নবী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ-কে বলেছিলেন,
"যদি তুমি উকায়দিরের বিরুদ্ধে বিজয়ী হও তবে তাকে হত্যা করো না, বরং তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। কিন্তু সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকে হত্যা করো।"

সে তার নির্দেশ মান্য করে। বুজায়ের বিন বুজারা নামের তাঈ গোত্রের এক লোক খালিদ-কে বলা নবিজীর কথা 'নিশ্চিতই তুমি তাকে গরুগুলো শিকার করা অবস্থায় খুঁজে পাবে' স্মরণ করে বলেছিল যে, সেই রাত্রিতে গরুগুলো তার দুর্গের দরজায় যা করেছিল তা নবীর কথাগুলো-কে নিশ্চিত করেছিল। সে এক কবিতা আবৃত্তি করেছিল:

পবিত্রতা তার যে গরুগুলো-কে করেছে পরিচালিত,
বস্তুতই আমি দেখি যে আল্লাহ দেখায় পথ প্রত্যেক নেতাকে।
তোমাদের মধ্যে যারা তাবুকে অংশগ্রহণ করা থেকে আছ বিরত,
নিশ্চিতই আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম/লড়াইয়ের।

খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ উকায়েদির-কে বলে, "আল্লাহর নবীর কাছে তোমাকে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত যদি আমি তোমাকে হত্যা করা থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিই, তবে কি তুমি আমার জন্য দুমা খুলে দেবে?" সে জবাবে বলে, "হ্যাঁ, আমি তা তোমার জন্য করবো।"

খালিদ যখন উকায়দিরের সাথে চুক্তিটি করেছিল, তখন উকায়দির ছিল শিকল-বাঁধা অবস্থায়।

খালিদ তার সাথে দুর্গের দরজার কাছে আসে ও উকায়েদির তার পরিবারের লোকদের ডেকে বলে: "দুর্গের দরজাটি খোল!" উকায়েদিরের ভাই মুদাদ তাদের-কে অগ্রাহ্য করে। উকায়েদির খালিদ-কে বলে, "আল্লাহর কসম তুমি জানো; যখন তারা আমাকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখবে, তারা আমার জন্য তা খুলবে না। আমাকে ছেড়ে দাও; আল্লাহর কসম আমার উপর এই ভরসা রাখো যে, আমি তোমার জন্য দুর্গের দরজা খুলে দেবো,

যদি তুমি আমাকে এর লোকদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দাও।"

খালিদ বলে, "নিশ্চয়ই, আমি তা করবো।" উকায়েদির বলে, "তুমি যদি চাও তবে আমি তোমাকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করবো, আর তুমি যদি চাও তবে আমি মধ্যস্থতাকারী হবো।" খালিদ বলে, "বরং, তুমি যা দেবে আমরা তা গ্রহণ করবো।" তাই সে তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে তাকে:

[১] এক হাজার উট;
[২] আট শত ক্রীতদাস;
[৩] চারশত বর্ম আবরণ, ও
[৪] চারশত বল্লম (বর্শা) প্রদান করবে;

এই শর্তে যে, খালিদ তাকে ও তার ভাইকে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে যাবে, যিনি তাদের রায় নির্ধারণ করবেন।

খালিদ সে বিষয়ে সম্মত হয় ও উকায়েদির-কে মুক্ত করে ও উকায়েদির দুর্গটি খুলে দেয়। খালিদ তার ভিতরে প্রবেশ করে ও তার সহযোগীরা উকায়েদিরের ভাই মুদাদ-কে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে। উকায়েদির তাকে যে উট, ক্রীতদাস ও অস্ত্রগুলো প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সে হস্তগত করে। অতঃপর সে উকায়েদির ও মুদাদ-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

আল্লাহর নবীর সামনে উপস্থিত হওয়ার পর উকায়েদির তাঁর সাথে 'জিযিয়া' বিশয়ে সম্মত হয়, তাকে ও তার ভাইকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা ও মুক্তি দানের বিনিময়ে।

আল্লাহর নবী তাদের সুরক্ষা ও শান্তির বিশয়ে একটি ডকুমেন্ট লিখেন ও সে সময় তিনি তাঁর নখের ছাপ দিয়ে তা সিল করে দিয়েছিলেন।' --------

[পৃষ্ঠা ১০২৯-১০৩০] আবু সাইদ আল-খুদরি, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এ সম্পর্কে বলতো: আমরা উকায়েদির-কে বন্দী করেছিলাম ও অস্ত্রগুলোর মধ্যে আমার অংশে ছিল একটি বর্ম, একটি শিরস্ত্রাণ ও একটি বর্শা; দশটি উটও আমার ভাগে পড়েছিল।

বেলাল বিন আল-হারিথ আল-মুযাননি বলতো: আমরা উকায়েদির ও তার ভাইকে বন্দী করেছিলাম ও তাদের-কে নবীর সামনে নিয়ে এসেছিলাম। 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে অর্জিত লুটের মাল [পর্ব: ২৮]) থেকে কোন কিছু ভাগাভাগি করার পূর্বে সবচেয়ে সেরা অংশটি নবীজীর জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। অতঃপর তিনি লুটের মালগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করেন; এক পঞ্চমাংশ ছিল নবীর জন্য।

আবদুল্লাহ বিন আমর আল-মুযাননি বলতো: আমরা মুযায়েনা গোত্রের চল্লিশ জন লোক খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের সাথে ছিলাম। আমাদের ভাগে ছিল পাঁচ অংশ। প্রত্যেক লোকের কাছে ছিল অস্ত্রশস্ত্র, আর বল্লমগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ আল-যাফারি <আসিম বিন উমর বিন কাতাদা হইতে <আবদ আল-রহমান বিন জাবির হইতে <তার পিতা হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বর্ণনা করেছে, যে বলেছে, "আমি উকায়েদির-কে দেখেছিলাম যখন খালিদ তাকে

ধরে নিয়ে এসেছিল। তার পরিধানে ছিল এক সোনার ক্রুশ ও বুটি দ্বারা খচিত করা রেশমি কাপড়।"

আল-ওয়াকিদি বলেছে: 'দুমা' অধিবাসীদের এক বৃদ্ধ লোক আমাকে বলেছে যে আল্লাহর নবী তাঁর জন্য এই দলিলটি লিখেছিলেন:

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। এটি আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে উকায়দিরের জন্য একটি দলিল, যখন সে দুমাত আল-জান্দাল ও এর সুরক্ষা কেন্দ্রগুলোতে আল্লাহর তরবারি খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের সঙ্গে ইসলামে সাড়া দিয়েছিল ও অন্যান্য দেবতা ও মূর্তিগুলি অপসারণ করেছিল। অবশ্যই, আমাদের জন্য হলো অগভীর জলের উপকূল, অনাবাদী জমি, জনবসতিহীন এলাকা ও মরুভূমি অঞ্চলগুলো, বর্ম আবরণ, অস্ত্রশস্ত্র, উটগুলো ও ঘোড়াগুলো এবং নগরদুর্গ। তোমাদের জন্য হলো তোমাদের শহরগুলোর অন্তর্ভুক্ত তালগাছগুলো, চাষ-কৃত জমি থেকে উৎপন্ন ফসলগুলো - এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর; তোমাদের উটগুলো বণ্টন করা হবে না, কিংবা দুধের জন্য তোমরা যে গবাদি পশুগুলো আলাদা করে রেখেছ তাও গণনা করা হবে না। তোমাদের জন্য কৃষিকাজ নিষিদ্ধ করা হয় নাই, কিংবা বাড়ির বাসনপত্রের এক দশমাংশও তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে না। তোমরা নামাজের জন্য উঠে দাঁড়াবে যখন এর সময় হবে, ও নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত নিয়ে আসবে। এতে আছে তোমাদের এক প্রতিশ্রুতি ও এটি একটি চুক্তি। এটি তোমাদের জন্য সত্য ও পরিপূর্ণ।"

এর সাক্ষী ছিল আল্লাহ ও উপস্থিত মুসলমানরা।' -----

তারা বলেছে: তিনি তাকে একটি পোশাক উপহার দিয়েছিলেন ও আল্লাহর নবী তাকে সুরক্ষা ও শান্তি প্রদানের জন্য একটি দলিল লিখেছিলেন। তিনি তার ভাইকে সুরক্ষা

প্রদান করেন ও তার জন্য 'জিযিয়া' নির্ধারণ করেন। আল্লাহর নবীর সাথে তাঁর সীল ছিল না, তাই তিনি এটি তাঁর নখের ছাপ দিয়ে সীলমোহর করেছিলেন।'

সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৩০৩১: [162]

'আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত; উসমান ইবনে আবু সুলায়েমান: নবী (সাঃ) খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ কে 'দুমার। উকায়দিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে বন্দি করা হয়েছিল ও তারা তাকে তাঁর (অর্থাৎ নবী) কাছে নিয়ে এসেছিল। তিনি তার জীবন রক্ষা করেছিলেন ও তার সাথে এই শর্তে শান্তি স্থাপন করেছিলেন যে তাকে জিযিয়া (মাথাপিছু-কর) প্রদান করতে হবে।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> 'দুমাতুল জান্দাল' ছিল ওয়াদি সিরহানের সম্মুখভাগে অবস্থিত একটি মরূদ্যান, যা মধ্য-আরব ও হাওরান ও সিরিয়ার পাহাড়গুলো সংযুক্ত। এই স্থানটি দামেস্ক ও মদিনার মধ্যবর্তী যাত্রা পথে অবস্থিত। বর্তমানে এই সমগ্র অববাহিকা ও বসতিগুলো 'আল-জাওফ (al-Jawf) নামে পরিচিত। আর 'কিনদা' ছিল এক দক্ষিণ আরবীয় উপজাতি গোষ্ঠী, যা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কেন্দ্র ও উত্তরের সমগ্র অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে ছিল। ইসলামের উত্থানের আগে এরা আরবের ইতিহাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করতো। [163]

আদি উৎসে উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো, এই দু'টি হামলারই আগ্রাসী হামলাকারী গুষ্টিটি ছিল নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। 'দুমাতুল জান্দাল' অঞ্চলের কোন ব্যক্তি বা শাসকই নবী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর কখনোই কোনরূপ আক্রমণ চালান নাই। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে দুমার শাসনকর্তা উকায়েদির বিন আবদুল মালিকের উপর এই নৃশংস অতর্কিত হামলার

পর 'আইলার শাসক ইউহাননা বিন রুবা এবং জারবা, আধরু ও মাকনা অঞ্চলের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে "নিরাপত্তা লাভের" প্রত্যাশায়। তাঁরা ভীত ছিলেন এই আশঙ্কায় যে মুহাম্মদ হয়তো তাঁদের কাছে কোন বাহিনী পাঠাবেন যেমনটি তিনি উকায়েদিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা কী শর্তে মুহাম্মদের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তার বিশদ আলোচনা আগের পর্বে (পর্ব: ২৩৮) করা হয়েছে।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি উকায়েদিরের ভাই হাসানের আলখাল্লা-টি (কাফতান-টি) যখন মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল ও তা দেখে যখন তাঁর অনুসারীরা বিস্মিত হয়েছিল, তখন মুহাম্মদের উক্তিটি ছিল:

“এটি কি তোমাদের বিস্মিত করে? তার শপথ যার হাতে আমার আত্মা, জান্নাতে সা'দ বিন মুয়াদের রুমালটি এর চেয়ে উত্তম।"

এই সেই সা'দ বিন মুয়াদ, যিনি 'বানু কুরাইজার' বীভৎস গণহত্যার রায় ঘোষণা করেছিলেন। যার আদেশে এই গোত্রের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের "একটা একটা করে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছিল" ও তাঁদের সকল নারীদের যৌন-দাসী রূপে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের (যাদের যৌনাঙ্গের চুল গজায় নাই) দাস হিসাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন! পরবর্তীতে তাঁদের অনেক-কে নাজাদ অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে করা হয়েছিল বিক্রি ও সেই বিক্রয়-লব্ধ সম্পদে মুহাম্মদ কিনেছিলেন যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র! এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৮৭-৯৫)।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে

আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; অন্যান্য রেফারেন্সের ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক: তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi:

THE FIRST RAID OF DŪMAT AL-JANDAL: [156]

'The Raid of Dūmat al-Jandal took place in Rabīʿ al-Awwal, the forty-ninth month AH. The Messenger of God set out during the last five nights of Rabīʿ al-Awwal and returned with ten remaining in Rabīʿ al-Ākhir.

Ibn Abī Sabra related to me from ʿAbdullah b. Abī Labīd from Abū Salama b. ʿAbd al-Raḥmān. And ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz related to me from ʿAbdullah b. Abī Bakr. Both of them related to me about this tradition. One of them provided more information. Others also related to us.

[Page 403] They said: The Messenger of God desired to approach the place closest to al-Shām. He was told that Dūmat al-Jandal was on the fringe of the entrance to al-Shām, and that if you drew near to it, this would terrify Caesar. It was mentioned to the Prophet that many gathered in Dūmat al-Jandal and that they ill-treated the Ḍāfiṭ (those who brought goods to the cities—they were Nabatean bringing flour and oil) who passed by them. It had

a great market and traders, and many Arab Bedouin had recourse to it, and they desired to approach Medina. The Messenger of God delegated the people, and he set out with a thousand Muslims. He was marching by night and hiding by day. With him was a guide from the Banū ʿUdhra named Madhkūr. He was an experienced guide.

The Messenger of God set out in haste. When the Messenger of God drew near to Dūmat al-Jandal, he deviated from their road. There was between him and it a day's or night's journey for a speedy rider. The guide said to him, "Indeed their cattle are grazing, so stay until I get some information for you." The Messenger of God agreed. The ʿUdhrī set out, ascending, until he found the tracks of cattle and sheep going out. Then he returned to the Prophet and informed him, so he knew their situation. The Messenger of God marched until he attacked their cattle and their shepherd. The Messenger of God attacked whomever he attacked. Those who escaped fled in every direction. News came to the people of Dūmat al-Jandal and they dispersed. The Messenger of God alighted in their yard, but he did not find anyone there. He stayed there for days and dispatched raids in different directions. They were gone for a day, then they returned. They did not find anyone of them. The raiders returned with a portion of their camels.

[Page 404] Except for Muḥammad b. Maslama who captured one of their men and brought him to the Prophet. The Prophet asked him about his companions. He said, “They fled yesterday when they heard that you had taken their cattle.” The Prophet offered him Islam for several days and he converted. The Prophet returned to Medina. The Messenger of God appointed Sibā‘b. ʿUrfuṭa over Medina during his absence.

THE SECOND RAID OF DŪMAT AL-JANDAL: [161]

‘He said: Ibn Abī Habība related to me from Dāwnd b. al-Ḥuṣayn, from ʿIkrima, from Ibn ʿAbbās, and Muḥammad b. Ṣāliḥ from ʿĀṣim b. ʿUmar b. Qatāda, and Muʿādh b. Muḥammad from Isḥāq b. ʿAbdullah b. Abī Ṭalḥa, and Ismā‘īl b. Ibrāhīm from Mūsā b. Uqba. All have related portions of this tradition to me, and it is supported by the tradition of Ibn Abī Ḥabība.

They said: the Messenger of God sent Khālid b. al-Walīd from Tabūk with four hundred and twenty horsemen to Ukaydir b. ʿAbd al-Malik in Dūmat al-Jandal. Ukaydir was from Kinda and was their king, and was a Christian. Khālid said, “O Messenger of God, how will it be for me in the middle of the land of the Kalb, for surely I will be with a people of luxury?” The Messenger of God said, “You will find him hunting cows and you will take him.” He said: So

Khālid went out until all of a sudden the fortress was in his sights in that night of a summer's moon. Ukaydir was on the roof with his wife al-Rabāb, daughter of Unayf b. ʿĀmir from Kinda. He had ascended the roof of the fortress because of the heat. His songstress sang, and he called for a drink and drank it. The cows approached [Page 1026] rubbing their horns on the gate of the fortress. His wife, al-Rabāb, came forward, looked down from the fortress and saw the cows, and said, "I have not seen such a night of meat. Have you ever seen such as this?" He replied, "No!" Then she said, "Who would leave this?" He replied, "No one!"

He said: Ukaydir says, "I have not seen such a night when the cattle come to us. Before, I used to prepare the horses, making them lean and light for a month or more, when I wanted to catch them, and I would ride with men and tools."

Ukaydir came down and ordered his horse to be saddled, and a group of people from his house rode with him, including his brother Ḥassān, and two slaves. They set out from their fortress with their hunting spears. When they left the fortress the cavalry of Khālid observed them and not a horse among them either neighed or stirred. The moment Ukaydir departed from the fortress, he was captured by the cavalry of Khālid and taken prisoner, but Ḥassān resisted and fought until he was killed. The two slaves fled, and those who were with him from the people of

his house entered the fortress. Ḥassān was wearing a kaftān of brocade embossed with gold and Khālid captured it as plunder and sent it with ʿAmr b. Umayya al-Ḍamrī to the Messenger of God, to arrive before them, and inform the Prophet about the capture of Ukaydir.

Anas b. Mālik and Jābir bʿAbdullah said: We saw the Kaftān of Ḥassān the brother of Ukaydir when it was taken to the Messenger of God. The Muslims began to touch it with their hands for they were amazed by it. The Messenger of God said, "Does this amaze you? By Him who holds my soul in His hand, the handkerchief of Saʿd b. Muʿādh in Paradise is better than this!"

The Messenger of God had said to Khālid b. al-Walīd, "If you are victorious with Ukaydir, do not kill him, but bring him to me. But if he refuses, kill him." He obeyed him. Bujayr b. Bujara from Tayyi', [Page 1027] mentioning the words of the Prophet to Khālid, "Surely you will find him hunting the cows," said that what the cows did that night at the gate of the fortress confirmed the words of the Messenger of God. He recited a poem:

Blessed is the driver of the cows,
Indeed I see God guide every leader.
Those of you who stayed behind from taking Tabūk,
Indeed we have been ordered to strive/fight in the way of God.

Khālid b. al-Walīd said to Ukaydir, "If I promise to protect you from being killed until you come to the Messenger of God, would you open Dūma for me?" He replied, "Yes, I will do that for you." When Khālid made the agreement with Ukaydir, Ukaydir was in shackles; Khālid departed with him until they were close to the gates of the fortress, and Ukaaydir called out to his family: Open the gate of the fortress! Muḍād the brother of Ukaydir refused them, and Ukaydir said to Khālid, "You know by God, they will not open to me when they see me in shackles. Leave me, and for you by God is the trust that I will open the fortress for you, if you will promise me the security of its people." Khālid said, "Indeed, I do." Ukaydir said, "If you wish I will appoint you arbitrator, and if you wish I will be the arbitrator". Khālid said, "Rather, we will accept whatever you give." he So promised him a thousand camels; eight hundred heads of slaves; four hundred armor plates and four hundred spears on condition that Khālid left with him and his brother to the Messenger of God who would pass judgement over them. Khālid agreed about that and set Ukaydir free, and Ukaydir opened the fortress. Khālid entered it, and his associates shackled Muḍād, the brother of Ukaydir. He took what Ukaydir promised him of camels and slaves and weapons. Then he set out returning to Medina taking Ukaydir and Muḍād with him.

When Ukaydir arrived before the Messenger of God he agreed with him about the *jizya*, and to spare his blood and the blood [Page

1028] of his brother and set them free. The Messenger of God wrote a document about their protection and their peace, and he sealed it at that time with imprint of his nail.'-------

'Abū Saʿīd al-Khudrī, may God bless him, used to relate saying: We captured Ukaydir, and my portion from the weapons were an armor, a helmet, and a spear; I was also apportioned ten camels. Bilāl b. al-Ḥārith al-Muzannī used to relate saying: We captured Ukaydir and his brother, and we brought them before the Prophet. Before anything was apportioned from the *fay'*, the best part was set aside for the Prophet. Then he apportioned the plunder into five parts and a fifth was for the Prophet. ʿAbdullah b. ʿAmr al-Muzannī used to say: We were forty men from Muzayna with Khālid b. al-Walīd. Our share was five portions. Every man had weapons for armor and spears were apportioned to us.

Yaʿqūb b. Muḥammad al-Ẓafarī related to me from ʿĀṣim b. ʿUmar b. [Page 1030] Qatāda, from ʿAbd al-Raḥmān b. Jābir from his father, who said, "I saw Ukaydir when Khālid brought him. He was wearing a gold cross and silk brocade which was embossed."

Al-Wāqidī said: An old man from the people of Dūma told me that the Messenger of God wrote this document for him:

In the name of God most gracious most merciful. This is a document from Muḥammad, the Messenger of God, to Ukaydir when he responded to Islam and removed the other Gods and the idols with Khālid b. al-Walīd, the sword of God, in Dūmat al-Jandal and its protectorates. Indeed, to us are the outskirts of shallow water, uncultivated land, uninhabited areas and desert lands, coats of mail, weapons, camels and horses and the fortress. For you are the palm trees included within your towns, sources from the cultivated land after the fifth is taken; your camels will not be apportioned, nor will the cattle you set apart for milk be reckoned. Farming is not prohibited to you, nor will the tithe for the utensils of the homes be taken from you. You will stand for prayer when it is time, and will bring the *zakāt* as determined. To you in that is a promise and an agreement. For you with that is truth and fulfillment.

It was witnessed by God and those who attended among the Muslims.'----

'They said: He gave him a gift of a robe, and the Messenger of God wrote a document for him granting him protection and peace. He granted his brother protection and put down the *jizya* for him. The Messenger of God did not have his seal with him, so he sealed it with his fingernail.' --------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[155] আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুক ও সুরা তাওবাহ: https://istishon.blog/node/26973

[156] “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ১; পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৪; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮

[157] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৪৪৯

[158] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা ৪-৫

[159] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৭-৬০৮

[160] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫৮-৬০

[161] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০২৫-১০৩০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫০২-৫০৪

[162] সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৩০৩১ https://quranx.com/hadith/AbuDawud/Hasan/Hadith-3031/

[163] Ibid আল-তাবারী - ভলুউম ৯: নোট নম্বর ৪১২ ও ৪১৩

২৪০: তাবুক যুদ্ধ-১৩: 'নবী মুহাম্মদ-কে হত্যা চেষ্টা' - আবারও!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত চৌদ্দ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু হয়েছিল যয়নাব বিনতে আল-হারিথ নামের এক ইহুদি মহিলা প্রদত্ত খাবারে মেশানো বিষের প্রতিক্রিয়ায়; যা তিনি মৃত্যুকালে নিজেই স্বীকার করেছিলেন (পর্ব: ১৪৫)! মদিনা অবস্থানকালীন সময়ে, তাবুক অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে তিনবার হত্যা চেষ্টা করা হয়েছিল! তাবুক অভিযান শেষে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে তাঁকে আবারও হত্যার পরিকল্পনা করা হয়; যে হত্যার পরিকল্পনাকারীরা ছিলেন "তাঁরই অনুসারীরা!" ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে, বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে, আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৯২৩ সাল) এই ঘটনাটির বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনা: [164]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৩৯) পর:

'তারা বলেছে: আল্লাহর নবী যখন কোন এক রাস্তায় ছিলেন, তখন মুনাফিকদের কিছু লোক তাঁকে প্রতারিত করে রাস্তাটির খাড়া ঢালু স্থান থেকে তাঁকে ফেলে দেওয়ার

চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহর নবী যখন সেই খাড়া গিরিপথে এসে পৌঁছেন, তারা তাঁর সাথে সেই গিরিপথ দিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আল্লাহর নবীকে তাদের সম্পর্কে খবরটি জানানো হয়। তিনি লোকদের বলেন, "বাতন আল-ওয়াদি যাওয়ার রাস্তাটি ধরো, কারণ নিশ্চিতই তা বেশী সহজ ও বেশী চত্তড়া।" তাই লোকজন বাতন আল-ওয়াদি যাওয়ার পথটি নেয়, আর আল্লাহর নবী নেন সেই গিরিপথের (আকাবা) রাস্তাটি।

তিনি আম্মার বিন ইয়াসির-কে তাঁর উটটির দুই পাশের জিন-সংলগ্ন পা-দানিটি (রেকাব) ধরে সম্মুখে থেকে ও হুদাইফা বিন আল-ইয়ামান কে পিছন থেকে পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নবী যখন গিরিপথটি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তিনি হঠাৎ লুকিয়ে থাকা লোকদের কাছ থেকে আওয়াজ শুনতে পান। আল্লাহর নবী ক্রোধান্বিত হোন ও তিনি হুদাইফা-কে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন তাদের-কে ফেরত পাঠায়। হুদাইফা তাদের ফেরত পাঠায় ও তারা আল্লাহর নবীর ক্রোধ প্রত্যক্ষ করে। সে তার হাতের এক লাঠি দ্বারা তাদের মাদী উটগুলোর মুখমণ্ডলগুলোতে আঘাত করা শুরু করে। মুসলমানদের প্রতিপক্ষ লোকেরা ধারণা করে যে আল্লাহর নবী তাদের প্রতারণা-টি ধরে ফেলেছেন, অত:পর তারা দ্রুত গিরিপথটি থেকে নেমে আসে ও মুসলমানদের সাথে মিশে যায়।

হুদাইফা অগ্রসর হয় যতক্ষণে না সে আল্লাহর নবীর নিকটে আসে ও তাঁকে দ্রুত পরিচালনা করে। গিরিপথটি থেকে বের হয়ে আসার পর আল্লাহর নবী লোকজনদের (না'স) কাছে নেমে আসেন। নবী বলেন, "হে হুদাইফা, তুমি যে অশ্বারোহীদের ফিরিয়ে দিয়েছো তাদের কাউকে কী তুমি চিনতে (দেখতে) পেরেছ?" সে জবাবে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমি অমুক ও অমুকের পশুগুলো চিনি, অমুক ও অমুক। কিন্তু লোকেরা ছিল অবগুণ্ঠিত অবস্থায় ও রাতের অন্ধকারজনিত কারণে আমি তাদের চিনতে পারি নাই।"

তারা নবীর সাথে সম্মুখে অগ্রসর হয় ও তাঁর পশুর পিঠের উপরের জিন থেকে কিছু একটা জিনিস পড়ে যায়। হামযা বিন আমর আল-আসলামি যা বলতো, তা হলো: আমার হাতে আলো ছিল, আমি খোঁজাখুঁজি করি ও আমরা চাবুক, দড়ি ও অনুরূপ জিনিস থেকে যা পড়ে গিয়েছিল তা সংগ্রহ করার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখি। যতক্ষণে না যে জিনিসগুলো পড়ে গিয়েছিল তার সমস্তই আমরা সংগ্রহ করি। সে আল্লাহর নবীর সাথে গিরিপথে এসে যোগদান করেছিল।

যখন সকাল হয়, **উসায়েদ বিন হুদায়ের** তাঁকে বলে, "হে আল্লাহর নবী, গতকাল কি আপনাকে উপত্যকার রাস্তা ধরে যেতে বাধা প্রদান করেছিল? নিশ্চিতই তা গিরিপথের রাস্তাটির চেয়ে সহজ ছিল?" তিনি জবাবে বলেন: "হে আবু ইয়াহিয়া, তুমি কি জানো যে গতকাল মুনাফিকরা কী করতে চেয়েছিল ও তারা কী কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল?" তারা বলেছিল: 'আমরা তাকে অনুসরণ করব ও যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসবে ----- তারা আমার সওয়ারি পশুর চামড়ার ফিতাগুলো কেটে দেবে ও এটিকে খোঁচা দেবে যতক্ষণে না এটি আমাকে এর পিঠের জিন থেকে ফেলে দেয়'।"

উসায়েদ বলে: "হে আল্লাহর নবী, লোকেরা জড়ো হয়েছে ও নীচে নেমে এসেছে; সুতরাং আপনি প্রত্যেক পরিবার-কে এই আদেশ দেন যে তারা যেন এই ষড়যন্ত্রকারীকে হত্যা করে, যাতে যে তাকে হত্যা করবে সে হবে তার নিজেরই গোত্রের লোক। যদি আপনি চান, যে আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছে তার কসম, আমাকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করুন ও আমি তাদের মাথাগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত আপনি চলে যাবেন না। এমনকি তারা যদি আল-নাবিত গোত্রের লোকেরাও হয় তবুও আমি আপনার জন্য যথেষ্ট; যেমনটি আপনি খাযরাজ গোত্রের অধিপতিকে আদেশ করেছিলেন ও সে তার এলাকায় আপনার জন্য ছিল যথেষ্ট। অবশ্যই এদের-কে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। হে আল্লাহর নবী, কতদিন পর্যন্ত আমরা তাদের তোষামোদ করতে থাকব? আজ তারা সংখ্যায় কম ও নতজানু, আর ইসলাম হলো প্রতিষ্ঠিত! সুতরাং, আমরা তাদের কেন রাখব?"

আল্লাহর নবী উসায়েদ-কে বলেন,

"আমি সত্যিই ঘৃণা করি যে লোকেরা বলবে, অবশ্যই মুহাম্মদ তাঁর ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে তার সঙ্গীদের হত্যায় হাত দিয়েছিল।"

অতঃপর সে বলে, "হে আল্লাহর নবী, ওরা সঙ্গী নয়!" আল্লাহর নবী বলেন, "তারা কি ঘোষণা করেনি ও সাক্ষ্য দেয়নি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই?" সে জবাবে বলে, "অবশ্যই, কিন্তু তাদের ব্যাপারে তার কোন প্রমাণ নেই!" আল্লাহর নবী বলেন, "তারা কি ঘোষণা করে নাই যে আমি আল্লাহর রসূল?" সে বলে, "অবশ্যই, কিন্তু তাদের ব্যাপারে তার কোন প্রমাণ নেই!" তিনি জবাবে বলেন, "তাদের-কে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।"

সে বলেছে: ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ <রুবাইয়া বিন আবদ আল-রহমান বিন আবি সায়েদ আল-খুদরি হইতে <তার পিতা হইতে <তার পিতামহ হইতে, যে বলেছে:

গিরিপথে যে লোকেরা আল্লাহর নবী-কে কামনা করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল তেরো জন। আল্লাহর নবী হুদাইফা ও আম্মার-কে তাদের নামগুলো বলেন।

সে বলেছে: ইবনে হাবিবা < দাউদ বিন আল-হুসায়েন হইতে < আবদুর রহমান বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে < তার পিতা হইতে হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে) আমাকে বলেছে, যে বলেছে:

আম্মার বিন ইয়াসির ও মুসলমানদের এক ব্যক্তি একে অপরের সাথে কিছু একটা বিষয়ে বিরোধিতা করেছিল ও তারা একে অপরকে অপমান করছিল। লোকটি যখন আম্মার-কে অপমান করার বিশয়ে প্রায় অধিকতর ভাল অবস্থানে ছিল, আম্মার বলে, "গিরিখাদে কতজন সঙ্গী ছিল?" সে বলে, "আল্লাহই জানে।"

আম্মার বলে, "তাদের সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান তা থেকে আমাকে জানাও!" অতঃপর লোকটি চুপ থাকে। যারা উপস্থিত ছিল তারা বলে, "তোমার সঙ্গী তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছে তা তাকে স্পষ্ট করো!" নিশ্চিতই, আম্মার এমন কিছু জানতে চেয়েছিল যা তাদের কাছে গোপন ছিল। লোকটি এ সম্পর্কে কথা বলা অত্যন্ত অপছন্দ করে। লোকেরা লোকটির বিপক্ষে ছিল, অতঃপর লোকটি বলে, "আমরা বলতাম যে তারা ছিল চৌদ্দ-জন পুরুষ।" আম্মার বলে, "নিশ্চয় তুমি তাদের মধ্যে ছিলে ও তাদের সংখ্যা ছিল পনেরো জন!" লোকটি বলে, “এটিকে সহজ ভাবে নাও; আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহর কসম, আমাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিও না!"

আম্মার বলে, "আল্লাহর কসম, আমি কারও নাম বলি নাই, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে সেখানে ছিল পনের জন পুরুষ। তাদের মধ্যে বারোজন ছিল আল্লাহ ও তার নবীর শত্রু, পার্থিব জীবনে ও সাক্ষী স্থাপনের দিন; যেদিন অন্যায়কারীদের কোন অজুহাতই তার কাজে লাগবে না ও তাদের জন্য থাকবে শুধুই অভিশাপ ও দুর্দশাগ্রস্ত আবাস।"

সে বলেছে: মা'মার ইবনে রাশিদ আমাকে < আল-যুহরি হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বলেছে, যে বলেছে:

আল্লাহর নবী তাঁর পশু থেকে নেমে আসেন, কারণ তাঁর উটটি হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে এক ওহী নাজিল হয়েছিল। উটটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ও এর গলায় বাঁধা দড়িটি হেঁচকা টানাটানি করছিল যতক্ষণে না হুদাইফা বিন আল-ইয়ামান সেটির কাছে আসে ও এর গলার দড়িটি ধরে আল্লাহর নবীর কাছে চালিত করে; যেখানে সে তাঁকে বসে থাকতে দেখেছিল। সে উটটি-কে হাঁটু গেড়ে বসায় ও অতঃপর সেটির সাথে বসে থাকে যতক্ষণে না নবীজী উঠে দাঁড়ান ও তার কাছে আসেন ও বলেন, "এটি কে?"

সে জবাবে বলে, "আমি হুদাইফা।"
নবিজী বলেন, "বস্তুতই, আমি তোমাকে এমন এক বিষয়ে বিশ্বাস করি যা তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে না। আমাকে অমুক ও অমুকের সাথে প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অমুক ও অমুক, ও অমুক ও অমুক;" একটি দল যারা ছিল এই চিহ্নিত মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর নবী তাদের বিশয়ে একমাত্র হুদাইফা ছাড়া অন্য কাউকে অবহিত করেন নাই।

আল্লাহর নবীর মৃত্যু পর, সেটি ছিল উমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতের সময়, হঠাৎ করেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় যাকে 'উমর ভেবেছিল যে সে ছিল সেই দলের একজন। তাই সে হুদাইফার হাত ধরে তার জানাজা নামাজ পরিচালনা করার জন্য নিয়ে যায়; উদ্দেশ্য হুদাইফা যদি তার সাথে যায় তবে 'উমর তার জন্য দোয়া করবে। কিন্তু সে যদি তার হাত ছাড়িয়ে নেয় ও যেতে অস্বীকার করে তবে সে তার সাথে ফিরে যাবে।

সে বলেছে: ইবনে আবি সাবরা আমাকে <সুলায়মান বিন সুহায়েম হইতে < নাফি বিন জুবায়ের হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বর্ণনা করেছে, যে বলেছে: আল্লাহর নবী হুদাইফা ছাড়া কাউকে জানান নাই। তারা ছিল বারো জন লোক ও তাদের মধ্যে কোন কুরাইশ ছিল না। এটি আমাদের-কে নিশ্চিত করা হয়েছে।' ----

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> এই ঘটনাটির পূর্বে নবী মুহাম্মদ-কে হত্যার আর যে সকল পরিকল্পনাগুলো করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা "হুনাইনের যুদ্ধ: নবী মুহাম্মদ-কে হত্যা চেষ্টা" পর্বে (পর্ব: ২০৪) করা হয়েছে। আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে

পারি, উসায়েদ বিন হুদায়ের নামের তাঁর এক অনুসারী মুহাম্মদ-কে পরামর্শ দিচ্ছেন এই বলে:

"--আপনি প্রত্যেক পরিবার-কে এই আদেশ দেন যে তারা যেন এই ষড়যন্ত্রকারীকে হত্যা করে, যাতে যে তাকে হত্যা করবে সে হবে তার নিজেরই গোত্রের লোক।"

উসায়েদের এই পরামর্শ-টি ছিল বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ-কে দেয়া উমর ইবনে আল-খাত্তাবের পরামর্শের মতই (পর্ব: ৩৬):

"--আমি মনে করি যে, আপনি তাদের অমুক অমুককে আমার হাতে সোপর্দ করবেন, যাতে আমি তাদের কল্লা কাটতে পারি; আপনার উচিত হামজার ভাইকে তার কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে এবং আকিলকে আলীর কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে। তাতে আল্লাহ জানবে যে, আমাদের অন্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনোরূপ প্রশ্রয় নেই।"

উসায়েদ বিন হুদায়ের আর যে উক্তিটি করেছিলেন তা হলো:
"এমনকি তারা যদি আল-নাবিত গোত্রের লোকেরাও হয় তবুও আমি আপনার জন্য যথেষ্ট, যেমনটি আপনি খাযরাজ গোত্রের অধিপতিকে আদেশ করেছিলেন ও সে তার এলাকায় আপনার জন্য ছিল যথেষ্ট।"

উসায়েদ বিন হুদায়ের ছিলেন মদিনার আল-আউস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এক মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী (আনসার)। আর আল-নাবিত গোত্রটি হলো আল-আউস গোত্রেরই এক শাখা। অর্থাৎ, তিনি নবী মুহাম্মদের কাছে তাঁর গোত্রের লোকদেরই "নিজ হাতে" হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করছেন! যেমন করে তাঁর গোত্রেরই প্রয়াত: নেতা "সা'দ বিন মুয়াদ" তাঁর গোত্রের লোকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে, মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহাম্মদ-কে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে, তাদেরই গোত্রের সাথে জোটবদ্ধ "বানু কুরাইজা গোত্রের" লোকদের উপর বীভৎস গণহত্যা, তাঁদের সমস্ত

সম্পদ লুণ্ঠন ও তাঁদের সকল শিশু ও নারীদের দাস ও যৌনদাসীরূপে ভাগাভাগি করে নেওয়ার রায় প্রদান করেছিলেন (বিস্তারিত: পর্ব ৮৯-৯০)!
এই সেই উসায়েদ বিন হুদায়ের, যিনি হুনায়েন যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন নবী মুহাম্মদ পলায়ন-রত অবিশ্বাসীদের শিশু-সন্তানদের হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, তখন মুহাম্মদের এই গুণমুগ্ধ অনুসারী "তাঁদের শিশুদের হত্যার সপক্ষে" মুহাম্মদ-কে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই বলে: *"হে আল্লাহর নবী, নিশ্চিতই তারা মুশরিকদের সন্তান।"* এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "নবী মুহাম্মদের উদারতা" পর্বে (পর্ব: ২০৯) করা হয়েছে।

অন্যদিকে খাযরাজ গোত্রের অধিপতি ছিলেন আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল; যার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে তাঁর গোত্রের সাথে জোটবদ্ধ বানু কেউনুকা ও বানু নাদির গোত্রের লোকেরা "প্রাণে বাঁচতে পেরেছিলেন (পর্ব: ৫১-৫২)।" অসাধারণ সাহসী এই খাযরাজ নেতা ছিলেন মুহাম্মদের প্রছন্ন প্রতিপক্ষ ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ছিলেন মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ সমালোচনা ও আদেশ অমান্য-কারী ব্যক্তিত্ব (পর্ব: ৫৫)। যে কারণে মুহাম্মদ তাঁকে "মুনাফিক" আখ্যা দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদের দেওয়া এই "মুনাফিক" নামেই প্রসিদ্ধ। আবদুল্লাহ বিন উবাই তাবুক অভিযানে ও অংশগ্রহণ করেন নাই।

সুতরাং, আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট নয়, তা হলো, উসায়েদ বিন হুদায়ের কী "খাযরাজ গোত্রের অধিপতির" বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন; না কি তা ছিল "আল-আউস গোত্রের অধিপতি" - সা'দ বিন মুয়াদ।

*লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বানু কুরাইজার লোকদের বিশ্বাস ঘাতকতার প্রমাণ যেমন **"শুধুই"** মুহাম্মদ ও তাঁর জিবরাইল (পর্ব ৮৭)! বানু নাদির গোত্রের লোকদের বিশ্বাস ঘাতকতার প্রমাণ যেমন **"শুধুই"** মুহাম্মদ ও তাঁর জিবরাইল (পর্ব: ৫২)! মক্কার কুরাইশ কর্তৃক মুহাম্মদ-কে হত্যা পরিকল্পনার দাবী যেমন "শুধুই" মুহাম্মদ ও তাঁর*

*জিবরাইল (পর্ব: ৪২)! তেমনই উপরে বর্ণিত হত্যা পরিকল্পনার দাবী **"শুধুই"** মুহাম্মদ ও তাঁর জিবরাইল!*

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, তিনি উসায়েদের এর পরামর্শ-টি প্রত্যাখ্যান করছিলেন এই বলে: *"আমি সত্যিই ঘৃণা করি যে লোকেরা বলবে, অবশ্যই মুহাম্মদ তাঁর ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে তার সঙ্গীদের হত্যায় হাত দিয়েছিল।"*

অর্থাৎ, তাঁরা মুহাম্মদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে পেরেছিলেন "ইসলাম বিশ্বাসী" হওয়ার কল্যাণে। "যদি তাঁরা অবিশ্বাসী হতো" তবে তাঁদের-কে হত্যা করার জন্য "শুধু" মুহাম্মদের (ও তাঁর জিবরাইল) দাবী ও সাক্ষ্যই ছিল যথেষ্ট! অন্য কোন সাক্ষীর কোন প্রয়োজনই ছিল না!

ইসলাম বিশ্বাসী ও ইসলাম অজ্ঞ বহু অবিশ্বাসী যে দাবীটি উত্থাপন করেন তা হলো: "নবী মুহাম্মদ ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, কিংবা সর্বকালের সকল শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারকদের একজন!" তাঁদের এই দাবী যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো নবী মুহাম্মদের 'স্বরচিত কুরআন' ও আদি উৎসে ইসলামে নিবেদিত-প্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের অসংখ্য বর্ণনা। সেই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: নবী মুহাম্মদ এমন একটি বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যেখানে তিনি ছিলেন "নিজেই একমাত্র দাবীদার;" তাঁর সেই দাবীর তিনি "নিজেই একমাত্র সাক্ষী;" নিজের সেই দাবী ও নিজ-সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি নিজেই তার বিচারক ও অতঃপর শাস্তি-দাতা!

শুধু তাইই নয়, নবী মুহাম্মদের এই বিচার ব্যবস্থায় বিচারকার্য ও তার রায় ও শাস্তি নির্ধারিত হয় "তাঁর প্রতি বিশ্বাস, কিংবা অবিশ্বাস" এর মান দণ্ডে।

মানব ইতিহাসের এমন এক বিশেষ চরিত্র-বিশিষ্ট শাসক-কে কী কোন ভাবেই "ন্যায় বিচারক" আখ্যা দেওয়া যায়? কল্পনাও কী করা যায়?

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Al-Waqidi: [164]

'They said: When the Messenger of God was on some path, some of the Hypocrites deceived him about it and plotted to throw him from a steep incline in the road. When the Messenger of God reached that steep pass, they wanted to take the pass with him, but the Messenger of God was informed about them. He said to the people, "Take the path to Baṭn al-Wādī for indeed it is easier and wider." So the people took the path to Baṭn al-Wādī and the Messenger of God took the path to the pass (ʿAqaba). He commanded ʿAmmār b. Yāsir to take the stirrup of the camel and lead it, and he commanded Ḥudhayfa b. al-Yamān to lead from behind. While the Messenger of God was marching in the pass all of a sudden he heard the noise from people who were hidden. The Messenger of God was angry and he ordered Hudhayfa to return them. Ḥudhayfa returned them, and they saw the anger of the Messenger of God. He began striking the faces of the she-camels with a staff in his hand. Muslim's opponents thought that the

Messenger of God had discovered their deceit, and they descended from the pass swiftly until they were mixed with the Muslims. Ḥudhayfa approached until he came to the Messenger of God [Page 1043] and urged him on. When the Messenger of God came out of the pass he came down to the people (*nās*) The Prophet said, "O Ḥudhayfa, did you know any of the riders that you returned?" He replied, "O Messenger of God I knew the beast of so and so, and so and so. But the people were veiled and I did not see them for the darkness of the night."

They had gone forth with the Prophet and some object fell from his saddle. Ḥamza b. ʿAmr al-Aslamī used to say: There was light for me in my five fingers and I searched until we had gathered what fell from the whip and the rope and similar things. Until there did not remain from the object a thing but we had gathered it. He joined the Prophet in the pass.

When it dawned Usayd b. Ḥuḍayr said to him, "O Messenger of God, what prevented you yesterday from the path of the Wādī? Surely it was easier than the pass?" He replied, "O Abū Yaḥyā, do you know what the Hypocrites desired yesterday, and what they worried about? They said: 'We will follow him in the pass, and when the darkness of the night is upon ... they would cut the thongs of my riding animal and they would prick it until it threw me from my saddle." Usayd said, "O Messenger of God, the people have gathered and come down, so command every family to kill

the man who plotted this so that he who kills him will be a man from his own tribe. If you wish, by Him who sent you with the truth, inform me about them, and do not depart until I bring you their heads. Even if they were in al-Nabīt I would be sufficient for you, as when you commanded the Lord of the Khazraj and he was sufficient for you in his region. Surely those should not be left. O Messenger of God, till when shall we keep flattering them? Today they are few in number and humbled, and Islam is established! [Page 1044] So why do we keep them?" The Messenger of God said to Usayd, "Indeed I detest that the people would say, surely, Muḥammad, when he concluded the war between him and the polytheists put his hand to killing his companions." And he said, "O Messenger of God, those are not companions!" The Messenger of God said, "Did they not proclaim and testify that there is but one God?" He replied, "Of course, but there is no evidence for them!" The Messenger of God said, "Did they not proclaim that I am the Messenger of God?" He said, "Of course, but there is no evidence for them!" He replied, "I was forbidden from killing those."

He said: Yaʿqūb b. Muḥammad from Rubayḥ b. ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Saʿīd al-Khudrī from his father from his grandfather, who said: The people of the pass who desired the Prophet were thirteen men. The Messenger of God named them to Ḥudhayfa and ʿAmmār.

He said: Ibn Abī Ḥabība related to me from Dāwud b. al-Ḥuṣayn from ʿAbd al-Raḥmān b. Jābir b. ʿAbdullah, from his father, who said: ʿAmmār b. Yāsir and a man from the Muslims contested each other about something, and they insulted each other. When the man was almost superior to ʿAmmār with insults, ʿAmmār said, "How many were the companions of the pass?" He said, "God knows." ʿAmmār said, "Inform me from your knowledge about them!" And the man was silent. Those who were present said, "Clarify for your companion what he asked you about!" Indeed, ʿAmmār desired something that was concealed from them. The man hated to speak about it. The people were against the man, and the man said, "We used to say that they were fourteen men." ʿAmmār said, "Surely you were among them and they numbered fifteen men!" The man said, "Take it easy; I remind you, by God, do not expose me!" ʿAmmār said, By God, I have not named one, but I testify that there were fifteen men. Twelve of them were enemies of God and His messenger [Page 1045] in the worldly life, and the day of establishing the witnesses; the day when it wil not profit wrong-doers to present excuses, and they will only have the curse and the home of misery."

He said: Maʿmar b Rāshid related to me from al-Zuhrī, who said: The Messenger of God came down from his beast, for there was a revelation to him while his camel was kneeling. The camel stood and tugged at its halter/rope until Ḥudhayfa b. al-Yamān came to

it and took its halter and led it where he saw the Messenger of God seated. He knelt the camel and then sat with it until the Prophet stood up and came to him and said, “Who is this?” He replied, “I am Ḥudhayfa.” The Prophet said, “Indeed, I trust you with an affair you must not mention. I am forbidden to pray with so and so, and so and so, and so and so,” a group who were numbered among the Hypocrites. The Messenger of God did not inform anyone other than Ḥudhayfa about them. When the Prophet died, and it was the caliphate of ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, all of a sudden a man who ʿUmar thought was from that group died. So he took Ḥudhayfa by the hand, and led him to pray over him, and if Ḥudhayfa walked with him ʿUmar would pray over him. But if he snatched his hand and refused to go, he would turn back with him. He said: Ibn Abī Sabra related to me from Sulaymān b. Suḥaym from Nāfiʿb. Jubayr, who said: The Messenger of God did not inform anyone but Ḥudhayfa. They were twelve men and there was not a Quraysh among them. This is confirmed with us.’-----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[164] “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৪২-১০৪৫; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১০-৫১২

২৪১: তাবুক যুদ্ধ-১৪: মসজিদ ধ্বংসের আদেশ -অগ্নিদগ্ধ মুসল্লি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত পনেরো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: "অমুসলিমদের" প্রতি সহিংসতা ও তাঁদের উপাসনালয় ও প্রতিমা ধ্বংসই শুধু নয়, প্রতিপক্ষ "মুসলমানদের" মুনাফিক আখ্যা দিয়ে তাঁদের মসজিদে ঢুকে 'মসজিদে ধ্বংস ও উপাসনা-রত মুসল্লিদের আহত' করার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্তটি ও স্থাপন করেছিলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং! তাঁর আদেশে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে, এই অভিযান শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সময়টি-তে। আদি উৎসের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনা: [165] [166] [167]
(আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৪০) পর:

‘আল্লাহর নবী তাঁর [তাবুক] যাত্রা অব্যাহত রাখেন ও ধু আওয়ান (Dhu Awan) নামক শহরে এসে যাত্রা বিরতি দেন, যা ছিল মদিনা থেকে দিনের আলোয় এক ঘণ্টার যাত্রা। যাত্রা বিরতির পর মুহাম্মদ যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, প্রতিপক্ষের মসজিদ ('মসজিদ আল-দিরার, বা মতবিরোধের

মসজিদ’) মালিকরা মুহাম্মদের কাছে এসে বলে, "আমার অসুস্থ ও দরিদ্র মানুষদের জন্য ও খারাপ আবহাওয়ায় রাত্রি যাপনের জন্য এক মসজিদ নির্মাণ করেছি; আমাদের অবশ্য ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের নিকট আসবেন ও সেখানে আমাদের জন্য দোয়া করবেন।" তিনি বলেন যে তিনি ভ্রমণে আছেন ও তিনি ব্যস্ত, অথবা এই জাতীয় কিছু কথা; যদি আল্লাহ চায়, আসার সময় তিনি সেখানে যাবেন ও তার ভিতরে তিনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। [168]

তিনি যখন ধু আওয়ানে এসে থামেন তখন মসজিদের ব্যাপারে তাঁর কাছে (আল-ওয়াকিদি: ‘আসমান থেকে’) খবর আসে;

অতঃপর তিনি বানু সালিম বিন আউফ গোত্রের মালিক বিন আল-দুখশাম ও বানু আল-আজলান গোত্রের মা'ন বিদ আদি (অথবা তার ভাই আসিম) নামের দুই অনুসারী-কে ডেকে আনেন ও তাদের-কে বলেন যে, তারা যেন ঐ অসৎ লোকগুলোর মসজিদে যায় ও তা ধ্বংস করে ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

তারা দ্রুত বানু সালিম বিন আউফ গোত্রের লোকদের এলাকায় যায়, মলিক ছিল সেই গোত্রেরই একজন; অতঃপর মালিক মা'ন-কে বলে, "আমি আমার লোকজনদের কাছ থেকে আগুন নিয়ে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

অতঃপর সে তাদের লোকজনদের কাছে যায় ও পাম গাছের একটি ডাল নিয়ে এসে তাতে আগুন ধরায়। অতঃপর এই দুই জন (আল-ওয়াকিদি: ‘মাগরিব ও ইশার নামাজের মাঝখানে’) মসজিদের ভিতরে লোকজন থাকা অবস্থাতেই দৌড়ে মসজিদটির ভিতর প্রবেশ করে ও তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে ও ধ্বংস করে; ভিতরের লোকজন দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের একটি অংশ নাজিল হয়: [169]

৯:১০৭- *“আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃস্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।”*

৯:১০৮ - "তুমি কখনো সেখানে দাড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।"

যে বারো জন (আল-ওয়াকিদি: 'পনের জন') লোক এটি নির্মাণ করেছিল, তারা হলো:

[১] বানু উবায়েদ বিন যায়েদ গোত্রের খিদাম বিন খালিদ- বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক লোক, যার বাড়িটি খোলা ছিল বিভেদ সৃষ্টির মসজিদটির দিকে;

[২] বানু উমাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের থালাবা বিন হাতিব;

[৩] [৪] মুয়াততিব বিন কুশায়ের ও আবু হাবিবা বিন আল-আযার - উভয়েই ছিল বানু দুবায়া বিন যায়েদ গোত্রের;
[৫] আববাদ বিন হুনায়েফ -বানু আর বিন আউফ গোত্রের সাল (বিন হুনায়েফ) এর ভাই;

[৬] জারমিয়া বিন আমির ও তার দুই পুত্র,
[৭] [৮] মুজামমি ও যায়েদ;

[৯] নাবতাল বিন আল-হারিথ ও

[১০] বাহযাজ ও

[১১] বিজাদ বিন উসমান, সকলেই ছিল বানু দুবায়া গোত্রের; এবং

[১২] বানু উমাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের ওয়াদিয়া বিন থাবিত - আবু লুবাবা বিন আবদুল-মুনদির বংশের।

তাবুক ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে নবীর মসজিদের নামগুলো সুপরিচিত। সেগুলো হলো: তাবুকের মসজিদগুলো; থানিয়াতু মিদরান; ধাতুল যিরাব; আল-আখদার; ধাতুল খিতমি; আলা; কাওয়াকিবের শেষাংশে আল-বাতরার পাশে; শিক (Shiqq); শিক তারা; ধুল জিফা; সদর হাউদা; আল-হিজর; আল-সাইদ; উপত্যকাটি, যা আজ ওয়াদি আল-কুরা নামে পরিচিত; শিক্কার আল-রুকা, বানু উধরা গোত্রের শিক্কা; ধু আল-মারওয়া; ফায়েফা; ও ধু খুশুব।'

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা: [167]

'সে বলেছে: আবদ আল-হামিদ বিন জাফর আমাকে <ইয়াযিদ বিন রুমান হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বর্ণনা করেছে, যে বলেছে: আল্লাহর নবী ধু-আওয়ানে এসে তাঁর যাত্রা বিরতি দেন। মতবিরোধের মসজিদটির পাঁচজন সহচর তাঁর কাছে আসে। তারা হলো:

[১] মুয়াতত্তিব বিন কুশায়ের;
[২] থালাবা বিন হাতিব;
[৩] খিদাম বিন খালিদ;
[৪] আবু হাবিবা বিন আল-আযার; ও
[৫] আবদুল্লাহ বিন নাবতাল বিন আল-হারিথ।

তারা বলে: "নিশ্চিতই, আমরা আমাদের পিছনে থাকা সহচরদের বার্তাবাহক। আমরা দরিদ্র, অভাবী ও সেই সাথে বৃষ্টিপাত ও শীতকালীন রাত্রির জন্য এক মসজিদ নির্মাণ করেছি; এবং আমরা চাই যে আপনি এর ভিতরে এসে আমাদের সাথে প্রার্থনা করবেন!" আল্লাহর নবী তাবুকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, "বস্তুত, আমি ভ্রমণে যাচ্ছি ও খুব ব্যস্ত আছি। যখন আমরা ফিরে আসবো, আমরা এতে তোমাদের সাথে প্রার্থনা করব।"

কিন্তু, তাবুক থেকে ফিরে আসার প্রাক্কালে আল্লাহর নবী যখন ধু আওয়ানে এসে পৌঁছেন, তখন এটির ও এর লোকদের ব্যাপারে তাঁর কাছে আসমান থেকে খবর আসে। নিশ্চিতই তারা এর নির্মাতা ও তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল, "আবু আমির; আমাদের কাছে আসবে ও এর ভিতরে আমাদের সাথে কথা বলবে। বস্তুত, সে বলবে: 'আমি বানু আমর বিন আউফদের মসজিদে আসতে অপারগ। নিশ্চিতই, আল্লাহর নবীর সঙ্গীরা আমাদের-কে তাদের চোখ দিয়ে অনুসরণ করবে।"

আল্লাহ বলেছে: (এটি নির্মিত হয়েছে) একজন লোকের উদ্যোগে, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে' [কুরআন: ৯:১০৭] -----যার অর্থ হলো আবু আমির।

আল্লাহর নবী আসিম বিন আদি আল-আজলানি ও মালিক বিন আল-দুখশাম আল সালিমি-কে ডেকে পাঠান ও বলেন, "এই মন্দ লোকদের মসজিদে যাও ও তা ধ্বংস করো ও পুড়িয়ে ফেলো!"

তাই তারা দ্রুত পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয় যতক্ষণে না তারা বানু সালিম গোত্রের মসজিদের কাছে আসে। মালিক বিন দুখশাম, আসিম বিন আদি-কে বলে: "তোমার কাছে আমার লোকদের কাছ থেকে আগুন নিয়ে না আসা পর্যন্ত তুমি আমার জন্য

অপেক্ষা করো।" সে তার লোকদের সাথে দেখা করে ও খেজুর গাছ থেকে একটি ডাল এনে তাতে আগুন ধরায়।

অতঃপর, তারা উভয়ে দ্রুতগতিতে দৌড়ে আসে ও মাগরিব ও ইশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদটি-তে এসে পৌঁছে, যখন তারা এটির ভিতরে অবস্থান করছিল। সেই সময় তাদের ইমাম ছিল মুজামমি বিন জারিয়া।

আসিম বলেছে: আমাদের কাছে তাদের আগমনের ঘটনাটি আমি ভুলবো না, এই কারণে যে তাদের চিৎকার ছিল নেকড়ের চিৎকার। আমরা এটি পুড়িয়ে দিয়েছিলাম যতক্ষণ না এটি পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

যারা এটির ভিতরে ছিল তাদের মধ্যে ছিল যায়েদ বিন জারিয়া বিন আমির; এমনকি তার অণ্ডকোষটি (scrotum) পুড়ে গিয়েছিল।

আমরা মসজিদটি ধ্বংস করেছিলাম ও এটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলাম ও লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি: ইসলামের ইতিহাসে যে ব্যক্তিটি সর্বপ্রথম 'মক্কা ও কাবা-শরীফের অবমাননা' করেছিলেন, তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদ স্বয়ং (পর্ব: ১৯২ ও ১৯৭)। আর কুরআন ও আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: "অমুসলিমদের" দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংসই শুধু নয়, প্রতিপক্ষ "মুসলমানদের" মুনাফিক আখ্যা দিয়ে তাঁদের মসজিদে ঢুকে সেখানে উপাসনা-রত মুসল্লিদের আক্রমণ ও তাঁদের মসজিদ ধ্বংসও স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত!

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি:

"মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে বিভাজনের সূত্রপাত করেছিলেন নবী মুহাম্মদ; আর সেই বিভাজনের নাম 'মুমিন ও মুনাফিক'!"

এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "মুমিন বনাম মুনাফিক–বিভাজনের শুরু" পর্বে (পর্ব: ৯৮) করা হয়েছে। আজকের পৃথিবীর যে সমস্ত "সাচ্চা মুমিন" তাঁদের জীবন বাজী রেখে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের মসজিদে ঢুকে মানুষ হত্যা ও মসজিদ ধ্বংস করছেন, তাঁদের প্রেরণার আদি উৎস হলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর এই সকল কর্মকাণ্ড।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি; অন্যান্য রেফারেন্সের ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক: তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।]

The narratives of Al-Waqidi: [167]

'He said: ʿAbd al-Ḥamīd b. Jaʿfar related to me from Yazīd b. Rūmān, who said: The Messenger of God approached until he alighted in Dhū Awān. Five of the companions of the Mosque of Dissent came to him. They were: Muʿattib b. Qushayr, Thaʿlaba b. Ḥāṭib, Khidhām b. Khālid, Abū Ḥabība b. al-Azʿar, and ʿAbdullah b. Nabtal b. al-Ḥārith. [Page 1046] They said, "Indeed, we are messengers of those of our companions who are behind us. We have built a mosque for the poor and needy as well as for rainy nights and wintry nights, and we would like you to come and pray

in it with us!" The Messenger of God was preparing to go to Tabūk. He said, "Indeed, I am about to travel and am very busy. When we arrive, we will come and pray in it with you."

But when the Messenger of God came down to Dhū Awān, returning from Tabūk, news of it and its people came to him from the heavens. They were surely its builders, and they said among themselves, "Abū ʿĀmir; will come to us and talk with us in it. Indeed, he will say: I am not able to come to the mosque of the Banū ʿAmr b. ʿAwf. Indeed, the companions of the Messenger of God will follow us with their eyes." God says: *[It was built] in preparation for one who warred against God and His Apostle*... meaning Abū ʿĀmir;. The Messenger of God called ʿĀṣim b. ʿAdī al-ʿAjlānī and Mālik b. al-Dukhshum al-Sālimī and said, "Go to this mosque whose people are evil, and demolish it and burn it!" So they set out swiftly on their feet until they came to Masjid Banī Sālim. Mālik b. Dukhsham said to ʿĀṣim b. ʿAdī, "Wait for me until I come out to you with fire from my people." He visited his people, and took a palm from the date palm and set it on fire. Then they both came out swiftly running until they reached the mosque between the prayers of *Maghrib* and *'Ishā*' while they were in it. Their imam was at that time Mujammiʿ b. Jāriya. ʿĀṣim said: I shall not forget their coming to us as their call is the call of the wolf. We burned it until it was burned down. He who stayed in it from among them was Zayd b. Jāriya b. ʿĀmir; even his scrotum

was burned. We destroyed the mosque until we put it in the ground, and the people dispersed.’ ----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[165] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৯-৬১০

[166] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬০-৬১

[167] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৪৫- ১০৪৬, ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৩

[168] Ibid আল-তাবারী - ভলিউম ৯: নোট নম্বর ৪২০:

ধু আওয়ান – ‘বলা হয়, মদিনা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ-টি হলো মতবিরোধের মসজিদটির স্থান।'

[169] কুরআনেরই উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

২৪২: তাবুক যুদ্ধ-১৫: মসজিদ ধ্বংসের কারণ ও কৈফিয়ত!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত ষোল

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে কী অজুহাতে 'মসজিদ ধ্বংসের' নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা তিনি নিজে তাঁরই রচিত 'ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ' কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (কুরআন: ৯:১০৭)। আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারী তাঁদের সিরাত গ্রন্থে 'এই মসজিদ ও মসজিদ নির্মাতাদের' বিশয়ে অতিরিক্ত আর কোন তথ্য উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু, আল-ওয়াকিদি এই বিশয়ে আর যে তথ্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো এই:

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা: [170]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৪১) পর:

‘মদিনায় আগমনের পর আল্লাহর নবী আসিম বিন আদি-কে মসজিদ প্রদানের প্রস্তাব করেন, এই কারণে যে, ওয়াদিয়া বিন থাবিত ও আবু আমিরের বাড়ির পাশে তার যে বাড়িটি ছিল; যেগুলো ছিল মসজিদটির সাথে লাগানো, উভয়ই সেটির সাথে পুড়ে গিয়েছিল। সে বলে, “আমি আমার বাড়ির জন্য কখনই এরূপ কোন জায়গা নেব না। বস্তুতই আমি এটি ছাড়ায় যথেষ্ট। বরং, থাবিত বিন আকরামের কোনো বাড়ি নেই, সুতরাং আপনি তাকে তা দান করুন।" তাই তিনি থাবিত-কে তা দান করেন।

আবু লুবাবা বিন আবদ আল-মুনধির এটি তৈরি করতে তাদের-কে কাঠ দিয়ে সাহায্য করেছিল। সে ভণ্ডামিতে নিমজ্জিত ছিল না, কিন্তু সে এমন কাজ করেছিল যা ছিল ঘৃণ্য। মসজিদটি যখন ধ্বংস করা হয়েছিল, আবু লুবাবা সেটির কাঠ নিয়ে এসে দিয়ে মসজিদটির জায়গার পাশে একটি বাড়ি তৈরি করেছিল। সে বলেছিল যে ঐ বাড়িতে তার জন্য কোনো কিছু কখনোই উৎপন্ন হয় নাই। কোন কবুতর তাতে এসে থামে নাই, কখনোই নয়। কোন মুরগি এর মধ্যে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করে নাই, কখনোই নয়।

যারা এই মতবিরোধের মসজিদটি (The Mosque of Dissent) নির্মাণ করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল পনেরো জন। জারিয়া বিন আমির; ইবনে আল-আততাফ, যে হিমার আল-দার নামে পরিচিত; তার পুত্র মুজামমি বিন জারিয়া, যে ছিল সেটির ইমাম; ও তার পুত্র যায়েদ বিন জারিয়া, যে ছিল সেই যার অণ্ডকোষটি পুড়ে গিয়েছিল ও যে কারণে সে বাইরে আসতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল; ও তার পুত্র ইয়াযিদ বিন জারিয়া; ও ওয়াদিয়া বিন থাবিত (ও খিদাম বিন খালিদ)। যারা তার বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল, তারা ছিল: আবদুল্লাহ বিন নাবতাল; বিজাদ বিন উসমান; আবু হাবিবা বিন আল-আযার; মুয়াততিব বিন কুশায়ের; আববাদ বিন হুনায়েফ; ও থালাবা বিন হাতিব।

আল্লাহর নবী বলেন: নাকের-দড়ি, নাকের আংটার (nose-ring) চেয়ে উত্তম। চাবুক, ‘Bijād’ এর চেয়ে উত্তম। আবদুল্লাহ বিন নাবতাল - যার খবরটি জানানো হয়েছিল - আল্লাহর নবীর কাছে আসতো ও তাঁর কথোপকথন শুনতো ও অতঃপর তা ভণ্ডদের কাছে হাজির করতো। জিবরাইল ফেরেশতা জানায়, “হে মুহাম্মদ, মুনাফিকদের মধ্য থেকে এক লোক আপনার কাছে এসে আপনার কথাবার্তা শুনে তা মুনাফিকদের কাছে পৌঁছায়।” আল্লাহর নবী বলেন, "তাদের মধ্যে কে?" জিবরাইল উত্তর দেয়, “কালো মানুষটি যার আছে অনেক চুল ও যার আছে পিতলের পাত্রের মতো দুটি

লাল চোখ; তার কলিজা হলো গাধার কলিজা ও সে দেখে শয়তানের চোখ দিয়ে।" [171]

আসিম বিন আদি বর্ণনা করতো, এই বলে:

আমরা [যখন] নবীজীর সাথে তাবুক যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন আমি আবদুল্লাহ বিন নাবতাল ও থালাবা বিন হাতিব-কে মতবিরোধের মসজিদটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তারা জলনিকাশের পথটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল ও এতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল: "হে আসিম, নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন তিনি এতে নামাজ আদায় করবেন।" আমি নিজেকে বলি, আল্লাহর কসম, এই মসজিদটি নির্মাণ করেছে মুনাফিকরা, যারা তাদের ভণ্ডামির জন্য সুপরিচিত। আবু হাবিবা বিন আল-আযর এটি প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি খিদাম বিন খালিদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি ও ওয়াদিয়া বিন থাবিত ছিল সেই দলে।

আল্লাহর নবী তাঁর নিজ হাতে যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন তা জিবরাইল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও (কাবা) ঘরের দিকে মুখ করা। আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের যাত্রা থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে এর ত্রুটিগুলো এবং এই ঘরের ভিতরে যে লোকগুলো সমবেত হয়েছিল ও এতে সাহায্য করেছিল তাদের ত্রুটিগুলোর বিষয়ে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

"এরাই ছিল তারা, যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ অনিষ্ট ও অবিশ্বাসের তাড়নায়" ----- এখান থেকে এই বাণী পর্যন্ত, *"আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন"* [কুরআন: ৯:১০৭-১০৮]। তারা বলেছে যে তা পরিষ্কার করা হয়েছিল পানি দ্বারা। *"তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মসজিদ" [--সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান (কুরআন:*

৯:১০৮)]" ---- সে বলেছে: সে বোঝাতে চেয়েছে, এর মানে হলো 'কুবার' মসজিদটি, যা আমর বিন আউফ নির্মাণ করেছিল। [172]

বলা হয়: এটি মদিনায় নবীর মসজিদটি-কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।
সে বলেছে: আল্লাহর নবী বলেন, "তাদের মধ্যে ধন্য সেই ব্যক্তি, ইউয়াইম বিন সায়েদা!"
আসিম বিন আদি-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কেন তারা এটি নির্মাণ করতে চেয়েছিল?" সে জবাবে বলেছিল:

*তারা আমাদের মসজিদে জড়ো হয়েছিল ও তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিল ও একে অপরের দিকে ফিরছিল, **আর মুসলমানরা তাদের চাহনি দিয়ে তাদের-কে অনুসরণ করছিল। এটি ছিল তাদের জন্য কষ্টদায়ক,** তাই তারা তাদের নিজেদের জন্য একটি মসজিদ আকাঙ্ক্ষা করেছিল। তাদের সাথে একমত পোষণকারীরা ছাড়া আর কেউ সেটিতে যেতো না।*

আবু আমির বলতো, "আমি তোমাদের এই বেষ্টিত স্থানে যোগদান করতে পারছি না। এটি এই কারণে যে, মুহাম্মদের সঙ্গীরা আমাকে অনুসরণ করে ও আমাকে এমনভাবে কষ্ট দেয় যা আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি।"

তাই তারা বলেছিল, "আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করবো ও আপনি তার ভিতরে আমাদের সাথে কথা বলবেন।"' ---

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> গত পর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি, তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ 'তাঁর আল্লাহর' রেফারেন্সে যে অজুহাতটি ব্যবহার করে "মসজিদ ধ্বংসের" নির্দেশ জারী করেছিলেন, তা ছিল এই: [173]

“আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃস্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।” (কুরআন: ৯:১০৭)

আদি উৎসের সকল 'সিরাত' লেখকদের বর্ণনায় গত-পর্বের আলোচনায় আমরা আরও জেনেছি যে, তাবুক অভিযানে "রওনা হওয়ার প্রাক্কালে" যখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মদিনা থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত 'ধু আওয়ান' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন, তখন এই মসজিদ নির্মাতাদের কিছু লোক নবী মুহাম্মদ-কে তাঁদের এই নব নির্মিত মসজিদটির ভিতরে এসে প্রার্থনা ও দোয়া করার অনুরোধ করেছিলেন। আর নবী মুহাম্মদ তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই বলে:

“বস্তুত, আমি ভ্রমণে যাচ্ছি ও খুব ব্যস্ত আছি। যখন আমরা ফিরে আসবো, আমরা এতে তোমাদের সাথে প্রার্থনা করব।”

কিন্তু তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে যখন তিনি আবার এই স্থানটিতে আসেন, তখন "জিবরাইল" তাঁকে উপরি উক্ত খবর-টি (কুরআন: ৯:১০৭) জানায়। আর তা জানার পরই মুহাম্মদ এই মসজিদ-টি পুড়িয়ে ফেলার আদেশ জারী করেন। অর্থাৎ, মসজিদ-নির্মাতারা যে "জিদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে" এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন ও তাঁরা যে "সবাই মিথ্যুক ছিলেন", তা নবী মুহাম্মদ এই ওহী আসার পূর্ব পর্যন্ত জানতেন না! তিনি তা জেনেছেন অশরীরী জিবরাইল মারফত, যাকে একমাত্র তিনিই দেখতে পান ও একমাত্র তিনিই তার কথা শুনতে পান!

সুতরাং, এই মসজিদ ও মসজিদ-নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে অজুহাত-টি হাজির করেছিলেন, তার সপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ (Evidence) বা সাক্ষী হাজির না করেই মুহাম্মদ মসজিদ ধ্বংসের আদেশ জারী করেছিলেন!

>>> আর আদি উৎসে আল-ওয়াকিদিরি ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, এই মসজিদ নির্মাতারা যে কারণে মসজিদটি তৈরি করেছিলেন, তা হলো:

“মুহাম্মদের এই অনুসারীরা যখন মদিনার মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন, তখন মুহাম্মদের অন্যান্য অনুসারীরা তাদের চাহনি দিয়ে তাদের-কে অনুসরণ করতো, এটি ছিল তাদের জন্য কষ্টদায়ক।"

নিশ্চিতরূপেই তাঁদের প্রতি এই মুহাম্মদ অনুসারী মুমিনদের চাহনি সৌহার্দ বা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে কারণে তাঁরা কষ্ট পেয়েছিলেন ও এই বিষয়টি-কে তাঁরা ঘৃণা করতেন। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় তাঁরা তাঁদের নিজেদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। এটিই ছিল তাঁদের অপরাধ!

আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনায় আর যা সুস্পষ্ট, তা হলো:

"এই মসজিদটি মদিনায় নবীর মসজিদটি-কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল ও তাদের সাথে একমত পোষণকারীরা ছাড়া (যাদের-কে মুহাম্মদ মুনাফিক-রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন।) আর কেউ এটিতে যেতো না।”

প্রশ্ন হলো, "এই একমত পোষণকারীদের সংখ্যা কত ছিল?" যদি এই সংখ্যা সামান্য হবে তবে নবী মুহাম্মদ কী কারণে এতটা বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হবেন? এতটায় ক্রুদ্ধ যে তিনি সেই মসজিদটি ধ্বংস করবেন ও ওহী নাজিল করে তাঁর এই কাজের 'অজুহাত' হাজির করবেন?

তাবুক অভিযান উপাখ্যানের গত চৌদ্দটি পর্বের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে এই অভিযানের প্রাক্কালে মুহাম্মদ নিশ্চিতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধচারী অনুসারীদের (মুনাফিকদের) সংখ্যা ছিল অগণিত। সে কারণেই, এই অভিযানের প্রাক্কালে এই অনুসারীদের উপলক্ষ করে তিনি 'তাঁর আল্লাহর নামে' মসজিদটি ধ্বংসের এই আয়াতটি সহ কমপক্ষে সাতাত্তর-টি বানী বর্ষণ করেছিলেন (পর্ব-২২৮)।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদটি সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Al-Waqidi: [170]

'When the Messenger of God arrived in Medina he offered ʿĀṣim b. ʿAdī the mosque for a house which sided the house of Wadīʿa b. Thābit and the house of Abū ʿĀmir; that were attached to the mosque, both had burned with it. He said, "I would never take a place such as this for my home. Indeed I am sufficient without it. Rather, Thābit b. Aqram has no house, so give it to him." So he gave it to Thābit. Abū Lubāba b. ʿAbd al-Mundhir had helped them build it by providing wood. He was not immersed in hypocrisy, but he had done things that were detestable. When the mosque was destroyed Abū Lubāba took its wood and built a house with it beside the place of the mosque. He said that nothing was ever

born to him in that house. A pigeon did not stop in it, ever. A hen did not hatch in it, ever.

Those who built the Mosque of Dissent were fifteen. Jāriya b. ʿĀmir; b. al-ʿAṭṭāf who was known as Ḥimār al-Dār; his son Mujammiʿ b. Jāriya who was its imām; and his son Zayd b. Jāriya-he whose scrotum were burned so that he refused to come out, and his son Yazīd b. Jāriya, and Wadīʿa b. Thābit (and Khidhām b. Khālid). Those who came out of his house were: ʿAbdullah b. Nabtal, Bijād b. ʿUthmān, Abū Ḥabība b. al-Azʿar, Muʿattib b. Qushayr, ʿAbbād b. Ḥunayf, and Thaʿlaba b. Ḥāṭib.

The Messenger of God said: The nose-rope is better than a nose-ring. The whip is better than the *Bijād*. ʿAbdullah b. Nabtal — whose news was informed — used to come to the Messenger of God and listen to his conversation and then bring it to the Hypocrites. The angel Gabriel said, [Page 1048] "O Muḥammad, indeed a man from the Hypocrites comes to you and listens to your conversation and takes it to the Hypocrites." The Messenger of God said, "Which of them is it?" Gabriel replied, "The black man who possesses much hair, and red eyes like two pots of brass; his liver is the liver of a donkey and he watches with the eye of Satan." ʿĀṣim b. ʿAdī used to relate saying: we were preparing to go to Tabūk with the Prophet, when I saw ʿAbdullah b. Nabtal and Thaʿlaba b. Ḥāṭib. standing in front of the Mosque of Dissent. They had overhauled the drain and were exhausted from it. They said,

"O ʿĀṣim, surely the Messenger of God has promised us that he will pray in it when he returns." I said to myself, by God, this mosque was built by Hypocrites, well known for their hypocrisy. Abū Ḥabība b. al-Azʿar established it. I came out of the house of Khidhām b. Khālid and Wadīʿa b. Thābit was in that group.

The mosque that the Messenger of God built with his hands was established by Gabriel facing the House (Kaʿba). By God, we had barely returned from our journey when the Qur'ān revealed its faults, and the faults of its people who gathered in its building and helped with it. *Those are they who put up a mosque by way of mischief and infidelity* ... until His words *God loves those who make themselves pure* (Q. 9:107). They said they were cleansed by the water. *A mosque is established on piety* ... He said: he means the mosque built by ʿAmr b. ʿAwf in Qubā'. It was said: It affected the mosque of the Prophet in Medina. He said: The Prophet said, "Blessed is the man among them, ʿUwaym b. Sāʿida!"

It was said to ʿĀṣim b. ʿAdī: Why did they want to build it? He replied: They were gathering in our mosque, and they were whispering among themselves, and turned to each other, [Page 1049] and the Muslims followed them with their eyes. That was hard on them so they desired a mosque for themselves. No one would visit it except those who had the same opinion. Abū ʿĀmir used to say, "I am not able to enter this enclosure of yours. That is because the companions of Muḥammad follow me and hurt me

in a way that I detest.” So they said, “We will build a mosque and you will talk with us in it.”’----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[170] “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৪৭-১০৪৯, ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১৩-৫১৪

[171] ‘Bijād’ – এক ধরনের ডোরাকাটা পোশাক যা বেদুইনরা পরিধান করে।
https://hawramani.com/bijad-name/

[172] ‘কুবা' - মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি স্থান।

[173] কুরআনেরই উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।
http://www.quraanshareef.org/

২৪৩: তাবুক যুদ্ধ-১৬: কাব বিন মালিক ও আরও দু'জনের শাস্তি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত সতেরো

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একদল ভণ্ড (মুনাফিক) অনুসারীদের ক্ষমা প্রদর্শন ও তিনজন মুমিন অনুসারী-কে শাস্তি প্রদান করেছিলেন। এই ভণ্ড ও মুমিন উভয় অনুসারীদেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। আর তা হলো, "নবী মুহাম্মদের রোষ থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা!"

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থে এই ঘটনাটির সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন মূলত: 'কাব বিন মালিক' নামের এক বিশিষ্ট মুহাম্মদ অনুসারীর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে, যিনি ছিলেন এই তিনজন মুমিন শাস্তি-ভোগকারীদের একজন। কী কারণে মুহাম্মদের এই বিশিষ্ট অনুসারী কাব বিন মালিক 'তাবুক অভিযানে' অংশগ্রহণ করেন নাই, তার বিস্তারিত আলোচনা 'মুমিনদের গাফিলতি ও অনুপস্থিতি' পর্বে (পর্ব: ২৩১) করা হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা ও গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁর সেই উপাখ্যান-টি আবারও সন্নিবেশিত করা হয়েছে এই উপাখ্যানটিতে, যাতে পাঠকরা অতি সহজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (ও আল-তাবারীর) বর্ণনা: [174]
(আল-ওয়াকিদি ও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনার অনুরূপ।) [175] [176] [177] [178]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৪২) পর:

'নবীজী মদিনায় আসার পর দেখতে পান যে কিছু আনুগত্যহীন (মুনাফিক) লোকেরা পিছনে থেকে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল তিন জন মুসলমান যাদের পিছনে থাকাটি কোন সন্দেহ বা আনুগত্য-হীনতার কারণে ছিল না; তারা হলো:

[১] কাব বিন মালিক,
[২] মুরারা বিন আল-রাবি, ও
[৩] হিলাল বিন উমাইয়া।

নবীজী তার অনুসারীদের বলেন যে তারা যেন এই তিন জনের সাথে কথা না বলে। যে আনুগত্য-হীন লোকেরা পিছনে পড়ে ছিল, তারা এসে শপথ করে তাদের অজুহাত পেশ করে ও তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন, কিন্তু আল্লাহ বা তার রসূল কেউই তাদের অজুহাত মেনে নেই নাই। মুসলমানরা এই তিন জনের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তারা তাদের সাথে কথা বলতো না (তাবারী: 'যতক্ষণে না আল্লাহ তাদের বিষয়ে তার বাণী নাজিল করে')। (কুরআন: ৯:১১৮-১১৯)।

মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল-যুহরি হইতে বর্ণিত: আবদুল-রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালিক তাকে বলেছে যে তার পিতা [আবদুল্লাহ বিন কাব] যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন সে তাকে দেখাশোনা করতো। সে বলেছে যে, "তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে আমার পিতা কা'ব কীভাবে নবীজির এই অভিযানে পিছনে পড়ে ছিল তা, ও তার দুই সঙ্গীর উপাখ্যানটি আমি তাকে যে ভাবে বলতে শুনেছি তা হলো:

'আমি বদরের ‘গাজওয়া’-টি ছাড়া অন্য কোন ঘাজওয়াতেই অংশগ্রহণে পিছপা হই নাই যেখানে আল্লাহর নবী লড়াই করেছিলেন। আর সেটি ছিল এমন এক লড়াই যাতে অংশগ্রহণ করে নাই এমন কাউকেই আল্লাহ ও তার রসুল তিরস্কার করে নাই, এই কারণে যে, আল্লাহর নবী শুধুমাত্র কুরাইশদের কাফেলার সন্ধানে বের হয়েছিলেন; যদিও আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর শত্রুদের সমবেত করেছিল কোনরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই। [179] [180] [181]

আমি 'আল-আকাবার (শপথ)' রাত্রি-তে আল্লাহর নবীর সাথে ছিলাম, যেখানে আমরা ইসলামের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গীকার করেছিলাম। আমি সেখানে উপস্থিত না থেকে বদর যুদ্ধে উপস্থিত থাকাকে শ্রেয় মনে করি না, এমনটি বদর যুদ্ধটি যদি জনগণের কাছে বেশি প্রসিদ্ধ হয় তথাপিও। [181] [182]

সত্য হলো, আমি এমন সম্পদশালী ও শক্তিশালী কখনো ছিলাম না, যেমনটি আমি ছিলাম তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে; যখন আমি পিছনে থেকে গিয়েছিলাম। এর আগে আমার কাছে কখনই দুটি মাদী-উট ছিল না। আল্লাহর নবী যখন কোন অভিযানে যাওয়া মনস্থ করতেন তখন তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্যের ভান না করে কদাচিৎ রওনা হতেন, যার ব্যতিক্রম ছিল এই ঘটনাটি। এই অভিযানটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন প্রখর উত্তাপের সময় ও তিনি মরুভূমির দীর্ঘ যাত্রা ও শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর তিনি লোকদের কী করতে হবে তা বলে দিয়েছিলেন, যাতে তারা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। আর তিনি কোন রাস্তাটি দিয়ে যাওয়া মনস্থ করেছেন তা তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। [183]

যে মুসলমানরা তাঁকে অনুসরণ করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। তিনি তাদের-কে কোন খাতায় নথিভুক্ত করেন নাই। (তিনি এটিকে রেজিস্টার-খাতা বোঝাতে চেয়েছেন; তিনি তাদের-কে লিখিতরূপে নথিভুক্ত করেন নাই)। কিছু লোক ছিল যারা নিজেরাই অনুপস্থিত থাকতে চেয়েছিল ও ভেবেছিল যে আল্লাহর কাছ থেকে এ

বিশয়ে কোন ওহী নাজিল না হওয়া পর্যন্ত তারা এটি তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখতে পারবে। আল্লাহর নবী এই অভিযানটি সংঘটিত করেছিলেন ঐ সময়টিতে যখন ফলগুলি ছিল পরিপক্ক ও ছায়া বিশিষ্ট স্থানগুলো ছিল আকাঙ্ক্ষিত। যে কারণে লোকেরা এর বিরোধী ছিল [পর্ব-২২৮]। আল্লাহর নবী প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও মুসলমানরাও তাই করে। আর আমি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তাদের সাথে রওনা হতাম ও যা প্রয়োজন তা সম্পন্ন না করেই ফিরে আসতাম এবং নিজেকে বলতাম, "আমি যখন চাইবো, তখনই তা করতে পারবো।" আমি আমার গড়িমসি অব্যাহত রাখি। লোকেরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করে ও প্রত্যুষে আল্লাহর নবীর সাথে রওনা হয়, যেখানে আমার কোন প্রস্তুতিই সম্পন্ন হয় না। আমি ভাবি যে, আমি এক বা দু'দিন পর প্রস্তুত হতে পারবো ও অতঃপর তাদের সাথে যোগদান করতে পারবো। দিনের পর দিন কেটে যায়, আমি কিছুই করি না যতক্ষণ না হামলাকারীরা অনেক দূর এগিয়ে যায়। আমি তখনও আমার রওনা হওয়া ও তাদের নাগাল ধরে ফেলার বিষয়টি ভাবি; তারপর ও আমি যদি তা করতাম, কিন্তু আমি তা করি নাই।

আল্লাহর নবীর প্রস্থানের পর আমি যখন লোকদের সাথে বাইরে যেতাম, আমি কষ্ট পেতাম এই কারণে যে আমি কেবল ঐ লোকদেরকে দেখতাম যারা ছিল ঘৃণ্য ভণ্ড-প্রকৃতির। কিংবা দেখতাম এমন লোককে যাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে, এই কারণে যে তার সাথে আছে কোন অসহায় নারী। তাবুকে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর নবী আমাকে স্মরণ করেন নাই, যেখানে তিনি লোকদের সাথে উপবিষ্ট থাকাকালীন সময়ে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বানু সালিমা গোত্রের এক লোক বলেছিল যে আমার সুন্দর পোশাক ও চেহারার অহংকার আমাকে বাড়িতে রেখে এসেছে। কিন্তু মুয়াধ বিন জাবাল বলেছিল যে এই মন্তব্য খুবই খারাপ, তারা আমার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু আল্লাহর নবী নীরব ছিলেন। [পর্ব: ২৩১]

আমি যখন শুনতে পাই যে নবিজী তাবুক থেকে ফেরার পথে, অনুশোচনা আমাকে পেয়ে বশে ও আমি ভাবতে থাকি যে তাঁর রোষ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আমি মিথ্যা বলবো ও কিছু লোক সংগ্রহ করবো যারা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি যখন শুনতে পাই যে তিনি এখন নিকটে উপস্থিত, আমি মিথ্যাকে পরিত্যাগ করি ও নিশ্চিত হই যে শুধুমাত্র সত্য বলার মাধ্যমেই আমি পরিত্রাণ পেতে পারি, তাই আমি তা করার সিদ্ধান্ত নিই। প্রত্যুষে নবিজী মদিনায় প্রবেশ করেন ও মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর সেখানে উপবিষ্ট হোন ও লোকদের জন্য অপেক্ষা করেন। যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তারা এসে শপথ করে তাদের অজুহাতগুলো পেশ করে। সেখানে ছিল তাদের প্রায় আশি জন লোক।

নবীজী তাদের প্রকাশ্য ঘোষণা ও শপথ মনজুর করেন ও তাদের জন্য ঐশ্বরিক ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ও তাদের গোপন অভিসন্ধির বিশয়টি আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর ন্যস্ত করেন।

পরিশেষে আমি এসে তাঁকে সালাম করি, তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির মত হাস্য করেন। তিনি আমাকে কাছে আসতে বলেন। আমি যখন তাঁর সামনে গিয়ে বসি, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কী কারণে আমি পিছনে থেকে গিয়েছিলাম ও কেন আমি আমার বাহন ক্রয় করি নাই। আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমি যদি পৃথিবীর অন্য কারো সাথে বসতাম তবে আমি অবশ্যই অজুহাত প্রয়োগ করে তার ক্রোধ এড়ানো যথোপযুক্ত মনে করতাম, কারণ আমি যুক্তিতে অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি জানি যে যদি আমি আজ আপনাকে মিথ্যা বলি তবে আপনি তা মেনে নেবেন, কিন্তু সে কারণে আল্লাহ আপনার মনে আমার বিরুদ্ধে ক্রোধের সঞ্চার করবে। আর আমি যদি আপনাকে সত্য বলি তবে তা আপনাকে আমার বিরুদ্ধে রাগান্বিত করলেও আমি আশা করি যে সে কারণে আল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমাকে পুরস্কৃত করবে। সত্যিই আমার কোন অজুহাত নেই। আমি আমার পিছনে পড়ে থাকার সময়টিতে যেমন শক্তিশালী ও সম্পদশালী ছিলাম, তার চেয়ে বেশী আমি আর কখনোই ছিলাম না।"

নবিজী বলেন, "এ পর্যন্ত তুমি যা বলেছ, সত্য বলেছ। কিন্তু আল্লাহ তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত উঠে পড়।"

তাই আমি উঠে দাঁড়াই। বানু সালিমা গোত্রের কিছু লোক বিরক্তির সাথে উঠে আসে ও আমার পিছু নেই, বলে, "আমরা জানি না যে তুমি আগে কখনো অন্যায় করেছো। আর নবিজীর কাছে অন্যদের মতো, যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, অজুহাত পেশ করতে তুমি অক্ষম; এটিই যথেষ্ট হতো যে নবীজী তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।" তারা আমার সাথে লেগে থাকে যে পর্যন্ত না আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে আমি নবীজীর কাছে ফিরে যাই ও নিজের জন্য অজুহাত পেশ করি। (আল-ওয়াকিদি: 'বানু সালিমা গোত্রের এক লোক আমার সাথে উঠে আসে। তারা আমাকে বলে, "আল্লাহর কসম, আমরা কখনো শুনি নাই যে তুমি এর আগে কখনো পাপ করেছ! তুমি কি এতটাই দুর্বল যে অন্যরা যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের মতো তুমি আল্লাহর নবীর কাছে অজুহাত পেশ করতে পারছো না? তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হতো যে আল্লাহর নবী তোমার পাপগুলো ক্ষমা করতেন।" তারা আমার কাছে বারংবার আসা বন্ধ করে না, যতক্ষণে না আমি নবীর কাছে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলা মনস্থ করি। কিন্তু আমি মুয়াধ বিন জাবাল ও আবু কাতাদার সাক্ষাৎ পাই। তারা উভয়েই আমাকে বলে, "তুমি তোমরা সঙ্গীদের মান্য করো না, বরং তুমি সত্যের উপর থাকো। নিশ্চিতই যদি আল্লাহ চায়, সে তোমার জন্য সান্ত্বনা ও মুক্তির কোন এক উপায় বের করবে! যারা অজুহাত পেশ করেছে, তারা যদি সত্য বলে তবে আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হবে ও অতঃপর সে তা তার নবীকে অবহিত করাবে। আর যদি তা না হয়, তবে সে [আল্লাহ] তাদের-কে সবচেয়ে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করবে ও তিনি তাদের গল্পগুগুলো অবিশ্বাস করবেন।")।

অতঃপর আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে অন্য কারো এরূপ ঘটনা ঘটেছে কিনা। তারা বলে যে অন্য দু'জন লোক ছিল, যারা আমি যা বলেছি তাই বলেছে ও অনুরূপ জবাব পেয়েছে। তারা হলো বানু আমর বিন আউফ গোত্রের মুরারা বিন আল-রাবি আল-

আমরি ও হিলাল বিন আবু উমাইয়া আল-ওয়াকিফি, দু'জন সৎ মানুষ যাদের চরিত্র অনুকরণীয়। তারা যখন তাদের নাম উল্লেখ করে, আমি নীরব থাকি।

যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আমাদের তিন-জনের সাথে নবীজী সবাইকে কথা বলতে নিষেধ করেন। তাই লোকেরা আমাদের এমনভাবে এড়িয়ে চলে ও এমন আচরণ প্রদর্শন করে যে আমি নিজেকে ও পুরো বিশ্বকে ঘৃণা করতে থাকি, যা আমি আগে কখনও করি নাই।

আমরা পঞ্চাশ রাত্রি যাবত এমনটি সহ্য করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দুই সঙ্গী অপমানিত হয়েছিল ও তারা তাদের বাড়িতেই থাকতো। কিন্তু আমি ছিলাম তাদের তুলনায় কনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ। তাই আমি বাইরে যেতাম ও নামাজে উপস্থিত হতাম, আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম যে আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁটগুলো নড়াচড়া করেছে কি না; অতঃপর আমি তাঁর নিকটে গিয়ে নামাজ আদায় করতাম ও চুপিসারে তাঁর দিকে তাকাতাম। আমি যখন আমার নামাজ আদায় করতাম, তিনি আমার দিকে তাকাতেন; আর আমি যখন তাঁর দিকে ফিরতাম, তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। [184]

মুসলমানদের এমন কঠোরতা সহ্য করার সময় আমি হেঁটে গিয়ে আবু কাতাদার বাগানের দেয়ালে টপকে [তার কাছে] আসি। সে ছিল আমার চাচাতো ভাই ও আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমি তাকে সালাম দিই। আল্লাহর কসম, সে আমার সালামের জবাব দেয় না। তাই আমি বলি, "হে আবু কাতাদা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো না যে আমি আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসি?" কিন্তু সে আমার কথার একটি জবাব ও দেয় না। আবার আমি তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলি, সে নীরব থাকে। আবারও; সে বলে, "আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন।" সেই মুহূর্তে আমার চোখদুটো অশ্রু-প্লাবিত হতে থাকে ও আমি লাফ দিয়ে দেয়াল টপকে ফিরে আসি।

একদিন সকালে আমি বাজারে হাঁটছিলাম। সেখান সিরিয়া থেকে এক নাবাতি ব্যবসায়ী খাবার বিক্রি করতে এসে আমার খোঁজ করছিল। সে যখন আমর কথা জিজ্ঞাসা করে, লোকেরা তাকে আমার দিকে ইশারা করে। সে আমার কাছে আসে ও আমাকে ঘাসানিদ বাদশাহ (আল-ওয়াকিদি: 'আল-হারিথ বিন আবি শামির') এর এক চিঠি দেয়, যা সে লিখেছিল সিল্কের এক টুকরো কাপড়ে। তাতে যা লেখা ছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

"আমরা শুনতে পেয়েছি যে তোমার নেতা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। ঈশ্বর তোমাকে লাঞ্ছনা *ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখে নাই। অতএব, তুমি আমাদের কাছে চলে এসো, আমরা তোমার সংস্থান করবো।"*

আমি যখন এটি পড়ি, আমি ভাবি যে এটিও এই কঠোর পরীক্ষার এক অংশ। আমার অবস্থা এমন যে একজন মুশরিক আমাকে অর্জন করার আশা করেছে। তাই আমি চিঠিটি চুলার কাছে নিয়ে যাই ও তা পুড়িয়ে ফেলি। এভাবেই আমরা চলতে থাকি ও পঞ্চাশ রাত্রির মধ্যে চল্লিশ রাত অতিবাহিত হয়। অতঃপর, আল্লাহর নবীর দূত আমার কাছে এসে আমাকে জানায় যে, আল্লাহর নবী এই নির্দেশ জারী করেছেন যে আমি যেন অবশ্যই আমার স্ত্রীর কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করি।

আমি জিজ্ঞেস করি, এর মানে কি এই যে তাকে আমার তালাক দিতে হবে। তিনি বলেন, না; আমার নিজেকে আলাদা করতে হবে ও তার সান্নিধ্যে আমার আসা যাবে না। আমার দুই সঙ্গী অনুরূপ নির্দেশ পায়। আমি আমার স্ত্রীকে তার পরিবারের কাছে গিয়ে থাকতে বলি যতক্ষণে না আল্লাহ এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়।

হিলালের স্ত্রী আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে বলে যে, সে [তার স্বামী] একজন বৃদ্ধ লোক, চাকর ছাড়া যে একদম অসহায়, যদি সে তার [স্বামীর] সেবা করে তবে কোনো আপত্তি আছে কি? তিনি বলেন যে তা নেই, তবে শর্ত এই যে সে [হিলাল]

যেন তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না আসে। সে আল্লাহর নবীকে বলে যে সে [তার স্বামী] তার দিকে এমন তৎপরতা কখনোই চালায় নাই। আর ঘটনা এই যে, সে এত বেশী সময় কান্নাকাটি করেছে যে তার ভয় এই যে সে হয়তো তার দৃষ্টিশক্তি হারাবে। আমার পরিবারের একজন আমাকে পরামর্শ দেয় যে আমার জন্যও আল্লাহর নবীর কাছে অনুরূপ অনুমতি চাওয়া উচিত। কিন্তু আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, এই কারণে যে, আমি ছিলাম যুবক ও আমি জানতাম যে এর জবাবে তিনি আমাকে কী বলতে পারেন।

আরও দশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর, আল্লাহর নবী সবাইকে আমাদের সাথে কথা বলা নিষেধ করার পঞ্চাশ রাত সম্পূর্ণ হয়। পঞ্চাশতম রাতের সকালের নামাজটি আমি আমাদের বাড়িগুলোর একটির চূড়ার উপর আদায় করি, যেমনটি আল্লাহ নির্দেশ করেছে। পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও আমাদের জন্য তা সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল ও আমার জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। (এই ভাষাটি সুরা ৯:১১৮ থেকে ধার করা হয়েছে)। আমি এক খাড়া পাহাড়ের (আল-ওয়াকিদি: 'সা'ল পর্বত') চূড়ায় এক তাঁবু স্থাপন করেছিলাম ও সেখানেই থাকতাম। আমি হঠাৎ শুনতে পাই যে এক ঘোষক পাহাড়টির চুড়ায় আসার সময় তার কণ্ঠের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলছে, "সুসংবাদ, কা'ব বিন মালিক!" অবশেষে স্বস্তি এসেছে জেনে আমি সেজদায় পড়ে যাই।

আল্লাহর নবী তাঁর সকালের নামাজ আদায়ের প্রাক্কালে ক্ষমা ঘোষণা করেন। লোকেরা সেই সুসংবাদ-টি আমাদের জানানোর জন্য রওনা হয়। তারা খবরটি নিয়ে আমার দুই সঙ্গীর কাছে যায়। আর এক লোক ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকে ছুটে আসে। আসলাম গোত্রের এক দৌড়বিদ পাহাড়ের উপরে আসার পূর্ব পর্যন্ত দৌড়ে ছুটে আসে। গলার আওয়াজ ঘোড়ার গতির চেয়ে দ্রুততর। আমি যে সংবাদ প্রদানকারীর চিৎকার শুনেছিলাম, সে যখন আমার কাছে আসে, সংবাদটি জানানোর জন্য আমি তাকে পুরস্কার স্বরূপ আমার পরিধানের কাপড় দান করি (আল-ওয়াকিদি: 'আমি আমার

দুটি পরিধেয় পোশাক খুলে ফেলি ও তা তার গায়ে পরায়ে দিই')। আল্লাহর কসম, সেই সময় আমার কাছে অন্য কোন পরিধেয় কাপড় ছিল না। আমাকে তা ধার করে পরিধান করতে হয়েছিল (আল-ওয়াকিদি: 'আমি আবু কাতাদার কাছ থেকে দুটি পোশাক ধার নিয়ে তা পরিধান করি')। অতঃপর আমি আল্লাহর নবীর অভিমুখে রওয়ানা হই। লোকেরা আমার সাথে দেখা করে, আমাকে সুসংবাদটি দেয় ও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে বলে আমাকে অভিনন্দন জানায়। আমি মসজিদে যাই। আল্লাহর নবী সেখানে ছিলেন লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায়। তালহা বিন উবায়েদুল্লাহ উঠে দাঁড়ায়, আমাকে সালাম দেয় ও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে বলে আমাকে অভিনন্দন জানায়; কিন্তু অন্য কোন মুহাজির তা করে নাই। (কা'ব কখনও তালহার এই ব্যবহারটি ভুলে যায়নি)।

আমি যখন আল্লাহর নবীকে সালাম দিই, তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ও তিনি বলেন, "এটি তোমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দিন। তোমার জন্য সুখবর!" আমি বলি, 'আপনার পক্ষ থেকে, নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বলেন, "অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে।"' তিনি যখন কোন সুসংবাদ জানাতেন, তাঁর চেহারা চাঁদের মতো হয়ে যেতো আর আমরা তা চিনতে পারতাম। তাঁর সামনে বসার পর আমি তাঁকে বলি যে অনুশোচনা হিসাবে আমি আমার সম্পত্তি আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য সদকা হিসাবে দান করতে চাই। তিনি আমাকে এটির কিছু অংশ রেখে দিতে বলেন, যেটি আমার জন্য ভাল হবে। আমি তাঁকে বলি যে আমি খায়বারের গনিমতের অংশটি রেখে দিতে পারি। [185]

অতঃপর আমি বলি, "আল্লাহ আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্য রক্ষা করেছে। আর আমার অনুতাপের একটি অংশ হলো এই যে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমি সত্য ছাড়া আর কিছু বলবো না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবীর কাছে সত্য বলার কারণে সেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে যে অনুগ্রহ দান করেছে, তার চেয়ে অধিক অনুগ্রহ সে [আল্লাহ] অন্য কাউকে করেছে কি না তা আমার জানা নেই। সেই

দিন আমি যা বলেছিলাম, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন উদ্দেশ্যেই কখনো মিথ্যা বলি নাই। আর আমি আশা করি যে জীবনের বাঁকি সময় আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবে।" [186]

আল্লাহ নাজিল করেছে: [187]
[৯:১১৭] - "আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুনাময়।"

[৯:১১৮-১১৯] – "এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল" - এখান থেকে "সত্যবাদীদের সাথে থাক" পর্যন্ত। [অর্থাৎ, "এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই-অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"]

কা'ব বলেছে, "আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ দেখানোর পর এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ সে আমাকে আর কখনও করে নাই। সেই দিন আমি আল্লাহর নবীকে সত্য বলেছিলাম যাতে আমি তাদের মতো ধ্বংস হয়ে না যাই, যারা মিথ্যা বলেছে। কারণ যারা তাঁকে মিথ্যা বলেছিল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে ওহী নাযিলের করেছে:

[কুরআন: ৯:৯৫-৯৬] - "এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর, নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের

ঠিকানা হলো দোযখ। তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি।"' ----

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা: [176]

'তারা বলেছে; কা'ব বিন মালিক বলেছে:
আমার কাছে যখন খবর আসে যে আল্লাহর নবী তাবুক থেকে বাড়ী ফিরছেন, তা আমাকে পেয়ে বসে ও আমি মিথ্যার চিন্তা করি। আমি বলি:

"আগামীকাল আমি কীভাবে আমার উপর থেকে আল্লাহর নবীর অসন্তুষ্টি দূর করবো? আমার পরিবারের মধ্যে যারা অভিমত পেশ করে, আমি তাদের সবার সহযোগিতা চাই। এমনকি, সম্ভবত আমি এটি ভৃত্যদের কাছেও উল্লেখ করি এই আশায় যে আমার কাছে হয়তো এমন কিছু [অভিমত] আসবে যা আমাকে স্বস্তি দেবে। যখন বলা হলো যে আল্লাহর নবী মদিনার খুব কাছাকাছি, তখন মিথ্যা আমাকে ছেড়ে যায় ও আমি নিশ্চিত হই যে, সত্য বলা ছাড়া আমি রক্ষা পাব না।"

সেদিন সকালে আল্লাহর নবী মদিনায় হাজির হন। কোন সফর থেকে ফিরে আসার পর তিনি মসজিদ থেকে আরম্ভ করতেন, দুই রাকাত নামাজ পড়তেন ও অতঃপর লোকদের সাথে বসতেন। যখন তিনি তা সমাধা করেন, যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তারা তাঁর কাছে আসা শুরু করে ও তাঁর কাছে অজুহাত ও শপথ করতে থাকে। সেখানে ছিল প্রায় আশি জন লোক- আল্লাহর নবী তাদের বিবৃতি ও শপথ গ্রহণ করেন ও তাদের গোপন বিষয়গুলো আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেন।

কাব হইতে বর্ণিত অন্য এক রেওয়াতে বলা হয়েছে:
প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর নবী যখন 'ধু আওয়ান' অবতরণ করেন, সাধারণ মুনাফিকরা যারা পিছনে পড়েছিল তারা বের হয়ে আসে। আল্লাহর নবী বলেন, "যারা আমাদের

কাছ থেকে পিছনে পড়েছিল তাদের কারও সাথে কথা বলবে না ও তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণে না আমি তোমাদের অনুমতি দিই।" তাই তারা তাদের সাথে কথা বলে নাই। তিনি যখন মদিনায় আসেন, যাদের অজুহাত ছিল তারা শপথ নিয়ে তাঁর কাছে আসে। কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। মুমিনরাও তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যতক্ষণে না সত্যিই লোকটির কাছ থেকে তার পিতা, তার ভাই ও তার চাচারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা নবীর কাছে আসতে থাকে ও তাঁর কাছে তাদের জ্বর ও অসুস্থতার অজুহাত পেশ করা শুরু করে। আল্লাহর নবী তাদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি তাদের বিবৃতি ও শপথ মঞ্জুর করেন। তারা কসম খায়, তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করেন ও তাদের ক্ষমা করে দেন ও তদের গোপন বিষয়গুলো মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেন। -------

আল্লাহর নবীর পত্নী উম্মে সালামা যা বলতো, তা হলো:
'সেই রাতে আল্লাহর নবী আমাকে বলেছিল, "হে উম্মে সালামা, কা'ব বিন মালিক ও তার দুই সঙ্গীর ক্ষমা প্রকাশ করা হয়েছে।" অতঃপর আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমি কি তাদের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দিয়ে তাদের আনন্দ দিতে পারি না?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "তোমার শেষ রাতের ঘুম ব্যাহত হবে। আর তারা সকালে ঘুম থেকে উঠার পূর্ব পর্যন্ত তাদের দেখা পাওয়া যাবে না।" সে বলেছে: সকালের নামাজ আদায় করার পর আল্লাহর নবী লোকদের-কে ঐ লোকগুলোর প্রতি, কাব বিন মালিক ও মুরারা বিন আল-রাবি ও হিলাল বিন উমাইয়া, আল্লাহর ক্ষমা প্রদর্শনের খবরটি জানিয়ে দেন। [188]

আবু বকর সা'ল পর্বতের উপর আরোহণ করে ও চিৎকার করে বলে: "আল্লাহ কাবকে ক্ষমা করে দিয়েছে!" তার এই ব্যাপারটি তাকে আনন্দিত করে! আল যুবায়ের তার ঘোড়ায় চড়ে বাতেন আল-ওয়াদিতে রওনা হয় ও আল-যুবাইয়ের পৌঁছানোর আগেই সে আবু বকরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

আবুল আওয়ার সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল, বানু ওয়াকিফ গোত্রের হিলাল-কে সুসংবাদটি দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সে যখন তাকে তা জানায়, সে [হিলাল] সেজদায় পতিত হয়। সাঈদ বলেছে: আমি ভেবেছিলাম যে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে তার মাথা উঠাবে না। তার আনন্দ তার দুঃখের চেয়ে এতটায় বেশী অশ্রুসিক্ত ছিল যে লোকেরা তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। যে লোকেরা তার সাথে দেখা করেছে, তারা তাকে অভিনন্দন জানায়।

দুর্বলতা, দুঃখ ও কান্নাকাটির কারণে আল্লাহর নবীর কাছে তার হেঁটে আসার ক্ষমতা ছিল না, সে এক গাধার উপর চড়ে আসে।

যারা মুরারা বিন আল রাবি-কে সুসংবাদটি দেয়, তারা হলো, সিলকান বিন সালামা আবু নাইলা ও সালামা বিন সালামা বিন ওয়াকাশ। তারা দু'জনেই বানু আশহাল গোত্রের লোকদের সাথে আল্লাহর নবীর সাথে সকালের নামাজ আদায় করে; অতঃপর তারা মুরারার কাছে রওনা হয় ও তাকে খবরটি জানায়। মুরারা নিকটে আসে ও তারা তাকে আল্লাহর নবীর কাছে রেখে আসে।' ------

তারা বলেছে: আল্লাহর নবী নবম [হিজরি] বছরের রমজান মাসে মদিনায় আগমন করেন ও বলেন: "প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এই যাত্রার সময় আমাদের কে ও আমাদের পরে আমাদের অংশীদারগুলো কে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেছে।" আয়েশা বলে: "হে আল্লাহর নবী, আপনি সফরে গিয়েছিলেন ও এটি ছিল এক কষ্টকর সফর। এর মধ্যে আপনার পরে আপনার অংশীদারগুলো কারা?" আল্লাহর নবী বলেন: "নিশ্চিতই মদিনায় এমন লোক রয়ে গিয়েছিল, যারা যখনই আমরা অগ্রসর হতাম বা উপত্যকায় নামতাম, তখনই তারা আমাদের সাথেই অবস্থান করছিল। অসুস্থতা তাদের-কে আটকে রেখেছিল। আল্লাহ কী তার কিতাবে বলে নাই: "আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়।--" (কুরআন: ৯:১২২) । আমরা তাদের পক্ষে আক্রমণকারী, আর তারা হলো অবস্থানকারী। যার হাতে আমার আত্মা তার

কসম, নিশ্চিতই শত্রুর বিপক্ষে তাদের প্রার্থনা আমাদের অস্ত্রের চেয়ে বেশি কার্যকর। মুসলমানরা তাদের অস্ত্র বিক্রি করা শুরু করে ও বলতে থাকে: "নিশ্চয়ই যুদ্ধ থেমে গেছে!" শক্তিমানরা তাদের শক্তিমত্তা বৃদ্ধির জন্য সেগুলো কিনতে শুরু করে। বিষয়টি আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছে ও তা তিনি তাদের নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "আমার উম্মতের একটি দল দজ্জাল না আসা পর্যন্ত সত্যের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।"' --- [189]

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী রমজান মাসে [১২ই ডিসেম্বর, ৬৩০ সাল- ১১ই জানুয়ারি, ৬৩১ সাল] তাবুক থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেই মাসে, তাঁর কাছে থাকিফ গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কে এই কা'ব বিন মালিক? কা'ব বিন মালিক ছিলেন নবী মুহাম্মদের সেই সত্তর জন বিশিষ্ট আনসার (আদি মদিনা-বাসী) অনুসারীদের একজন, যিনি মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের পূর্বে মক্কায় গিয়ে "দ্বিতীয় আকাবা শপথ (The second pledge of Aqaba)" কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন। অতঃপর মুহাম্মদের মদিনা হিজরত (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল); অতঃপর তাঁর মদিনা জীবনের আট বছরের ও বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই 'তাবুক অভিযান'। । [182]

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো, শুরুতে কা'ব বিন মালিক "মুহাম্মদের ক্রোধ" থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় অন্যান্য অনুসারীদের মতই মিথ্যার আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি মুয়াধ বিন জাবাল ও আবু কাতাদা নামের দু'জন মুহাম্মদ অনুসারীর পরামর্শে (আল-ওয়াকিদির বর্ণনা) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, "একমাত্র সত্য" বলার মাধ্যমেই তিনি মুহাম্মদের ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে

পারেন। সে কারণেই তিনি সত্য বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ধারণাটি ছিল ভুল! তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন! অন্যদিকে, মুহাম্মদের যে অনুসারীরা (মুহাম্মদের ভাষায় ভণ্ড বা মুনাফিক) উপলব্ধি করেছিলেন যে "মিথ্যা অজুহাত" এর মাধ্যমে তাঁরা মুহাম্মদের ক্রোধ থেকে মুক্তি পেতে পারেন, তাঁরা নিয়েছিলেন "মিথ্যার আশ্রয়।" তাঁদের সেই সিদ্ধান্তটি ছিল সঠিক। তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়েছিলেন। কী কারণে মুহাম্মদের এ সকল অনুসারীরা মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন তা মুহাম্মদের মদিনা জীবনের গত আট বছরের কর্ম-কাণ্ডে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আদি উৎসের উপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো: নবী মুহাম্মদ জানতেও পারেন নাই যে তাঁর এই অনুসারীদের "অজুহাতগুলো ছিল মিথ্যা!" সে কারণেই তিনি তাঁদের এই মিথ্যাচারগুলো-কে সত্য জ্ঞানে ক্ষমা করেছিলেন; আর তাদের গোপন অভিসন্ধির, যদি কিছু থাকে, সিদ্ধান্তের ভার তাঁর "আল্লাহর উপর" ন্যস্ত করেছিলেন।

অন্যদিকে, মুহাম্মদ তাঁর সত্যবাদী অনুসারীদের শাস্তি প্রদান করেছিলেন, "নিজেই"; ওহী মারফত তাঁর আল্লাহর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই।

অতঃপর, তিনি এ বিশয়ে চিন্তা ভাবনা ও এই অনুসারীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ-কল্পে সময় নিয়েছিলেন সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন! এই সুদীর্ঘ সময়টিতে তিনি নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করেছিলেন যে, যাদের-কে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তাঁদের অজুহাত-গুলো ছিল মিথ্যা! অতঃপর তিনি মিথ্যাবাদীদের প্রতি বিষোদগার ও সত্যবাদীদের প্রতি সুসংবাদের এই ঘোষণাগুলো দিয়েছিলেন, "তাঁর আল্লাহর নামে!" ওহী নাজিল পদ্ধতি-তে। নবী মুহাম্মদের এই "ওহী নাজিল" প্রক্রিয়া যে তাঁর চরম মিথ্যাবাদিতার পরিচয়, তা অবিশ্বাসীরা নিশ্চিত জানতেন; যার সাক্ষী ধারণ করে আছে তাঁরই স্বরচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ 'কুরআন'। অবিশ্বাসীরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিলেন এক ভণ্ড মিথ্যাবাদী রূপে (কুরআন: ২২:৪২; ২৯:১৮; ৩৪:৪৩; ৩৫:৪; ৩৮:৪;

ইত্যাদি)। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই' পর্বে (পর্ব: ১৮) করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[174] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬১০-৬১৪

[175] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬২

[176] "কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৪৯-১০৫৭, ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১৪-৫১৮

[177] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৭০২
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-702/

[178] অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম, বই নম্বর ৩৭, হাদিস নম্বর ৬৬৭০:
https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-37/Hadith-6670/

[179] 'গাজওয়া', বহুবচন: মাঘাজি (Ghazwa, plural: Maghazi)' হলো নবী মুহাম্মদের সেই অভিযানগুলো, যেখানে তিনি নিজে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। আর 'সারিয়া, বহুবচন: সারায়া (Sariyya, plural: Saraya)' হলো নবী মুহাম্মদের সেই অভিযানগুলো, যেখানে তিনি নিজে উপস্থিত না থেকে তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সম্পন্ন করেছিলেন।

[180] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ২৮৭:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-287/

[181] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৮, হাদিস নম্বর ২২৯:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-58/Hadith-229/

[182] আল-তাবারী, ভলুউম ৬, ইংরেজি অনুবাদ: W. Montgomery Watt and M.V McDonald, ISBN 0-88706-707-7 (pbk) পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৩

'কা'ব বিন মালিক ছিলেন সত্তর জন আনসারদের একজন, যিনি "দ্বিতীয় আকাবা শপথ" কার্যকলাপে উপস্থিত ছিলেন ও শপথ-কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন।'

[183] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ১৯৮: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-52/Hadith-198/

[184] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৮, বই নম্বর ৭৪, হাদিস নম্বর ২৭২: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-8/Book-74/Hadith-272/

[185] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৮, বই নম্বর ৭৮, হাদিস নম্বর ৬৮১: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-8/Book-78/Hadith-681/

[186] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ২০০: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-200/

[187] কুরআনেরই উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।
http://www.quraanshareef.org/

[188] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ১৯৯ https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-199/

[189] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারি: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৭০৭ https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-707/

২৪৪: তাবুক যুদ্ধ-১৭: 'মোজেজা প্রদর্শন'- এগারোটি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত আঠার

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ধর্মশাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই "অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট" অলৌকিক কিসসা কাহিনী সমৃদ্ধ। ইসলাম ধর্মের 'কুরআন সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থগুলো ও এর ব্যতিক্রম নয়। 'কুরআনের' অসংখ্য অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট অলৌকিক কিসসা কাহিনীর ('মোজেজা') আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ১৭ ও ২৩-২৫)। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে "সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সিরাত গ্রন্থের" লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও পরবর্তী সিরাত লেখক আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমারা জানতে পারি, তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এগারো-টি 'মোজেজা' প্রদর্শন করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় চারটি ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় অতিরিক্ত আরও সাত-টি। আদি উৎসের বর্ণনায় সেই অলৌকিক কিসসা কাহিনীগুলো ছিল নিম্নরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনা:

(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৪৩) পর:

মোজেজা এক: 'হঠাৎই মেঘের আগমন ও প্রচুর বৃষ্টিপাত!' [190] [191] [192]

'আল্লাহর নবী আল-হিজর (যাকে প্রায়ই মাদাইন সালিহ বলা হয়) অতিক্রম করার প্রাক্কালে যাত্রা বিরতি দেন ও লোকেরা সেটির কূপে পানি দেখতে পায়। তারা যখন যাত্রা করে, আল্লাহ নবী তাদের-কে বলেন, "এর কোন পানিই পান করো না কিংবা ওযুর জন্য ব্যবহার করো না। তোমারা যদি এটি ময়দার তাল (dough) তৈরির কাজে ব্যবহার করে থাকো, তবে তা উটগুলোকে খাওয়ায়ে দিও; তোমারা এর কিছুই খেও না। তোমাদের কেউ যেন কোন সঙ্গী ব্যতিরেকে রাতে বাহিরে না যায়।" লোকদের-কে যা বলা হয়েছিল তারা তাই করে, ব্যতিক্রম শুধু বানু সাঈদা গোত্রের দুজন লোক: তাদের একজন বাহিরে বের হয়েছিল মল-মূত্র ত্যাগ করতে ও অপরজন তার নিজের একটা উট খুঁজতে। প্রথম জন তার রাস্তায় আধা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে ও দ্বিতীয়জন বাতাসের প্রকোপে দুই তাঈ পাহাড়ের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। এই বিষয়টি আল্লাহর নবীকে জানানো হয় ও লোকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি তাদের-কে একা বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি যে লোকটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার জন্য দোয়া করেন ও সে সুস্থ হয়ে যায়; তাঈ গোত্রের এক লোক অন্য লোকটি-কে মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে।

এই উপাখ্যানটি আবদুল্লাহ বিন আবু বকর হইতে বর্ণিত, আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আল-সাইদির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। আবদুল্লাহ আমাকে বলেছে যে আব্বাস তাকে বলেছিল যে তারা ছিল কারা, কিন্তু তা গোপনীয়। তাই সে আমার কাছে তাদের নামগুলো প্রকাশ করে নাই। সকালে যখন লোকদের কাছে কোন পানি ছিল না, তারা আল্লাহর নবীর কাছে এসে অভিযোগ করে। তাই তিনি দোয়া করেন। অতঃপর আল্লাহ এক মেঘের আগমন ঘটায় ও অতঃপর এত বৃষ্টিপাত হয় যে তারা সন্তুষ্ট হয় ও তাদের প্রয়োজন মত তা তারা বহন করে নিয়ে যায়।

আসিম বিন উমর বিন কাতাদাহ < মাহমুদ বিন লাবিদ <বানু আবদুল-আশাল গোত্রের লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছে, তা হলো, সে মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "লোকেরা কি তাদের ভিতরে অবস্থানকারী

মুনাফিকদের চিনতো?" সে জবাবে বলেছিল যে লোকেরা জানতো যে তার ভাই, তার বাবা, তার চাচা ও তার পরিবারে লোকদের মধ্যে মুনাফেকি বিদ্যমান, তথাপি তারা একে অপরের বিশয়টি গোপন রাখতো।"

অতঃপর মাহমুদ বলেছিল: আমার উপজাতির কিছু লোক আমাকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছে যার ভণ্ডামো ছিল কুখ্যাত। আল্লাহর নবী যেখানেই যেতেন সেখানেই সে যাত্রা করতো (আল-ওয়াকিদি: 'সে ছিল আউস বিন কায়েযি; আর কিছু লোক বলে, যায়েদ বিন আল-লুসায়েত।')। যখন 'আল-হিজরের ঘটনাটি ঘটে' ও আল্লাহর নবী দোয়া করেন যেমনটি তিনি করতেন ও অতঃপর আল্লাহ এক মেঘ প্রেরণ করে যা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়; তারা বলেছে, 'আমরা তখন তার কাছে এই বলতে বলতে যাই, "ধিক্ তোমাকে! এরপর তোমার আরও কিছু কি বলার আছে?" সে জবাবে বলে, "এটি ছিল এক ক্ষণস্থায়ী মেঘ!"' [পর্ব: ২৩২]

মোজেজা দুই: 'আল্লাহ কর্তৃক নবীকে হারানো উটের সন্ধান দান!'

এ বিশয়ের আলোচনা 'মুনাফিকদের সংখ্যা ও উপস্থিতি' পর্বে (পর্ব: ২৩২) করা হয়েছে।

মোজেজা তিন: 'আবু যর গিফারী সম্বন্ধে নবীর উক্তি সত্য প্রমাণিত!'

এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'আবু যর আল-গিফারীর পরিণতি' পর্বে (পর্ব: ২৩৫) করা হয়েছে।

মোজেজা চার: 'পাথর থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত!' [193] [194] [195]

'যাত্রা পথে পানির উৎস ছিল, যা এক পাথর থেকে বের হচ্ছিল ও যা দুই কিংবা তিনজন আরোহীর জন্য ছিল যথেষ্ট। এটি ছিল এক উপত্যকায়, যা মুশাক্কাক (আল-তাবারী: 'অর্থাৎ, ফাটল, খাঁজ কাটা') নামে অভিহিত। (আল-ওয়াকিদি: 'আল্লাহর নবী

প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ও হঠাৎ তিনি নিজেকে তাবুক ও ওয়াদি আল-নাকা নামক এক উপত্যকার মাঝখানে দেখতে পান, যেখানে এক পাথর ছিল, যার নীচ থেকে দুই বা তিনজন আরোহীর জন্য যথেষ্ট পানি প্রবাহিত হচ্ছিল')। আল্লাহর নবী এই আদেশ করেন যে, যদি কেউ তাঁর আগে সেখানে গিয়ে পৌঁছে, তবে সে যেন তাঁর আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখান থেকে কোন পানি না নেয়।

কিছু সংখ্যক আনুগত্যহীন লোক (মুনাফিক) প্রথমেই সেখানে যায় ও তা থেকে পানি তুলে নেয়। (আল-ওয়াকিদি: 'মুনাফিকদের মধ্যে চার জন তাঁর আগেই সেখানে যায়। তারা হলো: মুয়াত্তিব বিন কুশায়ের, বানু আমর বিন আউফ গোত্রের মিত্র আল-হারিথ বিন বিন ইয়াযিদ আল-তাঈ, ওয়াদিয়া বিন থাবিত ও যায়েদ বিন আল-লুসায়েত।') আল্লাহর নবী সেখানে পৌঁছার পর থামেন ও দেখেন যে সেখানে কোন পানি নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে কারা প্রথমে সেখানে গিয়েছিল; তাঁকে তাদের নামগুলো জানানো হয়। তিনি চিৎকার করে বলেন, "আমি কি আমার না আসা পর্যন্ত তোমাদের-কে এখান থেকে পানি নিতে নিষেধ করি নাই?" অতঃপর তিনি তাদের অভিশাপ দেন ও তাদের উপর আল্লাহর প্রতিশোধ বর্ষণের আহ্বান জানান।

অতঃপর তিনি নেমে আসেন ও পাথরটির নীচে তাঁর হাতটি রাখেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর হাতে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। অতঃপর তিনি পাথরটি-তে পানি ছিটিয়ে দেন ও তাঁর হাত দিয়ে তাতে ঘষা দেন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেমনটি আল্লাহ তাঁকে করাতে ইচ্ছা করেছিল। অতঃপর তা থেকে পানি ফেটে বের হয়, বজ্রধ্বনির মতো শব্দ করে - তা শুনতে পাওয়া এক ব্যক্তির বর্ণনা মতে। (আল-ওয়াকিদি: 'মুয়াধ বিন জাবাল বলেছে, "যার হাতে আমার আত্মা তার কসম, আমি সেখান থেকে আসা এক বিকট শব্দ শুনতে পাই, যা ছিল বজ্রধ্বনির মত!")

লোকেরা তা থেকে পানি পান করে ও তাদের প্রয়োজন মেটায়। অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "যদি তোমরা বেঁচে থাকো, কিংবা তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে,

শুনতে পাবে যে এই উপত্যকাটি এর আশে পাশের উপত্যকাগুলোর চেয়ে বেশি উর্বর।"'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭- ৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় এই চার-টি উপাখ্যান ছাড়াও আল-ওয়াকিদি অতিরিক্ত আরও যে সাত-টি 'মোজেজার' উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো এই:

মোজেজা পাঁচ: 'ঝরনাটি পানি পূর্ণ হয়ে গেল!' [196]

'আল্লাহর নবী বলেন: 'ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল তোমারা নিশ্চিতই আয়ান তাবুকে (Ayn Tabūk) পৌঁছাবে, তোমরা সেখানে দুপুরের আগে পৌঁছতে পারবে না। যে কেহ সেখানে আসবে, সে যেন আমি সেখানে না আসা পর্যন্ত এর কোনো পানি স্পর্শ না করে।' মুয়াধ বিন জাবাল বলে, 'আমাদের পৌঁছার আগে দু'জন লোক সেখানে গিয়ে পৌঁছে। ঝর্ণাটির কিছু পানি ছিল, যা দেখতে ডিমের সাদা ফেনার মত। তাই তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি কোন পানি স্পর্শ করেছো?" তারা বলে, "হ্যাঁ।" আল্লাহর নবী তাদের অপমান করেন ও তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ যা কিছু তাদের বলতে চান তা তিনি তাদের-কে বলেন।

অতঃপর তিনি তাদের সাহায্যে চামচ দিয়ে কিছু পানি তুলে নেন, একটু একটু করে, যতক্ষণে না তার পুরোটাই একটি পানির ব্যাগের ভিতরে রাখা হয়। অতঃপর নবীজী তাঁর মুখগহ্বর, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করেন। অতঃপর তিনি সেই পানি পুনরায় ঝরনাটি-তে ফেলে দেন। অতঃপর ঝরনাটি অতিমাত্রায় পানি-ভর্তি হয়ে যায় ও লোকজন তাদের তৃষ্ণা মেটায়। অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "হে মুয়াধ, এই স্থানটি শীঘ্রই বাগানে পরিপূর্ণ হবে ও যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি তা দেখতে পাবে।"'

মোজেজা ছয়: 'ঝুলি থেকে বের হলো অফুরন্ত খাবার!' [197]

'বানু সা'দ বিন হুদায়েম গোত্রের এক লোক বলেছে: 'আল্লাহর নবী যখন তাবুকে তাঁর একদল সাহাবীর সাথে উপবিষ্ট ছিলেন, আমি তাঁর কাছে আসি' - সে ছিল তাদের সপ্তম ব্যক্তি। 'আমি দাঁড়াই ও সালাম দিই; তিনি বলেন, "বসো!" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই ও আপনি আল্লাহর রসূল!" তিনি বলেন, "তুমি যেন সফলকাম হও!" অতঃপর তিনি বলেন, "হে বেলাল, আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসো!"

সে বলেছে: "বেলাল একটি মাদুর বিছিয়ে দেয়।" অতঃপর সে তার এক চামড়ার ঝুলি থেকে বের করতে থাকে; খেজুর, ময়দা, চর্বি ও পনির - যা তার হাতে আসে তাই টেনে বের করে। তারপর আল্লাহর নবী বলেন, "খাও!" আমরা খাওয়া শুরু করি যতক্ষণে না আমরা তৃপ্ত হই। আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী এই খাবারগুলো কি আমি একাই খেয়ে ফেলতে পারি!" আল্লাহর নবী বলেন, "কাফেররা খায় সাতটি পাকস্থলীর খাতিরে; মুমিনরা খায় একটির।"

পরদিন আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর খাবারের সময়টিতে আমি তাঁর কাছে আসি। তাঁর চারপাশে ছিল দশজন লোক। তিনি বলেন, "হে বেলাল, আমাদের খাওয়াও।" সে বলেছে: সে তার হাত দিয়ে এক ব্যাগ থেকে খেজুর বের করা শুরু করে, একের পর এক মুঠোয় ভরে ভরে। সে বলে, "খাও, রাজপদের এই অধিকারীর কাছ থেকে কৃপণতার ভয় করো না।" যে থলিটি সে নিয়ে এসেছিল তার জিনিসগুলো সে ছিটিয়ে দেয় ও বলে, "আমার অনুমান এটি মুদায়ানার খেজুর।"

সে বলেছে: আল্লাহর নবী খেজুরগুলোর উপর তাঁর হাত রাখেন। অতঃপর তিনি বলেন, "আল্লাহর নামে খাও!" তাই লোকেরা খাওয়া শুরু করে ও আমিও তাদের সঙ্গে খাই। আমি খেজুর পছন্দ করি। সে বলেছে: আমি তা খেতে থাকি যতক্ষণে না আমি আর খেতে পারি না।

সে বলেছে: অথচ সেগুলোর পরিমাণ একই থাকে যেমনটি বেলাল নিয়ে এসেছিল; যেন আমরা তা থেকে একটি খেজুরও খাই নাই।

সে বলেছে: অতঃপর, পরদিন আমি ফিরে আসি। আর একদল লোক রাত্রি যাপনের জন্য সেখানে ফিরে আসে। তারা ছিল দশজন, কিংবা তার চেয়ে এক বা দু'জন বেশি। আল্লাহর নবী বলেন, "হে বেলাল, আমাদের খাবার দাও!" সে ঐ বিশেষ ব্যাগটি নিয়ে আসে, আমি সেটি চিনতাম; অতঃপর সে তার জিনিসগুলো ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহর নবী তাতে তাঁর হাত রাখেন ও বলেন, "আল্লাহর নামে খাও।" আমরা তা খেয়ে ফেলি যতক্ষণে না তা শেষ হয়। অতঃপর তিনি আগের মত উঠে আসেন, জিনিসগুলো ছিটিয়ে দেওয়া হয়; তিনি অনুরূপভাবে একই কাজ তিন দিন করেন।'

মোজেজা সাত: 'নুড়ি নিক্ষেপের পর বুদবুদিয়ে কুপের পানি বৃদ্ধি!' [198]

'তারা বলেছে: বানু সা'দ হুদায়েম গোত্রের একদল লোক নবীর কাছে আসে ও বলে: হে আল্লাহর রসূল, আমরা আমাদের লোকদেরকে আমাদের কূপের কাছে রেখে এসেছি; যেখানে আছে সামান্য পানি, এই কারণে যে, এটি গ্রীষ্মের উত্তাপের সময়। আমাদের ভয় এই যে, যদি আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি তবে আমরা বিগড়ে যাব, এই কারণ যে আমাদের আশেপাশে ইসলাম এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের কূপের পানির কথা জিজ্ঞেস করবেন? যদি তাতে পানি প্রবাহিত হয় তবে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো জাতি থাকবে না ও আমাদের ধর্মের কারণে কোনো সীমা লঙ্ঘনকারী আমাদের আশপাশ দিয়ে যাবে না।

আল্লাহর নবী বলেন, "আমাকে কিছু নুড়ি-পাথর এনে দাও।" তাই আমি তিনটি নুড়ি-পাথর নিই ও সেগুলো তাঁকে দিই। তিনি তাঁর হাত দিয়ে সেগুলি ঘষেন, অতঃপর বলেন, "এই নুড়ি-গুলো তোমাদের কূপের কাছে নিয়ে যাও ও আল্লাহর নামে সেগুলো তাতে একটা একটা করে নিক্ষেপ করো।" তাই তারা নবীর এলাকা থেকে চলে

আসে ও কাজটি সম্পন্ন করে; অতঃপর বুদবুদ করে তাদের কূপটি পানিতে ভর্তি হয়ে যায়। তারা তাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিতাড়িত করে ও তাদের পরাজিত করে। তারা তাদের আশেপাশের ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত না করা পর্যন্ত আল্লাহর নবী মদিনায় ফিরে যান নাই।'

মোজেজা আট: 'সাতটি খেজুর–তিন ব্যক্তি ইচ্ছামত খেয়েও কমাতে পারে না!' [199]

'আবি সাবরা <মুসা বিন সা'ঈদ হইতে <আল-ইরবাদ বিন সারিয়া হইতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আমাকে বর্ণনা করেছে যে, সে বলেছে:

যাত্রা বিরতি ও সফরের সময়টি-তে আমি আল্লাহর নবীর গেটের দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা এক রাত তাবুকে ছিলাম ও এক প্রয়োজনে বাহিরে গিয়েছিলাম। আমরা যখন আল্লাহর নবীর ঘাঁটিতে ফিরে আসি তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা অতিথিরা আহার সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহর নবী তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়া-কে নিয়ে যখন তাঁর তাঁবুর ভিতরে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হই। তিনি বলেন, "রাত্রি থেকে তুমি কোথায় ছিলে?" তাই আমি তাঁকে তা অবহিত করাই। অতঃপর জুয়েল বিন সুরাকা ও আবদুল্লাহ বিন মুঘাফফাল হাজির হয়। অতএব আমরা ছিলাম তিনজন। আর আমরা সকলেই ছিলাম ক্ষুধার্ত। প্রকৃতপক্ষে আমরা নবীজির দ্বারস্থ ছিলাম। আল্লাহর নবী ঘরটির ভিতরে প্রবেশ করেন ও আমাদের খাওয়ার জন্য কিছু একটা খাবারের খোঁজ করেন, কিন্তু তিনি তা খুঁজে পান না।

তিনি আমাদের কাছে আসেন ও বেলাল-কে ডেকে বলেন, "হে বেলাল, তাদের জন্য কি কিছু আছে?" সে জবাবে বলে, "না, যে আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছে তার কসম, সত্যিই আমরা আমাদের ব্যাগ ও পাত্রগুলো খালি করে ফেলেছি।" তিনি বলেন, "দেখ। হয়তো তুমি কিছু খুঁজে পাবে।" তাই সে ব্যাগগুলো নিয়ে আসে ও

একের পর এক সেগুলো খালি করে। [তা থেকে] একটি-দু'টি করে খেজুর পড়ে, যতক্ষণ না আমি তার দুই হাতের মাঝখানে সাতটি খেজুর দেখতে পাই। আল্লাহর নবী একটি পাত্র আনতে বলেন ও তাতে খেজুরগুলো রাখেন। অতঃপর তিনি খেজুরগুলোর উপর তাঁর হাত রাখেন ও আল্লাহ নাম উল্লেখ করেন, এবং বলেন, "খাও, আল্লাহর নামে!"

আমি খাই; আমি চুয়ান্নটি খেজুর খাই যা আমি গণনা করেছি ও আমার অন্য হাতে তার বিচিগুলো গণনা করেছি। আর আমার দুই সঙ্গীও তাই করেছে, যা আমি করেছি। আমরা তৃপ্ত হই ও আমাদের প্রত্যেকে পঞ্চাশটি করে খেজুর খাই। আমরা আমাদের হাতগুলো উঁচু করি ও অবাক হয়ে চেয়ে দেখি যে সেখানে ঠিক আগের মতই সাতটি খেজুর আছে।"

তিনি বলেন, "হে বেলাল, এটি তোমার ব্যাগে উঠিয়ে রাখো।" নিশ্চিতই খেজুরগুলো স্থলাভিষিক্ত হওয়া ছাড়া তা থেকে কেউই কিছু খায় নাই (Indeed one did not eat from it except the date was replaced)।

সে বলেছে: ------আল্লাহর নবী বলেন: 'আমি যদি আমার রবের সামনে লজ্জিত না হতাম, তবে আমাদের শেষ ব্যক্তিটি মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা এই খেজুরগুলো থেকে অবশ্যই খেতে পারতাম। এলাকার লোকদের মধ্য থেকে এক যুবক উপস্থিত হয়। আল্লাহর নবী তাঁর হাতে খেজুরগুলো নেন ও তার হাতে তুলে দেন। ছেলেটি সেগুলো খেয়ে চলে যায়।'

মোজেজা নয়: 'ক্ষুধার্ত অনুসারীদের সওয়ারি পশু ভক্ষণ অনুমতি ও অতঃপর!' [200] [201]

'আল্লাহর নবী যখন তাবুক থেকে যাত্রার জন্য জড়ো হোন, লোকজন দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। তারা এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণে না লোকেরা তাঁর কাছে আসে ও

তাদের সওয়ারি পশুগুলো (ইমাম মুসলিম: 'তাদের উটগুলো') জবাই করে খাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তাই তিনি তাদের অনুমতি দেন। তারা যখন তা জবাই করতে যাচ্ছিল, উমর ইবনে খাত্তাব তাদের সাথে দেখা করে ও তাদের-কে জবাই স্থগিত করতে বলে।

অতঃপর সে আল্লাহর নবীর তাঁবুর ভিতরে তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হয় ও বলে, "আপনি কি লোকদের-কে তাদের সওয়ারী পশুগুলো জবাই করে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন?" আল্লাহর নবী বলেন, “তারা তাদের ক্ষুধা সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ করেছিল, তাই আমি তাদের-কে এই অনুমতি দিয়েছি। সৈন্যরা দুই-একটি উট জবাই করবে ও তারা পালা করে অবশিষ্ট সওয়ারি পশুর উপর সওয়ার হয়ে তাদের লোকজনদের কাছে ফিরে যাবে।”

উমর বলে, "হে আল্লাহর নবী, এটা করবেন না। লোকদের কাছে যদি তাদের সওয়ারি পশুর সংখ্যা বেশী থাকে তবে তা উত্তম, কারণ আজকাল পশুরা দুর্বল। বরং আপনি তাদের-কে তাদের বাড়তি খাদ্যগুলো নিয়ে আসতে বলুন, সেগুলো জড়ো করুন ও আল্লাহর কাছে দোয়া করুন; যেমনটি আপনি আল-হুদাইবিয়া থেকে আমাদের তাড়াহুড়া করে ফিরে আসার সময়টিতে করেছিলেন। নিশ্চিতই, মহান আল্লাহ আপনার ডাকে সাড়া দেবে!”

অতঃপর আল্লাহর নবীর বার্তাবাহক ঘোষণা করে, "যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে, সে যেন তা নিয়ে আসে!" তিনি একটি চামড়ার মাদুর বিছিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন। লোকেরা যথাযথ ময়দা ও যব ও খেজুর আনা শুরু করে। তা ছিল মুষ্টিমেয়; একটু আটা, বার্লি ও খেজুর। প্রত্যেক ধরনের জিনিস আলাদাভাবে নিচে রাখা হয়েছিল। প্রতিটি জিনসই ছিল খুব সামান্য। ---অতঃপর আল্লাহর নবী আসেন ও ওযু করেন ও দু'ই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর কাছে খাবারে বরকত দানের জন্য প্রার্থনা করেন।

আল্লাহর নবীর চারজন সাহাবী একত্রে যে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করতো, সেটি হলো, যারা উপস্থিত ছিল ও তাঁকে সাহায্য করেছিল, তারা হলো: [১] আবু হুরায়রা, [২] আবু হুমায়েদ আল-সায়েদি, [৩] আবু যুরা, [৪] আল-যুহাননা মাবাদ বিন খালিদ, ও [৫] সাহল বিন সা'দ আল-সায়েদ।

তারা বলেছে: অতঃপর আল্লাহর নবী ঘুরে দাঁড়ান ও তাঁর বার্তাবাহক ঘোষণা করে, "খাবারের জন্য এসো, আর এখান থেকে যা প্রয়োজন তা নিয়ে নাও।" লোকজন এগিয়ে আসে। প্রত্যেকে কমপক্ষে একটি করে পাত্র আনে ও তা ভর্তি করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে: আমি অবশ্যই এক টুকরা রুটি ও সামান্য এক মুঠো খেজুর এনে রেখেছিলাম। অতঃপর, নিশ্চিতই আমি মাদুরটি উপচে পড়া দেখেছি। আমি দুটি ব্যাগ নিয়ে এসেছিলাম ও তার একটি আমি যব দিয়ে ও অন্যটি রুটি দিয়ে ভর্তি করেছিলাম, অতঃপর আমি আমার পোশাকে করে ময়দা নিয়েছিলাম; মদিনায় পৌঁছানো পর্যন্ত তা ছিল আমাদের জন্য যথেষ্ট।

লোকেরা খাবার সংগ্রহ করা শুরু করে ও তাদের শেষ ব্যক্তিটি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তা চালু রাখে। অবশেষে মাদুরটি তুলে ফেলা হয় ও এর উপর যা কিছু ছিল তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। আল্লাহর নবী দণ্ডায়মান ছিলেন। অতঃপর তিনি বলা শুরু করেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই ও আমি তার দাস ও তার রসূল। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যে এটি তার মন থেকে না বলে, তাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই রক্ষা করতে পারে না।"'

মোজেজা দশ: 'নবীর আঙ্গুলের মাঝখান থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত!' [202]

'সে বলেছে: উবায়েদুল্লাহ বিন আবদ আল-আযিয ও তার ভাই আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আযিয <আবদ আল-রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সা'সা আল-

মাযানি হইতে <খাললাদ বিন সুয়ায়েদ হইতে <আবু কাতাদা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বর্ণনা করেছে যে, সে বলেছে:

আমরা যখন আল্লাহর নবীর সাথে ছিলাম, আমরা সৈন্যদের সাথে রাত্রিতে অগ্রসর হতাম। তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন ও আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ------তারা কেবল থামছিল, কারণ লোকেরা ও ঘোড়াগুলো ছিল তৃষ্ণার্ত। আল্লাহর নবী একটি পাত্র আনতে বলেন ও পানির পাত্রে যা কিছু ছিল তা তিনি ঐ পাত্রে খালি করে দেন। অতঃপর তিনি তার উপর তাঁর আঙ্গুলগুলো রাখেন, আর তাঁর আঙ্গুলগুলোর মাঝখান থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত হয়। লোকেরা নিকটস্থ হয় ও তারা তাদের ও তাদের ঘোড়া ও সওয়ারী পশুগুলোর তৃষ্ণা নিবারণ শেষ না করা পর্যন্ত তা থেকে পানি উপচে পড়ে।

প্রকৃতই তাদের শিবিরে ছিল বারো হাজার উট, কেউ কেউ বলে পনের হাজার উট। লোকদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার ও ঘোড়ার সংখ্যা ছিল দশ হাজার। -----'

মোজেজা এগারো: 'এক মহিলার কাছ থেকে নিয়ে আসা পানি বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত!' [203]

'তাবুকে চারটি জিনিস ছিল: আল্লাহর নবী যখন মদিনায় ফিরে আসছিলেন, তখন ছিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। দুই দফায় তৃষ্ণা নিবারণের পর সৈন্যদের তৃষ্ণা ছিল খুবই ভীষণ। কিন্তু কেউ তার ঠোঁট ভেজানোর জন্যও পানি খুঁজে পাচ্ছিল না। তারা এটি নিয়ে আল্লাহর নবীর সাথে বিড়বিড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। তাই তিনি উসায়েদ বিন হুদায়ের-কে গ্রীষ্মের সেই গরমের দিনে ডেকে পাঠান, সে ছিল ছদ্মবেশ-পরিহিত (অবগুণ্ঠিত) অবস্থায়। আল্লাহর নবী বলেন, "সম্ভবত তুমি আমাদের জন্য পানি খুঁজে পাবে।"

অতঃপর সে আল-হিজর ও তাবুকের মাঝখানে থাকা অবস্থায় চারিদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বালিয়ার (Baliyy) এক মহিলার সাথে এক পানি বহনকারী উট দেখতে পায়। উসায়েদ তার সাথে কথা বলে ও তাকে আল্লাহর নবী সম্পর্কে অবহিত করায়। সে বলে, “এই পানি আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে যাও!” অতঃপর সে সেই পানি তাদের জন্য তার ও হুনাইয়া (Hunayya) যাওয়ার রাস্তার মাঝে রেখে দেয়।

উসয়েদ যখন সেই পানি নিয়ে আসে, আল্লাহর নবী সেটির বরকতের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর তিনি বলেন, "এসো, তোমাদের তৃষ্ণা মেটাও!" অতঃপর তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না, যে তৃষ্ণার্ত ছিল কিন্তু তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই। অতঃপর তিনি তাদের সওয়ারী পশু ও ঘোড়াগুলো-কে আনতে বলেন; তারা পান করতে থাকে যতক্ষণে না তাদের তৃষ্ণা মেটে।

কথিত আছে: প্রকৃতই আল্লাহর নবী এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, উসায়েদ যে পানি এনেছিল তা যেন বেদুইন প্রহরীদের পানি পানের এক বিশাল পাত্রে ঢেলে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি তা তাঁর হাতে তুলে নেন ও তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত ও পা ধৌত করেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উপরে উঠান, তা প্রসারিত করেন ও ঘুরে দাঁড়ান। আর পাত্রটি বুদ্বুদীয়ে উঠা পানিতে ভর্তি হয়ে যায়। আল্লাহর নবী বলেন, "যোগান দাও!" অত:পর তার পানি বৃদ্ধি পায়। লোকেরা ছড়িয়ে পড়ে ও তারা এটির জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, একশত অথবা দুইশত; তারা তা পান করে। নিশ্চিতই বাটিটি তে বুদ্বুদীয়ে বের হওয়া পানির ধারা প্রবাহিত ছিল। অতঃপর আল্লাহর নবী শান্ত হোন ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা নিজেকে শীতল করেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) জন্মের ৪৩ বছর পরে জন্মগ্রহণকারী আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) সিরাত গ্রন্থের বর্ণনায় এইসব উদ্ভট ঘটনাগুলোর বর্ণনার পরিমাণ, ইবনে ইশাকের বর্ণিত ঘটনার চেয়ে "অতিরিক্ত আরও দুইগুণ বেশী!" চার বনাম অতিরিক্ত আরও সাত! আর ইবনে ইশাকের জন্মের ৮০ বছর পরে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ সাল) লিখিত সিরাত ('কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির') গ্রন্থে এইসব উদ্ভট ঘটনাগুলোর বর্ণনা অসংখ্য; আর তাঁর জন্মের ১০৬ বছর পর জন্মগ্রহণকারী ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল) ও তারও পরে জন্মগ্রহণকারী অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের লেখকদের বর্ণনায় তা "নবী মুহাম্মদের পায়খানা-পেশাব ও থুথু-ঘাম মোবারকের" মোজেজা পর্যন্ত বিস্তৃত!

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো 'কুরআন'। সেই কুরআনেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, অবিশ্বাসীদের বারংবার অনুরোধ ও চ্যালেঞ্জ সত্বেও নবী মুহাম্মদ তাঁদের-কে "একটি মোজেজাও" দেখাতে পারেন নাই, যার বিস্তারিত আলোচনা "মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব" পর্বে (পর্ব: ২৩-২৫) পর্বে করা হয়েছে। কুরআন পরবর্তী সিরাত ও হাদিস লেখকদের এই সকল বর্ণনার উৎস হলো ইসলামে নিবেদিত-প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারীরা। তাঁদের এই উপাখ্যান-গুলো যে সত্য নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, "কুরআন" ও তাঁর রচয়িতা নবী মুহাম্মদ নিজেই! ওপরে বর্ণিত "মোজেজা উপাখ্যানের" একটি বর্ণনাও 'কুরআন' সমর্থিত নয়।

তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ আর যে দাবীগুলো করেছেন, আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় তার উল্লেখযোগ্য হলো: [204]

[১] 'সাপের বেশে কুরআন শুনতে ইচ্ছুক এক জীনের আগমন!'

'তারা বলেছে: তাদের পদযাত্রার সময় লোকেরা একটি সাপ দেখতে পায়। এর শক্তি ও চলার গতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় ও লোকেরা সেখান থেকে সরে যায়। সেটি

আল্লাহর নবীর সম্মুখে না পৌঁছা পর্যন্ত এগিয়ে যায়, আর তিনি তাঁর উটের পিঠের উপর দীর্ঘ সময় যাবত থেমে থাকেন। জনগণ তা পর্যবেক্ষণ করে। অতঃপর সেটি কুণ্ডলী পাকিয়ে রাস্তা থেকে সরে যায় ও কিছুক্ষণ সেখানেই থাকে। লোকেরা এগিয়ে এসে আল্লাহর নবীর সাথে যোগ দেয়, আর তিনি তাদের বলেন, "এ কে তা কি তোমারা জান?" তারা জবাবে বলে, "শুধু আল্লাহ ও তার রসূলই তা জানেন!"

তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই এ হলো আটটি জিনের একটি দলের একজন, যারা কুরআন শুনতে চায়। এ ভেবেছিল - আল্লাহর নবী যখন তাঁর দেশে বসতি স্থাপন করবে - তখন এ তাঁকে অবশ্যই সালাম (greet) জানাবে। এই হলো সেই একজন যে তোমাদের সালাম জানাচ্ছে। সুতরাং, তোমরা তাকে সালাম করো"

লোকেরা সকলেই বলে, "অতএব তোমার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক!" আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহর উপাসকদেরকে ভালোবাসো তা সে যেই হোক না কেন।"- [অনুবাদ- লেখক।]

>>> উদ্ভট দাবী! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

[২] **'এক বিখ্যাত মুনাফিকের মৃত্যু কল্পে তাবুকে এক প্রবল ঝড়ের আবির্ভাব!'**

'এক প্রবল ঝড়ের আবির্ভাব তাবুক আলোড়িত করে ও আল্লাহর নবী বলেন, "এটি হলো এমন একজন মুনাফিকের মৃত্যুর জন্য যে তার মুনাফেকির জন্য বিখ্যাত।" সে বলেছে: তারা মদিনায় এসে পৌঁছে ও দেখতে পায় যে এক মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে, যে তার মুনাফেকির জন্য বিখ্যাত।' ---- [অনুবাদ- লেখক।]

>>> আল-ওয়াকিদি সেই মুনাফিকের কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। নিশ্চিত রূপেই সেই বিখ্যাত মুনাফিকটি "আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন না!" কারণ, আবদুল্লাহ বিন

উবাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল হিজরি ৯ সালের শওয়াল মাসে। তাবুক অভিযান শেষে নবী মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন (রমজান, হিজরি ৯সাল) করার পরের মাসটি-তে।

[৩] **'আমাকে পাঁচটি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি।'**

'আবদুল্লাহ বিন উমর যা বলতো, তা হলো: আমরা তাবুকে আল্লাহর নবীর সাথে ছিলাম। তিনি সারারাত অবস্থান ও নামাজ আদায় করেন, আর রাতের তাহাজ্জত বৃদ্ধি করেন। প্রতিবার ঘুম থেকে উঠার পর তিনি তাঁর দাঁত পরিষ্কার করতেন। যখন তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তিনি তাঁর তাঁবুর সামনে নামাজ আদায় করতেন। লোকদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা [সেখানে] অবস্থান করতো ও পাহারা দিতো। সেই রাতগুলোর একটিতে তিনি তাঁর নামাজ শেষ করে তাঁর আশেপাশে থাকা লোকদের কাছে আসেন। তাঁর কাজ শেষ করার পর তিনি তাঁর সঙ্গের লোকদের কাছে যান ও বলেন:

"আমাকে পাঁচটি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি। এর প্রথমটি হলো আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীই তার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হলো: আমার প্রার্থনার জন্য পৃথিবীকে একটি পরিষ্কার স্থান করা হয়েছে। [তৃতীয়] যেখানেই নামাজের সময় হয়, আমি তায়াম্মুম করি ও নামাজ আদায় করি। আমার আগে যারা ছিল তারা গির্জা বা সিনাগগ ছাড়া প্রার্থনা করত না।

[চতুর্থ] লুটের মাল আমার জন্য হালাল (মুক্ত) করা হয়েছে ও আমি তা ব্যবহার করি। আমার পূর্ববর্তীদের জন্য এটি হারাম করা হয়েছিল।

আর পঞ্চম: এটি কি? এটি কি? এটি কি? ---" তিনি তিনবার এটি বলেন। তারা বলে: "হে আল্লাহর নবী, এটি কি?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "আমাকে বলা

হয়েছিল: জিজ্ঞাসা করো, কারণ প্রত্যেক নবীই জিজ্ঞাসা করেছে; এটি আপনার জন্য ও তার জন্য যে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই।"'---[অনুবাদ - লেখক]।

>>> নবী মুহাম্মদ যে "লুটের মালের স্বত্বভোগী" একজন সন্ত্রাসী নবী ছিলেন, তা নিশ্চিতরূপেই কুরআন সমর্থন করে (কুরআন: ৮:৪১, ৫৯: ৬-৮)। [205]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[190] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৫-৬০৬

[191] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৫২-৫৫

[192] অনুরূপ বর্ণনা: “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০০৬ ও ১০০৮-১০০৯; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৯৩ ও ৪৯৪

[193] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬০৮

[194] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৬০

[195] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০৩৯; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৫০৯

[196] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০১২-১০১৩; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯৬

[197] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০১৭-১০১৮; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯৮-৪৯৯

[198-200] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০৩৪-১০৩৯; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৫০৭-৫০৯

[201] অনুরূপ বর্ণনা- সহি মুসলিম: বই ১, হাদিস নম্বর ৪২ https://quranx.com/hadith/Muslim/USC-MSA/Book-1/Hadith-42/

[202-203] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০৪০-১০৪২; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০

[204] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ১০১৫ ও ১০১৯-১০২২; ইংরেজি অনুবাদ পৃষ্ঠা ৪৯৭ ও ৪৯৯-৫০০

[205] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ক্রটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। http://www.quraanshareef.org/

২৪৫: তাবুক যুদ্ধ-১৮: সুরা তাওবাহ: দ্বিতীয়াংশ - শেষ নির্দেশ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত উনিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

অধিকাংশ শিক্ষিত ইসলাম অনুশীলনকারী 'মনোযোগী কুরআন পাঠ খতম করা' মুসলমানই বোধ করি অবগত আছেন যে 'সুরা তাওবাহই' হলো কুরআনের একমাত্র সুরা যার প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাকটি নেই। কিন্তু যে তথ্যটি বোধকরি জগতের প্রায় সকল অপণ্ডিত ইসলাম বিশ্বাসীদেরই অজানা, তা হলো: এই সুরাটিই হলো স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সর্বশেষ "নির্দেশ-যুক্ত" সুরা ও সম্পূর্ণ এই সুরাটি মুহাম্মদ দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিলেন। শুধু তাইই নয়, বর্তমান কুরআনে মুহাম্মদের সেই বানীগুলো সংকলিত হয়েছে সম্পূর্ণ "উল্টোভাবে!" অর্থাৎ আগে নাজিল-কৃত আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরাটির “দ্বিতীয় অংশে”, আর পরে নাজিল-কৃত আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরাটির “প্রথমাংশে”! এই সুরার শেষের দু'টি আয়াত (১২৮-১২৯) মক্কায় অবতীর্ণ।

আগে নাজিল-কৃত সুরা তাওবাহর দ্বিতীয় অংশের আয়াতগুলোর (আয়াত নম্বর ৩৮-১২৭) সময়কাল মোটামুটিভাবে, অক্টোবর-নভেম্বর, ৬৩০ সাল (তাবুক অভিযান: রজব, হিজরি ৯সাল) থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩১ সাল (আবদুল্লাহ বিন

উবাইয়ের মৃত্যু: জিলকদ, হিজরি ৯সাল) পর্যন্ত। এই বানীগুলো মুহাম্মদ হাজির করেছিলেন 'তাবুক অভিযান' ও সেখান থেকে তাঁর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরের সময়টিতে। আর এর বিষয়বস্তু হলো 'তাবুক অভিযানের' প্রাক্কালে তাঁর আদেশ যথাযথ পালন না কারী অনুসারী মুমিন ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে তাঁদের কার্যকলাপের বর্ণনা, তাঁদের-কে হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন; নির্দেশ পালনকারী অনুসারীদের পার্থিব লুটের মাল (গনিমত) ও অপার্থিব (বেহেশত) প্রলোভন; আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু-কালীন কিছু বিশয়; ইত্যাদি। [206] [207]

আর পরে নাজিল-কৃত সুরা তাওবাহর "প্রথম অংশের" আয়াতগুলোর (আয়াত নম্বর ১-৩৭) প্রেক্ষাপট হলো সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশে ও তা ঘোষণা করা হয়েছিল মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর 'প্রথম হজ' এর প্রাক্কালে (কুরআন: ৯:৩); সম্পূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশে। যার সময়কাল ছিল মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল (জিলহজ, হিজরি ৯ সাল)। [208] [209]

তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে মুহাম্মদ সুরা তাওবাহর যে আয়াত-গুলো হাজির করেছিলেন তা ছিল এই, মুহাম্মদের ভাষায়: [210]

যা ঘটেছিল:

৯:৩৮ - *"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।"*

>> মুহাম্মদ অনুসারীদের অনেকেই এই অভিযানে যেতে রাজী ছিলেন না!

অতঃপর হুমকি:

৯:৩৯ - *"যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"*

অতঃপর "তাকে" সাহায্যের আহ্বান ও উদাহরণ পেশ:

৯:৪০ - *"যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্তনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"*

>> আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় আক্ষেপ! অতঃপর মক্কা থেকে মদিনায় পলায়ন কালে পথিমধ্যে কী ঘটেছিল তার উদাহরণ পেশ (বিস্তারিত: পর্ব: ৪২)। 'আল-ওয়াকিদি: "যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর", এর অর্থ হলো - মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুনাফিকরা; "যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল" - এর অর্থ হলো, পৌত্তলিক কুরাইশরা; "তিনি ছিলেন দু'জনের একজন" - এর অর্থ হলো, নবিজী ও আবু বকর; ---"তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি" - এর অর্থ হলো, ফেরেশতারা।'

অতঃপর যুদ্ধের উৎসাহ প্রদান:

৯:৪১ - *"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"*

কী কারণে অনুসারীরা 'রাজী নয়' তার বর্ণনা:

৯:৪২- *"যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।"*

>> অনুসারীরা জানতেন, বাইজেনটাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে জয়লাভ ও গনিমত লাভের সম্ভাবনা (আশু লাভ) অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই এত কষ্ট করে মদিনা থেকে ২০দিনের পথ পাড়ি দিয়ে তাবুকে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়! সে কারণেই অনুসারীদের বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত ও ওজর-আপত্তি।

অনুসারীদের ওজর-আপত্তি মেনে নেয়ার পর 'আপসোস":

৯:৪৩ - *"আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।"*

যুদ্ধের উৎসাহ প্রদান:

৯:৪৪ - *আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন।"*

৯:৪৫ - *"নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।"*

অনুসারীদের যুদ্ধে যাওয়ায় গড়িমসি:

৯:৪৬ - "আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।"

"আনুগত্য-হীন" অনুসারীদের কার্যকলাপ বিষয়ে:

৯:৪৭ - "যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালভাবেই জানেন।"

৯:৪৮ - "তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উল্টা-পাল্টা করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল।"

৯:৪৯ - *"আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।"*

>> "আশু-লাভের" সম্ভাবনা না থাকা (কুরআন: ৯:৪২), কিংবা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ও বিপদসংকুল পরিবেশ, কিংবা বিবেকের তাড়নায় মুহাম্মদের বহু অনুসারী যে মুহাম্মদের আবিষ্কৃত 'জিহাদ' নামের এই অমানবিক-নৃশংস কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জড়িত হতে চাইতেন না, বিভিন্ন অজুহাতে মুহাম্মদের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করতেন, সে সত্যটিও কুরআন, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ধরণের অনুসারীদেরই মুহাম্মদ **"আনুগত্য-হীন বা মোনাফেক"** রূপে আখ্যায়িত

করতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যে কী পরিমাণ হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন করেছেন, তা কুরআনের অসংখ্য বাক্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। [211]

এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা আমরা জানতে পারি কুরআন ও আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকদের তাবুক যুদ্ধ উপাখ্যানের বর্ণনায়। এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'অনুসারীদের অনিচ্ছা ও নারী প্রলোভন' পর্বে (পর্ব-২২৯) করা হয়েছে।

অতঃপর "আনুগত্য-হীন" অনুসারীদের কার্যকলাপ বিষয়ে:

৯:৫০-৫১ - *"আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"*

অতঃপর প্রত্যক্ষ হুমকি:

৯:৫২- *"আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে* ***অথবা আমাদের হস্তে।*** *সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।"*

>> 'আল-ওয়াকিদি [পৃষ্ঠা ৫২০]: "দু'টি কল্যাণের একটি" - অর্থাৎ, লুটের মাল অথবা শহিদ হিসাবে মৃত্যু বরণ। "আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে" - অর্থাৎ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত (stroke) করা। "অথবা আমাদের হস্তে" - অর্থাৎ, আমাদের-কে তোমাদের হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ('we are permitted to kill you')।

অতঃপর তাদের-কে “নাফরমান” বলে গালাগালি:

৯:৫৩ - *"আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল।"*

কী কারণে তাদের দান কবুল হবে না?

৯:৫৪ - *"তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।"*

>> “একমাত্র কারণ হলো ‘তারা মুহাম্মদ-কে বিশ্বাস করে না ও তার আদেশ নিষেধ যথাযথ পালন করে না’" - এছাড়া আর কোন কারণ নেই!

“আল্লাহর ইচ্ছা” তাদের আযাবে নিপতিত রাখা:

৯:৫৫ - *"সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।"*

>> "আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা!" এই অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা-কে (যদি থাকে) নিয়ে মুহাম্মদের কী করুণ তামাসা!

'তারা' তোমাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত:

৯:৫৬ - *"তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে।"*

>> "আনুগত্য-হীনরা' যে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত জীবন-যাপন করতেন তা মুহাম্মদের এই বানী-তে সুস্পষ্ট।

আবারও "আনুগত্য-হীন" অনুসারীদের কার্যকলাপ বিষয়ে:

৯:৫৬-৫৯ - *"তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারূপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তার রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও, আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি।"*

অতঃপর যাকাত বিষয়ে:

৯:৬০ - *"যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"*

>> যদি "তাঁরা" মুহাম্মদ অনুসারী হয়।

অতঃপর আত্ম-প্রশংসা ও পরোক্ষ হুমকি:

৯:৬১ - *"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহর রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"*

আবারও "আনুগত্য-হীন" অনুসারীদের কার্যকলাপ বিষয়ে:

৯:৬২- *"তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী।"*

আবারও পরোক্ষ হুমকি:

৯:৬৩- *"তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান।"*

আবারও "আনুগত্য-হীন" অনুসারীদের কার্যকলাপ বিষয়ে:

৯:৬৪-৬৬- *"মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।"*

>> এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা মুনাফিকদের সংখ্যা ও উপস্থিতি পর্বে (পর্ব-২৩২) করা হয়েছে।

আবারও গালাগালি:

৯:৬৭ - *"মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তার, কাজেই তিনিও তাদের ভূলে গেছেন নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান।"*

হুমকি ও অভিশাপ বর্ষণ:

৯:৬৮ - *"ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের - তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।"*

আবারও পরোক্ষ হুমকি:

৯:৬৯-৭০ - *"যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী; অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা-যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও বলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো।"*

অতঃপর প্রলোভন:

৯:৭১-৭২- *"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী। আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনে কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সে গুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।*

অতঃপর প্রত্যক্ষ হুমকি:

৯:৭৩- *"হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।"*

আবারও হুমকি:

৯:৭৪ - *"তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদের কে আযাব দেবেন আল্লাহ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই।"*

ঘটনার বর্ণনা:

৯:৭৫-৭৮ - *"তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তার তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ তাদের রহস্য ও শলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়?*

আল্লাহ "ঠাট্টা" ও করে:

৯:৭৯- *"সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"*

সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও "তাদের" ক্ষমা নেই:

৯:৮০- *"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ না-ফারমানদেরকে পথ দেখান না।"*

>> বিশিষ্ট মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ তার জানাজায় শরীক হয়ে ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ তাকে যে বিকল্প (Choice) দিয়েছেন, তিনি তা

গ্রহণ করেছেন। যদি তিনি জানতেন যে "সত্তর বার এর বেশী" ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে ক্ষমা করা হবে, তবে তিনি তাই করতেন।

অতঃপর ঘটনার বর্ণনা ও হুমকি:

৯:৮১-৮২ - *"পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে।"*

৯:৮৩ - *"বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক।"*

>> এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'অনুসারীদের অনিচ্ছা ও নারী প্রলোভন' পর্বে (পর্ব-২২৯) করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাজা কালের ঘটনা:

অতঃপর "অনুশোচনা" ও কঠোর নির্দেশ:

৯:৮৪- *"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা না ফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।"*

>> আবদুল্লাহ বিন উবায়ের মৃত্যুর পর ও তাকে কবরস্থ করার সময় মুহাম্মদ এই ৯:৮৪ বানীটি বর্ষণ করেন। মুহাম্মদ যখন তার জানাজা পড়ার জন্য দাঁড়ান, উমর বলে: "হে আল্লাহর নবী, আপনি কি তার জন্য প্রার্থনা করছেন?" মুহাম্মদ জবাবে বলেন, "উমর, আল্লাহ আমাকে যে বিকল্প দিয়েছেন, আমি তা গ্রহণ করেছি। যদি আমি জানতাম যে "সত্তর বার" এর বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তবে আমি তাই করতাম।" মুহাম্মদ তার জানাজা আদায় করেন ও তার জন্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর, আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে কবরস্থ করার পর সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগেই মুহাম্মদ 'আল্লাহর নামে' এই ৯:৮৪ বাণী-টি হাজির করেন।

বিশিষ্ট মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর জানাজা নামাজ পড়া ও তার জন্য দোয়া করার পর পরই সেই কৃত কর্মের জন্য মুহাম্মদের অনুশোচনা ও আপসোস; এই ধরণের কর্মকাণ্ড মুহাম্মদের চরিত্রের কোন নতুন বিষয় নয়। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা তাদেরই "আত্মীয়-স্বজন" ৭০ জন কুরাইশকে বন্দী করে ধরে নিয়ে আসেন মদিনায়। অতঃপর এই বন্দিদের কী করা হবে এ বিষয়ে তিনি তার বিশিষ্ট অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করেন (বিস্তারিত: 'বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত - কি ছিল আল্লাহ' পছন্দ' পর্বে [পর্ব ৩৬])। আবু বকর বলে,

"হে আল্লাহর নবী, এই লোকগুলি আমাদেরই চাচাতো-মামাতো-ফুপাতো ভাই, আমাদেরই স্বগোত্রীয় ও ভাইপো-বোনপো। আমি মনে করি আপনার উচিত মুক্তি-পণের বিনিময়ে তাদের কে ছেড়ে দেয়া, তাহলে তাদের কাছ থেকে আমাদের যে উপার্জন হবে তা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে এবং সম্ভবত: আল্লাহ তদেরকে সঠিকভাবে হেদায়েত করবে যাতে তারা আমাদের সাহায্যে আসতে পারে।"

অন্যদিকে, উমর ইবনে খাত্তাব বলে:

"না, আল্লাহর কসম! আমি আবু বকরের সাথে একমত নই। আমি মনে করি যে, আপনি তাদের অমুক অমুককে আমার হাতে সোপর্দ করবেন, যাতে আমি তাদের কল্লা কাটতে পারি; আপনার উচিত হামজার ভাই-কে [আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব] তার কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে এবং আকিলকে আলীর কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে। তাতে আল্লাহ জানবে যে, আমাদের অন্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনোরূপ প্রশ্রয় নেই। এই লোকগুলি তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সর্দার।"

মুহাম্মদ উমরের মত পছন্দ না করে আবু বকরের মতটি পছন্দ করেন। পরদিন সকালে উমর দেখতে পান যে আবু বকরের সাথে বসে মুহাম্মদ অঝোরে কান্না করছেন। যখন উমর মুহাম্মদের কাছে তার কান্নার কারণ জানতে চান, তিনি বলেন, "এটি এই কারণে যে, বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ নেয়া, আমার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে যে, আমি যেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি।" আল্লাহ নাজিল করেছে,

৮:৬৭- ৬৮- *"নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত।"*

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাজা ও তার জন্য প্রার্থনা করার পর মুহাম্মদের 'আফসোস' ও বদর যুদ্ধে ধৃত বন্দিদের নৃশংসভাবে হত্যা না করে তাঁদের ছেড়ে দেয়ার পর মুহাম্মদের 'আফসোস!' অবিশ্বাসী ও আনুগত্যহীন প্রতিপক্ষের বিষয়ে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করার পর পরই তাঁদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের কঠোর নির্দেশ প্রদান! মুহাম্মদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আমরা জানতে পারি তারই রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ 'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়।

মুহাম্মদ ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সার্থক কূট পলেটিশিয়ানদের একজন। যার সাক্ষ্য হলো, মুহাম্মদের এ সকল কর্ম-কাণ্ড।

"আল্লাহ চান" তারা যেন কাফেরই থাকে:

৯:৮৫ - *"আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে।"*

>> মুহাম্মদের সৃষ্ট 'আল্লাহ' বড়ই প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ-পরায়ণ! মহাবিশ্বের বিশালতা সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকা কোন ব্যক্তি কি সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে এমন নিচু ধারণা পোষণ করতে পারেন?

আবারও বিষোদগার:

৯:৮৬-৮৭ - *"আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ন হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিস্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না।"*

>> ৯:৪৯ বানীটির মতই ও এই বানী দু'টিও মুহাম্মদ হাজির করেছিলেন জাদ বিন কায়েস নামের এক সম্পদশালী অনুসারীর বিষয়ে। মুহাম্মদ যখন তার এই অনুসারীকে "সম্ভবত: তুমি বাইজেনটাইন নারীদের ধরে আনতে পারবে" লোভ দেখিয়ে তাবুক অভিযানে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন!" এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'অনুসারীদের অনিচ্ছা ও নারী প্রলোভন' পর্বে (পর্ব-২২৯) করা হয়েছে।

অতঃপর প্রলোভন:

৯:৮৮-৮৯ - "কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা।"

অতঃপর হুমকি:

৯:৯০ - "আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলে ছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের।"

'জিহাদ' এর বাধ্যতা থেকে যারা মুক্ত:

৯:৯১- "দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"

"অশ্রুপাত-কারী" লোকদের বিষয়ে:

৯:৯২ - *"আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।"*

>> তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে সাত জন মুহাম্মদ অনুসারী মুহাম্মদের কাছে এসে বলে যে, তাদের কাছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও বাহন (mounts) নেই। তাঁরা মুহাম্মদের কাছে এসে এই আবেদন করে যে, মুহাম্মদ যেন তাদেরকে যুদ্ধে

যাওয়ার নিমিত্ত ও বাহন (সওয়ারী পশু) দিয়ে সাহায্য করেন, যাতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। জবাবে মুহাম্মদ যখন তাদের-কে জানান যে তার কাছে এমন কোন নিমিত্ত ও বাহন নেই যা দিয়ে তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন, তখন তারা বিষাদ চিত্তে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ এই ৯:৯২ বানীটি হাজির করেন। মুহাম্মদ তাঁদেরকে "অশ্রুপাত-কারী (The weepers)" নামে আখ্যায়িত করেছেন। মুহাম্মদের এই ৯:৯১-৯২ নির্দেশের সরল অর্থ হলো, দুর্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও "হত-দরিদ্র অক্ষম" ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যান্য সকল অনুসারীদের জন্য 'জিহাদ' বাধ্যতামূলক। এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'অশ্রুপাতকারী সাত ও অন্যান্য' পর্বে (পর্ব-২৩০) করা হয়েছে।

যারা অব্যাহতি পাবে না:

৯:৯৩- *"অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।"*

আবারও হুমকি এবং 'নাফরমান' বলে গালাগালি:

৯:৯৪ -*"তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও আগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে।"*

৯:৯৫ - *"এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর-*

নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ।“

৯:৯৬ – *“তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তা’আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি।"*

>> এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'কাব বিন মালিক ও আরও দু'জনের শাস্তি' পর্বে (পর্ব-২৪৩) করা হয়েছে।

অতঃপর আরব বেদুইনদের “অভিশাপ বর্ষণ”:

৯:৯৭-৯৮ - *"বেদুইনরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা’আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। আবার কোন কোন বেদুইন এমন ও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গন্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। **তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক**। আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।"*

অতঃপর প্রলোভন:

৯:৯৯ - *"আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।"*

প্রাথমিক হিজরতকারী মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা ও প্রলোভন:

৯:১০০ - *"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।"*

আবারও হুমকি:

৯:১০১ -*"আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনঢ়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে।"*

>> এই বানীটি মুহাম্মদ বর্ষণ করেছিলেন উনায়েন বিন হিসান নামের এক আরব বেদুইন ও অন্যান্য অনুসারীদের ব্যাপারে, যারা মুহাম্মদের অনুসারীদের প্রশংসা করছিল ও দেখাচ্ছিল যে তারা তাদের সাথেই আছে। একই সাথে তারা তাদের এলাকার পৌত্তলিক লোকদেরও প্রশংসা করছিল। তাদের বিরুদ্ধেই মুহাম্মদের এই বানী, "তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার;" - দুনিয়া ও আখিরাতে।

অতঃপর, 'বানু কুরাইজা গণহত্যার' প্রাক্কালে এক অনুসারীর ব্যাপারে:

৯:১০২ - *"আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"*

>> 'বানু কুরাইজা গণহত্যার' প্রাক্কালে আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির নামের এক অনুসারীর কার্যকলাপের বিষয়ে মুহাম্মদ এই বানী-টি হাজির করেন। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত লোকদের দুর্গ চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন সুদীর্ঘ ২৫ দিন! এমত অবস্থায় যখন পরিস্থিতি তাঁদের জন্য অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়ে ও যখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা তাঁদেরকে শেষ না করে ফিরে যাবে না, তখন ভীত সন্ত্রস্ত বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যেন বনি আমর বিন আউফ গোত্রের আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির কে তাদের কাছে পাঠান যেন তাঁরা তার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাঁদের এই প্রস্তাবে মুহাম্মদ, আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধিরকে তাঁদের কাছে পাঠান। বনি কুরাইজার এই অসহায় অবস্থা ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের কান্না-কাটি দেখে মুহাম্মদের এই প্রতিনিধি দুঃখিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেন ও একই সাথে "তার গলার দিকে তার হাতের অঙ্গুলি নির্দেশ করে" ইশারায় জানিয়ে দেন যে তাদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানো হবে। এই কর্মটি করার পরই আবু লুবাবা বলা শুরু করেন, "আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে তাদেরকে মিথ্যা বলেছি।" তারপর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন ও মুহাম্মদের কাছে প্রত্যাবর্তন না করে মসজিদের একটি থামের সাথে নিজেকে বেঁধে রাখেন ও বলেন, "আমি যা করেছি তার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার পূর্বে আমি এই স্থানটি ছেড়ে যাব না।" আবু লুবাবা ছয় রাত পর্যন্ত গাছের গুঁড়ির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখেন। তাঁর এই ঘটনার ও অনুশোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ হাজির করেন এই ৯:১০২ বানীটি। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'বানু কুরাইজার গণহত্যা – কী ছিল মুহাম্মদের অভিপ্রায়' পর্বে (পর্ব- ৮৮) করা হয়েছে।

যাকাত বিষয়ে:

৯:১০৩ - *"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য*

দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।"

৯:১০৪ - *"তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়।"*

৯:১০৫ - *"আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীগ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে।"*

৯:১০৬ - *"আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।"*

অতঃপর, "প্রতিপক্ষের মসজিদ ধ্বংস" করার কৈফিয়ত:

৯:১০৭- *“আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।"*

৯:১০৮ - *"তুমি কখনো সেখানে দাড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে*

রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।"

>> তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে কী কারণে মুহাম্মদ তার মালিক বিন দুখশাম ও মা'ন বিদ আদি নামের দুই অনুসারীকে ডেকে এনে প্রতিপক্ষের মসজিদ আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে ফেলার হুকুম জারী করেছিলেন, তার নির্দেশে তার এই দুই অনুসারী কী ভাবে 'সন্ত্রাসী কায়দায়' মাগরিব নামাজের পর মসজিদের ভিতরে লোকজন থাকা অবস্থাতেই সেখানে ঢুকে উপাসনা-রত মুসল্লিদের আহত ও মসজিদ-টি আগুন দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন; তার বিস্তারিত আলোচনা 'মসজিদ ধ্বংসের আদেশ-অগ্নিদগ্ধ মুসল্লি' এবং 'মসজিদ ধ্বংসের কারণ ও কৈফিয়ত' পর্বে (পর্ব: ২৪১-২৪২) করা হয়েছে।

অতঃপর তাদের "জালেম" বলে গালাগালি:

৯:১০৯–১১০- *"যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"*

"আল্লাহর" ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন ও 'অমানুষিক সহিংসতায় নির্দেশ':

৯:১১১ - *"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।"*

>> বিভিন্ন প্রলোভনদের মাধ্যমে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের কীভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অমানুষিক নৃশংস সহিংসতায় ('অতঃপর মারে ও মরে')" লেলিয়ে দিয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তার নিজেরই রচিত 'কুরআন'! মুহাম্মদ তার অনুসারীদের শিখিয়েছেন, "ধর্মের নামে প্রতিপক্ষকে খুন করা ও নিজেকে আত্মাহুতি দেয়াই হলো, **'মহান সাফল্য'**!"

আবারও প্রলোভন:

৯:১১২ - *"তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদ-কারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।"*

"মুহাম্মদের ঘৃণা থেকে" মৃত আত্মীয়রাও রক্ষা পায় নাই:

৯:১১৩ - *"নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী।"*

>> মুহাম্মদের মক্কা অবস্থানকালীন সময়ে, মদিনায় হিজরতের তিন বছর আগে (৬১৯ সাল) যখন তার চাচা আবু তালিব মৃত্যু বরণ করেন, তখন মুহাম্মদ তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন ও বলেন, "আমি তোমার জন্য অবশ্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" সেই একই মুহাম্মদ, মদিনায় শক্তিমান অবস্থায় তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে "এই শেষ নির্দেশ" জারী করেন! [212]

অতঃপর কৈফিয়ত:

৯:১১৪- *"আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে*

একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।"

অতঃপর "কিছু খেজুরে আলাপ":

৯:১১৫-১১৬ - *"আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল।নিশ্চয় আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।"*

>> "আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দেন!" চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি: যারা মানসিক বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ, একমাত্র তারাই 'আল্লাহর কথা' শুনতে পান।

তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা ও প্রলোভন:

৯:১১৭ - *"আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুনাময়।*

"বিশেষ তিন জন" এর বিষয়ে:

৯:১১৮- *"এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই-*

অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।"

অতঃপর, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে 'দলে থাকার' আহ্বান:
৯:১১৯- *"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"*

>> তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না কারী লোকদের মধ্যে তিন জন ছিলেন, যারা মুনাফিক ছিলেন না। তারা হলেন কা'ব বিন মালিক, মুরারা বিন আল রাবি ও হিলাল বিন উমাইয়া। মুহাম্মদ কী শাস্তির মাধ্যমে "তাদের জন্য পৃথিবী সঙ্কুচিত করে তাদের জীবন দূর্বিসহ করে তুলেছিলেন", এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'কাব বিন মালিক ও আরও দু'জনের শাস্তি' পর্বে (পর্ব-২৪৩) করা হয়েছে।

মুমিনদের উচিত 'মুহাম্মদ-কে" নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসা:
৯:১২০ - *"মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শক্রদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।"*

অতঃপর প্রলোভন:
৯:১২১ - *"আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।"*

৯:১২২ - *"আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ*

দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।"

>> এ বিশয়ের আলোচনা 'কাব বিন মালিক ও আরও দু'জনের শাস্তি' পর্বে (পর্ব-২৪৩) করা হয়েছে।

অতঃপর, "যুদ্ধ ও সহিংসতা" অব্যাহত রাখার নির্দেশ:

৯:১২৩ - *"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।"*

'মুশরিকদের' বিষয়ে:

৯:১২৪-১২৬ - *"আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যেকার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করলো। তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।"*

অতঃপর, তাদের "নির্বোধ সম্প্রদায়" বলে গালাগালি:

৯:১২৭ - *"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না-অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন! নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।"*

পরিশেষে, "আত্ম-প্রশংসা" ও দলে যোগদানের আহ্বান (মক্কায় অবতীর্ণ):

৯:১২৮-১২৯ – *"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি*

স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[206] "কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৬০-১০৭৬, ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১৯-৫২৭

[207] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ISBN 0-19-636033-1; পৃষ্ঠা ৬২০-৬২৪

[208] মক্কা বিজয়ের পর প্রথম হজ:

Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ৬১৭-৬২০;

Ibid আল-ওয়াকিদি- ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৭-১০৭৮, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮

[209] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯

[210] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর:

http://www.quraanshareef.org/

[211] মুহাম্মদের বহু অনুসারী বিভিন্ন অজুহাতে 'জিহাদ' থেকে অব্যাহতি চাইতেন: কুরআন: ৮:৭; ৯:৩৮; ৯:৪৯; ৪৭:২০; ৪৮:১১-১২; ইত্যাদি।

[212] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১৯৭:

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-197/

২৪৬: বানু থাকিফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ও তার কারণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত বিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সশরীরে উপস্থিত থেকে কমপক্ষে যে সাতাশটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তার সর্বশেষটি হলো 'তাবুক অভিযান।' আর এই অভিযানের অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর ছাব্বিশতম অভিযানটি হলো 'আল-তায়েফ আক্রমণ।' বানু থাকিফ গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা হুনায়েনে সমবেত হয়েছিলেন ও মুহাম্মদের 'অতর্কিত আগ্রাসী নৃশংস আক্রমণ (পর্ব: ২১১)' থেকে তাঁদের জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, তাঁরা পালিয়ে আল-তায়েফে আশ্রয় নেই। 'হুনায়েন হামলা (পর্ব: ২০২-২১১)' সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সেখান থেকে সরাসরি আল-তায়েফ গমন করেন ও তার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালান (পর্ব: ২১২-২১৫)'! তায়েফ-বাসী তাঁদের নগরীর দুর্গের দু'টি দরজাই বন্ধ করে দেয় ও প্রাচীরের ওপার থেকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। এই অভিযানে যারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের অন্যতম ছিল আল-তায়েফের 'থাকিফ গোত্রের লোকেরা'। এই অভিযানে মুহাম্মদ বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হোন ও তাঁর মোট ১২ জন অনুসারী নিহত হয় (পর্ব: ২১৫)।

নবী মুহাম্মদ তাঁর অতর্কিত মক্কা আগ্রাসন, হুনায়েন আগ্রাসন ও আল-তায়েফ অবরোধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন (পর্ব: ১৮৭-২২০) হিজরি ৮ সালের জিলকদ মাসের শেষে, কিংবা জিলহজ মাসের শুরুতে (মার্চ-এপ্রিল, ৬৩০সাল)। তাঁর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 'উরওয়া বিন মাসুদ' নামের আল-তায়েফের বানু থাকিফ গোত্রের এক লোক মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর যখন সে তার নিজ অঞ্চল তায়েফে প্রত্যাবর্তন করে, তখন বানু মালিক গোত্রের আউস বিন মালিক নামের এক লোক (অথবা ওহাব বিন জাবিরের গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ এক লোক) তাকে তীর-বিদ্ধ করে হত্যা করে। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা, 'উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফির হত্যাকাণ্ড' পর্বে (পর্ব: ২২২) করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর 'তাবুক অভিযান (পর্ব: ২২৮-২৪৫)' সম্পন্ন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৯ সালের রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ৬৩০ সাল - জানুয়ারি, ৬৩১ সাল))। ঐ মাসেই আল-তায়েফ থেকে "সেই থাকিফ গোত্রের" পাঠানো এক প্রতিনিধি দল মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে দেখা করে, মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ও অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তনের পর 'থাকিফ গোত্রের লোকেরা' মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়।

কী কারণে তাঁরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তা আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের 'পূর্ণাঙ্গ' সিরাত গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনা: [213] [214] [215]
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ।)
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৪৫) পর:

'উরওয়া-কে হত্যার পর [পর্ব-২২২] থাকিফ গোত্রর লোকেরা কয়েক মাস অপেক্ষা করে। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ও সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা তাদের চারপাশের আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না, যারা আনুগত্য-স্বীকার করেছে ও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ইয়াকুব বিন উতবা বিন আল-মুগীরা বিন আল-আখনাস আমাকে বলেছে যে বানু ইলাজ (Ilaj) গোত্রের আমর বিন উমাইয়া নামের এক ভাইয়ের সাথে আবদু ইয়ালিল বিন আমরের সু-সম্পর্ক ছিল না ও তারা একে অপরের সাথে কথা বলতো না। আমর ছিল সবচেয়ে ধূর্ত ব্যক্তি, সে আবদু ইয়ালিলের নিকট যায় ও তার বাসভবনে প্রবেশ করে এবং তাকে বের হয়ে তার কাছে আসার জন্য সংবাদ পাঠায়। আবদু ইয়ালিল অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে এই কারণে যে আমর তার জীবন-যাত্রায় সাবধানী হওয়া সত্বেও তার কাছে আসা উচিত মনে করেছে, তাই সে বেরিয়ে আসে, এবং তাকে দেখার পর সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

আমর তাকে বলে: "আমরা এক অচলাবস্থার মধ্যে আছি। তুমি দেখেছ যে এই লোকের ব্যাপারটি কিভাবে এগিয়েছে। সমস্ত আরব ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাদের সাথে লড়াই করার শক্তি তোমাদের নেই, সুতরাং বিষয়টি তোমারা ভেবে দেখো।" অতঃপর থাকিফরা পরামর্শ করে ও একে অপরকে বলে, "তোমরা কি দেখছ না যে তোমাদের পশুর পালগুলো নিরাপদ নয়; বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা ছাড়া তোমরা কেউ বাইরে যেতে পারো না" তাই তারা সবাই আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা নবীর কাছে একজন লোক পাঠাবে, যেমন তারা উরওয়াকে পাঠিয়েছিল। তারা আবদু ইয়ালিলের সাথে কথা বলে ও তার সামনে এই পরিকল্পনাটি পেশ করে; সে ছিল উরওয়ার সমবয়সী। কিন্তু সে এই কাজটি করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, এই ভয়ে যে, সে ফিরে আসার পর তার সাথে একই ব্যবহার করা হবে যেমন-টি উরওয়ার প্রতি করা হয়েছিল। সে বলে যে যদি তারা তার সাথে কিছু লোক না পাঠায় তবে সে যাবে না। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা আল-আহলাফ

গোত্রের দু'জন ও বানু মালিক গোত্রের তিনজন লোক পাঠাবে, মোট ছয়জন লোক। (আল-ওয়াকিদি: 'কেউ কেউ বলে: প্রকৃতপক্ষে দলে ছিল কতিপয় দশজন লোক)। তারা আবদু ইয়ালিলের সাথে যে লোকগুলো পাঠায়, তারা হলো,

(আল-ওয়াকিদি: 'উরওয়া গোত্রের মিত্রদের পক্ষ থেকে):
[১] আল-হাকাম বিন আমর বিন ওহাব বিন মুয়াত্তিব ও
[২] সুরাহবিল বিন ঘায়েলান বিন সালিমা বিন মুয়াত্তিব;

আর বানু মালিক গোত্রের মধ্য থেকে:
[৩] উসমান বিন আবুল আস বিন বিশর বিন আবদু দুহমান, বানু ইয়াসার গোত্রের এক ভাই;
[৪] আউস বিন আউফ; ও
[৫] আল-হারিথ গোত্রের এক ভাই (আল-তাবারী/আল-ওয়াকিদি: 'নুমায়ের বিন খারাশাহ বিন রাবিয়া, বাল-হারিথ গোত্রের এক ভাই')।

আবদু ইয়ালিল এ বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে তাদের-কে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে। সে তাদের-কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র এই ভয়ে যে, তার পরিণতি যেন উরওয়ার পরিণতির মতো না হয়, এবং তার ফিরে আসার পর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার গোত্রের লোকদের নিরাপত্তার বিষয়ে মনোযোগী হয়।

তারা যখন মদিনার নিকটবর্তী 'কানাত' নামক স্থানে এসে থামে, তারা সেখানে আল-মুগীরা বিন শুবা-কে দেখতে পায়। তার পালা ছিল নবিজীর সাহাবীদের উট চরানোর, কারণ সাহাবীরা এই দায়িত্বটি পালাক্রমে গ্রহণ করেছিল। সে যখন তাদের-কে দেখতে পায়, সে থাকাফীদের কাছে উটগুলি রেখে নবীর কাছে তাদের আগমনের সুসংবাদটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছুটে যায়। নবীর কাছে তার পৌঁছানোর আগেই সে আবু বকরের সাক্ষাত পায় ও তাকে বলে যে, থাকিফের অশ্বারোহীরা নবীর শর্ত মেনে

নিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে ও ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছে, এই শর্তে যে, যেনো তারা তাদের লোকজন, তাদের জমি-জমা ও পশুগুলোর [নিরাপত্তার] গ্যারান্টিযুক্ত একটি দলিল পেতে পারে। আবু বকর আল-মুগীরা কে এই অনুরোধ করে যে সে যেনো তাকে এই খবরটি নবীর কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ দেয়, সে [মুগীরা] তাতে রাজী হয়; তাই আবু বকর ভিতরে প্রবেশ করে ও নবী-কে খবরটি জানায়। আর আল-মুগীরা সাহাবীদের সাথে পুনরায় যোগ দেয় ও উটগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

নবী-কে কীভাবে সালাম দিতে হয় তা সে [মুগীরা] তাদের শিখিয়ে দেয়, কারণ তারা পৌত্তলিকদের রীতি অনুযায়ী সালাম দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে তারা যখন নবীর কাছে আসে, সে তখন তাঁর মসজিদের কাছে তাদের জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করে দেয়। তারা তাদের দলিল না পাওয়া পর্যন্ত **খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আস** তাদের ও নবীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। আসলে সে ছিল সেই লোক যে এটি লিখেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ না করা ও তাদের দলিলটি না পাওয়া পর্যন্ত নবীর কাছ থেকে তাদের কাছে যে খাবারগুলো আসতো, তার কিছু একটা খালিদ না খাওয়া পর্যন্ত তারা তা খেতো না। [216]

তারা নবীর কাছে যে অনুরোধগুলো করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে তিনি যেনো তিন বছরের জন্য তাদের উপাস্য 'আল-লাত' প্রতিমাটি (Idols) ধ্বংস না করে সেটি রেখে দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। নবী তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তারা অনুরোধ করতেই থাকে, এক অথবা দুই বছরের জন্য; তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তারা তাদের দেশে ফেরার পর সেটি এক মাস যাবত রেখে দেওয়ার অনুমতি চায়; কিন্তু তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময় যাবত তা রেখে দিতে রাজি হন নাই। [217]

তারা শুধু যা করতে চেয়েছিল তা হলো, তারা দেখানোর চেষ্টা করছিল যে তারা যেন তাকে [আল-লাত] রেখে দিয়ে তাদের ধর্মান্ধ জনগণ ও নারী ও শিশুদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে; তারা চাচ্ছিল না যে তাদের জনগণ ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে [আল-লাত] ধ্বংস করে তাদের-কে ভয় দেখায়। নবী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেটি ধ্বংস করার জন্য আবু সুফিয়ান বিন হারব ও আল-মুগীরা বিন শুবা-কে পাঠিয়েছিলেন।

তারা আরও অনুরোধ করে যে তিনি যেনো তাদেরকে নামাজ থেকে অব্যাহতি দেন ও তাদের-কে যেনো নিজ হাতে তাদের উপাস্য প্রতিমাটি ভাঙতে না হয়। নবী বলেন, "আমরা তোমাদের-কে নিজ হাতে তোমাদের প্রতিমাটি ভাঙ্গা থেকে অব্যাহতি দিলাম; কিন্তু নামাজের বিষয়টি হলো এই যে, যে ধর্মে নামাজ নেই সেখানে কোন কল্যাণ নেই।" তারা বলে যে তারা সেগুলি পালন করবে, যদিও এটি তাদের জন্য অবমাননাকর।

তারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর নবিজী তাদের-কে তাদের দলিল (document) প্রদান করেন ও **উসমান বিন আবদুল আ'স** কে তাদের নেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন, যদিও সে ছিল তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এর কারণ ছিল এই যে, ইসলাম ও কুরআন বিষয়ে পড়াশোনা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সে ছিল সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী। আবু বকর নবী-কে এই বিষয়টি জানিয়েছিল।

ঈসা বিন আবদুল্লাহ বিন আতিয়া বিন সুফিয়ান বিন রাবিয়া আল-থাকাফি < প্রতিনিধিদের একজনের কাছ থেকে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] আমাকে বলেছে:

আমরা মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহর নবীর সাথে রমজানের বাকি দিনগুলো রোজা রাখি। বেলাল আমাদের কাছে নবিজীর কাছ থেকে আমাদের রাতের খাবার ও সকালের খাবার নিয়ে আসতো। ভোরের ক্ষীণ আলোকে সে আমাদের কাছে আসতো

ও আমরা বলতাম, "আমরা দেখছি যে ভোর হয়ে গেছে।" সে বলতো, "আমি নবিজী-কে ভোরবেলা খাওয়া অবস্থায় রেখে এসেছি, যাতে আমি পরে সকালের খাবার তৈরি করতে পারি।" আর সে আমাদের জন্য সন্ধ্যার খাবার নিয়ে আসতো ও আমরা বলতাম, "আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি," ও সে বলতো, "নবিজীর খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে আসি নাই।" অতঃপর সে থালায় হাত দিয়ে তা থেকে খাবার খেতো।

সায়েদ বিন আবু হিন্দ <মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-শাখখির <**উসমান বিন আবুল আ'স** হইতে [প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে] বলেছে:

নবিজী যখন আমাকে থাকিফদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকে শেষ যে নির্দেশটি দিয়েছিলেন তা হলো লোকদের মধ্যে তাদের দুর্বলতম সদস্যদের বিশয় বিবেচনা করে নামাজ সংক্ষিপ্ত করা; কারণ তাদের মধ্যে আছে বৃদ্ধ ও যুবক, অসুস্থ ও দুর্বলরা।

তারা যখন তাদের কাজ সম্পন্ন করে তাদের অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়, তখন নবিজী তাদের প্রতিমা-টি ধ্বংস করার জন্য আবু সুফিয়ান ও আল-মুগীরা কে প্রেরণ করেন। তারা প্রতিনিধি দলটির সাথে যাত্রা করে (আল-ওয়াকিদি: 'আবু সুফিয়ান ও আল-মুগীরা বিন শুবা দুই বা তিন দিন অপেক্ষা করে। অতঃপর তারা যাত্রা করে') ও তারা যখন আল-তায়েফের কাছাকাছি এসে পৌঁছে, আল-মুগীরা চায় যে আবু সুফিয়ান যেনো আগে সেখানে যায়। পরের জন [আবু সুফিয়ান] তা প্রত্যাখ্যান করে ও ধুল-হারাম নামক স্থানে তার যে জমি ছিল সেখানে অবস্থান করে। (আল-তাবারী: 'আবু সুফিয়ান তা প্রত্যাখ্যান করে, এই বলে, 'তুমি নিজে তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাও।') [218]

আল-মুগীরা [এলাকায়] প্রবেশ করে প্রতিমাটির কাছে যায় ও একটি কুড়াল দিয়ে তাতে আঘাত করে। (আল-ওয়াকিদি: 'আল-মুগীরা প্রতিমা-টি ধ্বংস করার জন্য প্রায় দশজন লোক সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে। তারা যখন আল-তায়েফে এসে পৌঁছে, তখন ছিল এশার সময়; তাই তারা রাত্রিটি অপেক্ষা করে ও পরদিন সকালে প্রতিমা-টি ধ্বংস করতে যায়।') তার লোকেরা তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, এই ভয়ে যে, উরওয়ার মতো সে ও হয়তো তীরবদ্ধ ও খুন হবে। থাকিফের মহিলারা তাদের মস্তক অনাচ্ছাদিত করে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে আসে, বলতে থাকে:

'ওহে আমাদের রক্ষাকর্তার জন্য করো ক্রন্দন,
কাপুরুষরা হয়তো তাকে করবে অবহেলা
যার তরবারির জন্য প্রয়োজন এক সংশোধনকারীর।'

আল-মুগীরা যখন সেটিকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে, আবু সুফিয়ান বলে, "তোমার জন্য দুঃখ হয়, হায়!" আল-মুঘিরা সেটি ধ্বংস করে ও তাতে যা কিছু ছিল তা ও তার মণি-মুক্তাগুলো ও সেটির সোনা-গহনা ও পুঁতিগুলো সংগ্রহ করার পর, সে আবু-সুফিয়ানের খোঁজ করে।

কারণটি ছিল: থাকিফদের প্রতিনিধি দলটি আসার আগে যখন উরওয়া-কে হত্যা করা হয়েছিল, আবু মুলায়াহ বিন উরওয়া [উরওয়ার পুত্র] ও কারিব বিন আল-আসওয়াদ [উরওয়ার ভাতিজা] আল্লাহর নবীর কাছে আসে, এই অভিপ্রায়ে যে তারা নিজেদের থাকিফদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখবে ও তাদের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবে না। তারা যখন মুসলমান হয়, নবিজী বলেন, "যাকে তোমাদের ইচ্ছা হয় তাকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করো।" তারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও তার রসূলকে বেছে নিয়েছি।" নবিজী বলেন, "আর তোমাদের মামা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব," আর তারা বলে, "তথাপিও।"

আল-তায়েফের লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে ও নবিজী প্রতিমাটি ধ্বংস করার জন্য আবু সুফিয়ান ও আল-মুগীরাকে প্রেরণ করেন, তখন আবু মুলায়াহ বিন উরওয়া [বিন মাসুদ] নবিজীর কাছে এই অনুরোধ করে যে, তার পিতা যে ঋণ রেখে গিয়েছে তা যেনো তিনি প্রতিমাটির সম্পদ থেকে পরিশোধ করেন। আল্লাহর নবী তাতে রাজী হোন। অতঃপর কারিব বিন আল-আসওয়াদ [বিন মাসুদ] তার পিতার জন্য একই অনুরোধ করে। এখানে উরওয়া ছিল আল-আসওয়াদের নিজের ভাই [তাদের পিতা ছিল মাসুদ]। নবিজী বলেন, "কিন্তু আল-আসওয়াদ তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।" সে জবাবে বলে, "কিন্তু আপনি তো একজন মুসলমানের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, একজন নিকটাত্মীয়ের প্রতি", মানে সে নিজেই; "তার ঋণের জন্য শুধুমাত্র আমিই দায়বদ্ধ ও আমার জন্য এটি আবশ্যক।" আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ান-কে এই নির্দেশ দেন যে প্রতিমাটির ধন-সম্পদ থেকে উরওয়া ও আসওয়াদের ঋণগুলো যেন শোধ করা হয়। অতঃপর আল-মুগীরা যখন সেটির সম্পদ সংগ্রহ করে, তখন সে আবু সুফিয়ান-কে বলে যে আল্লাহর নবী তাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে সে যেনো এই ঋণগুলো সেভাবে শোধ করে, এবং সে তাই করে।

আল্লাহর নবী তাদের জন্য যে দলিল-টি লিখেছিলেন তা ছিল এই:
‘আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও সহানুভূতিশীল। আল্লাহ প্রেরিত নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি: ‘ওয়াজ্জের (আল-তায়েফের একটি স্থান) বাবলা গাছ ও তার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (আল-ওয়াকিদি: 'নিশ্চিতই, ওয়াজ্জের ঝোপঝাড় ও পশুদের ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।'))। যে কাউকে এই কাজটি করতে দেখা যাবে, তাকে (আল-ওয়াকিদি: 'তার খালি গায়ে') বেত্রাঘাত করা হবে ও তার পোশাক বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে যদি এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাকে ধরে নবী মুহাম্মদের কাছে আনা হবে। এটি হলো আল্লাহর নবী মুহাম্মদের আদেশ।’ আল্লাহর নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর নির্দেশে খালিদ বিন সাঈদ তা

লিপিবদ্ধ করেছে; সুতরাং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ যা আদেশ করেছেন তা ভঙ্গের পুনরাবৃত্তি করে কেউ যেন নিজের ক্ষতি সাধন না করে।'

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [214]

'এই বছর [হিজরি ৯ সাল] আল-তায়েফ অধিবাসীদের এক প্রতিনিধি দল আল্লাহর নবীর কাছে আসে। কথিত আছে যে তারা এসেছিল রমজান মাসে (ডিসেম্বর ১২, ৬৩০ - জানুয়ারি ১১, ৬৩১ সাল)।' ---

আল-ওয়াকিদির (৭৪৭-৮২৩ সাল) অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বর্ণনা: [215]

তারা বলেছে: আমর বিন উমাইয়া ছিল বানু ইলাজ গোত্রের এক লোক। সে ছিল বেদুইনদের মধ্যে অন্যতম ধূর্ত লোক ও সে তাদের পরিত্যাগ করে এসেছিল। সে বাস্তুত্যাগী (emigrant) হয়ে আবদ ইয়ালিল বিন আমরের গোত্রে যোগ দেয়। একদিন দুপুরবেলা সে পায়ে হেঁটে আবদ ইয়ালিলের উদ্দেশ্যে গমন করে ও তার এলাকায় প্রবেশ করে।----তাকে দেখার পর সে [আবদ ইয়ালিল] তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়।

আমর বলে: "আমরা এমন এক পরিস্থিতির কবলে পড়েছি যা থেকে আমাদের রেহাই নেই। নিশ্চিতই পরিস্থিতিটি হলো এই লোকটির একটি ব্যাপার, যা আমি দেখেছি। বেদুইনরা সবাই ইসলাম কবুল করেছে, তাদের উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই। সত্যিই আমরা আমাদের এই দুর্গে অবস্থান করছি, কিন্তু আমাদের সীমান্তে আক্রমণ হলে এই দুর্গে আমাদের অবস্থা কী হবে? আমরা আমাদের কোন লোককে আমাদের এই দুর্গ থেকে সামান্য দূরত্বেও বাহির হওয়া নিশ্চিন্ত করতে পারি না। সুতরাং, তোমাদের এই ব্যাপারটি নিয়ে ভাবো।" আবদ ইয়ালিল বলে, “আল্লাহর কসম, আমি তাই দেখেছি যা তুমি দেখেছো। যেভাবে তুমি অগ্রসর হয়েছো, আমি তা পারিনি। নিঃসন্দেহে সংকল্প ও সিদ্ধান্ত তোমার হাতে।"

সে বলেছে: থাকিফরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের বলে, "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না যে উপত্যকাগুলি নিরাপদ নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ স্থানান্তরিত হওয়া ছাড়া বাইরে যেও না।"

অত:পর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও আল্লাহর নবীর কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠাতে চায়, ঠিক যেমন উরওয়া বিন মাসুদ নবীর কাছে গিয়েছিল। সে বলে, "তোমাদের নেতা আবদ ইয়ালিল-কে পাঠাও।" তাই তারা আবদ ইয়ালিল বিন আমর বিন হুবায়েবের সাথে কথা বলে। সে ছিল উরওয়ার সমবয়সী। সে এই কাজটি করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে যদি না তারা তার সাথে অন্য আরও লোক পাঠায়, এই ভয়ে যে, সে যখন মুসলিম হিসাবে নবীর কাছ থেকে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবে, তারা হয়তো তার সাথে তাই করবে যা উরওয়ার সাথে করা হয়েছিল। তাই তারা তাদের মিত্রদের মধ্যে থেকে দু’জন ও বানু মালিক গোত্রের মধ্যে থেকে তিনজন লোককে একত্র করে। ----মোট ছয় জন। কেউ কেউ বলে: প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিনিধি দলে ছিল কতিপয় দশজন লোক। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ।' ------

[মদিনায় আসার পর]

'প্রতিনিধি দলটি বেশ কয়েক দিন অবস্থান করে ও ঘন ঘন নবীর সাথে দেখা করে, আর নবী তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত দেন। আবদ ইয়ালিল তাঁকে বলে, "আমরা আমাদের পরিবার ও লোকদের কাছে ফিরে যাওয়ার পূর্বে কি আপনার রায়টি আমাদের দিচ্ছেন?" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, “হ্যাঁ, যদি তোমরা নিজেদের ইসলামে দীক্ষিত করো তবে আমি তোমাদের রায় দেবো। যদি তা না করো, এটা কোন ব্যাপার না, অত:পর আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন শান্তিচুক্তি (peace) নেই।"

আবদ ইয়ালিল বলে, "আপনি ব্যভিচার সম্পর্কে কি মনে করেন? প্রকৃতই, আমরা বহু দূরে বসবাসকারী অবিবাহিত পুরুষ ও আমাদের জন্য ব্যভিচার আবশ্যক।" তিনি জবাবে বলেন, "আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছে, এটি হলো তার মধ্যে একটি। কারণ আল্লাহ বলেছে: *"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।" [কুরআন: ১৭:৩২]*

সে বলে, "আর সুদ বিশয়ে আপনি কি মনে করেন?" তিনি জবাবে বলেন, "এটি হারাম!" সে বলে, "প্রকৃতই আমাদের সমস্ত সম্পত্তি সুদ দ্বারা অর্জিত।" নবীজি উত্তর দেন, "শুধু মূলধনই তোমার সম্পত্তি। আল্লাহ বলেছে: *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"* (কুরআন: ২:২৭৮)।

সে বলে, "আর আপনি মদ সম্পর্কে কি মনে করেন? নিশ্চিতই, এটি আমাদের আঙ্গুরের রস ও আমরা এর থেকে অব্যাহতি পেতে পারি না।" নবী জবাবে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা নিষেধ করেছে।" অতঃপর আল্লাহর নবী এই আয়াত পাঠ করেন: *"হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ---"* এখান থেকে এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত। [অর্থাৎ, *""হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"* (কুরআন: ৫:৯০)]

সে বলেছে: লোকেরা উঠে দাঁড়ায়, আর কেউ কেউ অন্যদের সাথে সরে যায়।। আবদ ইয়ালিল বলে: "ধিক্ তোমাদের, আমরা আমাদের লোকদের কাছে ফিরে যাবো, আর এই তিনটি কাজকে নিষেধ করবো! আল্লাহর কসম, থাকিফের লোকেরা মদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করবে না, কখনো নয়। না কখনও ব্যভিচার সম্পর্কে!"

সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ বলে: “নিশ্চয়ই ঈশ্বর যা চায় তাইই সর্বোত্তম, সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো। যারা মুহাম্মদের সাথে আছে তারা ছিল আমাদেরই মত, কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও তারা যা করতো (ব্যভিচার, ইত্যাদি) তা ছেড়ে দিয়েছে। যদিও আমরা এই লোকটিকে ভয় করি, তিনি পৃথিবীতে এসে বিজয়ী হয়েছেন, আর আমরা দেশের একটি কোণে একটি দুর্গে রয়েছি। ইসলাম আমাদের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাদের গতি রোধ করে দুর্গের ওপর এসে একমাস অবস্থান করেন, তাহলে আমরা অনাহারে মরে যাবো; অতএব ইসলাম ছাড়া আর কোন গত্যন্তর দেখি না। আমি মক্কা বিজয়ের অনুরূপ এমন একটি দিনকে ভয় করি!" ---

[ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে মুহাম্মদের নিরাপত্তার দলিলটি পাওয়ার পর]

'প্রতিনিধি দলটি আল-তায়েফ প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা যখন থাকিফদের নিকটবর্তী হয়, আবদ ইয়ালিল বলে, "আমি লোকদের মধ্যে থাকিফদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল, সুতরাং তাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন করো। তাদেরকে লড়াই ও যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করো। তাদের জানিয়ে দিও যে, মুহাম্মদ আমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে আদেশ করেছে যেগুলি আমাদের জন্য খুব কঠিন ও আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। সে আমাদের-কে ব্যভিচার ও মদ হারাম করার নির্দেশ দিয়েছে ও আমাদের সম্পত্তি থেকে অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ হ্রাস করতে ও আমাদের দেবী-প্রতিমাটি ধ্বংস করতে বলেছে।"

দলটি নিকটে আসার প্রাক্কালে থাকিফরা বের হয়ে আসে। দলটি যখন তাদের দেখতে পায়, তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় ও তাদের উটগুলো জড়ো করে। দুঃখী ও শোকার্ত মানুষের মুখগুলোর মতো তারা তাদের পোশাকে নিজেদের আড়াল করে, যাতে মনে হয় যে তারা খুশী মনে ফিরে আসেনি। থাকিফরা যখন তাদের মুখমণ্ডলে বিষাদের

চিহ্ন দেখতে পায়, তাদের কেউ কেউ বলে, "তোমাদের প্রতিনিধি দলটি ভাল খবর নিয়ে আসে নাই।"

প্রতিনিধি দলটি [এলাকায়] প্রবেশ করে। তারা আল-লাত দিয়ে শুরু করে। লোকজন বলে, দলটি যখন এসেছিল: তারা এসব করেছিল। লোকেরা ভিতরে প্রবেশ করে, তারা ছিল মুসলমান, তথাপি তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা তারা পালন করে, নিজেদের রক্ষা করে। থাকিফরা বলে যে তা ছিল এমন যেন তারা তাকে (আল-লাত) আগে কখনো দেখেনি! অতঃপর তাদের প্রত্যেকেই তার পরিবারের কাছে ফিরে যায়।

থাকিফদের লোকজন একত্রিত হয়ে তাদের কাছে আসে ও তাদের-কে জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা কি নিয়ে ফিরে আসলে?" প্রতিনিধি দলটি নবীর কাছে এই অনুরোধ করেছিল যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনে তিনি যেনো তাদের-কে তাঁর সম্পর্কে বেফাঁস কথাবার্তা বলার অনুমতি দেন। তারা বলে "আমরা তোমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যে হলো রুক্ষ ও অভদ্র। সে তার ব্যাপারে থেকে যা কিছু চায়, তা সে তলোয়ারের মাধ্যমে জয় করে। সে বেদুইনদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছে ও লোকেরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভীরুদের সন্তানরা তাদের দুর্গের ভিতরে তার ভয়ে আতঙ্কিত। হয় সে তার ধর্মের দ্বারা মুগ্ধ করে অথবা তলোয়ারের মাধ্যমে আতঙ্কিত করে। সে একটি জোরালো বিষয় নিয়ে আমাদের মুখোমুখি হয় ও তা দিয়ে সে আমাদের আতঙ্কিত করে। আমরা তা পরিত্যাগ করে তার কাছ থেকে চলে এসেছি। সে আমাদের ব্যভিচার, মদ ও সুদ নিষিদ্ধ করেছে; এবং আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছে যে আমরা যেনো আমাদের দেবী-প্রতিমাটি ধ্বংস করি।"

থাকিফরা বলে, "আমরা কখনোই এটি করব না।"
প্রতিনিধি দলের লোকেরা বলে, "আমার প্রাণের কসম, আমরা যা ঘৃণা করি তা হলো সে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। আমরা মনে করি, সে আমাদের প্রতি ন্যায্য

আচরণ করে নাই। অতএব তোমাদের অস্ত্র প্রস্তুত করো। আর তোমাদের দুর্গগুলো মেরামত করো ও যুদ্ধ মেশিনগুলো ও ম্যাঙ্গোনেলগুলো স্থাপন করো। তোমাদের দুর্গে এক বা দুই বছরের জন্য খাবার মজুত করো। সে তোমাদের দুই বছরের বেশি অবরোধ করে রাখবে না। তোমাদের দুর্গের পিছনে একটি পরিখা খনন করো। তাড়াতাড়ি করো, কারণ নিশ্চিতই তার কর্তৃত্ব বজায় আছে ও আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।"

তারা এক বা দুই দিন যুদ্ধের বাসনা ধরে রাখে। অতঃপর আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি স্থাপন করে ও তারা বলে, "তার বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। সে সকল বেদুইনদের তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছে। অতএব তোমরা তার কাছে ফিরে যাও ও সে যা চায় তাকে দাও ও তার সাথে শান্তি-চুক্তি স্থাপন করো। আর, সে আমাদের দিকে অগ্রসর হওয়া ও তার সৈন্যদল পাঠানোর আগেই তোমাদের ও তার মধ্যে একটি দলিল লিপিবদ্ধ করো।"

প্রতিনিধি দলটি যখন দেখে যে তারা বিষয়টি মেনে নিয়েছে ও নবীকে ভয় পেয়েছে ও ইসলামে দীক্ষিত হতে চেয়েছে ও আতঙ্কের পরিবর্তে নিরাপত্তা বেছে নিয়েছে; তখন দলটি বলে, "প্রকৃতপক্ষে আমরা এটি সম্পন্ন করেছি। আমাদের যা পছন্দ করেছিলাম তা তিনি আমাদের দিয়েছেন ও আমরা যা চেয়েছিলাম তা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আমরা তাকে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু হিসাবে পেয়েছি; লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু, সর্বাধিক সফলকাম, সবচেয়ে আন্তরিক, বিশ্বস্ত ও সবচেয়ে উদার। তিনি আমাদের-কে দেবী-প্রতিমাটি ধ্বংস করা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, কারণ আমরা তাকে ধ্বংস করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছি। আর তিনি বলেছেন, 'আমি একজনকে পাঠাব যে এটি ধ্বংস করবে,' এবং তিনি এমন কাউকে পাঠাবেন যে এটি ধ্বংস করবে।" ----

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা হলো:

"বানু থাকিফ গোত্রের লোকেরা যে কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা হলো, 'ভীতি ও তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা শঙ্কা'!"

তাঁরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা শঙ্কায় এতটায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে তারা যে কোন শর্তে 'মুহাম্মদের তরবারি' থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এই বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণ মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়; তা ছিল মুহাম্মদের অমানবিক নৃশংস অতর্কিত আক্রমণ থেকে তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষার প্রয়োজনে!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি; ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর রেফারেন্স: তথ্যসূত্র প্রধান সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় ইন্টারনেট ডাউন-লোড লিংক দ্রষ্টব্য:]

The relevant additional narratives of Al-Waqidi: [215]

'They said: ʿAmr b. ʿUmayya was one of the Banū 'Ilāj. He was one of the most cunning of the Bedouin and he renounced them. He was an emigrant to ʿAbd Yālīl b. ʿAmr. He went walking to ʿAbd Yālīl at noon until he entered his locality. ------- when he [Abd Yālīl] saw him he welcomed him. ʿAmr said, "An affair has alighted on us and there is no escape from it. Indeed it is an affair

of this man that I saw. The Bedouin have accepted Islam, all of them, you have no power with them. Indeed we are in this fortress of ours, but what is our stay in the fortress when our borders are attacked? We do not secure one among us to go even one span from this fortress of ours. So think of your affair." ʿAbd Yālīl said, "By God, I saw [Page 963] what you saw. I was unable to proceed in what you proceeded. Indeed the determination and the decision are in your hands."

He said: The Thaqīf deliberated among themselves, and some of them said to the others, "Do you not see that the passes are not secure. One of you will not go out except to be removed." So they deliberated among themselves, and they desired to send a messenger to the Messenger of God, just as ʿUrwa b. Masʿūd had gone out to the Prophet. He said, "Send your leader ʿAbd Yālīl" So they spoke to ʿAbd Yālīl b. ʿAmr b. Ḥubayb. He was the same age as ʿUrwa. He refused to act for he feared that when he returned to his people from the Prophet as a Muslim, they would do with him what was done with ʿUrwa, unless they sent other men with him. So they gathered two men from the allies, and three men from the Banū Mālik. ----, six in all. Some said: Indeed the party included some ten men. With them was Sufyān b. ʿAbdullah.' -----

[After coming to Medina]

‘The Party stayed for several days, visiting the Prophet frequently, and the Prophet invited them to Islam. ʿAbd Yālīl said to him, “Are you judging us until we return to our families and our people?” The Messenger of God replied, “Yes, if you establish yourselves in Islam I will judge you. If not, it is no matter, and there is no peace between me and you.” ʿAbd Yālīl said, “What do you think of adultery? Indeed, we are single men living far away and adultery is necessary for us.” He replied, “It is among what God forbids to Muslims. For God says: *Do not approach Adultery, for indeed it is a corrupt and evil way* [Q. 17:32].” He said, “And what do you think of usurious interest?” He replied, “It is forbidden!” He said, “Indeed all our property is usurious.” The Prophet replied, [Page 967] “Only the principal of your property is yours. God says: *O believers fear God and forgo what is still due from usury if you are believers.* (Q. 2:278).” He said, “And what do you think of wine? Indeed. it is the juice of our grapes and we cannot escape from it.” The Prophet replied, “Indeed God has forbidden it.” Then the Messenger of God recited this verse: *O believers, wine, idols and divining arrows* ... to the end of the verse.

He said: The people rose, and some retired with others. ʿAbd Yālīl said: Woe unto you, we will return to our people and forbid these three activities. By God, the Thaqīf will not be patient about wine, ever. Nor about adultery ever! Sufyān b. ʿAbdullah said, “Indeed

God desires what is best, so be patient about it. Those who are with Muḥammad were like us, but they were patient and left what they used to do (adultery, etc.). Although we fear this man, he has stepped on the earth victorious, and we are in a fortress in a corner of the land. Islam is spreading around us. By God, if he stands over our fortress for a month we will die of hunger, and I do not see except Islam. I fear a day like the Conquest of Mecca!" ------'

[After negotiation and getting document]

'The party went out intending al-Ṭā'if. When they were close to the Thaqīf, ʿAbd Yālīl said, "I am the most knowledgeable of the people about the Thaqīf so conceal from them the affair. Frighten them with war and battle. Inform them that Muḥammad asked us about affairs that are very hard for us and we refused him. He asked us to forbid adultery and wine, and to cut excessive interest from our property, and that we destroy our goddess." The Thaqīf came out when the party drew near. When the party saw them, they went slowly and gathered their camels. They hid in their garments like the faces of a people who were sad and grieving, and did not return happily. When the Thaqīf saw their faces in sadness and grief, some of them said, "Your party does not come with good news."

The party entered. They began with al-Lāt. The people said, when the party came down to it: They were doing thus. The people entered, they were Muslims, but they observed what they went out for, protecting themselves. The Thaqīf said that it was as though they had never seen her (al-Lāt) before! Then everyone among them returned to his family. Men among them came together from the Thaqīf and asked them, "What did you return with?" The party had asked permission from the Prophet, and that he be indulgent of their loose talk about him. They said, "We come to you from a man who is rough and rude. He takes from his affair what he wishes and conquers with the sword. He subjugated the Bedouin and the people surrendered to him. The sons of cowards were terrified of him in their fortresses. Either he charms with his religion or frightens with the sword. [Page 970] He confronts us with a strong affair and terrifies us with it. We left it with him. He forbade us adultery, and wine, and usury; and ordered that we destroy the goddess." The Thaqīf said, "We will not do this, ever." The party said, "By my life, we hated that he oppressed us. We think he was not fair to us. So prepare your weapons. And repair your fortress, and establish the war machines and mangonels. Take food for a year or two into your fortress. He will not besiege you for more than two years. Dig a trench behind your fortress. Hurry that, for indeed his command remains and we do not trust him."

They held for a day or two desiring battle. Then God placed fear in their hearts and they said, “We have no power against him. He has subjugated the Bedouin, all of them. So return to him and give him what he asks and make peace with him. And write a document between you and him before he marches to us and sends his soldiers.”

When the party saw that they had accepted the affair, and were frightened of the Prophet, and desired Islam, and chose security over fear, the party said, “Indeed we have carried it out. He gave us what we loved and stipulated for us what we desired. We found him the most God-fearing of the people; the kindest, the most reaching, the most sincere, trustworthy and most gracious of people. He left us from destroying the goddess for we refused to destroy it, and he said, ‘I will send one who will destroy it,’ and he will send some one who will destroy it.” -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[213] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ISBN 0-19-636033-1; পৃষ্ঠা ৬১৪-৬১৭

[214] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী; ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৪২-৪৬

[215] “কিতাব আল-মাগাজি”- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ৯৬২-৯৭৩ ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৭৬

[216] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩২৬: 'খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আ'স ছিলেন উমাইয়া বংশের এক ধনী সদস্য। কিছু কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে, তিনি

ছিলেন ইসলামে ধর্মান্তরিত চতুর্থ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন নবিজীর এক লিপিকার (Scribe)। তিনি আবু বকরের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন ও 'আলী' কে তাঁর সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি হিজরি ১৩ সালে (৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু বরণ করেন।'

[17] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩২৭: 'আল-লাত' - 'এটি ছিল প্রাচীন আরব দেবী-প্রতিমা, যার তীর্থস্থানটি ছিল আল-তায়েফের কাছে; যার প্রতীক ছিল একটি শ্বেত পাথর, যাতে সব ধরণের সাজসজ্জা ঝুলানো থাকতো।'

[218] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৩৩২: 'তুমি নিজে তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাও', আবু সুফিয়ানের এই মন্তব্যের কারণ হলো, "আল-মুগীরা নিজে ছিল আল-তায়েফের থাকিফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।"'

২৪৭: আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ও তার প্রতিক্রিয়া!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত একুশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি ছিলেন মদিনার খাযরাজ প্রধান, এক অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট আনসার, যিনি মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁকে ও তাঁর হিজরতকারী অনুসারীদের (মুহাজির) সাহায্য করেছিলেন। আদি উৎসের এক বর্ণনায় জানা যায়, মুহাম্মদের মদিনায় হিজরতের (সেপ্টেম্বর, ৬২২ সাল) মাস চারেক আগে জিলহজ মাসে (মে-জুন, ৬২২ সাল) সংঘটিত 'দ্বিতীয় আকাবা শপথ' প্রাক্কালে তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে "কা'বায় তীর্থযাত্রায়" অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সেই 'শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী' তাঁর ও অন্যান্য গোত্রের ৭২ জন (৭০জন পুরুষ ও দুই জন মহিলা) লোকদের একজন ছিলেন না। জানা যায়, পরবর্তীতে যখন কুরাইশরা তাঁর কাছে এসে তাঁর গোত্রের 'শপথকারী' লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের বলেছিলেন, "এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; আমার লোকেরা এ বিষয়ে আমার সাথে পরামর্শ না করে এমনতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার লোক নয় ('This is a weighty matters; My people are not men to make a decision without consulting me in such a matter')।" [219]

আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন মদিনার সেই খাযরাজ নেতা, যিনি মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংস' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে "সর্বপ্রথম" প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন; যার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বদর যুদ্ধের প্রায় দুই সপ্তাহ পর ৬২৪ সালের মার্চ মাসে মদিনার 'বানু কেইনুকা গোত্রের' প্রায় সাত শত লোক (পর্ব ৫১) এবং ওহুদ যুদ্ধের মাস পাঁচেক পর ৬২৫ সালে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মদিনার 'বানু নাদির গোত্রের' লোকেরা প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল (পর্ব: ৫২ ও পর্ব: ৭৫)! তিনি ছিলেন সেই লোক, যাকে বানু আল-মুসতালিক হামলার প্রাক্কালে (ডিসেম্বর, ৬২৭ - জানুয়ারি, ৬২৮ সাল) তাঁর নিজ পুত্র আবদুল্লাহ মুহাম্মদের কাছে এই অনুমতি চেয়েছিলেন যে, সে যেনো তার নিজ পিতা আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে হত্যা করতে পারে (পর্ব: ৯৭-৯৯)! তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি মদিনায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও মুহাম্মদের বহু সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না। যে কারণে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে 'মুনাফিক উপাধিতে' ভূষিত করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে আবদুল্লাহ বিন উবাই "মুনাফিক" নামেই সুবিখ্যাত!

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, তাবুক যুদ্ধ থেকে মুহাম্মদের মদিনায় প্রত্যাবর্তনের মাস দুই পরে, হিজরি ৯ সালের জিলকদ মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩১ সাল) আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু হয়। আদি উৎসে তাঁর মৃত্যুকালের যে ঘটনা-প্রবাহের বর্ণনা আল-ওয়াকিদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা হলো নিম্নরূপ।

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা (৭৪৭-৮২৩ সাল) বর্ণনা: [220]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ২৪৬) পর:

'তারা বলেছে: 'আব্দুল্লাহ বিন উবাই শাওয়ালের অবশিষ্ট রাত্রিগুলো অসুস্থ ছিল। সে জিলকদ মাসে ইন্তেকাল করে ও তাঁর অসুস্থতা বিশ রাত্রি যাবত স্থায়ী ছিল। তার

অসুস্থতার সময় আল্লাহর নবী তাকে দেখতে যেতেন ও যখন তার মৃত্যুর দিন উপস্থিত হয়, আল্লাহর নবী তার মৃত্যুর সময়টি-তে তাকে দেখতে যান।

তিনি বলেন, "আমি তোমাকে ইহুদীদের ভালবাসা থেকে নিষেধ করেছিলাম।" আব্দুল্লাহ বিন উবাই জবাবে বলে, "তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হলো সাদ বিন জুরারা ও সে কোন কাজে আসে নাই।" অতঃপর ইবনে উবাই বলে, "হে আল্লাহর নবী, এটা দোষারোপের উপযুক্ত সময় নয়। এটি মৃত্যু। আমি যদি মারা যাই, উপস্থিত থাকবেন ও আমাকে ধৌত করাবেন ও আমাকে মোড়ানোর জন্য আপনার জামাটি আমাকে দেবেন।" নবী তাকে তাঁর উপরেরটি [জামাটি] প্রদান করেন, কারণ তিনি দু'টি জামা পরিধান করে ছিলেন; কিন্তু ইবনে উবাই বলে, "আপনার চামড়ার সাথে যেটি আছে, সেটি।" তাই নবী তাঁর চামড়ার সাথের জামাটি খুলে ফেলেন ও তাকে তা প্রদান করেন। অতঃপর ইবনে উবাই বলে, "আমার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন!"

সে বলেছে: জাবির বিন আবদুল্লাহ অন্য এক কাহিনী বর্ণনা করেছে। সে বলেছে: ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর আল্লাহর নবী তার কবরের নিকট আসেন ও তাকে বের করে আনার নির্দেশ দেন। তিনি তার মুখটি অনাবৃত করেন ও তার উপর তাঁর থুথু ছিটিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাঁটুতে ভর দিয়ে তাকে তাঁর জামাটি পরিয়ে দেন - তিনি দুটি জামা পরিধান করেছিলেন; তিনি তাকে তার চামড়ার পাশের পোশাকটি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম উপাখ্যানটি আমাদের কাছে নিশ্চিত করা হয়েছে: সেটি হলো, আল্লাহর নবী তাকে ধৌত করার সময় ও তাকে মোড়ানোর সময় উপস্থিত হোন। অতঃপর তাকে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার (Funeral) স্থানটি-তে নিয়ে যাওয়া হয় ও আল্লাহর নবী সামনে এগিয়ে আসেন ও তার জন্য দোয়া করেন।

তিনি যখন উঠে দাঁড়ান, উমর ইবনে আল-খাত্তাব লাফিয়ে উঠে বলে, “হে আল্লাহর নবী, আপনি কি ইবনে উবাইয়ের জন্য দোয়া করছেন, যেখানে সে এই দিন অমুক অমুক ও এই দিনে অমুক অমুক বলেছে?" অতঃপর সে তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। নবী হাস্য করেন ও বলেন, “হে ওমর, আমার পিছনে থাকো!” অতঃপর উমর যখন তাঁর বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে, তিনি বলেন, "নিশ্চিতই আমার এক বিকল্প ছিল ও আমি তা বেছে নিয়েছি। আমি যদি জানতাম যে তার ক্ষমার জন্য সত্তর বারেরও বেশি প্রার্থনা করলে তার ক্ষমাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে, তবে আমি তার চেয়ে বেশী করতাম; কারণ আল্লাহ বলেছে:

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না (৯:৮০)।"

কথিত আছে: প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেছেন, "আমি সত্তর ছাড়িয়ে যাবো।" আল্লাহর নবী দোয়া করেন ও তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ‘আল-বারা’র এই আয়াতটি নাযিল হয়: *"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না (৯:৮৪)।"* [221]

(ইমাম বুখারীর বর্ণনা: 'ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত: আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন ইন্তেকাল করেন, তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহর নবীর কাছে এসে এই অনুরোধ করে যে তিনি যেন তাঁর জামাটি তাকে দেন, যাতে সে তা দিয়ে তার পিতার কাফন আবৃত করতে পারে। তিনি তাকে তা প্রদান করেন ও অতঃপর আবদুল্লাহ নবীকে অনুরোধ করে যে তিনি যেন তার (তার পিতার) জানাজার নামাজ পড়ান। আল্লাহর নবী তার জানাজার নামাজের জন্য উঠে দাঁড়ান, কিন্তু উমর উঠে দাঁড়ায় ও সে পোশাকটি টেনে ধরে ও বলে, -- [বাঁকি বর্ণনা আল-ওয়াকিদির উপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ])’। [222]

কেউ কেউ বলেছে যে এই আয়াতটি [৯:৮৪] নাযিল হওয়ার পর তিনি এ বিশয়ে পদক্ষেপ নেন। আল্লাহর নবী জানতেন যে এই আয়াতগুলি মুনাফিকদের (মুনাফিকুন) সম্পর্কে। তিনি তাদের মৃত লোকদের জন্য আর কোন দোয়া করেন নাই।

মুজামমি বিন জারিয়া যা বর্ণনা করতো, তা হলো: আমি আল্লাহর নবীকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় (Funeral) কখনোই এগিয়ে আসতে দেখি নাই; তিনি সেই সময়ের পরে আর যান নাই। অতঃপর তারা রওনা হয় যতক্ষণ না তারা ইবনে উবাইয়ের কবরে গিয়ে পৌঁছে। তাকে এক খাটুলি তে (শবাধার) করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে নুবায়তের পরিবারের মৃতদেহগুলো বহন করা হতো।

আনাস বিন মালিক যা বর্ণনা করতো, তা হলো: আমি ইবনে উবাইকে খাটুলির উপর দেখেছি, উচ্চতার কারণে তার পা খাটুলি থেকে বের হয়ে আসছিল।

উম্মে উমারা যা বর্ণনা করতো, তা হলো: আমরা উবাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখেছি, আউস ও খাযরাজের গোত্রের কোনো মহিলাই আবদুল্লাহর কন্যা জামিলার বাড়ি যাওয়া থেকে দূরে থাকে নাই। সে বলছিল, "ওয়া জাবালাহ!" কেউ এটাকে নিষেধ করে নাই ও এর জন্য তার কোন দোষ খুঁজে পায় নাই। "আমার বিশাল অবলম্বন, আমার নিকট আশ্রয়।" তারা বলেছে: নিশ্চয়ই তা কবরে হয়তো তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি যা বলতো, তা হলো: নিশ্চয়ই আমরা তার খাটুলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নাই। সেই মুনাফিকরা তাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল ও তারা ইসলাম ঘোষণা করছিল। তারা ছিল বানু কেইনুকা গোত্রের মুনাফিক (ভণ্ড), আর তাদের মধ্যে অন্যরা ছিল: সা'দ বিন হুনায়েফ, যায়েদ বিন আল-লুসায়েত, সালামা বিন আল-হুমাম, নুমান বিন আবি আমির, রাফি বিন হারমালা, মালিক বিন আবি নওফল, দাইস ও সুয়ায়েদ। তারা ছিল মুনাফিকদের মধ্যে

নিকৃষ্টতম। তারাই তাকে দ্রুত নীচে নামিয়ে দিয়েছিল। তার পুত্র আবদুল্লাহ তাদের সাক্ষাত কে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করতো।

তার পেটে ছিল অসুস্থতা, তাই তার ছেলে তাদেরকে বাহিরে রেখে দিয়েছিল। ইবনে উবাই বলে, "আমাকে তাদের নিকটে নিও না," আরও বলে, "আল্লাহর কসম, তোমরা আমার কাছে তৃষ্ণার্তদের পানির চেয়েও বেশী প্রিয়।" সেই সময় তারা বলে, "আমরা যদি আমাদের প্রাণ ও সন্তান ও সম্পদ দিয়ে তোমাকে মুক্তি দিতে পারতাম!" তারা যখন তার কবরের সামনে এসে থামে, তখন আল্লাহর নবী দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারা তার কবরে নামার জন্য ভিড় করে, দাইসের নাকে আঘাত না লাগা পর্যন্ত তাদের কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি পেয়েছিল। দাইসের নাক থেকে রক্তপাত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উবাদা বিন আল-সামিত তাদের-কে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, এই বলে, "আল্লাহর নবীর সামনে তোমাদের কণ্ঠস্বর নিচু করো!" দাইস কবরে নামতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

অতঃপর যখন অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও ইসলামে দীক্ষিত লোকেরা দেখতে পায় যে আল্লাহর নবী তার সামনে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়া করছেন ও অংশগ্রহণ করেছেন, তখন তারা নেমে আসে। তার পুত্র আবদুল্লাহ তার কবরে নেমে আসে, অতঃপর আরও নেমে আসে সাদ বিন উবাদা আল-সামিত ও আউস বিন খাওলি ও তারা আবদুল্লাহর অবস্থানে এসে থামে। নবীর বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রবীণরা নবীর সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় ইবনে উবাইয়ের লাশ কবরে নামিয়ে দেয়। মুজামমি বিন জারিয়া দাবি করেছে যে সে দেখেছে, আল্লাহর নবী তাঁর হাত দিয়ে তাদের সাথে তাকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর তাকে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কবরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তার পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, অতঃপর প্রস্থান করেছিলেন।' -----

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির উপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিশয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুকালে মদিনার অসংখ্য মানুষ তাঁর 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়' স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। 'বানু কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পত্তি লুট (মার্চ ২৭, ৬২৪ সাল)' এর পর থেকে গত সাতটি বছর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় নেতিবাচক প্রচারণা সত্বেও তাঁরা তাঁকে ও তার পরিবারের লোকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

অন্যদিকে মুহাম্মদ অনুসারীরা যখন দেখতে পায় যে, নবী মুহাম্মদ স্বয়ং তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন, তখন তারাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে তিনি এই কাজটি করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অনুরোধে; আর ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে তিনি তা করেছিলেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহর অনুরোধে। তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ ও তাঁর জন্য দোয়া করার সপক্ষে মুহাম্মদের অজুহাত (কুরআন: ৯:৮০) ও তা সমাপ্ত করার তাঁর "অনুশোচনা" ও কঠোর নির্দেশ:

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুত: তারা না ফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে (৯:৮৪)।"

মুহাম্মদের মনস্তত্বের এই বিষয়টি নতুন কোন বিশয় নয়, যার আলোচনা 'সুরা তাওবার ‘দ্বিতীয় অংশ পর্বে (পর্ব: ২৪৫) করা হয়েছে। সংক্ষেপে:

'বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা তাদেরই "আত্মীয়-স্বজন" ৭০ জন কুরাইশকে বন্দী করে ধরে নিয়ে আসেন মদিনায়। অতঃপর এই বন্দিদের কী করা হবে এ বিষয়ে তিনি তার বিশিষ্ট অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করেন (পর্ব ৩৬)।

আবু বকর বলে, "হে আল্লাহর নবী, এই লোকগুলি আমাদেরই চাচাতো-মামাতো-ফুপাতো ভাই, আমাদেরই স্বগোত্রীয় ও ভাইপো-বোনপো। আমি মনে করি আপনার উচিত মুক্তি-পণের বিনিময়ে তাদের কে ছেড়ে দেয়া, তাহলে তাদের কাছ থেকে আমাদের যে উপার্জন হবে তা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে এবং সম্ভবত: আল্লাহ তদেরকে সঠিকভাবে হেদায়েত করবে যাতে তারা আমাদের সাহায্যে আসতে পারে।"

অন্যদিকে, উমর ইবনে খাত্তাব বলে: "না, আল্লাহর কসম! আমি আবু বকরের সাথে একমত নই। আমি মনে করি যে, আপনি তাদের অমুক অমুককে আমার হাতে সোপর্দ করবেন, যাতে আমি তাদের কল্লা কাটতে পারি; আপনার উচিত হামজার ভাই-কে [আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব] তার কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে এবং আকিলকে আলীর কাছে সোপর্দ করা, যাতে সে তার ভাইয়ের কল্লা কাটতে পারে। তাতে আল্লাহ জানবে যে, আমাদের অন্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য কোনোরূপ প্রশ্রয় নেই। এই লোকগুলি তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সর্দার।"

মুহাম্মদ উমরের মত পছন্দ না করে আবু বকরের মতটি পছন্দ করেন। পরদিন সকালে উমর দেখতে পান যে আবু বকরের সাথে বসে মুহাম্মদ অঝোরে কান্না করছেন। যখন উমর মুহাম্মদের কাছে তার কান্নার কারণ জানতে চান, তিনি বলেন, "এটি এই কারণে যে, বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ নেয়া, আমার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে যে, আমি যেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি।" আল্লাহ নাজিল করেছে,

৮:৬৭- ৬৮- "নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না

হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত।"

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাজা ও তার জন্য প্রার্থনা করার পর মুহাম্মদের 'আফসোস' ও বদর যুদ্ধে ধৃত বন্দিদের নৃশংসভাবে হত্যা না করে তাঁদের ছেড়ে দেয়ার পর মুহাম্মদের 'আফসোস!' অবিশ্বাসী ও আনুগত্যহীন প্রতিপক্ষের বিষয়ে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করার পর পরই তাঁদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের কঠোর নির্দেশ প্রদান! মুহাম্মদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আমরা জানতে পারি তারই রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ 'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়।'

মুহাম্মদ ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সার্থক কূট পলেটিশিয়ানদের একজন।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল ওয়াকিদির প্রাসঙ্গিক বর্ণনার মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি:]

The relevant additional narratives of Al-Waqidi: [220]

They said: ʿAbdullah b. Ubayy was sick during the remaining nights of Shawwāl. He died in Dhū l-Qaʿda, and his sickness lasted for twenty nights. The Messenger of God visited him during his sickness, and when it was the day of his death, the Messenger of God visited him while he was dying. He said, "I forbade you from the love of the Jews." ʿAbdullah b. Ubayy replied, "The most

detestable of them was Saʿd b. Zurāra and he was not useful." Then Ibn Ubayy said, "O Messenger of God, it is not the right time for blame. It is death. If I die be present and wash me and give me your shirt to be wrapped in." The Prophet gave him the one on top, for he was wearing two shirts, but Ibn Ubayy said, "The one next to your skin." So the Prophet took off the shirt next to his skin and gave it to him. Then Ibn Ubayy said, "Pray for me and ask for my forgiveness!"

He said: Jābir b. ʿAbdullah narrates a different account. He says: After the death of Ibn Ubayy, the Messenger of God arrived at his grave and commanded that he be taken out. He revealed his face, and he sprayed his spit on him. Then he supported himself on his knees and dressed him in his shirt—he was wearing two shirts and he dressed him in what had been next to his skin. The first tradition is confirmed with us: that the Messenger of God attended his washing and his wrapping up. Then he was carried to the place of his funeral and the Messenger of God came forward and prayed for him. When he stood up, ʿUmar b. al-Khaṭṭāb jumped up and said, "O Messenger of God are you praying for Ibn Ubayy, when he had said on this day such and such and on this day such and such?" And he repeated to him his words. The Prophet smiled [Page 1058] and said, "Keep behind me, O ʿUmar!" And when ʿUmar increased against him, he said, "Indeed I had a choice, and I have chosen. If I knew that more than seventy pleas for his

forgiveness would secure his forgiveness, I would exceed it because of God's words: *Whether you ask for their forgiveness or not; if you ask seventy times for their forgiveness, God will not forgive them* (Q. 9:80)." It was said: Indeed he said, "I will exceed seventy." The Messenger of God prayed and shortly after he turned away, the verses of Barā'a were revealed: *You will not pray for one of them that dies nor stand at his grave* (Q. 9:84). Some say that he continued to take a step when these verses were revealed. The Messenger of God knew these verses about the Hypocrites (*Munāfiqūn*). He did not pray over those who were dead.

Mujammiʿ b. Jāriya used to relate saying: I did not see the Messenger of God extend the funeral ever; he did not go beyond the time. Then they set out until they reached Ibn Mujammiʿ b. Jāriya used to relate saying: I did not see the Messenger of God extend the funeral ever; he did not go beyond the time. Then they set out until they reached Ibn Ubayy's grave. He was carried on a bier upon which the dead are carried in the family of Nubayṭ. Anas b. Mālik used to relate: I saw Ibn Ubayy on the bier and his legs were sticking out from the bier because of his height. Umm ʿUmāra used to relate saying: We saw the funeral of Ubayy, and not a woman from the Aws and Khazraj stayed away from the house of ʿAbdullah b. Ubayy's daughter, Jamīla. She kept saying, "*Wa jabalāh!*" One does not forbid it nor find fault with her over

it. “My mountain of support, my corner of support.” They said: Indeed it would have reached him in his grave.

ʿAmr b. Umayya al-Ḍamrī used to say: Surely we tried to get near his bier, but were unable. Those Hypocrites took possession of him, and they [Page 1059] proclaimed Islam. They were Hypocrites from the Banū Qaynuqāʿ and others of them: Saʿd b. Ḥunayf, Zayd b. al-Luṣayt, Salāma b. al-Ḥumām, Nuʿmān b. Abī ʿĀmir, Rāfiʿ b. Ḥarmala, Mālik b. Abī Nawfal, Dāʿis and Suwayd. They were the worst of the Hypocrites. They were those who ran him down. His son ʿAbdullah detested nothing more than seeing them. He had a sickness in his belly, so his son locked them out. Ibn Ubayy says, “Do not take me close to them,” adding, “You are, by God, more dear to me than water to the thirsty.” While they say, “Would that we ransomed you with our souls and the children and the property!”

When they stopped before his grave, the Messenger of God stood looking at them. They crowded to descend into his grave, their voices raised until Dāʿis’ nose was hurt. ʿUbāda b. al-Ṣāmit tried to drive them away, saying, “Lower your voices before the Messenger of God!” until Dāʿis’ nose began to bleed. Dāʿis wanted to descend into the grave, but he was pushed away. Then men from his group, people of grace and Islam, descended when they saw the Messenger of God pray and attend to him while standing over him.

His son, ʿAbdullah, descended in his grave, and Saʿd b. ʿUbāda b. al-Ṣāmit and Aws b. Khawlī also descended until they were on the same level as ʿAbdullah. The prominent companions of the Prophet and the elders of the Aws and Khazraj lowered the body of Ibn Ubayy into the grave while they stood with the Prophet. Mujammiʿ b. Jāriya claimed that he saw the Messenger of God lower him with his hand to them. Then he stood at the grave until he was buried. He comforted his son, and departed.' -----

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[219] আল-তাবারী: ভলুউম ৬, ইংরেজি অনুবাদ: W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press, Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk) পৃষ্ঠা ১৩৪ ও ১৩৭

[220] "কিতাব আল-মাগাজি"- আল-ওয়াকিদি, ভলুম ৩; পৃষ্ঠা ১০৫৭-১০৬০, ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail & Abdul Kader Tayob, পৃষ্ঠা ৫১৮-৫১৯

[221] অনুরূপ বর্ণনা: সহি বুখারী, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১৯৩: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-193/

[222] সহি বুখারী, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১৯২: https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-192/

২৪৮: মক্কা বিজয় পর প্রথম হজ্জ ও সুরা তাওবাহর প্রথমাংশ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত বাইশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মনস্তত্ত্ব ও তাঁর মতবাদ ইসলাম সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাওয়ার জন্য নিরপেক্ষ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ কুরআনের মাত্র দু'টি সুরা পাঠ ও তা অনুধাবনই যথেষ্ট। প্রথমটির নাম 'সুরা লাহাব' ও দ্বিতীয়টি 'সুরা আত-তাওবাহ।' প্রথমটি তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর প্রচারণার 'প্রকাশ্য যাত্রার' সূচনালগ্নে (৬১৩ সাল), তাঁর তথাকথিত নবুয়ত-প্রাপ্তির বছর তিনেক পরে (পর্ব: ১২)। আর পরেরটি তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর মতবাদ প্রচারণার শেষের দিকে, তাঁর মৃত্যুর (জুন, ৬৩২ সাল) পনের-বিশ মাস আগে (অক্টোবর-নভেম্বর, ৬৩০ সাল - মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল)। প্রথমটি-তে তিনি তাঁর মতবাদে অবিশ্বাসী এক সমালোচনা-কারী ও তাঁর স্ত্রীকে অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন! আর দ্বিতীয়টিতে তিনি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে তাঁর মতবাদে অবিশ্বাসী মুশরিকদের হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন (কুরআন: ৯:৫) ও ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা অপবিত্র (কুরআন: ৯:২৮); আর তাঁর মতবাদে অবিশ্বাসী আহলে কিতাবদের (খ্রিস্টান ও ইহুদি) বিরুদ্ধে তিনি তাঁর অনুসারীদের এই নির্দেশ জারী করেছিলেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণে না তাঁরা "অবনত মস্তকে ও করজোড়ে" যিযিয়া প্রদান করতে রাজী হয় (কুরআন: ৯:২৯)।

নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে সুরা আত-তাওবাহই হলো কুরআনের 'সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত" সুরা। এটিই হলো কুরআনের একমাত্র সুরা, যার প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু)" বাকটি নেই। সম্পূর্ণ এই সুরাটির দু'টি অংশ, যা মুহাম্মদ রচনা করেছিলেন দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ঘটনা ও প্রেক্ষাপটে। বর্তমান কুরআনে মুহাম্মদের সেই বানীগুলো সংকলিত আছে সম্পূর্ণ উল্টোভাবে! অর্থাৎ, পরে নাজিল-কৃত আয়াতগুলো (১-৩৭) বসানো হয়েছে সুরাটির প্রথমাংশে; আর আগে নাজিল-কৃত আয়াতগুলো (৩৮-১২৭) সুরাটির পরের অংশে। এই সুরার শেষের দু'টি আয়াত (১২৮-১২৯) মক্কায় অবতীর্ণ।

আগে নাজিল-কৃত আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট হলো, "যুদ্ধ":

আগে নাজিল-কৃত আয়াতগুলোর (৩৮-১২৭ নম্বর) প্রেক্ষাপট হলো: 'তাবুক অভিযান ও এই অভিযান পরবর্তী পরিস্থিতি'। সময়কাল: অক্টোবর-নভেম্বর, ৬৩০ সাল - ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩১ সাল পর্যন্ত। এই বানীগুলো মুহাম্মদ হাজির করেছিলেন 'তাবুক অভিযান' থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর। যার বিষয়বস্তু হলো তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর আদেশ যথাযথ পালন না কারী অনুসারী ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে তাঁদের কার্যকলাপের বর্ণনা, হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন; নির্দেশ পালনকারী অনুসারীদের পার্থিব লুটের মাল (গনিমত) ও অপার্থিব (বেহেশত) প্রলোভন; আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু-কালীন কিছু বিশয় (কুরআন: ৯:৮০ ও ৯:৮৪); ইত্যাদি। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "সুরা তাওবাহ: দ্বিতীয়াংশ" পর্বে (পর্ব: ২৪৫) করা হয়েছে।

পরে নাজিলকৃত আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ শান্ত হজ্বের দিনে: [223] [224] [225]

সুরা আত-তাওবাহর প্রথমাংশের আয়াতগুলো (১-৩৭ নম্বর) মুহাম্মদ রচনা করেছিলেন তাবুক অভিযানের প্রায় পাঁচ মাস পরে, সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশে! আর তিনি তা ঘোষণার নির্দেশ জারী করেছিলেন তাঁর মক্কা বিজয়ের পর প্রথম হজ্বের দিনে (কুরআন: ৯:৩), সম্পূর্ণ শান্ত ধর্মীয় পরিবেশ, "কোন যুদ্ধকালে নয়!" সময়কাল ছিল হিজরি ৯ সালের জিলহজ মাস, বরাবর মার্চ-এপ্রিল, ৬৩১ সাল। মুহাম্মদ এই হজ্বে নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই। মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব আরাফার ময়দানে উপস্থিত ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে 'সুরা তাওবাহর' এই নির্দেশগুলো পড়ে শোনান। এই বানীগুলো মুহাম্মদ জারী করেছিলেন তার মতবাদে অবিশ্বাসী জগতের সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে!

"ইসলামের আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ নিয়ম অনুযায়ী 'সুরা তাওবাহর প্রথম ৩৭ টি বাক্যেই হলো জগতের সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অনুসারীদের প্রতি 'অবশ্য পালনীয় (ফরজ) মুহাম্মদের চূড়ান্ত নির্দেশ!' মুহাম্মদের প্রচারণার প্রকাশ্য যাত্রার সূচনালগ্নে 'সুরা লাহাবে' বর্ণিত পাঁচটি ও তার সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা সুরা তাওবাহর এই ৩৭টি বাক্য 'অর্থ ও ব্যাখ্যা' সহ পাঠ ও অনুধাবনই মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব ও তার ইসলাম সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট!"

>>> কী অজুহাতে মুহাম্মদ তার দশ বছরের হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে দুই বছরের মধ্যে মক্কা আক্রমণ ও বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন, কী কারণে তার এই বিজয় প্রায় রক্তপাতহীন ছিল না; বিজয় সম্পন্ন করার পর কীভাবে তিনি কাবায় অবস্থিত বিভিন্ন গোত্রের উপাস্য ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলেন; কী কারণে তিনি আট-দশজন মানুষকে হত্যার আদেশ জারী করেছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব-১৮৭-১৯৭)। ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাসে (রমজান, হিজরি ৮ সাল) মক্কা বিজয় সম্পন্ন কারার সময় থেকে ৬৩১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে সুরা তাওবাহর প্রথম ৩৭ টি বাক্যে মুহাম্মদের 'চূড়ান্ত নির্দেশ' পর্যন্ত, এই চৌদ্দ মাস সময়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ "কমপক্ষে বারো-টি সহিংস

আগ্রাসী হামলার" সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে তার বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। অতি সংক্ষেপে:

(১) নাখলায় 'আল-উজ্জা' দেবী-মূর্তি ধ্বংস!

সময়টি ছিল মার্চ, ৬৩০ সাল (২৫শে রমজান, হিজরি ৮ সাল)। মুহাম্মদ তার বিশিষ্ট অনুসারী খালিদ বিন ওয়ালিদ-কে এই কাজের দায়িত্বে প্রেরণ করেন।

(২) আল-আউস ও খাযরাজ গোত্রের 'মানাত' দেবীমূর্তি ধ্বংস!

এটি ছিল সে যুগের সবচেয়ে প্রাচীন দেবীমূর্তির একটি। যাকে তাঁরা 'ভাগ্যদেবী' রূপে আরাধনা করতেন। সা'দ বিন যায়েদ বিন আল-আশালি (Sa'd bin Zayd al-Ashhali) নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী এটিকে ধ্বংস করে।

(৩) হুদায়েল গোত্রের 'সুয়া প্রতিমা (Idol of Suwa) ধ্বংস!

মক্কা-বিজয়ের পরেই মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের এ সকল প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "মক্কা বিজয়: প্রতিমা ধ্বংস (পর্ব: ১৯৩-১৯৪)" অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৪) বানু জাধিমা গোত্রের ওপর আগ্রাসী হামলা - মুহাম্মদের নির্দেশে!

(মক্কা বিজয়ের পরেই)

নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। তাঁদের আত্ম-সমর্পিত ও বন্দি অবস্থায় খালিদ তাঁদের অনেক-কে হত্যা করেন। অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ খালিদ-কে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন নাই। তিনি তাকে ইসলামের

দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "বানু জাধিমা হত্যাকাণ্ড" (পর্ব: ১৯৮-২০১) অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৫) হাওয়াযিন গোত্রের ওপর হুনায়েনের হামলা - আক্রমণকারী মুহাম্মদ!

(মক্কা বিজয়ের দিন পনেরো পর)

বরাবরের মতই অজুহাত, "তাহারা হামলার পরিকল্পনা করিয়াছিল!" মুহাম্মদ তার ১০ হাজার মক্কা-হামলাকারী ও মক্কার আরও দুই হাজার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হোন। প্রথম অবস্থায় হাওয়াযিন বাহিনী জয়লাভ করলেও অবশেষে তারা হেরে যায়। মুহাম্মদ তাঁদের ছয় হাজার মহিলা ও শিশুদের বন্দি করেন ও লুট করেন তাঁদের সমস্ত সম্পদ। এই সেই যুদ্ধ, যেখানে মুহাম্মদ গণিমতের মালের অংশ হিসাবে রায়েতা বিনতে হিলাল (Rayta d.Hilal) নামের এক যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীকে দিয়েছিলেন তার জামাতা আলী-কে, আর এক যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীকে তার অন্য জামাতা উসমান-কে ও আর এক যুদ্ধ-বন্দিনী দাসী-কে দিয়েছিলেন ওমর-কে। পরবর্তীতে ওমর তার এই দাসী-কে দান করেন তার নিজ পুত্র আবদুল্লাহ-কে।

পরিশেষে যখন হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হোন ও তাঁদের নারী-শিশু ও সম্পদ ফেরত চান, মুহাম্মদ তাঁদের কাছে প্রশ্ন রাখেন, "বন্দি নারী-শিশু ও সম্পদ, এই দু'টির মধ্যে কোনটি তাঁদের বেশী প্রিয়?" তাঁরা জবাবে বলেন, "নিশ্চয়ই তাঁদের নারী ও শিশুরা।" তাঁদের এই জবাবের পর মুহাম্মদ তাঁদের সকল বন্দি নারী ও শিশুদের তাঁদের কাছে ফেরত দেন। আর তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "হুনাইনের যুদ্ধ (পর্ব: ২০২-২১১) ও হুনায়েনের গণিমত" (পর্ব: ২১৬-২২০) অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৬) তায়েফ আক্রমণ ও অবরোধ - আক্রমণকারী মুহাম্মদ!

(ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬৩০ সাল; হুনায়েন আগ্রাসনের পরেই)

হুনায়েন হামলার পর সেখান থেকে গিয়ে মুহাম্মদ সরাসরি তায়েফ আক্রমণ করেন! হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বানু থাকিফ গোত্রের লোকের পালিয়ে তায়েফে আশ্রয় নেই। তায়েফ-বাসী তাঁদের শহরের প্রধান দরজা বন্ধ করে দেয় ও প্রাচীরের ওপার থেকে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয় ও মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের তীর নিক্ষেপ শুরু করে। মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা প্রায় ২০দিন যাবত (মতান্তরে ১৭ দিন) তায়েফ শহরটি অবরুদ্ধ করে রাখেন। অবশেষে তায়েফের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে। এই হামলায় মুহাম্মদের ১২জন অনুসারী নিহত হোন। সাত জন কুরাইশ, চার জন আনসার ও এক জন বানু লেইথ (B. Layth) গোত্রের। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা “তায়েফ যুদ্ধ (পর্ব: ২১২-২১৫)” অধ্যায়ে করা হয়েছে।

(৭) বানু আমির গোত্রে আগ্রাসী হামলা - মুহাম্মদের নির্দেশে!

(মে-জুন, ৬৩০ সাল; বরাবর সফর, হিজরি ৯ সাল)

আল সিয়ি-তে বানু আমির গোত্রে আক্রমণ, নেতৃত্বে ছিলেন শুজা বিন ওহাব নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী। মুহাম্মদ তাঁদের-কে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে ২৪-জন অনুসারী সহ পাঠিয়েছিলেন।

(৮) বানু খাতাম গোত্রে আগ্রাসী হামলা - মুহাম্মদের নির্দেশে!

(মে-জুন, ৬৩০ সাল; বরাবর সফর, হিজরি ৯ সাল)

বানু খাতাম গোত্র আক্রমণ, নেতৃত্বে ছিলেন কুতবা বিন আমির বিন হাদিদা নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী। তার সঙ্গে ছিল ২০জন মুহাম্মদ অনুসারী।

(৯) বানু কিলাব গোত্রে আগ্রাসী হামলা - মুহাম্মদের নির্দেশে!

(জুন-জুলাই, ৬৩০ সাল; বরাবর রবিউল আউয়াল, হিজরি ৯ সাল)

আল কুরাতায় বানু কিলাব (Banu Kilab at al-Qurata) হামলা, নেতৃত্বে ছিলেন আল-দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কালবি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী। বানু আমির, বানু খাতাম ও বানু কিলাব গোত্রের মানুষদের উপর এই সকল অতর্কিত আক্রমণের বিস্তারিত আলোচনা পর্ব: ২২৪-এ করা হয়েছে।

(১০) আল-ফুলস হামলা - দাতা হাতেম তাঈ গোত্রে মুহাম্মদের আগ্রাসন!

(জুন-জুলাই, ৬৩০ সাল; বরাবর রবিউল আওয়াল, হিজরি ৯ সাল)

মুহাম্মদের নির্দেশে দাতা হাতেম তাঈ গোত্রের উপর এই আগ্রাসনের নেতৃত্বে ছিল আলী ইবনে আবু তালিব। তার সঙ্গে ছিল ১৫০ জন মুহম্মদ অনুসারী। ৫০টি ঘোড়া ও ১০০টি উটের ওপর সওয়ার হয়ে তারা এই হামলাটি সংঘটিত করে। দাতা হাতেম তাঈয়ের পুত্র আ'দি বিন হাতেম তাঁর নিজ ভগ্নী (হাতেম তাঈয়ের কন্যা) ও গোত্রের লোকদের বিপদের মুখে ফেলে সিরিয়ায় পলায়ন করে; মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁর গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের বহু লোককে হত্যা করে ও তাঁদের নারী ও শিশুদের বন্দি করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসে, যাদের মধ্যে ছিল দাতা হাতেম তাঈয়ের পরিবার-পরিজন। তাঁদের মুক্তি মেলে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিনিময়ে। পরবর্তীতে দাতা হাতেম তাঈয়ের এক কন্যার অনুরোধে তাঁর পুত্র আ'দি বিন হাতেম মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে

দীক্ষিত হয়। এ বিশয়ের বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা "আল-ফুলস হামলা (পর্ব: ২২৫-২২৭)" অধ্যায়ে করা হয়েছে ।

(১১) তাবুক অভিযান - আক্রমণকারী মুহাম্মদ!

(অক্টোবর-নভেম্বর, ৬৩১-জানুয়ারি, ৬৩২ সাল; বরাবর রজব-রমজান, হিজরি ৯ সাল)

তায়েফ আক্রমণ শেষে মুহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৮ সালের জিলকদ মাসের শেষার্ধে, কিংবা জিলহজ মাসের শুরুতে। তিনি হিজরি ৮ সালের জিলহজ মাস থেকে হিজরি ৯ সালের রজব মাস পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন (৬৩০ সালের ১৯শে মে থেকে ১৪ই অক্টোবর - মোট পাঁচ মাস)। অতঃপর তিনি তার অনুসারীদের বাইজেনটাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের হুকুম জারী করেন। এই অভিযানের কারণ হিসাবে মুহাম্মদ ঘোষণা দেন যে তিনি খবর পেয়েছেন ‘বাইজেনটাইন সম্রাট’ তাদের-কে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের সময় যখন মানুষ পাকা শস্য ও ফলমূল জমি থেকে ঘরে তোলার প্রস্তুতি নেই, স্বস্তির আশায় যে কোন ছায়াতলে আশ্রয় খোঁজে, তখন মুহাম্মদ তার অনুসারীদের এই নির্দেশ দেন যে, তারা যেনো তার সাথে বাইজেনটাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রওনা হয়। মুহাম্মদ তার হামলার লক্ষ্যস্থল তার অনুসারীদের কাছে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই গোপন রাখতেন। 'তাবুক অভিযান' ছিল তার একমাত্র ব্যতিক্রম। মুহাম্মদ তার লক্ষ্যস্থলের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন ও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হোন। মুহাম্মদের বহু অনুসারী বিভিন্ন অজুহাতে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে ও একে অপরকে এই অভিযানে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়। যারা তার সঙ্গে মদিনা থেকে রওনা হোন, তাদেরও অনেকে পথিমধ্যে থেকে পিছুটান দেন। তাবুকে পৌঁছার পর মুহাম্মদ জানতে পারেন যে, তিনি যে খবরটি পেয়েছিলেন, তা ছিল মিথ্যা। তাবুকে পৌঁছার পর আয়েলা (Ayla) গোত্রের গভর্নর ইয়াহানা বিন রুবা মুহাম্মদকে 'জিজিয়া কর'

প্রদান করা শর্তে মুহাম্মদের সাথে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করে। জারবা ও আধুরা (Jarba and Adhruh) অঞ্চলের বাসিন্দারাও মুহাম্মদের কাছে এসে জিজিয়া কর পরিশোধ প্রদান শর্তে সন্ধি করে। এ সকল বিশয়ের বিশদ আলোচনা "তাবুক যুদ্ধ" অধ্যায়ে করা হয়েছে (পর্ব: ২২৮-২৪৫)।

(১২) দুমাতুল জান্দাল হামলা - মুহাম্মদের নির্দেশে আগ্রাসী হামলা!

দুমা (Duma) অঞ্চলের খ্রিস্টান শাসনকর্তা উকায়েদির বিন আবদুল মালিক (Ukaydir b. `Abdu'l-Malik) ও তার ভাই হাসান তাদের লোকজনদের নিয়ে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করে। মুহাম্মদ খালিদ বিন ওয়ালিদ-কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খালিদ অতর্কিতে তাদেরকে আক্রমণ করে হাসান-কে করে হত্যা ও উকায়েদির-কে বন্দি করে মুহাম্মদের কাছে ধরে নিয়ে আসে। 'জিজিয়া কর' প্রদান শর্তে মুহাম্মদ তাকে প্রাণ-ভিক্ষা দেন। এ বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "দুমাত আল জান্দাল হামলা" পর্বে (পর্ব: ২৩৯) করা হয়েছে।

এ ছাড়াও, প্রতিপক্ষ মুসলমানদের মসজিদ ধ্বংস - নির্দেশ দাতা মুহাম্মদ!

"তাবুক যাওয়ার পথে মুহাম্মদ ধু-আওয়িন (Dhu Awin) নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দেন। স্থানটি ছিল মদিনা থেকে দিনের আলোয় কয়েক ঘণ্টার পথ। যাত্রা বিরতির পর মুহাম্মদ যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, মসজিদ মালিকরা মুহাম্মদের কাছে এসে বলে, "আমার অসুস্থ ও দরিদ্র মানুষদের জন্য ও খারাপ আবহাওয়ায় রাত্রি যাপনের জন্য এক মসজিদ নির্মাণ করেছি; আমরা আশা করি, আপনি সেখানে গিয়ে নামাজ পড়বেন ও আমাদের জন্য দোয়া করবেন।" মুহাম্মদ জবাবে বলেন যে, তিনি যাত্রায় ব্যস্ত আছেন, অথবা এই জাতীয় কিছু কথা; যদি আল্লাহ চায়, প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি সেখানে যাবেন ও তাদের জন্য দোয়া করবেন। তাবুক থেকে ফিরে আসার পথে মুহাম্মদ ধু-আওয়িনে এসে আবার যখন

যাত্রা বিরতি দেন, তখন তার কাছে (আল-ওয়াকিদি: 'ওহি মারফত') মসজিদটির ব্যাপারে জিবরাইল মারফত খবর আসে। তিনি বানু সালিম বিন আউফ গোত্রের মালিক বিন দুখশাম (Milik b. al-Dukhshum) ও বানু আল-আজলান গোত্রের মা'ন বিদ আদি (অথবা তার ভাই আসিম) নামের দুই অনুসারী-কে ডেকে এনে হুকুম করেন যে, তারা যেন ঐ অসৎ লোকগুলোর মসজিদে যায় ও আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে ফেলে। অতঃপর সন্ধ্যার নামাজের পর মসজিদের ভিতরে লোকজন থাকা অবস্থাতেই এই দুই জন দৌড়ে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করে ও আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে ধ্বংস করে; ভিতরের লোকজন দৌড়ে পালিয়ে যায়। যে লোকগুলো ভিতরে ছিল, তাদের একজন ছিলেন যায়েদ বিন জারিয়া বিন আমির; তার অণ্ডকোষটি পুড়ে গিয়েছিল।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ নাজিল করেন: [226]

৯:১০৭- *"আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।"*

৯:১০৮ - "তুমি কখনো সেখানে দাড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।"

এ বিশয়ের বিশদ আলোচনা "মসজিদ ধ্বংসের আদেশ" ও "মসজিদ ধ্বংসের কারণ ও কৈফিয়ত" পর্বে করা হয়েছে (পর্ব: ২৪১-২৪২)।

>>> সুতরাং, অমুসলিমদের দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ভাঙ্গায় শুধু নয়, প্রতিপক্ষ মুসলমানদের মসজিদে ঢুকে সেখানে উপাসনা-রত মুসল্লিদের আক্রমণ ও মসজিদ ধ্বংসও যে মুহাম্মদের শিক্ষা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত, সেই সত্য ও কুরআন ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় সুস্পষ্ট। আজকের পৃথিবীর যে সমস্ত "সাচ্চা মুমিন" তাদের জীবন বাজী রেখে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের মসজিদে ঢুকে মানুষ হত্যা ও মসজিদ ধ্বংস করছে, তাদের প্রেরণার উৎসও হলো মুহাম্মদ ও তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ!

ইসলামের প্রোপাগান্ডা মেশিন এতটায় সফল যে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানরা কুরআন, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে স্পষ্ট নথিভুক্ত মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের এই সকল ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! শুধু তাইই নয়, ইসলামের প্রোপাগান্ডা মেশিন তাঁদের অন্তরে নবী মুহাম্মদের এ সকল চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী চিত্র অঙ্কন করাতে সম্পূর্ণ সফল! ইন্টারনেট প্রযুক্তির আবিষ্কার না হলে তাঁরা এই সত্যগুলো এত সহজে কখনোই জানতে পারতেন না। ইসলামের ইতিহাসের এ সকল সুস্পষ্ট নথিভুক্ত 'কঠিন সত্যগুলো' নিশ্চিতরূপেই সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর। শিশুকাল থেকে লালিত বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট খুবই বেদনা দায়ক। বোধ করি সকল প্রাক্তন মুসলমানই (Ex-Muslims) এই বেদনা ভোগ করছেন, কিংবা করেছেন।

>>> ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীটি প্রায়ই করে থাকেন তা হলো: "মক্কা বিজয়ের পর অবিশ্বাসীরা দলে দলে 'মুহাম্মদের কাছে এসে' ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন!"

প্রশ্ন হলো:

'মক্কা বিজয়ের পর যদি অবিশ্বাসীরা "মুহাম্মদের কাছে এসে" দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে থাকেন, তবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসী জনপদের উপর এত

অল্প সময়ে এতগুলো অতর্কিত আগ্রাসী হামলা কেন চালাবেন? মক্কা-বিজয় পরবর্তী চৌদ্দ মাসে কমপক্ষে বারো-টি সহিংস আগ্রাসী হামলা?

মক্কা বিজয়ের পর হাওয়াজিন গোত্রের লোকেরা 'দলে দলে' মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই! তাঁরা মুহাম্মদের অতর্কিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ('হুনায়েন আগ্রাসন') প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। অতঃপর পরাজিত হয়ে, মুহাম্মদের হাতে বন্দী তাঁদের নারী-শিশু ও পরিবার-পরিজনদের মুক্ত করার প্রয়োজনে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন! মক্কা বিজয়ের পর মক্কার অদূরে 'তাবুকের' অধিবাসী থাকিফ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা দলে দলে মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হোন নাই। তাঁরা মুহাম্মদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ('তাবুক অভিযান') শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন ও সফলকাম হয়েছিলেন। তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন এই ঘটনার এক বছর পর (পর্ব: ২৪৬), হিজরি ৯ সালের রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ৬৩০ - জানুয়ারি, ৬৩১ সাল)।

প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা বিজয় পরবর্তী সময়ে প্রধানত: মক্কা ও তার একান্ত আশেপাশের (যেমন, বানু জাধিমা) ভীত সন্ত্রস্ত অবিশ্বাসীরাই তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তার প্রয়োজনে 'দলে দলে' ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য গোত্রের লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন বিচ্ছিন্ন-ভাবে (পর্ব: ২২১), দলে দলে নয়।

আরব জনপদের অবিশ্বাসীরা মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য। তবে সেটি মুহাম্মদের মক্কা বিজয় পরবর্তী সময়ে নয়! সেটি ছিল মক্কা-বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে "মুহাম্মদের চূড়ান্ত নির্দেশগুলো ঘোষণর পর।" কী এমন আছে মুহাম্মদের সেই চূড়ান্ত নির্দেশগুলোতে ও কী তার গুরুত্ব, তার আলোচনা আগামী কয়েকটি পর্বে করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[223] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ৬১৭-৬২০

[224] অনুরূপ বর্ণনা: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯

[225] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি - ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৭-১০৭৮, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮

[226] কুরআনেরই উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

২৪৯: সুরা তাওবাহর প্রথমাংশ-১: চূড়ান্ত নির্দেশ- 'তাদের হত্যা কর!'

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত তেইশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সমগ্র নবী জীবনে আল্লাহর নামে যে সকল বানী বর্ষণ করেছিলেন, সুরা হিসাবে তার সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরাটি হলো 'সুরা তাওবাহ (আল-বারাহ)' ও এই সুরাটির প্রথম ৩০-৪০টি বানীই হলো বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর "চূড়ান্ত নির্দেশ।" এই সুরাটির পর, তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে একটি বিধান জারী করেছিলেন তা হলো মৃত-ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয়, যা বর্ণিত আছে সুরা 'আন নিসার' সর্বশেষ আয়াতটি-তে (৪:১৭৬)। [227]

মুহাম্মদ তাঁর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবী জীবনে (৬১০-৬৩২ সাল) যে সমস্ত মানবতা বিরোধী নৃশংস কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবচেয়ে বীভৎসটি হলো 'বানু কুরাইজা গণহত্যা' (পর্ব: ৮৭-৯৫)! আর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর সবচেয়ে অমানবিক নৃশংস নির্দেশটি হলো তাঁর সর্বশেষ চূড়ান্ত নির্দেশগুলোরই একটি; যাকে বলা হয়, 'তরবারির আয়াত' (The Verse of the Sword)। সে কারণেই, মুহাম্মদের এই দু'টি কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে)

সবচেয়ে বেশী মিথ্যাচার ও কু-যুক্তির অবতারণা করে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলিম ও অমুসলিমদের বিভ্রান্ত করেন। সাধারণ মুসলমানদের আবেগ, ধর্ম-বিশ্বাস ও অজ্ঞতাকে পুঁজি করে তারা নির্বিঘ্নে তাদের এই 'মিথ্যাচার' জারী রেখেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। এই অপকর্মে তাদের সফলতা অতুলনীয়। যার প্রমাণ হলো অধিকাংশ সাধারণ মুসলমানই এ বিষয়ে কুরআন ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত স্পষ্ট নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ধারণা পোষণ করেন।

মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির (Hypocrisy) এক বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা থাকুক কিংবা না থাকুক, সত্য প্রকাশের দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ না থাকার কারণে প্রচারক তার মনের মাধুরী মিশিয়ে, কোন বিশেষ ঘটনার যেমন খুশী তেমন ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠক-শ্রোতার মানসিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে এই পন্থাটি সবচেয়ে বেশী কার্যকর। কারণ, অধিকাংশ সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীই তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের আদেশ-নিষেধ, প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা না রেখেই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রচলিত এই সমস্ত মিথ্যা-কে 'নিশ্চিত সত্য' জ্ঞানে বিনা প্রশ্নে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে তাঁরা কোনরূপ প্রশ্ন-উত্থাপন কিংবা তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাইয়ের কোনই প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, যদি না তা তাঁদের প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত-ধর্মী হয়।

অন্যদিকে, সত্য প্রকাশের দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ লেখক ও বক্তারা কোন বিশেষ ঘটনার যেমন খুশী তেমন ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠক-শ্রোতার মানসিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করেন না। প্রতিটি লেখা ও বক্তব্যে তাঁরা আদি উৎসের (Primary source) যথোপযুক্ত রেফারেন্স পাঠক-শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করেন ও পাঠকদের উন্মুক্ত আহ্বান জানান, এই বলে যে, তাঁরা যেন প্রশ্ন ছাড়া কোন কিছুই বিশ্বাস না করেন। কোন কিছু বিশ্বাস করার আগে তাঁরা যেন অবশ্যই তা তাঁদের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেন। ভাবাবেগ ও

বিশ্বাস দিয়ে মিথ্যাকে কখনোই শনাক্ত করা যায় না, বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। বিশ্বাস ও ভাবাবেগ মানুষের সহজাত বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ ক্ষমতা অবশ করে দেয়! মিথ্যা-কে সনাক্ত করার অস্ত্র হলো জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্তের বিচার বিশ্লেষণ।

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (আল্লাহর) সেই নৃশংস "তরবারির আয়াতটি" হলো: [228]

৯:৫ - *"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু, যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"*

মুশরিকদের (Polytheist) বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই অত্যন্ত অমানবিক ও নৃশংস নির্দেশটি মুহাম্মদ জারী করেছিলেন 'আল্লাহর নামে।" আর 'আল্লাহর' নামে জারীকৃত মুহাম্মদের প্রত্যেকটি নির্দেশ (কুরানের বাণী) যথাযথ পালন করা জগতের সকল ইসলাম বিশ্বাসীর জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)। ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত। ভিন্নমত অবলম্বনের পরিণাম "কঠোর শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা," ইসলামী বিধানেই। মুহাম্মদের এই নৃশংস নির্দেশটির বৈধতা প্রদানের নিমিত্তে তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীগুলো উত্থাপন করেন, তা হলো প্রধানত:

(১) যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি:

উদাহরণ, "কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ-পাক এই নির্দেশটি জারী করেছিলেন যুদ্ধকাল পরিস্থিতিতে ও শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই এই নির্দেশটি প্রযোজ্য!"

(২) প্রেক্ষাপট জানতে হবে:

যেমন, "এই নির্দেশটির প্রকৃত কারণ জানতে হলে 'প্রেক্ষাপট' জানতে হবে। প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করে এই আয়াতের 'উল্টা-পাল্টা' ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে যারা শান্তির ধর্ম ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তারা ইসলামের শত্রু, ইসলামোফোবিক!"

(৩) আগের আয়াত ও পরের আয়াত জানতে হবে:
"এই নির্দেশটির 'প্রকৃত অর্থ' বুঝতে হলে এর আগের আয়াত ও পরের আয়াত জানতে হবে। আগে-পরের আয়াত উল্লেখ না করে যারা এই আয়াতটি উল্লেখ করে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী, নাস্তিক-মুরতাদ।"

(৪) আত্মরক্ষার প্রয়োজন:
যেমন, "কাফেরদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহ-পাক এই নির্দেশটি জারী করেছিলেন। শুধুমাত্র আক্রান্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই নির্দেশটি প্রযোজ্য।"

(৫) এই নির্দেশটি শুধুমাত্র 'চুক্তি-ভঙ্গকারী মুশরিকদের' বিরুদ্ধে:
যথা, "মক্কার মুশরিক কুরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। তাই আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদের কাছে এই নির্দেশটি জারী করেছিলেন। এই নির্দেশটি চুক্তি-মান্য-কারী অন্য কোন মুশরিক, কিংবা আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান), অথবা অন্য কোন অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে নয়।"

(৬) রাষ্ট্রপ্রধানের রাষ্ট্রপরিচালনা ও ক্ষমতায়নের প্রয়োজন:
উদাহরণ, "আল্লাহ পাকের এই নির্দেশটির 'হেকমত' বুঝতে হলে শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের অবস্থান থেকে এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো 'ইসলাম।' সে কারণেই মহান আল্লাহ-পাক মদিনায় নবী

মুহাম্মদকে শাসকের মর্যাদায় উন্নীত করে সমগ্র পৃথিবীতে তার দ্বীন ও হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে এই নির্দেশটি জারী করেছিলেন।"

মুহাম্মদেরই নিজস্ব জবান-বন্দি 'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে তথাকথিত মোডারেট মুসলমান পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের এই দাবীগুলো একে একে বিশ্লেষণ করা যাক।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি:

মুহাম্মদের এই অমানবিক, নৃশংস ও বর্বর ৯:৫-নির্দেশটির বৈধতা প্রদানের নিমিত্তে তথাকথিত মোডারেট মুসলমান পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীগুলো উত্থাপন করেন, তার প্রথমটি হলো, "এই নির্দেশটি নাজিল হয়েছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ও শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই এই নির্দেশটি প্রযোজ্য!" বিশ্বাস ও ভাবাবেগ মানুষের সহজাত বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ ক্ষমতা-কে যে কী পরিমাণ অবশ করে দেয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো তথাকথিত মোডারেটদের এই দাবী! কারণ, এই বাক্যটির মাত্র একটি বাক্য আগেই আল্লাহর নামে মুহাম্মদ সুস্পষ্টভাবে নিজেই ঘোষণা করেছেন:

৯:৩ – *"আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"*

>>> অর্থাৎ, এই ঘোষণাটি প্রদান করা হয়েছিল "হজ্বের দিনে।" কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নয়। বিশ্বাসের আধিক্য ও মৃত্যু পরবর্তী বেহেশত লাভের প্রত্যাশায়, কিংবা 'ধর্ম-ব্যবসা' হতে অর্জিত মুনাফা যশ ও নগদ অর্থ-প্রাপ্তির লালসায়, কিংবা

অজ্ঞতা-হেতু এই দাবীদাররা তাদের দাবীর মাধ্যমে যে তাদের "নবী মুহাম্মদ ও আল্লাহকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছেন", তা বোধ করি তারা অনুধাবনই করতে পারেন না। তাদের এই দাবী নিশ্চিতরূপেই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হজ্বের দিনে দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে প্রার্থনা করতে। সেখানে থাকে ভাব-গম্ভীর শান্ত ধর্মীয় পরিবেশ। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। আর এই ৯:৫-নির্দেশটি, কিংবা তার আগে বা পরের কোন আয়াতের কোথাও এমন কোন আভাস নেই, যা প্রমাণ করে যে মুহাম্মদের এই নির্দেশটি শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।

প্রেক্ষাপট জানতে হবে:
মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮), আল-ওয়াকিদি (৭৪৭-৮২৩ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে এই ঘটনার বর্ণনায় যে প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা হলো নিম্নরূপ:

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [229] [230] [231]
(মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ)

'এই বছর, আবু বকর তার লোকজনদের সাথে হজব্রত পালন করেন। আবু বকর ৩০০জন লোক ও (কুরবানির জন্য) পাঁচটি উট নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হোন, আর আল্লাহর নবী (কুরবানির জন্য) প্রেরণ করেন ২০টি উট। আবদুর রহমান বিন আউফ ও হজব্রত পালন করেন ও কুরবানি দেন। আবু বকর রওনা হওয়ার পর পরই আল্লাহর নবী আলীকে প্রেরণ করেন। তিনি আল-আরজ (al-'Arj) নামক স্থানে তার নাগাল ধরেন ও কুরবানির দিনে আল-আকাবা (al-'Aqabah) নামক স্থানে সম্পর্কচ্ছেদের বিধানটি ('আল-বারাহ') পড়ে শোনান। ------- [232] [233] [234]

আল-হারিথ বিন মুহাম্মদ < আবদুল আজিজ বিন আবান < আবু মাশারি <মুহাম্মদ বিন কাব আল-কুরাজি ও অন্যান্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমি যা জেনেছি তা হলো: [235]

হিজরি ৯ সালে [৬৩১ খ্রিস্টাব্দ] আল্লাহর নবী আবু বকরের নেতৃত্বে একদল হজ-যাত্রী প্রেরণ করেন ও আলী ইবনে আবু তালিব-কে প্রেরণ করেন লোকজনের উদ্দেশ্যে সুরা আল-বারাহর ত্রিশ-চল্লিশটি বানী পাঠ করার জন্যে, যেখানে মুশরিকদের-কে চার মাস চলাচলের সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। আরাফার দিনে আলী সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা-টি পড়ে শোনান, যেখানে মুশরিকদের চলাচলের জন্য জিলহজ মাসের (অবশিষ্ট) ২০ দিন এবং মহরম, সফর, রবিউল আউয়াল মাস ও রবিউস সানি মাসের ১০দিন সময় দেয়া হয়েছিল। তিনি তাদের আরও পড়ে শোনান যে, ঐ বছরের পর আর কোন মুশরিক-কে তীর্থযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না ও আর কোন ব্যক্তিকেই নগ্ন অবস্থায় কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেয়া হবে না।' --- [236]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক (মূল ইংরেজি: তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য)।

>>> সুতরাং, মুহাম্মদের (আল্লাহর) এই সাক্ষ্য (কুরআন: ৯:৩) ছাড়াও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, তা ছিল হজ্বের দিনে, সম্পূর্ণ শান্ত ধর্মীয় পরিবেশে। কোন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি কিংবা আক্রান্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই ৯:৫-নির্দেশটি জারী করা হয় নাই।

আগের আয়াত ও পরের আয়াত:
মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা জীবনে মুহাম্মদ তাঁর প্রতিপক্ষদের বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিত আপাত সহনশীল বানী বর্ষণ করেছিলেন, তার আলোচনাকালে তথাকথিত মোডারেট মুসলমান ইসলাম প্রচারকারী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা সেই আয়াতটির "প্রেক্ষাপট কিংবা

আগের আয়াত-পরের আয়াত", ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় কখনোই অনুভব করেন না। কিন্তু, কুরআনের যে কোন অমানবিক শিক্ষা ও নৃশংস নির্দেশের আলোচনা কালে তাঁদের কাছে "প্রেক্ষাপট-আগে পরের আয়াত," ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। মুহাম্মদের এই "৯:৫-নির্দেশ" ও তার ব্যতিক্রম নয়। মুহাম্মদ তাঁর এই নির্দেশের আগে ও পরে যে বানীগুলো বর্ষণ করেছেন তা হলো:

"চুক্তিবদ্ধ" মুশরিকদের সম্পর্কচ্ছেদ-কারী মুহাম্মদ:

৯:১- *"সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।"*

>>> 'সূরা আত তাওবাহর' প্রথম বাক্যেই মুহাম্মদ সুস্পষ্টভাবে নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, 'তিনি যে মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের সাথে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করছেন।

অতঃপর "অচুক্তিবদ্ধ" সকল মুশরিক ও অন্য কাফেরদের চার মাসের আল্টিমেটাম:

৯:২ – *"অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।"*

>>> মুহাম্মদের নির্দেশে আলী ইবনে আবু তালিব হিজরি ৯ সালের জিলহজ মাসের ১০ তারিখে (মার্চ ১৯, ৬৩১ সাল), এই ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন, যেখানে মুশরিকদের চলাচলের জন্য পরবর্তী চার মাস সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, হিজরি ৯ সালের জিল-হজ মাসের ১০ তারিখ থেকে শুরু করে হিজরি ১০ সালের

রবিউস সানি মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত চার মাস তাঁরা মুক্ত ভাবে চলাচল করতে পারবে। [229]

অতঃপর সকল মুশরিক ও কাফেরদের মর্মান্তিক শাস্তির ঘোষণার সময় "রসিকতা":

৯:৩ – *“আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যেও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।”*

>>> 'সূরা আত তাওবাহর' প্রথম বাক্যেই (৯:১) মুহাম্মদ সুস্পষ্টভাবে নিজেই ঘোষণা করেছেন যে “তিনি যে মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছেন।” আর তৃতীয় বাক্যে (৯:৩) তিনি এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, "মুশরিকদের থেকে তিনি দায়িত্ব মুক্ত।" অর্থাৎ, আল্লাহ নামের আড়ালে মুহাম্মদ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনিই ছিলেন মুশরিক ও অন্যান্য কাফেরদের সাথে "সম্পর্কচ্ছেদ-কারী ও তাঁদের প্রতি তাঁর কোন দায়িত্ব নাই ('দায়িত্বমুক্ত')।" মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন মক্কা বিজয়ের পর প্রথম হজ্বের প্রাক্কালে। কিন্তু তিনি এই ঘোষণার চৌদ্দ মাস আগেই “বিনা নোটিশে” 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' ভঙ্গ করে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণ ও মক্কা বিজয় সম্পন্ন করে ফেলেছেন। 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' সম্পন্ন (মার্চ, ৬২৮ সাল) করার পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) এই বাইশ মাস সময়ে মুহাম্মদ কমপক্ষে পাঁচবার এই চুক্তির প্রায় প্রতিটি শর্ত কী ভাবে ভঙ্গ করেছিলেন, কুরআন ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের আলোকে এই বিশয়ের বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ" পর্বগুলোতে (পর্ব: ১২৫-১২৯) করা হয়েছে।

মুহাম্মদের মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো তারই রচিত 'কুরআন'। প্রতিপক্ষ মুশরিকদের চার মাস পর যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাঁদের-কে হত্যা করা হবে, অবরোধ করা হবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাঁদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকা হবে (৯:৫)"; ঠাণ্ডা মাথায় এমন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেয়ার সময় মুহাম্মদের রসিকতা: "কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও!"

ইসলাম-কে জানতে হলে, মুহাম্মদ-কে জানতেই হবে। এর কোনই বিকল্প নেই। বর্তমান যুগের তালিবান, বোকো হারাম, ইসলামিক স্টেট ইত্যাদি 'সহি ইসলাম সংগঠন' এর সদস্যগুলো যখন হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে, তখন ইসলাম অজ্ঞ সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলিমরা হতবাক হয়ে ভাবেন, "তাদের এই অমানুষিক নৃশংসতার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।" কুরআন, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের এই সমস্ত নৃশংস বীভৎস বর্ণনা তাঁদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী।

অতঃপর "চুক্তিবদ্ধ" সকল মুশরিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা:

৯:৪- *"তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।"*

>>> মুহাম্মদের এই নির্দেশটি নিশ্চিতরূপেই মক্কার কুরাইশদের জন্য নয়। কারণ, হুদাইবিয়া চুক্তি-ভঙ্গের অজুহাত উত্থাপন করে মুহাম্মদ তাঁর এই ঘোষণাটির চৌদ্দ মাস আগেই (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) অতর্কিত আক্রমণে 'মক্কা বিজয়' সম্পন্ন করে ফেলেছেন। সুতরাং, এই বাক্যের "যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি" নিশ্চিতরূপেই মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদের এই নির্দেশটি "মক্কার

বাহিরে অন্যান্য সকল মুশরিকদের উদ্দেশ্যে, যারা মুহাম্মদের সাথে বিভিন্ন ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন।"

মক্কার বাহিরে অন্যান্য সকল মুশরিকদের প্রতি মুহাম্মদের করুণা এই যে, যদি তাঁরা "মুহাম্মদের বিবেচনায়" চুক্তি-ভঙ্গকারী না হোন, তবে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের-কে হত্যা করা যাবে না। তা সেই চুক্তির মেয়াদ ছয় মাস, আট মাস, বছর; যাইই হোক না কেন। অতঃপর যখনই সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে, তখনই তাঁদের ওপরও মুহাম্মদের এই '৯:৫' নির্দেশটি কার্যকর করতে হবে! মুহাম্মদের ৯:৫ নির্দেশটি যে শুধুমাত্র মক্কার মুশরিক ও অন্যান্য কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য এমন দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই দাবী যে সত্য নয়, তার প্রমাণ হলো মুহাম্মদের এই ৯:৪ নির্দেশটি। মুহাম্মদের ৯:৫-নির্দেশটি জগতের সকল মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য।

অতঃপর "অচুক্তিবদ্ধ" সকল মুশরিকদের হত্যার নির্দেশ:

৯:৫- *"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"*

>>> তৎকালীন আরবে যিলকদ, যিলহজ, মুহররম ও রজব; এই চারটি মাসকে "সম্মানিত মাস" রূপে বিবেচনা করা হতো। এই মাস গুলোতে কোনো প্রকার বিবাদ-ফ্যাসাদ, খুনাখুনি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে আরবরা খুবই গর্হিত বিবেচনা করতেন (নিষিদ্ধ মাস)। মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের আল্টিমেটাম-টি ছিল হিজরি ৯ সালের জিলহজ মাসের ১০ তারিখের পর থেকে "চার মাস!" অর্থাৎ, জিলহজ মাসের বাঁকি ২০দিন, হিজরি ১০ সালের মহরম ও সফর ও রবিউল আওয়াল মাস এবং রবিউস সানি মাসের প্রথম ১০ দিন। রবিউস সানি মাসের ১০ তারিখে এই মেয়াদ শেষ

হওয়ার পর মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা রবিউস সানি মাসের বাঁকি সময় ও পরবর্তী দুই মাস (জমাদিউল আউয়াল ও জমাদিউস সানি) সময় পাবেন "অচুক্তিবদ্ধ” সকল মুশরিকদের হত্যা ও আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। অতঃপর আসবে নিষিদ্ধ মাস, 'রজব'। মুহাম্মদের এই আদেশের সরল অর্থ হলো, "রজব" মাসে কোনরূপ হত্যাকাণ্ড করা যাবে না। অতঃপর, আবার তা শুরু হবে। চলবে, পরবর্তী নিষিদ্ধ মাস 'যিলকদ' আসার পূর্ব পর্যন্ত আরও তিন মাস (শাবন, রমজান ও শওয়াল)। নিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া বাঁকি মাসগুলোতে তা এভাবে চলতেই থাকবে যতক্ষণে না তাঁরা মুসলমান হয়ে যায়! [237]

এমতাবস্থায় জীবন বাঁচানোর তাগিদে "মুশরিকদের" কী করা উচিত তা মুহাম্মদ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন তার এই ৯:৫-বানীতে, আর সেটি হলো, "*কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে (অর্থাৎ, তারা যদি মুসলমান হয়ে যায়), তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।"*

অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের এই ৯:৫ নির্দেশটি কোন "আত্ম-রক্ষার" নির্দেশ নয়। “আত্মরক্ষাকারী কোন দল বা গুষ্টি কী আগ বাড়িয়ে প্রতিপক্ষ-কে অবরোধ করতে যায়? কিংবা তাঁদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকে?” যারা তা করে, তারা নিঃসন্দেহে আক্রমণকারী; সন্ত্রাসী! ৯:৫ হলো অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সুস্পষ্ট নির্দেশ: "তারা যেন সহিংস ও আক্রমণাত্মক পন্থায় মুশরিকদের যেখানে পায়, সেখানেই তাঁদের হত্যা, কিংবা বন্দী, কিংবা বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের-কে ধরার চেষ্টা করে “এই কারণে যে তাঁরা মুশরিক! এটাই তাঁদের অপরাধ!" আল্লাহর নামে মুহাম্মদের এই নির্দেশ যুদ্ধকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক কোন নির্দেশ ছিল না। সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই নির্দেশ সর্বকালের সকল ইসলাম বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধান (ফরজ)। [238]

মুশরিকদের বাঁচার একমাত্র উপায়, "ইসলাম গ্রহণ!" অন্যদিকে, আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) প্রতি মুহাম্মদের বিশেষ ছাড় এই যে, তাঁরা শুধু একটি নয়, দু'টি শর্তের যে কোন একটি শর্ত গ্রহণ করার বিনিময়ে প্রাণ-ভিক্ষা পেতে পারে। আর সেই শর্ত দু'টি হলো: মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে "ইসলাম গ্রহণ করা, অথবা "অবনত মস্তকে করজোড়ে (with willing submission, and feel themselves subdued) জিজিয়া প্রদান (কুরআন: ৯:২৯)।" অন্যথায়, তাঁদের বিরুদ্ধেও ইসলাম বিশ্বাসীদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধ মানেই হলো খুন, বন্দী, ধর্ষণ, লুটের মাল ভাগাভাগি, মুক্ত-মানুষকে ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসী করণ; ইত্যাদি! অর্থাৎ, হিজরি ১০সালের রবিউস সানি মাসের ১০ তারিখে মুহাম্মদের চার মাসের আল্টিমেটাম-টি শেষ হওয়ার পর অচুক্তিবদ্ধ সকল আহলে কিতাবদের উপর "৯:৫" এর অনুরূপ বিভীষিকাময় নির্দেশ প্রযোজ্য হবে, 'যদি না তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে, কিংবা অবনত মস্তকে করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে!'

মুশরিকদের কেউ যদি আশ্রয় চায়, আশ্রয় দেবে:

৯:৬- "*আর মুশরিকদের **কেউ যদি** তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।"*

>>> তথাকথিত মোডারেট (ইসলামে কোন কোমল, মোডারেট, কিংবা উগ্রবাদী শ্রেণী বিভাগ নেই; আছে "মুমিন বনাম মুনাফিক" [পর্ব ৯৮]) ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা সুরা তাওবাহর এই আয়াত-টি (৯:৬) নিয়ে সবচেয়ে বেশী মিথ্যাচার করে সাধারণ ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা দাবী করেন যে, এই নির্দেশের মাধ্যমে তাঁদের আল্লাহ (মুহাম্মদ) "জগতের সকল মুশরিক ও অমুশরিক কাফেরদের 'কেউ যদি' আশ্রয় প্রার্থনা করে", তবে তাকে আশ্রয় দেবে ও অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে" বোঝাতে চেয়েছে। তাঁদের এই

দাবী যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তাইই শুধু নয়, এই দাবীর মাধ্যমে তাঁরা যে তাঁদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেই নির্বোধ প্রমাণ করছেন তা তাঁরা বোধ করি বুঝতেই পারেন না!

কারণটি হলো:

'আগের বাক্যেই যদি কেউ কাউকে নির্দেশ দেন, "*মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর, অবরোধ কর ও প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক, যতক্ষণে না তাঁরা মুসলমান হয়ে যায় (৯:৫)*"; আর তার পরের বাক্যেই যদি সেই একই ব্যক্তি সকল মুশরিকদের ব্যাপারে সার্বজনীন এই নির্দেশটি দেন, *"আর মুশরিকদের কেউ যদি আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দেবে ও অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে (৯:৬);"* - তবে সেই নির্দেশ-দাতার প্রথম নির্দেশটি এক অর্থহীন (Nonsense) নির্দেশে পরিণত হয়। কারণ, হত্যাকারীর তরবারির সম্মুখীন হওয়ার পর কোন ব্যক্তির "মুসলমান হওয়া ব্যতিরেকে শুধু আশ্রয় প্রার্থনা করলেই" যদি হত্যাকারীর কাছ থেকে তাঁর জীবন রক্ষা এবং নিরাপদ স্থানে তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি পাওয়া যায়,, তবে জগতের সকল ব্যক্তি বা গুষ্টি/সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিশ্চিতরূপেই এই পন্থাটি অনুসরণ করবেন। সেক্ষেত্রে, নির্দেশ-দাতার প্রথম "নির্দেশটির উদ্দেশ্য" কক্ষনোই সফল হবে না। মুহাম্মদ নির্বোধ ছিলেন না!

বিশিষ্ট তাফসীর-কারদের মতে '৯:৬' বাক্যটির **"কেউ যদি"** এর সারমর্ম হলো, সংক্ষেপে:

'ঐ সমস্ত লোকেরা, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত এলাকা থেকে মুসলমানদের এলাকায় আগমন করেছে:

ক) বার্তা প্রদানের জন্য;

খ) বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য;

গ) কোন শান্তি চুক্তি বিশয়ে আলোচনা করার জন্য;

ঘ) জিজিয়া প্রদান করার জন্য;

ঙ) শত্রুতা বন্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে; ইত্যাদি।

মুসলিমদের এলাকায় এসে এই সকল লোকেরা যদি কোন মুসলিম নেতৃবৃন্দ বা তাদের কোন ডেপুটিদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তারা তাদের এলাকায় ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যতদিন তারা মুসলিমদের এলাকায় থাকবে, তাদের-কে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানতে পারে।' [239]

অতঃপর, চুক্তিভঙ্গের কৈফিয়ত প্রদান:

৯:৭- *"মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহের আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।"*

>>>এই বানী মুহাম্মদের ৯:৪ বানীরই অনুরূপ, পুনরাবৃত্তি।

অতঃপর চুক্তি ভঙ্গের কারণ প্রদর্শন: "চুক্তি-ভঙ্গের আশংকা!"

৯:৮- *"কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।"*

[অনুরূপ আয়াত: ৮:৫০: *"তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে*

যেন হয়ে যাও তোমরাও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধোকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।"

"মুহাম্মদের এই ৯:৮ ('তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না') ও ৮:৫০ ('কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে')" শিক্ষা মোতাবেক অমুসলিমদের সাথে যে কোন ধরণের চুক্তি যে কোন মুহূর্তে ভঙ্গ করার জন্য মুসলমানদের শুধুমাত্র "চুক্তি ভঙ্গের আশংকায় যথেষ্ট!" এ বিশয়ের আলোচনা "বনি কেইনুকা গোত্র উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পত্তি লুট" পর্বে (পর্ব: ৫১) করা হয়েছে!

রাষ্ট্রপ্রধানের রাষ্ট্রপরিচালনা ও ক্ষমতায়নের প্রয়োজন:

মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে মুহাম্মদ তার "প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে" যে সমস্ত সন্ত্রাসী কর্ম-কাণ্ড চালিয়েছিলেন: হত্যা, গণহত্যা, রাহাজানি-ডাকাতি, জোর-পূর্বক অপরের ভূমি দখল, উন্মুক্ত শক্তি-প্রয়োগে তাঁদের-কে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ, তাঁদের ও তাঁদের বউ-বাচ্চা-পরিবার সদস্যদের ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌন-দাসীতে রূপান্তর ও ভাগাভাগি; এবং পরিশেষে তার এই অমানুষিক নৃশংস "৯:৫ ও ৯:২৮-২৯" নির্দেশ; ইত্যাদি সমস্ত অপকর্মের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে তথাকথিত মোডারেট মুসলমানদের সর্বশেষ কৌশল হলো এই যুক্তি-টি। তাঁদের এই যুক্তিটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হলো:

"মুহাম্মদ তার যাবতীয় অপকর্ম সাধন করেছিলেন "ঈশ্বরের নামে", যা মুহাম্মদের মত মানসিকতা বিশিষ্ট অন্য কোন অত্যাচারী শাসকরা করেছিলেন বলে জানা যায় না। সে কারণেই, শাসকের উদাহরণ টেনে যদি তথাকথিত মোডারেটরা মুহাম্মদের যাবতীয় অপকর্মের বৈধতা দিতে চান, তবে তাঁরা সেই দাবীর মাধ্যমে নিজেরাই প্রমাণ করবেন, "শাসক হিসাবে মুহাম্মদ শুধু অমানবিক, নৃশংস ও অত্যাচারীই

ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক ভণ্ড ও মিথ্যাবাদীও!" যিনি নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ঈশ্বরের নামে' প্রতারণার আশ্রয়ে তাঁর অনুসারীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন। যার জের চলছে আজও। ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে যার মাশুল দিচ্ছে সমগ্র মুসলিম সমাজ, সমগ্র বিশ্ববাসী।

মানব ইতিহাসের অসংখ্য অত্যাচারী শাসকদের উত্থান ও পতন ঘটেছে। তারা কে কার চাইতে অধিক অত্যাচারী ও নৃশংস ছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে বাতুলতা; এই কারণে যে তাদের সংঘটিত অপরাধ গুলো কখনোই মুহাম্মদের মানবতা বিরোধী অপরাধের ন্যায্যতা প্রদান করে না। শুধু তাইই নয়, ইতিহাসের এসব অত্যাচারী শাসকরা কখনোই দাবী করেন নাই যে তারা ছিলেন 'সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত মহাপুরুষ (নবী) ও তাদের আদর্শ সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধান', যা মুহাম্মদ করেছিলেন!"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[227] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৫০:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-650/
"Narrated By Al-Bara: The last Sura which was revealed in full was Baraa (i.e. Sura-at-Tauba), and the last Sura (i.e. part of a Sura) which was revealed was the last Verses of Sura-an-Nisa': "They ask you for a legal decision. Say: Allah directs (thus) About those who have No descendants or ascendants As heirs." (4.177). [4:176]

[228] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।

http://www.quraanshareef.org/

[239] আল-তাবারী, ভলুউম ৯, ISBN 0-88706-692—5 (pbk), পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯

“In this year, Abu Bakr made the pilgrimage with the people. Abu Bakr departed from Medina with three hundred people and took with him five camels [for sacrifice], while the Messenger of God sent twenty camels [for sacrifice]. 'Abd al-Rahman b. 'Awf also made the pilgrimage and sacrificed. The Messenger of God sent 'Ali b. Abi Talib immediately after Abu Bakr had left. He overtook him at al-'Arj, and ('Ali) read the declaration of dispensation (al-Bara'ah)on the day of sacrifice at al-'Aqabah. ----

I have received an account on the authority of al-Harith b. Mullammad -'Abd al-'Aziz b. Aban-Abu Ma'shar - Muhammad b. Ka'b al-Qurazi and others: The Messenger of God sent Abu Bakr as a leader of the pilgrimage in the year 9/631 and sent 'Ali b. Abi Talib to read thirty or forty verses from Surat al Bara'ah to the people, giving the polytheists four months to travel in the land. 'Ali read the proclamation of dispensation on the day of 'Arafah thus giving the polytheists [the remaining] twenty days of Dhu al-Hijjah, and the months of Muharram, Safar, Rabi' I, and ten days of Rabi` II. He also read it to them in their settlements, stating that no polytheist would be allowed for the pilgrimage after that year and that no one would be allowed to circumambulate the House naked.”

[240] অনুরূপ বর্ণনা: “মুহাম্মদ ইবনে ইশাক; ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬১৭-৬১৯

[241] অনুরূপ বর্ণনা: আল-ওয়াকিদি ভলুম ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৭-১০৭৮; ইংরেজি অনুবাদ: ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮

[242] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৫২৯: আবদুর রহমান বিন আউফ ছিলেন বানু যুহরাহ গোত্রের এক বিশিষ্ট কুরাইশ, যিনি ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হোন। ওসমান-কে খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন মূল ভূমিকায়। তিনি ৬৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[243] Ibid আল-তাবারী নোট নম্বর ৫৩০: আল-আরজ - মদিনার অদূরে মক্কা যাওয়ার পথের একটি গ্রাম।

[244] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৫৩২: আল-আকাবা - মক্কা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরের একটি স্থান, যেখানে তীর্থযাত্রীরা নুড়ি-পাথর নিক্ষেপ করেন।

[245] Ibid আল-তাবারী - নোট নম্বর ৫৩৩-৫৩৪: আল-হারিথ বিন মুহাম্মদ - মৃত্যু ৮৯৫-৮৯৬ সাল। আবদুল আজিজ বিন আবান: মৃত্যু ৮২২-৮২৩ সাল; আবু মাশারি: মৃত্যু আনুমানিক ৭৩৮ সাল।

[246] আরাফা অথবা আরাফাত: মক্কা শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরবর্তী এক সমতলভূমি, বাৎসরিক হজ-যাত্রীদের প্রধান অনুষ্ঠান স্থলের একটি।

[247] সম্মানিত মাস: সহি বুখারি: ভলুউম ৪, বই ৫৪, নম্বর ৪১৯
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-54/Hadith-419/

[248] "কুরআন: ৯:৫" বিশয়ে ইবনে কাথিরের তাফসীর:
http://m.qtafsir.com/Surah-At-Taubah/This-is-the-Ayah-of-the-Sword

[249] "কুরআন: ৯:৬" বিশয়ে ইবনে কাথিরের তাফসীর:

http://m.qtafsir.com/Surah-At-Taubah/Idolators-are-granted-Safe-Pas---

‘---- In summary, those who come from a land at war with Muslims to the area of Islam, delivering a message, for business transactions, to negotiate a peace treaty, to pay the Jizyah, to offer an end to hostilities, and so forth, and request safe passage from Muslim leaders or their deputies, should be granted safe passage, as long as they remain in Muslim areas, until they go back to their land and sanctuary.’ ---

২৫০: সুরা তাওবার প্রথমাংশ-২: চূড়ান্ত শিক্ষা - 'তারা অপবিত্র!'

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত চব্বিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'ইসলাম' ধর্মের সমালোচকদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করা হয়, তার অন্যতমটি হলো: সমালোচকরা ইসলামের অনেক মহৎ শিক্ষা ও আদর্শের কোন প্রশংসাই করেন না। এই প্রসঙ্গে ইসলামের যে মহান শিক্ষা ও নির্দেশের উদাহরণ সচরাচর পেশ করা হয়, তা হলো: "ইসলাম উঁচু-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো বৈষম্য করে না, যার স্পষ্ট প্রমাণ হলো জামাতে নামাজ, মসজিদ-ঈদগাহর মাঠ ও হজব্রত পালন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মুসলমানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ আদায় করেন, ঈদগাহের মাঠে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে করেন কোলাকুলি, ভেদাভেদ ভুলে পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানরা হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সমবেত হোন মক্কায়। কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! ইসলামের 'যাকাত' প্রথা খুবই চমৎকার একটি বিধান, যা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে এবং এটি এমন একটি ধর্ম যা পিতা-মাতার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করার তাগিদ (কুরআন: ১৭:২৩-২৪, ৬:১৫১) ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দেয় (কুরআন: ৩১:১৪)। এই ধর্ম এতীমের ধন-সম্পদ রক্ষার বিধান দেয় (কুরআন: ৪:২, ৬:১৫২), একে অপরের হক যথাযথ আদায় করতে বলে ও অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার (কুরআন: ২:১৮৮);" ইত্যাদি, ইত্যাদি। নিশ্চিতরূপেই এসকল শিক্ষা ও বিধান অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার।

সমস্যা হলো, ইসলামের এসকল শিক্ষা ও আদেশ-নিষেধ সর্বজনীন নয়। ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা অনুযায়ী জগতের সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। মুহাম্মদ ও তার আদর্শে বিশ্বাসী (মুসলমান) ও অবিশ্বাসী (কাফের)। অবিশ্বাসী কাফেররা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ও অন্যান্য। একই দেশ ও রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এই মতবাদে, "মুসলমানদের জন্য এক রকমের আইন ও কাফেরদের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের আইন; মুসলমান-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ধরনের আইন, মুসলমান-কাফের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আইন।" ওপরে বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও বিধান শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য, যখন এক মুসলমান অন্য এক মুসলমানের সঙ্গে আচরণ করবেন। কাফেরদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের চূড়ান্ত আদেশ ও নির্দেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির!

'ইসলাম' একশত ভাগ সাম্প্রদায়িক মতবাদ। সে কারণেই, মানবতার মাপকাঠিতে ন্যায়-অন্যায়ের সর্বজন-গ্রাহ্য পরিচিত শিক্ষা ও বিধি-বিধান, এই মতবাদের শিক্ষা ও বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী হতে পারে। 'ইসলামের' একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে কাজের আদেশ করেছেন, তা হলো সৎ কাজ। মানবতার মাপকাঠিতে তা সেই কাজটি যতই গর্হিত হোক না কেন। আর যে কাজটি তিনি নিষেধ করেছেন, তা হলো মন্দ কাজ। মানবতার মাপকাঠিতে তা সেই কাজটি যতই মহৎ হোক না কেন। উদাহরণ: নিজেদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন,পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করে তাঁদের লাশগুলো-কে চরম অবমাননায় নোংরা গর্তে নিক্ষেপ করা; রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে নিরীহ বাণিজ্য-ফেরত কাফেলায় আক্রমণ করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা; বিনা উস্কানিতে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদের-কে খুন, জখম ও বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে চিরদিনের জন্য দাস ও যৌন-দাসীতে রূপান্তরিত করা; শত শত বছর যাবত বংশ-পরম্পরায় বসবাসকারী কোন

অবিশ্বাসী গোত্রের সমস্ত মানুষ-কে তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা; ইত্যাদি কর্মকাণ্ডগুলো মানবতার মাপকাঠি-তে পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই কুৎসিত অপকর্ম রূপেই চিহ্নিত। কিন্তু মুহাম্মদের নির্দেশিত মতবাদে (Islamic Ideology) অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদী কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনপদের বিরুদ্ধে এ সকল যাবতীয় কুৎসিত অপকর্মগুলো সম্পূর্ণরূপে শুধু যে বৈধ তাইই নয়, তা বিবেচিত হয় সর্বোৎকৃষ্ট সৎকর্ম রূপে। ইসলামী পরিভাষায় যাকে 'জিহাদ' নামে অভিহিত করা হয়। আর তা কী রূপে সম্পন্ন করতে হবে, তা মুহাম্মদ নিজেই তার প্রত্যক্ষ অনুসারীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীরা মুহাম্মদের এই নির্দেশিত সর্বোৎকৃষ্ট সৎকাজটি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করেন।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো:

"অমুসলিম কাফেরদের সর্বান্তকরণে ঘৃণা করা। তাঁদের-কে কখনোই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা। তাঁদের-কে কখনোই অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ না করা, এমন কী তারা যদি স্বীয় পিতা-মাতাও হয়। এমনকি তাঁদের মৃত্যুর পরও তাঁদের আত্মার মঙ্গলের জন্য দোয়া করা ইসলামি বিধানে সম্পূর্ণ নিষেধ (কুরআন: ৯:১১৩)।"

সুরা তাওবাহর প্রথম সাঁইত্রিশ-টি বানীই হলো বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের "চূড়ান্ত নির্দেশ।" ইসলামের 'আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ' নিয়ম অনুযায়ী, কুরআনের অন্যত্র কোথাও উদ্ধৃত যে কোন শিক্ষা, হুকুম ও নির্দেশ যদি মুহাম্মদের এই সর্বশেষ চূড়ান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশের বিপরীত-ধর্মী হয়, তবে পূর্বের সেই নির্দেশটি অগ্রহণযোগ্য বা বাতিল (Abrogated) বলে বিবেচিত হবে। কাফেরদের প্রতি একজন মুহাম্মদ অনুসারীর আচরণ কী রূপ হওয়া অত্যাবশ্যক (ফরজ), মুহাম্মদের এই চূড়ান্ত নির্দেশের আলোকে তার আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদ আর যে চূড়ান্ত নির্দেশগুলো জারী করেছিলেন, তা হলো,

মুহাম্মদের ভাষায়: [250]

অবিশ্বাসীদের প্রতি বিষোদগার:

৯:৯-১০ - *"তারা আল্লাহর আয়াত সমূহ নগন্য মুল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্নীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী।"*

তবে, তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই যদি তারা "মুহাম্মদের বশ্যতা" স্বীকার করে:

৯:১১- *"অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে র্বণনা করে থাকি।"*

কিন্তু, বশ্যতা স্বীকার করার পর যদি তারা ভঙ্গ করে প্রতিশ্রুতি তবে "লাগাও যুদ্ধ":

৯:১২ – *"আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।"*

আবারও যুদ্ধের উৎসাহ প্রদান ও অজুহাত পেশ:

৯:১৩- *"তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।"*

>>> মদিনায় এসে মুহাম্মদ মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসী সহিংসতা শুরু করেছিলেন, তারই বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে মুহাম্মদ কুরাইশদের বিরুদ্ধে এই অজুহাতগুলো উত্থাপন করেছিলেন। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা

'মুহাম্মদের' এই দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী। এ বিশয়ের আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৪২-৪৫)। এ বিশয়ের প্রাসঙ্গিক আরও আলোচনা মুহাম্মদের মক্কা অধ্যায় পর্বগুলোতে যথাসময়ে করা হবে।

অতঃপর "সহিংসতার নির্দেশ" ও তার ফজিলত বর্ণনা:

৯:১৪-১৫ – *"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"*

>>> আল্লাহর নামে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের কী ভাবে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লেলিয়ে দিয়েছিলেন, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো মুহাম্মদের এই জবানবন্দিগুলো। *"নিজ হাতে তাদের শাস্তি প্রদান ও লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে মুসলমানরা তাঁদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন ও তাঁদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন"* - কী মহান শিক্ষা!

যুদ্ধ-বিমুখ ও অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্বকারী অনুসারীদের কঠোর হুশিয়ারি:

৯:১৬ - *"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।"*

(অনুরুপ বানী: ৫:৫১; ৫:৫৭; ৪:১৩৮-১৩৯; ৪:১৪৪; ৩:১১৮: ইত্যাদি।)

>>> মুহাম্মদ তাকে নবী হিসাবে অস্বীকারকারী, তার সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের আখ্যায়িত করেছেন সীমালংঘনকারী, শয়তানের ভাই; কঠিন ঝগড়াটে ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী (২:২০৪; ৭:২০২) সম্প্রদায় হিসাবে! তিনি ঘোষণা করেছেন যে এই লোকগুলো হলো মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু ও নিকৃষ্টতর সাথী (৪:১০১; ৪:৩৮)। অনুসারীদের প্রতি তার কঠোর নির্দেশ এই যে,

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়---(৫৮:২২)।"

যারা মুহাম্মদের এই আদেশের অন্যথা করবে, তারা কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে ও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। সুতরাং, যে সমস্ত তথাকথিত মোডারেট মুমিন পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা অমুসলিমদের সাথে বন্ধুরূপ আচরণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের (আল্লাহর) এই সুস্পষ্ট নির্দেশ ভঙ্গকারী অথবা 'তাকিয়া (Taqyya)' অনুশীলন-কারী।

অতঃপর, অবিশ্বাসীদের বঞ্চিত করে 'মসজিদুল-হারাম' দখলের অজুহাত ও হুমকি:

৯:১৭ - *"মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।"*

৯:১৮ - *"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"*

আবারও যুদ্ধের উৎসাহ ও প্রতিপক্ষকে 'জালেম' বলে গালাগালি:

৯:১৯ - *"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।"*

অতঃপর "মহা-পুরস্কারের" প্রলোভন:

৯:২০-২২ - *"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।"*

"স্বীয় পিতা" কে ও অভিভাবক-রূপে গ্রহণ না করার নির্দেশ ও হুশিয়ারি:

৯:২৩ - *"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।"*

(অনুরূপ নির্দেশ: কুরআন: ২৯:৮, ৫৮:২২)

>>> এমন কী 'তাঁদের' মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ (৯:১১৩)! এ বিশয়ের আলোচনা "সুরা তাওবাহ: দ্বিতীয়াংশ" পর্বে (পর্ব: ২৪৫) করা হয়েছে।

"স্বীয় পিতা-মাতা-স্ত্রী-সন্তান” ইত্যাদির চেয়েও বেশী প্রিয়পাত্র হওয়ার বাসনা ও হুমকি:

৯:২৪ - *"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"*

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। মুহাম্মদের পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদ-আল (আবদুল) মুত্তালিব মুহাম্মদের জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেন। মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব তখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভে মুহাম্মদ। মুহাম্মদের জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর মা আমিনা ও দাদা আবদ আল-মুত্তালিব তাকে হস্তান্তর করেন হালিমা বিনতে আবু ধুয়ায়েব নামক এক দুধ-মাতার কাছে। দুই কিংবা আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত মুহাম্মদ তাঁর দুধ-মাতা হালিমার সন্তানদের সাথেই পালিত হন। জীবনের এই অত্যন্ত প্রাথমিক সময়ে মুহাম্মদ তাঁর নিজ মাতৃস্নেহ থেকে ছিলেন বঞ্চিত। ছয় বছর বয়সের সময় মুহাম্মদ তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর দাদা আবদ আল- মুত্তালিব (যার আসল নাম ছিল 'সেইবাহ') ইবনে হাশিমের মা, 'সালমা বিনতে আমর' এর পরিবারের সাথে দেখা করতে মদিনায় গমন করেন। আবদুল মুত্তালিবের মা (পিতা হাশিম ইবনে আবদে মানাফ এর স্ত্রী) এই সালমা ছিলেন মদিনায় খাজরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সেই হিসাবে মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোকেরা ছিলেন মুহাম্মদের আত্মীয়, যার আলোচনা 'আবু-লাহাব তত্ত্ব' (পর্ব: ১২) করা হয়েছে। মদিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন-কালে পথিমধ্যে আল-আবওয়া (Al-Abwa) নামক স্থানে মুহাম্মদের মা আমিনার মৃত্যু হয় ও সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। মুহাম্মদের বয়স যখন মাত্র আট বছর, তখন তাঁর দাদা আবদ-আল মুত্তালিব ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তিনি আশ্রিত ও পালিত হোন চাচা আবু তালিবের পরিবারে।

পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালকের এমন এক অবস্থান থেকে সমাজের 'সর্বময় কর্তা' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস কখনোই মসৃণ নয়। মুহাম্মদের জীবনেও তা ছিল না। মুহাম্মদ তাঁর কর্মময় নবী-জীবনে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর সেই বাধাকে অতিক্রান্ত করার প্রচেষ্টায় তিনি বিভিন্ন কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য সাধনের বাহন হিসাবে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন "তাঁর আল্লাহ-কে।" কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল জানার পর মুহাম্মদ "তাঁর আল্লাহর নামে" রচনা করতেন শ্লোক। অতঃপর তাকে তিনি ওহী-বার্তা আখ্যা দিয়ে প্রচার করতেন। তাঁর আগ্রাসী প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের কটাক্ষ-সমালোচনার জবাব; তাদের-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ভীতি-প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ বর্ষণ; নিজের প্রাধান্য বিস্তার ও অনুসারীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাঁদের-কে আশ্বাস, প্রলোভন (গণিমত ও বেহেশত) ও শাস্তির হুমকি; এমনকি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে ও মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে রচনা করতেন শ্লোক; যা তার স্বরচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী-গ্রন্থ (Psycho-biography) কুরআনের অসংখ্য বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

একান্ত শিশুকালে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ বঞ্চিত ও চাচার পরিবারে লালিত-পালিত মুহাম্মদ যে কে পরিমাণ স্নেহ বুভুক্ষু ও ভালবাসা প্রত্যাশী মানুষ ছিলেন, তার সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায় মুহাম্মদের এই চূড়ান্ত নির্দেশটি-তে (কুরআন: ৯:২৪)। মুহাম্মদ চান যে, মানুষ তাকে জগতের সবকিছুর চেয়ে অধিক ভালবাসুক। এমন কি নিজ পিতা-মাতা ও সন্তানদের চেয়েও অধিক। মুহাম্মদের এই উদগ্র বাসনা ও শিক্ষা যে কী পরিমাণ ভয়াবহ, নিষ্ঠুর ও কুৎসিত, তার সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায়, মুহাম্মদের এই বানীটি বিশ্লেষণের মধ্যমে।

"প্রাণী জগতে মানব শিশুই বোধ করি সবচেয়ে বেশী অসহায়, এই কারণে যে, জন্মের পর অন্য কোন মানুষের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া কোন মানব শিশুই বাঁচতে পারে না। শিশুকালের সেই একান্ত অসহায় মুহূর্তে পিতা-মাতা, ভাই-

বোন, পরিবার সদস্য, আত্মীয়-স্বজন কিংবা অন্য কোন মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় আমরা বেড়ে ওঠার সুযোগ পাই। নতুবা আমাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। মুহাম্মদ চান, অনুসারীরা তাকে তাঁদের এই সমস্ত জীবন-দানকারী মানুষগুলোর চেয়েও অধিক ভালবাসুক!

এই প্রত্যাশায় মুহাম্মদের কঠোর নির্দেশ:

'এই মানুষগুলোও যদি মুহাম্মদের বশ্যতা অস্বীকারকারী হয়, তবে তাঁর অনুসারীরা যেন তাঁদের-কে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ না করে। আর এদের মধ্যে কেহ যদি মুহাম্মদের সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের নির্দেশ এই যে, তাঁরা যেন এই মানুষগুলোর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে, এবং প্রয়োজনে তাঁদেরকেও হত্যা করে।'"

হুনায়েন যুদ্ধ (বিস্তারিত: পর্ব ২০২-২১১ ও ২১৬-২২০) প্রসঙ্গে:

৯:২৫-২৭ - *"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল। এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"*

অতঃপর চূড়ান্ত শিক্ষা: "মুশরিকরা অপবিত্র!"

৯:২৮ – *"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর,*

তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

>>> মুহাম্মদ তাঁর 'আল্লাহ' নামের মুখোশের আড়ালে তাঁকে নবী হিসাবে অস্বীকারকারী, তাঁর মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের কী রূপ অকথ্য ভাষায় গালাগালি, অসম্মান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তা 'কুরআনে' অত্যন্ত সুস্পষ্ট!

"তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব, সৃষ্টির অধম ও অপবিত্র (৮:৫৫; ৯৮:৬ ইত্যাদি);

তারা কুকুরের মত, চতুষ্পদ জন্তুর মত কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর (৭:১৭৬; ৭:১৭৯; ২৫:৪৪; ইত্যাদি); তারা বানর ও শুকরে পরিণত হওয়া অভিশপ্ত সম্প্রদায় (২:৬৫; ৫:৬০; ইত্যাদি); তারা মিথ্যাবাদী, নির্বোধ ও বিবেক বুদ্ধিহীন (৬:২৮; ২৯:১২; ৯:১২৭; ৫:১০৩ ইত্যাদি); তারা অন্ধ, মূর্খ, মূক ও বধির (১০:৪২-৪৩; ৩০:৫২-৫৩; ৬:৩৯; ৬:১১১;৩৯:৬৪ ইত্যাদি); তারা জালেম ও নাফরমান" (২:২৫৪; ৩:১৫১; ৬:২১; ২২:৭১; ২৮:৫০; ৩২:২২; ২:৯৬, ২:১৭০-১৭১, ৩:৯৪, ৫:৫৯, ৬:৩৩, ৬:৪৫, ৬:৫৮, ৬:৯৩, ৬:১৩৫, ৯:৪৭, ৯:৮৪, ৫৯:১১-১৯; ইত্যাদি) - ইত্যাদি এমন কোন অসম্মানজনক ও কুরুচি-পূর্ণ বাক্য নাই, যা মুহাম্মদ তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন নাই। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ' পর্বে (পর্ব: ২৬-২৭) করা হয়েছে।

যে কাবা ঘরে সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যবাত বংশ পরস্পরায় তাঁদের তীর্থস্থান হিসাবে সম্মান করতেন, দূর-দূরান্ত থেকে প্রতি বছর তীর্থ-কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সমবেত হতেন, পাশাপাশি বসে তাঁদের নিজ নিজ দেবতা ও ঈশ্বরের আরাধনা করতেন; শক্তিমত্তায় মত্ত মুহাম্মদ তা তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 'এটিকে' শুধুমাত্র তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের

তীর্থস্থান হিসাবে শুধু দখলই করেন নাই, পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিমরা যেন এই ঘরটির নিকটেও না আসে তার উন্মুক্ত ঘোষণা দেন।

মক্কা বিজয় পরবর্তী এই প্রথম হজ্বই ছিল "অবিশ্বাসীদের বিদায় হজ!" [251] [252]

আহলে-কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ:

৯:২৯ - *"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"*

>> মুশরিকদের (পৌত্তলিক) জন্য ইসলাম গ্রহণই বাঁচার একমাত্র উপায় (কুরআন: ৯:৫), আর আহলে কিতাবদের প্রাণ রক্ষার জন্য বিশেষ ছাড় এই যে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ না করেও বেঁচে থাকতে পরবেন, যদি তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বশ্যতা স্বীকার করে "অবনত মস্তকে করজোড়ে" যিযিয়া প্রদান করেন (কুরআন: ৯:২৯)! মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যখন তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতায় 'মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ' প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করে, তখন মুসলমান শাসকরা পৌত্তলিক সহ সকল কাফেরদের আহলে কিতাবদের স্ট্যাটাসে ('ধিম্মি [dhimmi]') অন্তর্ভুক্ত করে *জিযিয়া* আদায় শুরু করেন। কাফেরদের খুন করলে কোন অর্থ-প্রাপ্তি হয় না, তাদের-কে বাঁচিয়ে রেখে *জিযিয়া* আরোপের মাধ্যমে যা পূর্ণ হয়। তথাকথিত মোডারেট মুসলমান পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা সাধারণ সরল প্রাণ মুসলমান ও অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করেন এই বলে যে, "মুসলমানদের জন্য যেমন 'যাকাত' অত্যাবশ্যক, তেমনই অমুসলিমদের জন্য জিযিয়া।'" তারা দাবী করেন, "এ দুটোই হলো ট্যাক্স ও এতে অমুসলিমদের জন্য কোন অসম্মান নেই," - যা 'ডাহা মিথ্যা! কারণ, 'যাকাত' প্রদানে কোন অসম্মান নেই। আর শরিয়া রাজ্যে 'যিযিয়া' হলো অবিশ্বাসীদের ওপর মুসলিম শাসকদের বৈষম্য ও অসম্মানের ("অবনত মস্তকে করজোড়ে") মূর্ত প্রতীক।

অতঃপর অভিশাপ বর্ষণ:

৯:৩০ - *"ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।"*

৯:৩১ - *"তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।"*

৯:৩২- *"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।"*

অতঃপর "আত্ম-প্রশংসা":

৯:৩৩ - *"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।"*

আবারও হুমকি:

৯:৩৪-৩৫- *"হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন*

বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

সম্মানিত মাস প্রসঙ্গ ও আবারও যুদ্ধের উৎসাহ:

৯:৩৬ - *"নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।"*

৯:৩৭ - *"এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"*

>>> তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিতরা 'জিহাদ' এর সুস্পষ্ট সহিংস নির্দেশ-গুলোকে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমান ও অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করেন। এ বিষয়ে মুহাম্মদের ঘোষণা অত্যন্ত স্পষ্ট। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ইসলামী রাজত্ব কায়েম না হবে, ততদিন পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। "মনের জিহাদ" এর কোন অস্তিত্বই এখানে নেই।

ইসলাম বিশ্বাসীরা তৎকালীন কাফেরদের অন্ধকারের বাসিন্দা (আইয়্যামে জাহিলিয়াত) বলে অনবরত তাচ্ছিল্য করেন। তারা উচ্চ-স্বরে প্রচার করেন যে, তৎকালীন কাফেররা সামান্য কারণে গোত্রে-গোত্রে ও বংশ-পরম্পরায় খুনাখুনি-যুদ্ধ ও বিবাদ-

বিসংবাদে লিপ্ত থাকতেন। আর মুহাম্মদের জবান বন্দিতেই আমারা জানছি: “তাঁর অনুসারীরা যেন তাঁদের অমুসলিম পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে।" আর তাঁদের সেই কাফের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা যদি ধর্মান্তরিত তাঁদের সেই সন্তানদের মুহাম্মদের নাগ-পাশ থেকে ফিরানোর চেষ্টা করেন, কিংবা যদি তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদের বিরোধিতা করেন, কিংবা মুহাম্মদের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, কিংবা তাঁর কর্ম-কাণ্ডের কোনরূপ সমালোচনা কিংবা বাধা-প্রদান করেন; তাহলে, মুহাম্মদের নির্দেশ হলো, তাঁর অনুসারীরা যেন এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁদের-কে খুন করে! অর্থাৎ, মুহাম্মদ আরবের গোত্রীয় কোন্দলকে পারিবারিক কোন্দলে উন্নীত করেছিলেন!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[250] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।
http://www.quraanshareef.org/

[251] সহি বুখারী, ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৪৯
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-649/

[252] সহি বুখারী, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১৭৮
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-178/

২৫১: আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ ও সুরা তাওবাহ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত পঁচিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামে কোন কোমল, মোডারেট, উগ্রবাদী, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, শিয়া, সুন্নি, ওহাবী, সালাফি, কাদিয়ানী, সুফি, অসুফি; ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ নেই! তথাকথিত মোডারেট মুসলমান পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা কুরআন, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের অসংখ্য অমানবিক শিক্ষাকে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলমান ও অমুসলমানদের কাছ থেকে আড়াল করার প্রয়োজনে, 'মুসলমানদের এই শ্রেণী বিভাগ কে ইসলামের' শ্রেণী বিভাগ' রূপে আখ্যায়িত করেন। ইসলাম একটিই, আর তা হলো হযরত মুহম্মাদ (সাঃ) এর ইসলাম; যার ভিত্তি হলো: কুরআন, সিরাত ও হাদিস।

বলা হয়, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো 'কুরআন।' কুরআনের মোট সুরা সংখ্যা ১১৪। এর সমস্ত আয়াত দুই ভাগে বিভক্ত: মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ। সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত কুরানের উৎস মোতাবেক এর ৮৭ টি সুরা মক্কায়, বাঁকি ২৭ টি মদিনায় অবতীর্ণ। বর্তমান কুরআনের সুরা নম্বর অনুযায়ী মদীনায় অবতীর্ণ ২৭ টি সুরাকে ছড়ার আকারে সহজে মনে রাখার উপায়: [253]

দুই থেকে নয়,
বাদ সাত ছয়।
বাইশ-চব্বিশ ও তেত্রিশ,
উনপঞ্চাশ-আটচল্লিশ আর সাতচল্লিশ।
সাতান্ন হইতে ছেষট্টি আর পাঁচ-পঞ্চাশ,
যিলযাল-নছর-ফালাক-আর নাসে মদিনায় সাতাশ।

যাবতীয় কসম ও শপথ, পুরাকালের নবীদের গল্প-গাঁথা ও মোজেজার বর্ণনা, দোযখের বীভৎস বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষ হুমকি ও ভীতি-প্রদর্শন, মাঝে মধ্যে সহনশীলতার উপদেশ ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা; এ জাতীয় বাণীগুলো মুহাম্মদ প্রচার করেছিলেন মক্কায় ও তাঁর প্রাথমিক মদিনা জীবনে (৬১০-৬২২ সাল); যখন তার বাহুবল ও জনবলের কোনোটাই ছিল না তার মতবাদে অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার। অন্যদিকে, অমুসলিমদের প্রতি যত কঠিন থেকে কঠিনতর আয়াত, প্রত্যক্ষ হুমকি ও হত্যার নির্দেশ, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছেদের নির্দেশ, আইন ও বাধ্যবাধকতা; এ সমস্ত আয়াতের জন্মস্থান হলো মদীনা (৬২২-৬৩২ সাল); তা সে কুরানের যে অংশেই থাকুক না কেন। এ আয়াতগুলো মুহাম্মদের শক্তি-বৃদ্ধি মাপকঠির ধারাবাহিক বর্ণনা।

তথাকথিত মোডারেট ইসলামী পণ্ডিতদের সাথে সুর মিলিয়ে প্রায় সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপপণ্ডিতরা এবং কিছু অমুসলিম তথাকথিত বুদ্ধিজীবী লেখক, সাংবাদিক ও কলাম লেখক দাবি করেন যে ইসলাম অন্যান্য ধর্মাম্বলীদের প্রতি অতীব সহনশীল। আর তা প্রমাণ করতে তাঁরা কারণে-অকারণে উদ্ধৃত করেন মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা সময়ের অল্প কিছু গৎবাঁধা সহনশীল বাণী। কিছু উদাহরণ:

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই (কুরআন: ২:২৫৬); আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি (৬:১০৭); তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী

করবে ঈমান আনার জন্য? (১০:৯৯); তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র (১১:১২); আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন (৫০:৪৫); যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক (৭৪:৫৫); আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন (৮৮:২১-২২); তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে (১০৯:৬)" - ইত্যাদি।

এ বিষয়ে তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় উদ্ধৃতিটি হলো, মদিনায় অবতীর্ণ 'সুরা মায়েদার' ৩২ নম্বর বাক্যটির শুরুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশটি গোপন করে তার পরের অংশের উদ্ধৃতি;

"------যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।"

তাঁদের এই উদ্ধৃতিটি একেবারেই নন-সেন্স (Nonsense)! কারণ, সুরা মায়েদার ২৭ থেকে ৩২ নম্বর আয়াতগুলো হলো "আদমের দুই পুত্রের মধ্যে খুনাখুনির কিচ্ছা", যা মুহাম্মদ তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গেই মুহাম্মদের এই ৫:৩২ আয়াতটি যা, "বনি ইসরাইলদের প্রতি আল্লাহ লিখে দিয়েছেন" বলে মুহাম্মদ এই বাক্যটির শুরুতেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অনুসারীদের প্রতি এই বাক্যটি মুহাম্মদের কোন নির্দেশ নয়! তাঁর নির্দেশ হলো এই বাক্যের পরের দুটি বাক্য (৫:৩৩-৩৪):

মুহাম্মদের ভাষায়: [253]

৫:৩২ (সুরা মায়েদা) - *"এ কারণেই আমি বনী-ইসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা*

করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।"

৫:৩৩ - *"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।"*

৫:৩৪ - "*কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।"*

>>> কী বীভৎস বর্ণনা! একটি অতি সাধারণ প্রশ্ন: "কোন মানুষের পক্ষেই কী এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি-কর্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব?"

অবশ্যই নয়! সুতরাং, ৫:৩৩ বাক্যটির শুরুতেই মুহাম্মদ যে 'আল্লাহ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, নিশ্চিতরূপেই সেই 'আল্লাহর' সাথে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকে) কোনই সম্পর্ক নেই। 'আল্লাহ' নামের এই বাহনটি মুহাম্মদ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনে! এখানে মুহাম্মদ যা বলছেন, তার সরল অর্থ হলো, "যারা মুহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকেই ধরে এনে এই ধরণের বীভৎস শাস্তি দেওয়া হবে।" আল্লাহর নামে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কীভাবে তাঁর সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের খুন ও বীভৎস সহিংসতায় লেলিয়ে দিয়েছিলেন, কুরআনে বর্ণিত এই ধরণের অসংখ্য সুস্পষ্ট নির্দেশের একটি হলো মুহাম্মদের এই ৫:৩৩ নির্দেশ-টি!! তবে, মুহাম্মদের করুণা এই যে, "ধরা পড়ার আগেই যদি কেউ

মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন", তবেই তাঁরা মুহাম্মদের এই বীভৎস শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন (৫:৩৪)!

আরও কিছু উদাহরণ:

৪:৮৯ (সূরা আন নিসা) - *"তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।"*

>>> হিজরত বিমুখ অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই নৃশংস নির্দেশ, "তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর।"

৯:২৯ (সুরা আত- তাওবাহ) - *"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"*

>> অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের এই নির্দেশ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের (আহলে-কিতাব) বিরুদ্ধে। "মুশরিকদের (Polytheist)" জন্য ইসলাম গ্রহণই বাঁচার একমাত্র উপায় (৯:৫); আর আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) প্রাণ রক্ষার জন্য বিশেষ ছাড় এই যে তাঁদের জন্য ইসলাম গ্রহণ ছাড়াও আরও একটি পথ খোলা আছে, আর তা হলো, "অবনত মস্তকে করজোড়ে" যিযিয়া প্রদান!

৯:৫২ - *"আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান*

করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।"

>>> অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের এই নির্দেশ হলো তাঁর জিহাদ (যুদ্ধ) বিমুখ অনুসারীদের বিরুদ্ধে (৯:৪১-৯:৫২)। মদিনায় মুহাম্মদের শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে শুধু অমুসলিমই নয়, তাঁর নির্দেশ যথাযথ পালন না কারী অনুসারীদের বিরুদ্ধেও কঠিন থেকে কঠিনতর প্রত্যক্ষ হুমকি ও হত্যার নির্দেশ! দোযখের হুমকির সাথে সাথে তিনি দুনিয়াতেই সে 'শাস্তি' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রেখেছেন ['আমাদের হস্তে' (৯:৫২)]! আল্লাহর আযাব অনিশ্চিত বিশ্বাস মাত্র, আর অমুসলিম ও আজ্ঞা-পালন না কারী অনুসারীদের উপর মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের "আযাব" বাস্তব!

বিফল ও অক্ষম মুহাম্মদের মক্কার আপাত সহনশীল বাণী, "আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন (৫০:৪৫)। আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন (৮৮:২১-২২)" - ইত্যাদি ছিল মুহাম্মদের মক্কা-জীবনে। যখন তার বাহুবল ও জনবলের কোনোটাই ছিল না তার সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করার। সে সময় অবিশ্বাসীদের শাস্তি আল্লাহর উপর (মৃত্যু-পরবর্তী দোযখ) ছেড়ে দেয়া ছাড়া মুহাম্মদের গত্যন্তর ছিল না। সেখানেও তিনি পরোক্ষ হুমকি-শাসানী-তাচ্ছিল্য কোন কিছুই বাদ রাখেন নাই। ঐ সব আপাত সহনশীল ও শান্তির বাণী কর্পূরের মত উধাও হয়ে মদিনায় সফল ও শক্তিমান মুহাম্মদের আসল চেহারায় আত্ম-প্রকাশ!

আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ (Al-Nasikh wa al-Mansukh):

১৬:১০১ (সূরা নাহল - মক্কায় অবতীর্ণ) - *"যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল*

জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।" [254]

>>> মুহাম্মদের এই ১৬:১০১ বাণীটিতে যা সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী বাণী প্রচার করতেন। "সৃষ্টিকর্তার বানী কখনোই পরস্পরবিরোধী হতে পারে না," এই সত্য অবিশ্বাসীরাও জানতেন। সে কারণেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা মুহাম্মদকে বলতেন, "আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন।" কুরআনের যাবতীয় বাণী মুহাম্মদের। মুহাম্মদ একজন মানুষ ছিলেন। একজন মানুষ, সে যত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও মেধার অধিকারীই হউন না কেন তার স্মৃতি কখনোই শতভাগ শুদ্ধ হতে পারে না। কুরআনে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মুহাম্মদ মাঝে মধ্যেই স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে (মানবিক বৈশিষ্ট্য), কিংবা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে, কিংবা কোন উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রয়োজনে পরস্পর বিরোধী বাণী প্রচার করতেন। যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তার পূর্বের প্রচারিত বানী এবং পরের প্রচারিত বাণীটির মধ্যে অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির মুহাম্মদ তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই আয়াতটি আমদানি করেছিলেন।

কোন মানুষই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হতে পারেন না। সমাজ ও সংস্কৃতি এক চলমান (Dynamic) প্রক্রিয়া। কোন চলমান প্রক্রিয়াকেই কোন স্থির বিধান বা মতবাদ দিয়ে অনন্তকাল পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আগের জারীকৃত আইন পরিবর্তন অপরিহার্য। সর্বোপরি মক্কায় ও প্রাথমিক মদিনা জীবনে ধনে-মানে-জনে দুর্বল ও শক্তিহীন মুহাম্মদের বানী "কিছুটা" আপাত সহনশীল হবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই শক্তিহীন অবস্থাতেও মুহাম্মদ সহনশীল ছিলেন না (বিস্তারিত: 'হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপ' [পর্ব: ২৬] পর্বে)। । সেই শক্তিহীন অবস্থাতেও মুহাম্মদ তাঁর বশ্যতা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে কী পরিমাণ হুমকি, শাসানী, তাচ্ছিল্য ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তার উদাহরণ ইতিহাস হয়ে

আছে তারই রচিত জীবনী-গ্রন্থ কুরানের পাতায় পাতায়। সেই একই মানুষ যখন শক্তি-মত্তার অধিকারী হবেন তখন কী তিনি আর নিজেকে শুধু সহনশীল বানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন?

'ইসলামে' দীক্ষিত হওয়ার একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শর্ত হলো ইমান বা শাহাদা: "মুহাম্মদ ও তার আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস!" এই ‘ইমান’ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই কোন ব্যক্তি নিজেকে ইসলাম বিশ্বাসী বলে দাবী করতে পারেন না। ইসলামের এই একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শর্ত অনুযায়ী, আল্লাহর নামে মুহাম্মদ 'কুরআনে' যে আদেশ ও নির্দেশ জারী করেছেন, তা তাঁর অনুসারীদের জন্য অবশ্য পালনীয়। নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ বা ইচ্ছা-মাফিক তা গ্রহণ বা বর্জন করার কোন অধিকারই তাঁদের নেই। মদিনায় অবতীর্ণ সুরা গুলোতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই ৫:৩৩ নির্দেশের মতই অসংখ্য বীভৎস নির্দেশ ও শিক্ষার বর্ণনা আছে, যা মুহাম্মদের মক্কা ও প্রাথমিক মদিনা জীবনের নির্দেশ ও শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত! এমত পরিস্থিতিতে, তার অনুসারীদের জন্য এই বিপরীত-ধর্মী নির্দেশের কোনটি অনুসরনীয় তা মুহাম্মদ নিজেই সুস্পষ্টভাবে তার অনুসারীদের অবহিত করিয়েছেন।

এ বিষয়ে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো:
২:১০৬ (সূরা আল বাক্বারাহ) - *"আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।"*

>> অর্থাৎ, যদি কুরআনের দুই বা ততোধিক আয়াত পরস্পরবিরোধী হয়, তবে যে আয়াতটি "পরে" নাজিল হয়েছে সেটাকেই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ধরতে হবে। যার সরল অর্থ হল, সেরূপ ক্ষেত্রে মদীনার আয়াত (পরে নাজিলকৃত) মক্কার আয়াতগুলোকে (পূর্বে নাজিলকৃত) বাতিল (Abrogate) করে। ইসলামী পরিভাষায় যা আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ নামে অবিহিত। পরে নাযিল কৃত গ্রহণযোগ্য

আয়াতটিকে বলা হয় "আল- নাসিক," আর এই আয়াতের দ্বারা পূর্বের যে আয়াতটিকে বাতিল করা হয়েছে তাকে বলা হয় "আল-মানসুখ।" সে কারণেই, বিপরীতধর্মী কোনো বিশেষ আয়াতের কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা জানতে সে আয়াতের জন্মস্থান ও সময়কাল জানা অত্যন্ত জরুরী।

নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে কুরআনের সর্বশেষ সুরা হলো সূরা নছর, বর্তমান কুরআনের ১১০ নম্বর সুরা। এটি মাত্র তিনটি বাক্যের এক সুরা, যাতে কোন নির্দেশ নেই। কুরআনের সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা হলো "সুরা আত-তাওবাহ", বর্তমান কুরআনের ৯ নম্বর সুরা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরা। তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের সুবিধাজনক বক্তৃতা-বিবৃতিতে বিভ্রান্ত হতে না চাইলে এই সুরাটির 'মর্মার্থ ব্যাখ্যা ও শানে নজুল' সহ পাঠ ও অনুধাবন প্রতিটি অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন ইসলাম বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর তার কারণ হলো: [255] [256]

যেহেতু সুরা আত-তাওবাহই হলো মুহাম্মদের সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা, সেহেতু ইসলামের 'আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুক' নিয়ম অনুযায়ী, কুরআনের অন্যত্র কোথাও উদ্ধৃত যে কোন শিক্ষা, হুকুম ও নির্দেশ যদি এই সুরা-বর্ণিত নির্দেশের বিপরীত-ধর্মী হয়, তবে সেই নির্দেশটি অগ্রহণযোগ্য বা বাতিল (Abrogated) বলে বিবেচিত হবে।

যে সমস্ত মৌলবাদী জেহাদি ভাইয়েরা আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল সর্বস্ব বাজী রেখে অপরকে মারছেন এবং নিজেও মরে তাদের বিশ্বাসের গভীরতার প্রমাণ দিচ্ছেন, তারা কুরআনের সেই শিক্ষা, আদেশ ও নিষেধগুলো মান্য করেন, যেগুলোর জন্মস্থান হচ্ছে মদীনা। বিশেষ করে 'সুরা তওবাহর' চূড়ান্ত নির্দেশগুলো, যার আলোচনা গত দু'টি (পর্ব: ১৪৯-১৫০) পর্বে করা হয়েছে। মৌলবাদী জিহাদিরা একান্ত সহি ভাবে জানে যে, তারা সত্য পথের উপর আছে। তারা খুব ভালভাবে জানে যে, পরবর্তী

সময়ে নাযিল-কৃত আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতকে নাকচ করে দিয়েছে। অত্যন্ত সহজ তাদের যুক্তি: পৃথিবীর অন্য সব আইনের মতই পরবর্তীতে জারিকৃত আইন ও নীতিমালা পূর্বের জারিকৃত আইন ও নীতিমালাকে নাকচ করে দেয়। এই সহজ বিষয়টা তথাকথিত মোডারেট মুসলমানেরা বুঝতে পারে না। কারণ তারা হয় ধর্ম বিষয়ে অতিশয় অজ্ঞ, অথবা বুঝতে চায় না কারণ তারা হিপোক্রাইট বা অতিশয় ভণ্ড।

"তথাকথিত" মোডারেট ইসলাম পণ্ডিত হলেন তারাই যারা যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করে উপস্থিত দর্শক শ্রোতার মানসিক চাহিদা মোতাবেক যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমন "কুরান-সিরাত-হাদিসের বর্ণনা" পরিবেশন করেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতই মুসলমানেরা ও তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় যাবতীয় প্রয়োজনেই পরিপার্শ্বিক সমাজ ও সংস্কারের আদর্শ ও নিয়ম দ্বারাই পরিচালিত হন, ধর্ম-শাস্ত্রের প্রতিটি নিয়ম কানুন তাঁরা জানেন না এবং/অথবা মানেন না। তাঁদের কাছে মুহাম্মদের "সন্ত্রাস ও নৃশংসতার" শিক্ষা প্রচার নিরাপদ নয়। তাই সংগত কারণেই তাঁরা তা গোপন রাখেন, কিংবা বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে তার বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু যে সমস্ত মুসলমান ভাইয়েরা "ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা" জানা ও মানার জন্য বদ্ধপরিকর তারা ঠিকই জানেন যে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাফেরদের বিরুদ্ধে "জিহাদ" অত্যাবশ্যক।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [257]

ইবনে আয-যুবায়ের থেকে বর্ণিত: আমি উসমান বিন আফফানকে (যখন তিনি কুরআন সংগ্রহ করছিলেন) বলেছিলাম, "'আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করবে ----(২:২৪০)' আয়াতটি অন্য একটি আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তোমাকে কেন তা লিখতে হবে? (কিংবা, কুরআনে রেখে দিতে হবে)?" উসমান বলেছিল. "হে আমার ভাইয়ের ছেলে! আমি এর কোন কিছুই তার স্থান থেকে সরাব না।"

>>> ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, কুরআন সংকলন কালে ইসলামের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উসমান ইবনে আফফান ইচ্ছা করেই কুরআনের "বাতিল” আয়াতগুলো তাঁর এই সংকলন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, পাঠকদের জন্য কোনরূপ টীকা কিংবা ব্যাখ্যা ছাড়ায়। উসমান যে উদ্দেশ্যেই এই কাজটি করুন না কেন, তাঁর এই কর্মটি যে "আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুখ" নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ যে কোন মানুষ-কে অতি সহজেই "ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ" সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকারী, তা সু-নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[253] কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর।
http://www.quraanshareef.org/

[254] ইবনে কাথিরের কুরআন তাফসীর:
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2935&Itemid=71

[255] নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে কুরআনের সর্বশেষ সুরা: সুরা আত-তওবাহ:
সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৬৫০:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-5/Book-59/Hadith-650/

[256] নাজিলের সময়ের ক্রমানুসারে কুরআনের সুরা ও তার ক্রমিক নম্বর:
https://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an

[257] সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৫৩:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-53/

[258] অনুরূপ বর্ণনা -সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ৫৪:
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-6/Book-60/Hadith-54/

২৫২: 'চূড়ান্ত নির্দেশ' পরবর্তী প্রতিক্রিয়া - দলে দলে ইসলাম গ্রহণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – দুইশত ছাব্বিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল পেশা হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের "ধর্মব্যবসা!" শাসক-যাজক চক্রের মিলিত পারস্পরিক নির্ভরতার এই অত্যন্ত সফল প্রজেক্ট-টি দশ হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে টিকে আছে ও আজকের পৃথিবীর বিজ্ঞানের মহা-উৎকর্ষের এই যুগেও তা অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে বাণিজ্য করে চলেছে। এর প্রমাণ হলো, ঈশ্বর ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন বিষয়ে চাক্ষুষ কিংবা প্রামাণিক কোনরূপ তথ্য-উপাত্ত (Evidence) না থাকা সত্বেও আজকের যুগের অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বর ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন 'নিশ্চিত সত্য' জ্ঞানে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী প্রতিটি আবিষ্কারের সুফল ভোগ করেন ও একই সাথে তাঁরা যাজক ও ধর্ম-প্রচারকদের (Apologist) প্রচারণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেন, "বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, তাই তা 'সত্য' নয়; মহাসত্য হলো হাজার হাজার বছর আগে বসবাসকারী ধর্মগুরুদের অবৈজ্ঞানিক 'দিব্যজ্ঞান' ও তাদের রচিত গ্রন্থের কাহিনী!"

তাঁদের এই বিশ্বাসের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পর্ক সামান্যই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলো-বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগুষ্টি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ধারী মানুষদের মধ্যে এই প্রবণতা বিদ্যমান। আজকের পৃথিবীর মানব

মনস্তত্ত্বের এ এক বিচিত্র অসঙ্গতি! বিজ্ঞান-কে (Evidenced based knowledge) অবলম্বন করে আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করি, আর চিন্তা-চেতনায় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অবৈজ্ঞানিক আদিম ধ্যান ধারণা পোষণ করি। এই অসঙ্গতির অন্যতম কারণ হলো, একান্ত শিশুকালে আরোপিত পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মীয় শিক্ষার শক্তিশালী প্রভাব।

এই প্রক্রিয়াই অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামই সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী ও সফল। এর কারণ হলো, এই ধর্ম অনুশীলন-কারী সকল অনুসারীই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 'ইসলাম প্রচারক' এর ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের শিক্ষা হলো, প্রতিটি মুসলমানেরই কর্তব্য হলো, অনুশাসন পালনে গাফেল ইসলাম বিশ্বাসীদের ইসলামের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা ও অবিশ্বাসীদের 'ইসলামে' দীক্ষিত করার চেষ্টা; এটি তাঁদের ইমানী দায়িত্ব। এ সকল সাধারণ ইসলাম বিশ্বাসীদের কাছ থেকে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এর আহ্বান বিশ্বের প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী অত্যন্ত শিশুকাল থেকেই নিত্যই শুনে থাকেন। চারিপাশের এ সকল লোকদের কাছ থেকে নামাজ-রোজার আহ্বান শোনেননি, এমন একটিও বে-নামাজি ও বে-রোজদার মুসলমান জগতে আছেন বলে কল্পনাও করা যায় না।

পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের সাধারণ ধর্মাম্বলীরা ইসলামের মত এত বেশি সময়সাপেক্ষ অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট নয়। প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠার সময় থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এই ১৬-১৮ ঘণ্টা সচেতন সময়ে কমপক্ষে পাঁচ বার (গড়ে প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টায় একবার) পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজে ইসলাম বিশ্বাসীদের মস্তিষ্কে মুহাম্মদের গুণকীর্তন ও আদেশ-নিষেধের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় উচ্চকণ্ঠ আজানের মাধ্যমে, পরিবার সদস্যদের মাধ্যমে ও পরিপার্শ্বের অন্যান্য মুসলমানদের মাধ্যমে।

এই বিরামহীন 'ইসলামী প্রোপাগান্ডার' বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসা যে কোন ইসলাম বিশ্বাসীর জন্যই অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য! জন্মের পর থেকে যা কিছু তাঁদের শেখানো হয়েছে, যাকে তাঁরা 'পরম সত্য' জ্ঞানে বিশ্বাস করে এসেছেন, প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে তা যখন একটু একটু করে একে একে 'মিথ্যা বলে' প্রমাণিত হতে থাকে ও তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন যে, "সত্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত;" তখন তা হয় এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অনুভূতি। এই প্রাথমিক স্তরটিকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করার পরের প্রাপ্তি, "মুক্তির অনাবিল আনন্দ!"

ইন্টারনেট প্রযুক্তি প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীদের জন্য এক অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কুরআন ও আদি উৎসের (Primary source) মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই স্পষ্ট নথি-ভুক্ত ইসলামের ইতিহাসের যে তথ্য-উপাত্ত শাসক-যাজক-প্রচারক চক্র সাধারণ সরল প্রাণ মুসলমানদের কাছ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে গোপন করে এসেছেন, তা আজকের যুগের যে কোন ইসলাম বিশ্বাসীই নিরপেক্ষ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটু উদ্যোগী হলেই যাচাই করে নিতে পারেন।

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর আক্রমণ, খুন, জখম, দাস ও যৌন দাসী-করণ, সম্পদ লুণ্ঠন ও তাঁদের ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণ দাবি; ইত্যাদি সমস্তই "জিহাদ' নামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্মের অংশ। মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি ও জনপদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৬৫টি সহিংস হামলা বা যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন। যার ২৭-টি তিনি নিজে পরিচালনা করেছেন। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পরি এর প্রত্যেকটি-তে প্রথম আক্রমণকারী গুষ্ঠি ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা,

অবিশ্বাসীরা নয়। অবিশ্বাসী জনপদবাসী করেছেন মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের কবল থেকে তাঁদের জান-মাল রক্ষার চেষ্টা।

ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা এককভাবে (বিস্তারিত-পর্ব: ৫৪-৭১) ও খন্দক যুদ্ধে অন্যান্য অবিশ্বাসী গোত্রের লোকদের সাথে সংঘবদ্ধভাবে (বিস্তারিত-পর্ব: ৭৭-৮৬) মুসলমানদের ওপর যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তার আদি কারণ হলো তাঁদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি আক্রমণ ও সহিংসতা। অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাইই হউক না কেন, 'যুদ্ধ' মানেই ধ্বংস, মানুষ খুন, জখম, সম্পদ লুণ্ঠন ও অগণিত মানুষের চরম দুর্দশা ও ভোগান্তি! মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ও মানবতা বিরোধী নৃশংস ভাবাদর্শের একটি হলো মুহাম্মদের আবিষ্কৃত এই 'জিহাদ!'

প্রশ্ন হলো,
"কী কারণে মুহাম্মদ 'জিহাদ' নামের এই জঘন্য মানবতা বিরোধী নৃশংস ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন? কে ছিলেন এই ভাবাদর্শের সর্বপ্রথম স্বত্বভোগী?"

কুরআন ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়-টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো মদিনা জীবনে মুহাম্মদ তার নেতৃত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও জীবিকা (তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণ) অর্জনের বাহন হিসাবে যে অত্যন্ত অসৎ, নৃশংস ও অমানবিক পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার নাম 'জিহাদ!' এর পার্থিব ফজিলত (আশু লাভ) হলো: হামলায় অর্জিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ তাঁর নিজের ও বাঁকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের (কুরআন: ৮:৪১); আর বিনা হামলায় হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের সমস্তই মুহাম্মদের (কুরআন: ৫৯:৬-৮)।

যে-মুহাম্মদ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি মদিনায় পালিয়ে এসেছিলেন, সামান্য বাসস্থান ও ভরণপোষণের জন্য যাকে প্রতিনিয়ত নির্ভর করতে

হয়েছিলো স্বল্প আয়ের মদিনা-বাসী অনুসারীদের ওপর! সেই নিঃসম্বল মুহাম্মদ কোনরূপ সৎ পেশায় জড়িত না থাকা সত্ত্বেও, তাঁর আবিষ্কৃত এই 'জিহাদ'-এর কল্যাণে মাত্র দশ বছরে (৬২২-৬৩২ সাল) নিজেকে তৎকালীন আরবের সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন! এক নিঃসম্বল মানুষের অবস্থান থেকে এই দশ বছরে মুহাম্মদ এতটাই সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী হয়েছিলেন যে, তিনি এই সময়ের মধ্যে একুশ জন মহিলাকে বিবাহ করে পত্নীর মর্যাদা দিয়ে তাঁদের-কে সচ্ছল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ যাবতীয় ভরণপোষণের জোগান দিতে পারতেন! মৃত্যুকালে যিনি নয় জন পত্নী জীবিত রেখে গিয়েছিলেন।

সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের এক বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে মৃত্যুকালে মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত হত-দরিদ্র! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা তাঁদের এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী। প্রকৃত সত্য এই যে মুহাম্মদের মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই কন্যা ফাতিমা, জামাতা আলী ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের (হাশেমী বংশ) সাথে 'আবু বকর - উমর' গংদের যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত তার প্রকৃত কারণ হলো ক্ষমতা ও মুহাম্মদের রেখে যাওয়া বিশাল সম্পদের উত্তরাধিকার (বিস্তারিত: পর্ব-১৩৫ ও ১৫৮)।

খাদিজা-কে বিবাহ করার পর থেকে মৃত্যুকাল অবধি মুহাম্মদ তাঁর ও তাঁর পরিবারের জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনে কোন সৎ পেশায় কখনো জড়িত ছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু মুহাম্মদই নয়, মদিনা জীবনে মুহাম্মদের আদি মক্কাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী (মুহাজির), যারা মুহাম্মদের প্ররোচনায় তাদের নিজেদের সম্পদ ফেলে রেখে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, তারা তাদের মক্কা বিজয় পূর্ববর্তী মদিনা অবস্থানকালীন সময়ে তাদের নিজের ও পরিবারের জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনে কোন সৎ পেশায় জড়িত ছিলেন,

এমন ইতিহাসও জানা যায় না। মদিনায় হিজরতকারী সকল মুহাজির ও অধিকাংশ আনসারদেরই জীবিকা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সচ্ছলতার প্রধান উৎস ছিল এই 'জিহাদ।' মুহাম্মদ তার অনুসারীদের কীভাবে লুটের মাল 'গনিমত' ও বেহেশতের প্রলোভন, হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন ও দোযখের শাস্তির ভয় দেখিয়ে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ ও হামলায় উজ্জীবিত করার চেষ্টা করতেন তা কুরআনের অসংখ্য বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট!

একই সাথে, "আশু-লাভের" সম্ভাবনা না থাকা (কুরআন: ৯:৪২), কিংবা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ও বিপদসংকুল পরিবেশ, কিংবা বিবেকের তাড়নায় মুহাম্মদের বহু অনুসারী যে মুহাম্মদের আবিষ্কৃত 'জিহাদ' নামের এই অমানবিক-নৃশংস কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জড়িত হতে চাইতেন না, বিভিন্ন অজুহাতে মুহাম্মদের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করতেন, সে সত্যটিও কুরআন, সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ধরণের অনুসারীদেরই মুহাম্মদ "আনুগত্য-হীন বা মোনাফেক" রূপে আখ্যায়িত করতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যে কী পরিমাণ হুমকি-শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন করেছেন, তা কুরআনের অসংখ্য বাক্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

সুরা তাওবাহর শেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশগুলোর (পর্ব: ২৪৫ ও ২৪৮-২৫০) দিকে একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, সম্পূর্ণ এই সুরাটির সারাংশ হলো: "বিভাজন; আগ্রাসন; অবিশ্বাসীদের প্রতি ঘৃণা, প্রত্যক্ষ হত্যা, হমালা, হুমকি ভীতি-প্রদর্শন; ও ক্ষমতার আস্ফালন!" অর্থাৎ, 'জিহাদ'! নবী মুহাম্মদ ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল "ধর্ম-ব্যবসায়ীদের অন্যতম!" জিহাদের কল্যাণে!

"মক্কা বিজয়ের পর অবিশ্বাসীরা দলে দলে 'মুহাম্মদের কাছে এসে' ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন" দাবীটি কী কারণে আংশিক সত্য, তার আলোচনা "মক্কা বিজয় পর প্রথম হজ্জ ও সুরা তাওবাহর প্রথমাংশ' (পর্ব: ২৪৮) পর্বে করা হয়েছে। বিষয়টি আরও

স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা আদি উৎসের প্রায় সকল বিশিষ্ট মুসলিম 'সিরাত' লেখকদের বর্ণিত তথ্য-উপাত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করি।

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় হিজরি নবম সালে, অর্থাৎ মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর থেকে তাঁর "চূড়ান্ত নির্দেশ (পর্ব: ২৪৯-২৫০)" পর্যন্ত সময়ে, যে সমস্ত ব্যক্তি বা গুষ্টি একক বা সমষ্টিগত ভাবে 'মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে' ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ২২১)। সংক্ষেপে:

আল-তাবারীর বর্ণনা মতে: [259]

(১) 'আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে, এই বছর, উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।' [পৃষ্ঠা ৪১]
(২) উরওয়া বিন মাসুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু মুলায়াহ বিন উরওয়া ও ভাতিজা কারিব বিন আল-আসওয়াদ ও আল-মুগীরা বিন শুবা নামের তায়েফ থেকে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হয় (পর্ব: ২৪৬)।
(৩) 'এই বছর, বানু আসাদ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে।'
(৪) 'এই বছর, রবিউল আওয়াল মাসে (জুন-জুলাই, ৬৩০ সাল) বালি গোত্রের প্রতিনিধি দলটির আগমন ঘটে।' [পৃষ্ঠা ৪০]
(৫)) 'এই বছর, লাখম থেকে দারিউন গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে।'
(৬) 'এই বছর, আল-তায়েফের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে [পর্ব ২৪৬]।'
(৭) 'এই বছর, বানু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করে [বিস্তারিত: পর্ব ২২৩]।'

(৮) 'এই বছর, রমজান মাসে হিমায়েরের রাজাদের কাছ থেকে আল্লাহর নবী তাদের পত্রবাহক মারফত এক চিঠি প্রাপ্ত হোন, যেখানে তারা জানায় (ঘোষণা দেয়) যে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। [পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪]

(৯) 'এই বছর, বাহরা গোত্রের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করে।'

(১০) 'এই বছর, বানু আল বাক্কা গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে।' [পৃষ্ঠা ৭৬]

(১১) 'এই বছর, বানু ফাযারাহ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে।'

(১২) 'এই বছর, থালাবা বিন মুনকিধের প্রতিনিধি দলটি আসে।'

(১৩) 'এই বছর, সা'দ হুদায়মেরপ্রতিনিধি দলটি আগমন করে।' [পৃষ্ঠা ৭৯]

অন্যদিকে, মুহাম্মদের "চূড়ান্ত নির্দেশের" পর হিজরি ১০ সালে, যে সমস্ত ব্যক্তি বা গুষ্টি একক বা সমষ্টিগত ভাবে 'মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে' ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তা হলো, সংক্ষেপে:

(১) 'এই বছর রমজান মাসে ঘাসানিদ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে। (ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে (ইবনে সা'দ: 'কিন্তু তারা বিষয়টি গোপন রাখে এই কারণে যে তাদের গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নাই'। [পৃষ্ঠা-৮৮]

(২) 'এই বছর রমজান মাসে ঘামিদ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে।' (ইবনে সা'দ: 'দশ সদস্য বিশিষ্ট')। [পৃষ্ঠা-৮৮]

(৩) 'আল-ওয়াকিদি: এই বছর শাওয়াল মাসে সালমান গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে। তাদের সাথে ছিল সাতজন লোক, নেতৃত্বে ছিলেন হাবিব আল-সালামানি।' [পৃষ্ঠা-৮৭]

(৪) 'এই বছর আল-আযদ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে, যার নেতৃত্বে ছিল সুরাদ বিন আবদুল্লাহ; সাথে ছিল দশ জন লোক। তারা ইসলাম গ্রহণ করে।' [পৃষ্ঠা-৮৮]

(৫) জুরাশদের প্রতিনিধি দলটি আসে ও তারা ইসলাম গ্রহণ করে।' [পৃষ্ঠা-৮৯]

(৬) 'আবু জাফর আল-তাবারী: এই বছর জুবায়েদের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও ইসলাম গ্রহণ করে।' [পৃষ্ঠা-৯০]

(৭) 'ফারওয়া বিন মুসায়েক আল-মুরাদি কিনদার রাজাদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর নবীর কাছে আসে।' [পৃষ্ঠা-৯২]

(৮) 'এই বছর আবদ আল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে।' [পৃষ্ঠা- ৯৪]

(৯) 'এই বছর বানু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে, যাদের মধ্যে ছিল মুসাইলামা বিন হাবিব, এক দুষ্টবুদ্ধি-পূর্ণ মিথ্যাবাদী।' [পৃষ্ঠা-৯৫] [260]

(১০) 'আবু জাফর (আল-তাবারী): এই বছর কিনদার প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে, যার নেতৃত্বে ছিল আল-আশাথ বিন কায়েস আল-কিনদি। তাদের সাথে ছিল ৬০ জন (ইবনে ইশাক: 'আশি জন') অশ্বারোহী।' [পৃষ্ঠা-৯৭]

(১১) 'আল-ওয়াকিদি: এই বছর মুহারিব গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে।' [পৃষ্ঠা-৯৮]

(১২) 'এই বছর আল-রাহায়িউন (মাধিজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, দক্ষিণ আরবের একটি গোত্র) প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে।' [পৃষ্ঠা-৯৮]

(১৩) 'এই বছর নাজরান থেকে আল-আকিব ও আল-সাঈদ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও আল্লাহর নবী তাদের জন্য এক শান্তি-চুক্তি লিপিবদ্ধ করেন।' [পৃষ্ঠা-৯৮]

(১৪) 'এই বছর আবস (ঘাতাফান গোত্রের এক শাখা) গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে।' [পৃষ্ঠা-৯৮]

(১৫) 'এই বছর সাদিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে ও বিদায় হজ্বের তীর্থযাত্রায় আল্লাহর নবীর প্রতি তাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করে।' [পৃষ্ঠা-৯৮]

(১৬) এই বছর শাবান মাসে আদি বিন হাতিম আল-তাঈ আল্লাহর নবীর কাছে আসে।' [কী কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা "আ'দি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণ" (পর্ব: ২২৭) পর্বে করা হয়েছে।]

(১৭) 'এই বছর খাওয়ালিন গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে। তাদের সাথে ছিল দশ জন লোক।' [পৃষ্ঠা-৯৮] [261]

(১৮) 'এই বছর বানু আমির বিন সাসাহ (হাওয়াযিন গোত্রের একটি অংশ) গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আসে।' [পৃষ্ঠা-১০৩]

(১৯) 'এই বছর তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁর সাথে কথা বলে; তিনি তাদের-কে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদের সাথে ছিল তাদের নেতা, যায়েদ আল-খায়েল। তারা ইসলাম গ্রহণ করে ও ভাল মুসলমানে পরিণত হয়।' (ইবনে সাদ: 'তাদের সাথে ছিল পনের জন লোক')। [পৃষ্ঠা-১০৫]

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের এসকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, আরব জনপদের অধিকাংশ অবিশ্বাসীরা 'মদিনায় মুহাম্মদের কাছে এসে' তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কা-বিজয় পরবর্তী প্রথম হজ্জের প্রাক্কালে তাঁর "চূড়ান্ত নির্দেশগুলো" ঘোষণর পর (পর্ব: ২৪৯-২৫০)। তাঁরা তা করেছিলেন ভীত হয়ে! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতার কবল থেকে তাঁদের ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে! মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[259] আল-তাবারী, ভলুউম ৯:

[260] Ibid আল-তাবারী-নোট নম্বর ৬৪৬: 'বানু হানিফা - এই প্রাচীন আরব গোত্রের একটি বড় অংশ মুসাইলামার নেতৃত্বে মদিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।'

[261] Ibid আল-তাবারী-নোট নম্বর ৬৬৮: খাওয়ালিন গোত্র - 'এক সম্মানিত প্রাচীন দক্ষিণ আরব উপজাতি। নবীজির ইন্তেকালের পর, তারা প্রথমে মদিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়, কিন্তু এক অভিযান বাহিনীর মাধ্যমে তাদের-কে ইসলামে ফিরিয়ে আনা হয়।'

সপ্তম খণ্ডের তথ্যসূত্রের প্রধান সহায়ক গ্রন্থ:

[1] কুরআন: কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর: http://www.quraanshareef.org/
কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/]

[2] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ); সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ); ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk)
https://books.google.com/books?id=gZknAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kitab+al+Magazi-

[4] "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (৩rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9 (set)

http://www.islamicbookstore.co.in/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=766&category_id=34&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1

[5] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী: ভলুউম ৬, translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21291&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[6] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজি অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN ০-7914-3150—9 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[7] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯, (The Last Years of the Prophet) – translated and Annotated by Ismail K. Poonawala [State university of New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21294&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[8] আল-তাবারী: ভলুউম ১৫: 'The Crisis of the Early Caliphate' - translated and annotated by R. Stephen Humphreys; University of Wisconsin, Madison; State University of New York Press; ISBN 0-7914-0154-5; ISBN 0-7914-0155 -3 (pbk); পৃষ্ঠা ৬৪-৬৮
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21300&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[9] সহি বুখারী: লেখক - ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল)
https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA
http://hadithcollection.com/sahihbukhari.html

[10] সহি মুসলিম: লেখক - ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল)
https://quranx.com/Hadith/Muslim/USC-MSA/
http://hadithcollection.com/sahihmuslim.html

[11] সুন্নাহ আবু দাউদ: লেখক - ইমাম আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল)
https://quranx.com/Hadith/AbuDawud/Hasan/
http://hadithcollection.com/abudawud.html

[12] সুনান আল-তিরমিজী: লেখক - ইমাম তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল)
https://quranx.com/Hadith/Tirmidhi/DarusSalam/
http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi.html

[13] মুয়াত্তা মালিক: লেখক - ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৭১১-৭৯৫ সাল):
https://quranx.com/Hadith/Malik/USC-MSA/

পূর্ববর্তী ৬টি খণ্ডের ডাউনলোড লিংক:

(প্রচ্ছদে মাউস ক্লিক/টাচ করলেই লিংক পেয়ে যাবেন)
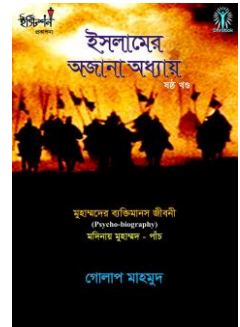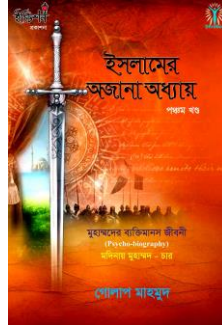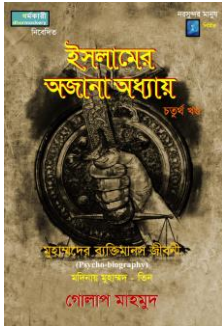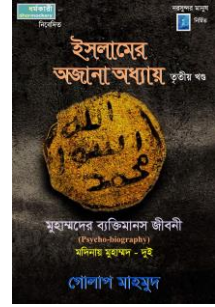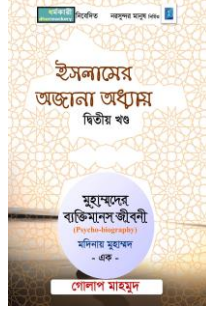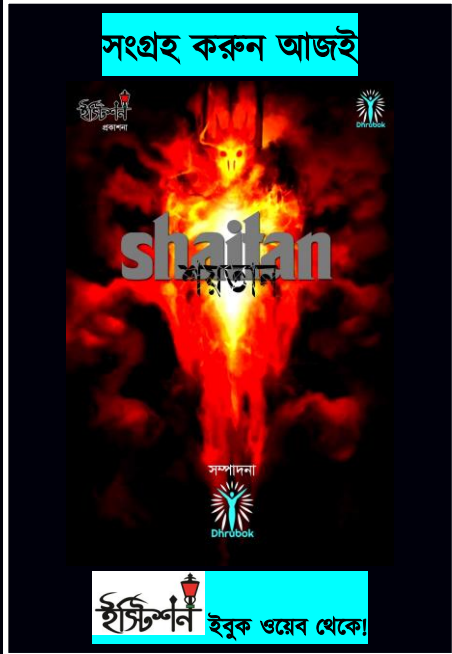
ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ**-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা এটাই প্রথম।

এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *সপ্তম ইবুক।*

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog